মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

(মূলানুবাদ সমেতম্।)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নেন
অনুবাদিতম্।

শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্নেন
সংশোধিতঞ্চ।

বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন
প্রকাশিতম্।

তৃতীয় সংস্করণম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং।

২ নং হরিমোহন বসুর লেন,—"নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাসেন মুদ্রিতম।

সন ১৩০০।

ভূমিকা।

অন্যান্য জাতির ন্যায় একখানি সংক্ষিপ্তগ্রন্থ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র নহে এবং ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উহা রচিত ও লিখিত হয় নাই। হিন্দুর মূলভাষা সংস্কৃতের শক্তি যেরূপ বিশ্বব্যাপিনী, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রও অগণ্য ও অসংখ্য, এবং তত্ত্বাবতের শক্তিও অসীম ও অপরিমেয়। সে সমস্ত অনুশীলন বা পাঠ করিলে, উহা মনুষ্যের মনঃকল্পিত বলিয়া আমাদের ন্যায় মানবের মনে স্থান পায় না। যাহা হউক, ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বেদ হিন্দুকুলের পবিত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, এবং নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া হিন্দুসমাজের সবিশেষ সম্মাননার সামগ্রী। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া অদ্যাপি হিন্দুসম্প্রদায় ইহার নিকটে ভক্তিভরে অবনতভাবে অবস্থিত আছে। পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি ও তন্ত্র দেববাক্যবৎ হিন্দুসমাজে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে মনুবাক্যের প্রতি, এতদূর বিশ্বাস ও এতদূর শ্রদ্ধা, তাহা "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং" এই বাক্যানুসারে অকাট্য ও প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে। যে স্মৃতি আমাদের ধর্ম্ম ও কাম্য কর্ম্মের সোপান এবং চতুর্ব্বর্গের উপায়, তাহাও "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে,". (তাৎপর্য্য, যে স্মৃতি মনুবাক্যের বিরোধী, তাহা সম্মাননার সামগ্রী নহে) বলিয়া হিন্দু সমাজে আদরের স্থল দাঁড়াইয়াছে। "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ" এই যে শ্রাদ্ধকালীন মন্ত্র-ব্যবহার অদ্যাপি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ও সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায়, মনু, অত্রি প্রভৃতি বিংশতিসংখ্যক সংহিতাকার ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোক্তা বলিয়াই আমরা অটলভাবে অকৃত্রিম ভক্তিসহকারে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। এই সংহিতা-সমূহের সারসঙ্কলনে স্মৃতির জন্ম। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ রঘুনন্দন, স্মৃতিরত্নের জন্মদাতা। তৎপ্রণীত স্মৃতি অষ্টাবিংশতি ভাগে বিভক্ত ও অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামে পরিচিত; এখনও বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের নিকটে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে তন্ত্র গ্রন্থ অন্যতর। ইহা হিন্দুসমাজে পবিত্রতায় প্রামাণিকতায় ও সারবত্তায় বেদবৎ বিশ্বাসভূমি। বিশেষতঃ শিবমুখে প্রচারিত হওয়াতে, ইহাতে হিন্দুসমাজের কুতর্ক, অবিশ্বাস, অযুক্তি বা অসারতা স্থান পাওয়া দূরে থাকুক, সন্দেহ স্থাপন পর্য্যন্ত হইতে পারে না এবং হইবার কথাও নহে। বর্ত্তমান কালে সভ্যতার রীতি ও রুচির অনুসারে তন্ত্রের বয়ঃক্রম জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে এবং ইংরাজী নিয়মানুসারে খৃষ্ট জন্মিবার এত বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রণীত হইয়াছে এরূপ কথা শুনিতে অনেকের বাসনাও বলবতী হইবার কথা, কিন্তু আমরা বিনীতভাবে সেজন্য জানাইতেছি যে, সাধারণকে এ সম্বন্ধে পরিতৃপ্ত করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ; কারণ যে বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ নাই এবং সদাশিব যাহা স্থির করিয়া যান নাই, প্রত্যুত এরূপ বয়োনিরূপণ করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন নাই, আমরা কোন্ সাহসে, কোন্ যুক্তিতে অকারণ কল্পনাশক্তিকে নিষ্পেষণ করিয়া তন্নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব। তবে তন্ত্র-সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে; মনুষ্যজাতির প্রকৃতিগত বৈষম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন বলিয়া অধিকারি-ভেদে পৃথগাকারের ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে। যেরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মে (প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি) এই পঞ্চ প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা, বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে প্রকার, (শান্তি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) এই পাঁচটী সাধনা, সেইরূপ শক্তি-সাধনায় (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা) এই

পাঁচ প্রকার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিহিত উপাসনাই পরমার্থ লাভের উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং মূলভিত্তিতে কোন পার্থক্য নাই, তবে যে বাহ্য-ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল অধিকারী ভেদে ঘটিয়া থাকে। কি পরিতাপ, কি আক্ষেপ ও কি মর্ম্মপীড়ার কথা যে, প্রকৃত-তত্ত্ব ও জ্ঞানের অভাবে স্থূলবুদ্ধি মানব শিবভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শৈবকে এবং শাক্ত হইয়া অন্যোপাসককে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ, ও সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ," এই মূলমন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করেন না। বলিতে কি তাঁহারা যাঁহাকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করিতে যান, বুদ্ধি ও কার্য্যদোষে তাঁহারই অপ্রীতি ও অসন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন, এই জন্যই শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর যুদ্ধ। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পরমজ্ঞানী বেদব্যাসও এ ভ্রমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারতে সাকল্যে ১৯২ খানি তন্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, এই সকল তন্ত্র তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে গৌড়দেশে ৬৪ খানি তন্ত্র প্রচলিত ও ব্যবহৃত; এতন্মতাবলম্বীরা বিষ্ণুক্রান্ত নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার প্রণয়ন করেন। রথাক্রান্ত সম্প্রদায় মধ্যে যে ৬৪ খানি তন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার নেপাল ও অন্যান্য অঞ্চলেই ব্যবহার আছে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইহার অন্তর্গত। আমাদের ভাগ্যদোষে কালবশে অনেকানেক তন্ত্র যে অধিকারচ্যুত হইয়া অন্যত্র স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক স্থিরমনে অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, বেদ হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পক্ষে এই গ্রন্থই অনুকূল পন্থা ও একপ্রকার সোপান। ইহা আমাদের নিজের কথা নহে, আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থই এ সম্বন্ধে প্রকৃত প্রমাণ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা-সম্বন্ধে বিধি সন্নিবেশিত আছে। সগুণ উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে লোকে যে জাতি হউক না, অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ফল কথা, যে কাল পর্য্যন্ত সাধনার সাহায্যে সগুণ-ভাব দূর হইয়া নির্গুণ অবস্থার উপাসনাদি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত সাকারভাব পরিত্যাগের উপায়ান্তর নাই। বর্ত্তমানকালের নিরাকার সম্প্রদায়ীরা মহানির্ব্বাণের স্থানে স্থানে আপনাদের উদ্দেশ্যোপযোগী বচন সংগ্রহ করিয়া নূতন আকারে এক ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন, এবং আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই জন্য ৪।৫ খানি মহানির্ব্বাণ সংগ্রহ করিয়া যতদূর সরল, শুদ্ধ ও প্রকৃত সুসংলগ্ন অনুবাদ হইতে পারে, তাহা সাধন পূর্ব্বক জনসমাজে প্রচারিত করিলাম। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করিয়া উপার্জ্জনের পথ অব্যাহত ও পরিষ্কৃত করা যাহাদের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, আমাদের বাসনা তাহার অন্যতর। যতই স্বল্প মূল্যে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সরল ভাষার সুযোগ্য লোকের হস্তে পরিচালিত ও সমাহিত হইয়া গ্রন্থখানি প্রকৃত প্রস্তাবে মূল বজায় রাখিয়া অনুবাদ সহ প্রচারিত হয়, ইহাই আমাদের মুখ্য কল্প ও প্রকৃত অভিপ্রায়। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বঙ্গবিখ্যাত হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়া তন্ত্রের আধ্যাত্মিক মূলমর্ম্ম প্রচার করিয়া দিতেছেন বলিয়া, প্রকাশক তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। কিমধিকমিতি।

তান্ত্রিক উপাসনার মূল মর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব।

তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা, এই পঞ্চ মকারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ইহার সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংসভোজনের প্রথা, মৈথুনের প্রবর্ত্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার জানিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ইহা নহে, তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম ও পঞ্চ মকারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধ হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তন্ত্রে পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার প্রকৃত-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, আগমসারে প্রকাশ ;—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য ;—হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে, লোকে আনন্দময় হয়, ইহারই নাম মদ্যসাধক। এইরূপ মদ্যসাধনার ন্যায় মাংস সাধনা সম্বন্ধে ঐ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে ;

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশভূত ; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসংযমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মৎস্যসাধকের তাৎপর্য্য যে প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। তথা ;

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

তাৎপর্য্য ; গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটী মৎস্য সতত চরিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটী মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক। আধ্যাত্মিক মর্ম্ম গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা ; এই উভয়ের মধ্যে যে শ্বাস প্রশ্বাস, তাহারাই দুইটী মৎস্য, যে ব্যক্তি এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রাণায়ামসাধক শ্বাস প্রশ্বাস, রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্যসাধক বলা যায়। এইরূপ মুদ্রাসম্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

তাৎপর্য্য ; হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদ-তুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও ইঁহার তেজঃ কোটিসূর্য্যসদৃশ, কিন্তু স্নিগ্ধতায় ইনি কোটি চন্দ্র

তুল্য ; এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী-শক্তি-সমন্বিত, যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক হইতে পারেন। মৈথুন-তত্ত্ব, অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং এ সম্বন্ধে গুরু-পরম্পরায় দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের মতে মৈথুন সাধক পরম যোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ; কারণ তাঁহারা বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ করাইয়া কুম্ভকরূপ রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ আছে যে ;

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥

তাৎপর্য্য ; মৈথুনব্যাপার, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধি লাভ ঘটে এবং তাহা হইলে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বাস্তবিক, আমাদের চর্ম্ম চক্ষে যে কার্য্য ঘোরতর কদর্য্য ও কুৎসিত, করুণানিধান মহেশ্বর যে শাস্ত্রে তদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা কখনও মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। যদিও আপাততঃ মৈথুন ব্যাপারটী অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার কতদূর গূঢ়ভাব সন্নিবেশিত আছে তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেরূপ পুরুষজাতি পুংযন্ত্রের সহকারিতায় স্ত্রী যোনিতে প্রচলিত মৈথুন-কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ র এই বর্ণে আকারের সাহায্যে ম এই বর্ণ মিলিত হইয়া তারকব্রহ্ম রাম নামোচ্চারণরূপে তান্ত্রিক অধ্যাত্ম-মৈথুন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপে তন্ত্রেই প্রকাশ যে,

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপমহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতঃ মহানন্দঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রামরাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥

তাৎপর্য্য ; রেফ কুঙ্কুম বর্ণ কুণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করে, মকার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! আকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ; আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া, ব্রহ্মপদার্থ রাম নামে কথিত হইয়া থাকেন, তিনিই তারকব্রহ্ম নামের কারণ।

যেরূপ মৈথুন কার্য্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ, রমণ ও রেতোৎসর্গ এই ছয়টী অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মৈথুন ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টী অঙ্গ দেখা যায়। প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে ;

আলিঙ্গনাৎ ভবেন্ন্যাসঃ চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনাৎ শীতকারঃ নৈবেদ্যমনুলেপনং॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥

তাৎপর্য্য ; যোগক্রিয়ায় তত্ত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন' আবাহনের নাম শীতকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন। জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম রেতঃপাতন। হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিক, অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি এই মৈথুন তত্ত্ব অতি-

শয় গোপন রাখিবে। ফল কথা, ষড়ঙ্গ যোগে এইরূপ ষড়ঙ্গ সাধম করায় মামই মৈথুনসমাধান সাধারণে যে অর্থ সহজে গ্রহণ করেন, শিবের উক্তি তাহা নহে এবং ধর্ম্মের উপাসনাকে এরূপ কুৎসিত আকারে পর্য্যবসিত করাও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যুবতীর কণ্ঠাশ্লেষ ন্যাস, মুখচুম্বন ধ্যান, স্পর্শ শীৎকার আহ্বান, অঙ্গবিলেপন নৈবেদ্য, রমণ জপ ও রেতঃ পরিত্যাগ দক্ষিণা বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে কখনও উপদেশ থাকিতে পারে না এবং পারিবার কথাও নহে। কলির জীব পঞ্চ মকারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না বলিয়া কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি মদ্য পান ও মৈথুনাদি ব্যাপার উপাসনার অঙ্গ হইত, তাহা হইলে এই ঘোরতর কলির অধিকারে রূপ সাধনার অধিকারী ও উপাসকের ভাবনা কি? বাস্তবিক ইহা যদি নীচজনসেব্য নীচকার্য্যানুষ্ঠানের উপযোগী ব্যবস্থেয় হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের আর মাহাত্ম্য কি এবং শিববাক্যে লোকের আস্থাই বা কিরূপে জন্মিতে পারিবে। যখন শাসনের জন্য শাস্ত্রের নামকরণ, তখন এরূপ কদর্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া কি ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে? বিশেষতঃ শিবের শাসন এই যে, দিব্য ও বীরভাবে পঞ্চ মকার সাধন করিতে হইবে, কলির জীব তাহাতে অসমর্থ ও অনুপযুক্ত বলিয়া দয়াময় দীনবন্ধু সদাশিব এই উপাসনার পরিবর্ত্তে পশুভাবের সাধনাকেই বর্ত্তমান কালের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের দ্বিতীয় কার্য্য। বাল্মীকির রামায়ণে আমরা সুলভের পথ দেখাইয়াছি, সুখের বিষয় আরও দুই একখানি সুলভ রামায়ণ প্রকাশিত হইয়া দরিদ্র দেশের গ্রন্থ ক্রয়ের আরও সুবিধা ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক ব্যক্তি একখানি শাস্ত্র গ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রচারিত করিলে অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রচার না করিয়া অনেকে একের অবলম্বিত কার্য্যের বাধা দিয়া দেশের ক্ষতি করিয়া থাকেন। যাহা হউক রামায়ণের ন্যায় এখানির সমাদর দেখিলে ও ইহা সর্ব্বস্থানে স্থান পাইলে আমরা আর্থিক লাভবান্ না হইলেও পরম লাভ জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এই মহাজনোক্ত বাক্য যে প্রকৃত প্রামাণিক ও উচ্চ অঙ্গের পদার্থ, তাহা এত দিনের পর আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বাস্তবিক, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বাক্যের অমূলকতা ও অসারতা থাকিত, তাহা হইলে অল্পদিনমধ্যে নানাবি বাধাসত্ত্বে—নানা লোকের প্রলোভনে ও বিবিধ বিজ্ঞাপনচ্ছটার মধ্যেও আমাদের প্রকাশি মহানির্ব্বাণতন্ত্র নিঃশেষিত হইয়া উহার সত্বর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে কেন? কে মনে করিয়াছিল যে, সাধারণ গ্রাহকমণ্ডলী সুলভ মূল্যে প্রচারিত সারবান্ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বর্ত্তমা সময়ে—ধর্ম্মবিপ্লবতরঙ্গে—নিষ্ঠা ভক্তির উচ্ছেদকালে এরূপ সম্মান ও এতদূর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহ

করিবেন ? কাহার মনে হইয়াছিল যে, বিদেশীয় হিন্দু সন্তানগণ দিন দিন আমাদের প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের নিঃশেষ সংবাদ শ্রবণে খিদ্যমান হইয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কণের জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিবেন ? কে ভাবিয়াছিল নাট্যরসপ্লাবিত উপন্যাসরসব্যাপ্ত বঙ্গভূমিতে শিববাক্যের সার সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের মন সমুৎসুক হইবে ? এ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন আমরা ইহাতে এই বলিতে পারি, যদি ভগবানে দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া সুলভ শাস্ত্র প্রচার আমাদের ব্রত না হইত, যদি আমরা অকপটে এই ব্রত পালনে কৃতসংকল্প না হইতাম যদি অপরাপর ব্যক্তি আমাদের কার্য্যের হন্তারক না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য কখনই এ·দূর উন্নত ও অগ্রসর হইত না। যাহা হউক, "শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্" এইটী অবলম্বিত কার্যের মূল্য মন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদের সহায় ও ভরসা। হিন্দু গ্রাহকগণ আমাদের কার্য্যের নিমিত্ত ও উপলক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস, যদি আমাদের কার্য্য আমরা এবং গ্রাহকগণের কার্য্য তাঁহারা সাধন করি ও করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আর ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন ও আচরহীন হইতে হয় না এবং দেশকেও জঘন্য অধার্ম্মিক ও নাস্তিক বিশেষণে বিভূষিত হইতে হয় না। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এবার মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি যত দূর পরিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইবার কথা, তাহার ত্রুটি করা হয় নাই। প্রথম সংস্করণে স্থানে স্থানে যে সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছিল, এবার তৎসংশোধনে নিশ্চেষ্ট হওয়া হয় নাই। নানা দেবদেবীর বীজমন্ত্রজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় জানিয়া উক্ত সংগ্রহখানি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। যদিও ইহাতে গ্রন্থের কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু ইহার মূল্য পূর্ব্বে যাহা ছিল, এবারেও তাহা পরিবর্ত্তিত হইল না। (আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ইহা তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল।)

বিনীত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩১ নং নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সূচীপত্র।

পঞ্চম উল্লাস। ২৯—৫৪।

ষষ্ঠ উল্লাস। ৪৫—৬৮।

সপ্তম উল্লাস। ৫৯—৬৫।

অষ্টম উল্লাস। ৬৬—৮৫।

কথন। গৃহীর নিত্যকর্ম্ম ও পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, পত্নীর প্রতি ব্যবহার, পুত্র ও কন্যার প্রতি ব্যবহার, ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুজনের প্রতি ব্যবহার, সামাজিক ব্যবহার, আন্তরিক ও বাহ্য শৌচাশৌচ নিরূপণ বিধি। সন্ধ্যাকাল ও বিধি, বৈদিক সন্ধ্যানুষ্ঠানে ভগবতীর সংশয়, বৈদিক-সন্ধ্যাকরণের আবশ্যকতা বর্ণন। শাস্ত্রার ও গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরন্ত কালাতিপাত কর্ত্তব্য। কলিতে উপবাস ও দান বিধি। পুণ্যকাল পুণ্যতীর্থ কথন। পিতৃতৰ্পণাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তীর্থ গমনে নরক নির্ণয়। নারীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথন। যৌবনে স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকিবে। অভক্ষ্য মাংস নির্ণয় ও নিরামিষ ভোজনের বিধি। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শক্তবর্ণের বৃত্তি। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের বা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বৈশ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভৈরবীচক্র ও চক্রের বিধি। ঘটস্থাপন ও সংক্ষেপ পূজা কথন, আনন্দ ভৈরবী ও আনন্দ ভৈরবের ধ্যান। গৃহীর সুরাপাননিষেধ, গৃহীর পরশক্তিসঙ্গনিষেধ। শৈব বিবাহ। চক্রস্থলের মাহাত্ম্য। চক্রস্থলে সাধকের কর্ত্তব্য। কলিযুগে কুলধর্ম্ম গোপনে দোষ। তত্ত্বচক্র বর্ণন। তত্ত্বচক্রে অধিকারিতা, তত্ত্বচক্রে তত্ত্বশোধন মন্ত্র, তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠানবিধি। সন্ন্যাস ধর্ম্ম কথন। সন্ন্যাস গ্রহণের কাল নির্ণয়। বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা পত্নী ও শিশুসন্তান প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিষেধ। সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। ঋণত্রয় মোচন, আত্মশ্রাদ্ধ, বহ্নিস্থাপন, সাকল্য হোম, ব্যাহৃতি হোম, প্রাণ হোম ও তত্ত্বহোম, যজ্ঞোপবীত হোম, শিখাচ্ছেদন ও আহুতি প্রদান। মহাবাক্যের উপদেশ। শিষ্যকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে গুরুর প্রণাম, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার, সন্ন্যাসীর দেহান্তের পর তদ্দেহদাহ নিষেধ, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই উপাসনাদি কথন, কুলাবধূত ও যতির মাহাত্ম্য কথন। ১—২৮৯ শ্লোক।

নবম উল্লাস। ৮৬—১০৫।

দশবিধ সংস্কারের আবশ্যকতা ও কুশণ্ডিকা। কলিতে মন্ত্র প্রয়োগের বিভিন্নতা। কুশণ্ডিকার নিমিত্ত স্থণ্ডিল রচনা, অগ্নিস্থাপন, অগ্নির ধ্যান, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা বর্ণন, অগ্নিস্থাপন ক্রিয়া। যজ্ঞীয় দ্রব্য সংস্কার. ধারাহোম, প্রকৃত কর্ম্মের হোম, স্বিষ্টিকৃৎ হোম, ব্যাহৃতি হোম, পূর্ণাহুতি, শান্তিকর্ম্ম, অগ্নির নিকটে প্রার্থনা ও অগ্নিবিসর্জন। দক্ষিণাদান, হোমান্ত তিলক ও মস্তকে পুষ্প ধারণ। চরুকর্ম্ম, জাতহোম, দশবিধ সংস্কার, ঋতুসংস্কার, গর্ভাধান, পুংসবন, পঞ্চামৃত প্রদান, সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্যপ্রদান, গায়ত্রীর অর্থ, গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ, বিবাহ, কন্যাসম্প্রদান, বিবাহাঙ্গ কুশণ্ডিকা, পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ নিষেধ কথন। শৈব বিবাহ কথন, ব্রাহ্মীভার্য্যার সন্তান সত্ত্বে শৈব সন্তানের ধনাধিকার নিষেধ ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তের ব্যবস্থা। শৈববিবাহের ভেদ ও শৈববিবাহের রীতি; অনুলোমজ ও বিলোমজ শৈব সন্তানের জাতি নির্ণয়, শৈববিবাহের হেতুবাদ কথন ১—২৮৩ শ্লোক

দশম উল্লাস। ১০৬—১২০।

আভ্যুদয়িক, পার্ব্বণ একোদ্দিষ্ট, অন্ত্যেষ্টি ও প্রেত শ্রাদ্ধাদি। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ক প্রশ্ন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ব্যবস্থা ও তৎ প্রতিনিধি নিরূপণ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধ বিষয়ে বিধান, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা, প্রেতশ্রাদ্ধ ব্যবস্থা, অশৌচ ব্যবস্থা। শবদাহ বিষয়ে ব্যবস্থা, সহমরণ ব্যবস্থা, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা, আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপণ, ত্রিলকাঞ্চনোৎসর্গব্যবস্থা। শয্যাদি দান ব্যবস্থা, বৃষোৎসর্গ, কৌলপূজাপ্রশংসা কথন, শুভকর্ম্মের দিন নিরূপণ, । গৃহ প্রবেশের নিয়ম ও সংক্ষেপে যাত্রা করণ ব্যবস্থা বর্ণনা। দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কৌলের কর্ত্তব্য নিরূপণ। কৌল মাহাত্ম্য বর্ণন। পূর্ণাভিষেক ও তদ্ব্যবস্থা, পূর্ণাভিষেক করণে উপযুক্ত অধিকারী, গুরুর আশ্রয় গ্রহণব্যবস্থা

গণেশ পূজা, ধ্যান, পীঠশক্তি ও আবরণ পূজা। অধিবাস, তিলকাঞ্চন, কৌল ভোজ্যদান। ষোড়শ মাতৃকা পূজা। বসুধারা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, পূর্ণাভিষেকার্থ গুরুর নিকটে গমন ও প্রার্থনা, পূর্ণাভিষেকে সঙ্কল্প, গুরুবরণ, যাগমণ্ডপসংস্কারকরণ ও ঘটস্থাপন। প্রাণস্থাপন ও তর্পণবিষয়কব্যবস্থা ইষ্ট পূজা ও শক্তিসাধকের পূজা; শক্তি সাধকের নিকটে গুরুর প্রার্থনা, শক্তি সাধকের পূর্ণাভিষেকে সম্মতি, পূর্ণাভিষেক মন্ত্র কথন, গুরুমুখে মন্ত্র পুনগ্রহণ করণ, শিষ্যের নামকরণ-ব্যবস্থা, গুরু দক্ষিণা; শক্তিসাধক পূজা ও অমৃত প্রার্থনা করণ, অমৃত দান বিষয়ে গুরুর প্রার্থনা ও শক্তি সাধকের সম্মতি দান কথন। কৌলগণের অনুমতি গ্রহণান্তর শিষ্যকে অমৃতদান করণ; প্রসাদ পরিবেশন ও চক্রানুষ্ঠান করণ। পূর্ণাভিষেক বিষয়ে নবরাত্রাদি কল্প ভেদ ও ব্যবস্থা কথন। পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্য বর্ণন; পূর্ণাভিষিক্ত সদ্‌গুরুর শ্রেষ্ঠতা কথন। শাক্তাভিষিক্তের চক্রেশ্বরতা নিষেধ বর্ণন। কুলদ্রব্য ও কুলনায়ক নিন্দায় দোষ কথন। ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্মত্যাগ করণ, অথবা কর্মানুষ্ঠান করণের তুল্যতা কথন সর্বত্র ব্রহ্মের পূজা ব্যবস্থা কথন। সৎ কৌলের লক্ষণ কথন। ১—২১২ শ্লোক।

একাদশ উল্লাস। ১২০—১৩২৭

শাস্তিরক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, দ্বিবিধ পাপ লক্ষণ, প্রজার পাপের দণ্ডবিধান, ধর্মাধর্ম প্রশ্ন ও উত্তর, ব্যভিচারবিশেষে পাপ ও দণ্ড, বলাৎকার ও পরস্ত্রীকে কামভাবে দর্শনে পাপ; নরহত্যা, কর্তব্য-পালনে অস্বীকার, ধর্মপত্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার, বঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্যকারী, জালকারীর দণ্ড, ধর্মশালা ও বিচারপদ্ধতি, হিন্দু আইনের সার তাৎপর্য্য, মহারোগাদির প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতভঙ্গের মহাপাপ গোবধের মহাপাপ, ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ। ১—১৭০ শ্লোক।

দ্বাদশ উল্লাস। ১৩২—১৪১।

সদাশিব কর্তৃক সনাতন ব্যবস্থার বিষয়ক কথন, সম্বন্ধ কথন, রাজা-প্রজা-ব্যবহার-কথন, বিবাহধনাধিকার ব্যবস্থা, পিণ্ডদান ব্যবস্থা, শৌচাশৌচকথন, প্রকার ভেদে বিবাহ ঋণ ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ইত্যাদি। ১—১২৯ শ্লোক।

ত্রয়োদশ উল্লাস। ১৪২—১৬২।

মহাকালীরূপ সাধন, ভজন, ধ্যানধারণা, দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার কারণ এবং নিয়ম ও ব্যবস্থা, দান করিবার নিয়ম, দাতার ভাব, নিষ্কাম কামনার ভাব, পশুযজ্ঞাদি বিধি, পূজা ধ্যানাদির প্রকরণ, গ্রহপূজা ও নিয়ম, নবগ্রহের রূপ, ধ্যান পূজা পদ্ধতি; বিবিধ বীজ মন্ত্র জলাশয় প্রতিষ্ঠা সংকর্ম প্রক্রিয়া কথন, বাস্তু প্রতিষ্ঠার ক্রম ও পূজা বিবিধ সংস্কারিক কাণ্ড, দশ সংস্কার ব্যবস্থা ১—৩১০ শ্লোক।

চতুর্দ্দশ উল্লাস। ১৬৩—১৭৬।

ভগবতীর শিব পূজা জিজ্ঞাসা, সকল শিব পূজা কথার শেষে অচল শিব পূজা কথন, শিবলিঙ্গ কি? তাহার পূজা, ধ্যান, বিশ্বরূপ কেন? কেন পূজনীয়? আসন, উপচার, পূজা, ধ্যান, ধারণা, ফল বিধি, অর্চনা বিধি ইত্যাদি. মুক্তি কি? মুক্তির আবশ্যকতা ও মুক্ত পুরুষ কে? মুক্তির উপায়, জ্ঞান ও কর্ম কথন, জ্ঞান ও মুক্তির সম্বন্ধ, সাধুর লক্ষণ ও চতুর্বিধ অবধূত লক্ষণ; সর্ব্ব-ধর্ম্ম-নির্ণয় সার ইত্যাদি। ১—২১১ শ্লোক।

পরিশিষ্ট।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

প্রথমোল্লাসঃ।

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে। নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে ॥ ১
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে। শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্যমরুদ্ভিরুপবীজিতে ॥ ২
অপ্সরোগণসঙ্গীতকলধ্বনিনিনাদিতে। স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়াচ্ছাদিতে স্নিগ্ধমঞ্জুলে ॥ ৩
মত্তকোকিলসন্দোহসংঘুষ্টবিপিনান্তরে। সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধমৃতুরাজনিষেবিতে ॥ ৪
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বগাণপত্যগণৈর্ব্বৃতে। তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্গুরুম্ ॥ ৫
সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্। কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্ ॥ ৬
দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভম্। গঙ্গাশীকরসংসিক্তজটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্। ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮
আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্। নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯
সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্। প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০

কৈলাস নামক পর্ব্বতে একটি সুরম্য শিখরদেশ আছে; উহা নানারত্নে বিভূষিত, নানা প্রকার বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ, এবং বহুতর পক্ষিকুল-কলরবে নিনাদিত। (১) সেই মনোহর স্থানে সকল ঋতুই সকল সময়ে সমুদিত হইয়া নানাবিধ কুসুম-সৌরভে আমোদিত করে; তথায় শৈত্য, মান্দ্য ও সৌগন্ধ্যবাহী সমীরণ সতত প্রবাহিত। (২) সেই প্রদেশ অপ্সরাগণের মধুর সঙ্গীতালাপে নিয়ত প্রতিধ্বনিত, তত্রত্য ছায়াপ্রধান বৃক্ষগণ স্থিরভাবে ছায়া প্রদান করে; সুতরাং স্থানটি অতিশয় স্নিগ্ধ ও মনোহর। (৩) তত্রত্য স্থান বিশেষে কোকিলগণ মধুররবে কলধ্বনি করিতেছে, তথায় ঋতুরাজ সতত সহচরদিগের সহিত চিরবিরাজমান আছেন। (৪) এই স্থান সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিনায়ক সকলে সতত পরিবৃত। এই শিখরদেশে চরাচর জগতের গুরু-স্বরূপ মহাদেব মৌনভাবে অবস্থিত আছেন। (৫) তিনি সতত মঙ্গলবিধাতা, সদানন্দ ও করুণা-স্বরূপ অমৃতের সমুদ্র; তাঁহার আকৃতি কর্পূর ও কুন্দপুষ্পতুল্য শ্বেতবর্ণ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় ও অদ্বিতীয় বিভু। (৬) তিনি দিগম্বর—অর্থাৎ মায়াবিরহিত, দীননাথ, যোগীন্দ্র ও যোগীজনের প্রিয়। তাঁহার জটাজূট গঙ্গাশিখরে সম্পৃক্ত রহিয়াছে। (৭) তদীয় সর্ব্বশরীর বিভূতিবিভূষিত, মূর্ত্তি অতিশয় শান্ত; তিনি নরকপাল ও সর্পমালায় সুশোভিত, তিনি ত্রিলোকনাথ ও ত্রিনেত্র, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল। (৮) তিনি আশুতোষ, জ্ঞানময় ও কৈবল্যফলদাতা; তিনি সুখদুঃখবিহীন ত্রিতাপশূন্য, ভেদবিরহিত এবং নিরঞ্জন—অর্থাৎ জ্ঞানীর অগম্য। (৯) তিনি নিরাময়, দেবদেব ও সকলের হিতকারী; তাঁহার প্রসন্নবদন দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী এক দিন লোকের মঙ্গলের জন্য

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে। ত্বদধীনাস্মি দেবেশ তবাজ্ঞাকারিণী সদা॥ ১১
বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্বাক্তুং নৈব শক্যতে। কৃপাবলেশো ময়ি চেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাং প্রতি॥১২
তদা নিবেদ্যতে কিঞ্চিন্মনসা যদ্বিচারিতম্। ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর।
ছেত্তা ভবিতুমর্হো যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥ ১৩

শ্রীসদাশিবোবাচ।

কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে। যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি॥ ১৪
তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যদ্ভবেৎ। কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ॥ ১৫
মম রূপাসি দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম। সর্ব্বজ্ঞা কিং ন জানাসি অনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি॥ ১৬
ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা। বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥ ১৭

শ্রীআদ্যোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর। কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিনা পুরা॥ ১৮
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ। বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৯
তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ। দেবান্ পিতৃন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে॥ ২০
স্বাধ্যায়ধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ। মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ॥ ২১
দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ॥ ২২

অবনতভাবে বিনীতবাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। (১০) পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবদেব! জগন্নাথ! আপনি আমার নাথ ও দয়ারসাগর; হে দেবেশ! আমি আপনার অধীনা এবং সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞাচারিণী। (১১) আপনার অনুমতি না হইলে, আমি আপনার নিকটে কোনও কথা বলিতে পারি না; (যাহা হউক) যদি আমার প্রতি আপনার কৃপাকণা প্রকাশ থাকে,এবং যদি আপনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া থাকেন, (১২) তাহা হইলে আমার মনের বাসনা আপনার নিকটে প্রকাশ করিতে পারি; হে মহেশ্বর! আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এবং কেইবা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ আছেন? (১৩) সদাশিব কহিলেন,—হে প্রাণবল্লভে! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তুমি কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ বল; যাহা গণেশের বা কার্ত্তিকের নিকটে প্রকাশ করি নাই, তোমার নিকটে তাহা বলিতে আমার বাধা নাই। (১৪) যদি বিশেষ গোপনীয়ও হয়, তাহা হইলে আমি তাহা তোমার নিকটে ব্যক্ত করিব; (বলিতে কি,) ত্রিলোকমধ্যে এমত কোনও বিষয় দেখিতে পাই না, যাহা তোমার নিকটে গোপন থাকিতে পারে। (১৫) হে দেবি! তুমি আমারই স্বরূপ, তোমাতে এবং আমাতে কোনও ভেদ নাই; তুমি সর্ব্বজ্ঞা হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? (১৬) তখন পার্ব্বতী, পরমেশ্বর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং বিনয়নম্রবচনে শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন। (১৭) আদ্যাশক্তি কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; হে ভগবন্! আপনি অন্তর্যামিত্বনিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল তত্ত্ব অবগত আছেন। (১৮) আপনি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বেদ সকলে সমুদায় বর্ণ ও আশ্রমের বিধি ব্যবস্থাপিত আছে। (১৯) আপনার কথামত যোগ ও যজ্ঞাদি সাধন করিয়া সত্যযুগের পুণ্যবান্ মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। (২০) তৎকালীন লোকেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়ন, পরমার্থচিন্তা, তপস্যা, দয়া ও দানশীলতার দ্বারা মহাবলবান্, মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। (২১) তাঁহারা দৃঢ়ব্রত, দেবকল্প ও মর্ত্ত্য হইয়াও দেবলোকে গমন

রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ। মাতৃবৎ পরযোষিৎসু পুত্রবৎ পরসূনুষু ॥ ২৩
লোষ্ট্রবৎ পরবিত্তেষু পশ্যন্তো মানবাস্তদা। আসন্ স্বধর্ম্মনিরতা সদা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ ॥ ২৪
ন মিথ্যাভাষিণঃ কেচিৎ ন প্রমাদরতাঃ কচিৎ। ন চৌরা ন পরদ্রোহকারকা ন দুরাশয়াঃ ॥ ২৫
ন মৎসরা নাতিরুষ্টা নাতিলুব্ধা ন কামুকাঃ। সদন্তঃকরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬
ভূময়ঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ পর্জ্জন্যাঃ কালবর্ষিণঃ। গাবোঽপি দুগ্ধসম্পন্নাঃ পাদপাঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৭
নাকালমৃত্যুস্তত্রাসীৎ ন দুর্ভিক্ষং ন বা রুজঃ। হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তেজোরূপগুণান্বিতাঃ ॥ ২৮
স্ত্রিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ ॥ ২৯
স্বে স্বে ধর্ম্মে জন্তবস্তে নিস্তারপদবীং গতাঃ। কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মব্যতিক্রমম্ ॥ ৩০
বেদোক্তকর্ম্মভির্ম্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে। বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্ ॥ ৩১
কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ। ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ ॥ ৩২
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে। তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্ ॥ ৩৩
লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ। ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে ৩৪
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ। ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্‌ঝিতে ৩৫
ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে। সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৬

করিতেন, সে সময় সকলেই সত্যবাদী, সাধু ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। (২২) তৎকালে রাজারা সত্যসংকল্প ও প্রজাপালনপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারা পরের স্ত্রীকে মাতার এবং পরের পুত্রকে আপনার পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। (২৩) সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে লোষ্ট্রের ন্যায় দেখিতেন, (অধিক কি) সকলেই স্বধর্ম্মনিরত ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। (২৪) কেহই মিথ্যাবাদী প্রমাদী, চোর, পরদ্রোহী ও দুরাশয় ছিল না। (২৫) তাহারা মাৎসর্য্য, রোষ, লোভ বা কামুকতার হস্তে নিপতিত হয় নাই, সকলেরই অন্তঃকরণ সৎ ও আনন্দময় ছিল। (২৬) তৎকালে বসুন্ধরা নানা শস্যশালিনী ছিলেন, জলদাবলী কালে জল বর্ষণ করিত, গাভীগণ দুগ্ধভারাবনত ও বৃক্ষ সকল ফলভারপূর্ণ ছিল। (২৭) সে সময়ে অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বা রোগভয় ছিল না; সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ, তেজস্বী ও রূপগুণসমন্বিত ছিল। (২৮) স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না, সকলেই পতিভক্তিপরায়ণ ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই নির্দ্দিষ্ট আচারব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইতেন। (২৯) তাঁহারা আপনাপন জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, নিস্তার-পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সত্যযুগাবসানে—ত্রেতাসমাগমে আপনি ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অঙ্গহীনতা দেখিলেন। (৩০) কারণ, সে সময়ে মনুষ্যগণ বৈদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেন, তাঁহারা জানিলেন, বৈদিক কার্য্য সমাধা করা নিতান্ত সাধনার সাপেক্ষ এবং বহুতর ক্লেশ করিয়া তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৩১) মানবগণ যখন বৈদিক কার্য্যসাধনে অপারগ হইলেন, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল; তাহারা বেদোক্ত কার্য্যসাধন, বা তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হওয়ায় খিদ্যমান হইলেন। (৩২) আপনি তৎকালে বেদার্থময় স্মৃতিশাস্ত্র প্রকটন করিয়া তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অক্ষম লোকদিগকে দুঃখ, শোক ও পীড়াদায়ক পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; আপনি ভিন্ন, এই ঘোরতর সংসার-সমুদ্র হইতে জীবগণকে রক্ষা করিতে আর কে পারেন? (৩৩।৩৪) আপনি পিতার ন্যায় অধম জীবের পালন-কর্ত্তা, ভরণ-পোষণ কর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা, আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণবিধাতা; অনন্তর যখন দ্বাপর যুগের প্রবর্ত্তনা ঘটিল, তখনই স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াদি হ্রাস পাইতে লাগিল। (৩৫) তৎকালে ধর্ম্মের অর্দ্ধলোপ ঘটে, সুতরাং মনুষ্যগণ নানাপ্রকার আধিব্যাধিপরিপূর্ণ হইল; এই সময়ে আপনি সংহিতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রদানে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন। (৩৬) এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্মলোপী দুষ্ট-

আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি। দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৭
ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৯
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা। কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৪০
স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ। নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ। পরনিন্দাপরদ্রোহপরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪২
পরস্ত্রীহরণে পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪৩
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ। অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪
অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ। কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৫
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ। পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬
কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ। শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু। ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮
নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্। ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥ ৪৯
সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি ক্বচিৎ। ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে ॥ ৫০
নিগমাগমজাতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ। দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্ ॥ ৫১

কর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুরাচার দুষ্প্রপঞ্চ কলির অধিকার। (৩৭) এই কালে বেদপ্রভাব খর্ব্বীভূত হইল, স্মৃতিও বিস্মৃতিসাগরে মগ্নপ্রায়; এ সময়ে নানা প্রকার ইতিহাসপূর্ণ নানাপথপ্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিবেক না; সুতরাং সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে। (৩৮।৩৯) কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপলিপ্ত কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রূর নিষ্ঠুর, অপ্রিয়ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে। (৪০) এই কালের লোকেরা অল্পায়ু, মন্দমতি, রোগ-শোকসমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্যপরায়ণ হইবে। (৪১) এই কালে সকলে নীচসংসর্গে রত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দা, পরদ্রোহ ও পরগ্লানিতে তৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। (৪২) পরস্ত্রীহরণে ইহারা পাপাশঙ্কা বা ভয় করিবেক না, ইহারা নির্ধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিবে। (৪৩) ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি বিরহিত হইয়া, শূদ্রের ন্যায় আচারবান্ হইবে, তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্যযাজন করিবে, এবং দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে। (৪৪) ইহারা মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে; কন্যাবিক্রয় করিবে, পাণ্ডিত্য ও তপোব্রতভ্রষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিবে। (৪৫) কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোকপ্রতারণার উদ্দেশে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই থাকিবেক না ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পণ্ডিতের ন্যায় কার্য্য করিয়াও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে। (৪৬) ইহাদের আহার কদর্য্য ও আচার জঘন্য হইবে, ইহারা শূদ্রের পরিচারক হইয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শূদ্রাণীগমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে। (৪৭) (অধিক কি) ইহারা অর্থলোভে নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে আপনার পত্নী বিনিয়োগ করিবে, ইহারা কেবল চিহ্নের জন্য গলদেশে সূত্রমাত্র রাখিবে। (৪৮) ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার কিংবা পানাদির নিয়ম থাকিবেক না, ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি ও সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে থাকিবে। (৪৯) ইহাদের অন্তরে সৎকথার আলাপ কখনও স্থান প্রাপ্ত হইবে না; (যাহা হউক,) জীবগণের উদ্ধারের জন্য আপনি তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। (৫০) আপনি ভোগ ও অপবর্গবিধায়ক বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবীদিগের মন্ত্র ও যন্ত্রাদির সাধনোপায় আছে। (৫১) আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি লক্ষণ ও নানাপ্রকার ন্যাসের কথা বলিয়াছেন, আপনি বদ্ধপদ্মাসন ও

কথিতা বহবো ন্যাসাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদিলক্ষণাঃ । বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ ॥ ৫২
পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ । শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ ॥ ৫৩
লতাসাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ । পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥ ৫৪
কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ । দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ॥ ৫৫
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী । কলিকল্মষযুক্তানাং সর্ব্বদাস্থিরচেতসাম্ ॥ ৫৭
নিদ্রালস্যপ্রসক্তানাং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ । বীরসাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ ॥ ৫৮
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যমুদ্রামৈথুনমেব চ । এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ ৫৯
কলিজা মানবা লুব্ধা শিশ্নোদরপরায়ণাঃ । লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্ ॥ ৬০
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু । ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১
পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্দস্যবো বহবো ভুবি । ন কল্পিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপা যোনিবিচারণং ॥ ৬২
অতিপানাদিদোষেণ রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ । শক্তিহীনা বুদ্ধিহীনা ভূত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬৩
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি । পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ ॥ ৬৪
কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি । কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ ॥ ৬৫
অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ । হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৬

মুক্তপদ্মাসন প্রভৃতি অশেষ প্রকার আসনের কথাও বলিয়াছেন। (৫২) যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্র সাধন ঘটে আপনি তাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শবাসন, চিতারোহণ ও মুণ্ডসাধনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৫৩) আপনি লতাসাধন প্রভৃতি অসংখ্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি পশু ও দিব্যভাবসম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন। (৫৪) তাৎপর্য্য,—কলিতে যখন পশুভাব হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন দিব্য ভাবের আশা কিরূপে সম্ভবে? পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এই সমস্ত আহরণ করা পশুভাবাবলম্বীদিগের কার্য্য। (৫৫) শূদ্রসন্দর্শন এবং মনে মনেও রমণীর মূর্ত্তি স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে; দিব্যভাব অবলম্বন করিলে দেবতাগণের ন্যায় নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইতে হইবে। (৫৬) এতদ্ব্যতীত সুখদুঃখ সমান জ্ঞানে ভোগ করিতে, রাগদ্বেষশূন্য হইয়া চলিতে এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে; বিশেষ বিবেচনা করিলে কলিকাল বড়ই ভয়ানক, একালের জীবগণ সর্ব্বদা পাপাসক্ত ও অস্থিরচিত্ত। (৫৬) যাহারা নিদ্রা ও আলস্যে অভিভূত, তাহাদের ভাবশুদ্ধি কিরূপে সম্ভবে? হে শঙ্কর! আপনি বীরসাধনসম্বন্ধে পঞ্চতত্ত্বের কথা কহিয়াছেন। (৫৮) আপনি মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব সবিশেষ বলিয়াছেন। (৫৯) কিন্তু (ভাবনার বিষয়) কলির জীবগণ লোভী ও শিশ্নোদরপরায়ণ, তাহারা সাধনা পরিত্যাগ করিয়া লোভের বাধ্য হইয়া ঐ পঞ্চতত্ত্বে নিপতিত হইবে। (৬০) তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিবে এবং ইন্দ্রিয় সুখের জন্য অপরিমেয় মধুপান করিতে থাকিবে। (৬) তাহারা পরনারীর সতীত্ব বিনাশ এবং দস্যুবৃত্তিতে দিনপাত করিবে, সেই সকল পাপাচার ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনিবিচার করিবেক না। (৬২) তাহারা অপরিমিত পানদোষে এই পৃথিবীতে চিররুগ্ন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে। (৬৩) তাহারা মত্ত হইয়া হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তরে, প্রাসাদে, কিংবা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে। (৬৪) কোনও কোনও ব্যক্তি মত্তাবস্থায় গুরুলোক ও স্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে থাকিবে, কেহ বা মৃতপ্রায় ও মৌনী হইয়া থাকিবে, কেহ কেহ বিস্তর জল্পনায় প্রবৃত্ত হইবে। (৬৫) ইহারা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, ক্রূর ও ধর্ম্মপথবিলোপী হইয়া উঠিবে। হে প্রভো! আপনি জীবের মঙ্গলের জন্য যে সকল কার্য্যের

মন্ত্রে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে। কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা ৬৭
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপ্তং পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে। যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ॥ ৬৮
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ। তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো॥ ৬৯
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্। বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্॥ ৭০
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ। শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ॥ ৭১
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ। দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥ ৭২
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ। সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥ ৭৩
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ। বিনা ত্বাং সর্ব্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নঃ প্রথমোল্লাসঃ॥ ১

দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। কথয়ামাস তত্ত্বেন মহকারুণ্যবারিধিঃ॥ ১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি। এতাদৃশঃ শুভঃ প্রশ্নো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ॥ ২
ধন্যাসি সুকৃতজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্। যদ্যদুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সত্যং সত্যং যথার্থতঃ॥ ৩

উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে; কে যোগাভ্যাসে রত হইবে এবং কে বা ন্যাসাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে? (৬৬।৬৭) হে জগৎপতে! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ এবং যন্ত্রলিপ্ত হইয়া পুরশ্চরণ করিবে? হে প্রভো! যুগধর্ম্ম প্রভাব এবং স্বভাবগতিতে কলিযুগের মনুষ্যেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও পাপকারী হইয়া উঠিবে, হে দীনেশ! তাহাদের উপায় কি হইবে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। (৬৮।৬৯) কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি প্রখর ও যত্ন ব্যতিরেকে মঙ্গল লাভ ঘটে (৭০) যাহাতে লোকে মহাবলপরাক্রান্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, পরহিত-রত ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হয়, (৭১) যেরূপে লোকে স্বদারনিষ্ঠ, পরস্ত্রীবিমুখ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনবর্গের প্রতিপালক হইতে পারে। (৭২) লোকে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মপরায়ণ হয়, আপনি তাহা লোকযাত্রার সিদ্ধি এবং সকলের হিতের জন্য বর্ণন করুন। (৭৩) বর্ণাশ্রমের বিভাগানুসারে যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাও জানাইয়া দিউন; আপনি ভিন্ন সকলের পরিত্রাতা এই ত্রিলোকমণ্ডলে আর কে আছে? (৭৪)

অনন্তর করুণাসাগর লোকমঙ্গলকর শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। (১) শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি জগতের হিতকারিণী, তুমি অতি সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে কেহ কখনও করেন নাই। (২) তুমি ধন্য ও সুকৃতজ্ঞ, তুমিই কলির জীবগণের প্রকৃত হিতকারিণী; তুমি আমার প্রতি

সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা পরমেশ্বরি। ভূতং ভবন্তবিষ্যঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪
যথাতত্ত্বং যথান্যায়ং যথাযোগং ন সংশয়ঃ। কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি ॥ ৫
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা। ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাম্ভবেৎ ॥ ৬
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতি প্রিয়ে ৭
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ৮
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোহমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ। প্রতিপাদ্যোহস্মি নান্যোহস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাংবিনা
আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ ॥ ১১
অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ ॥১২
মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোহন্যমতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু ॥ ১৪
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥১৫
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ ১৬
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রমং হি কেবলং স্মৃতম্ ॥ ১৭
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ। ১৮

যাহা কহিলে, হে ভদ্রে! তাহা যথার্থই সত্য। (৩) হে পরমেশ্বরি! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, হে প্রিয়ে। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে সকল ধর্ম্মানুগত কথা, কহিলে (৪) তাহা ন্যায়ানুসারে প্রকৃতই সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; হে সুরেশ্বরি! কলিকল্মষগ্রস্ত দীনভাবাপন্ন দ্বিজাতি প্রভৃতির (৫) পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবেক না, সুতরাং তাহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও সংহিতাবিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিরূপে শুদ্ধ হইবে? (৬) হে প্রিয়ে! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি কলিকালে আগম-পথ ব্যতিরেকে জীবের আর গত্যন্তর নাই। (৭) হে শিবে! আমি পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি যে, কলিযুগে তান্ত্রিক বিধান দ্বারা পণ্ডিতেরা দেবতাদিগের পূজা করিবেন। (৮) এই কালে যে, ব্যক্তি আগমপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্য পথে প্রধাবিত হয়, তাহার সদ্গতি লাভ হয় না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৯) সমুদায় বেদশাস্ত্র, যাবতীয় পুরাণ, নিখিল স্মৃতি ও বিবিধ সংহিতা দ্বারা আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য হইয়াছি; (বাস্তবিক) এই সংসারে আমা ব্যতিরেকে আর কেহ প্রভু নাই। ১০ বেদাদি গ্রন্থসকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাহারা আমার প্রতি বিমুখ তাহারা ব্রহ্মহত্যা-পাপলিপ্ত ও ঘোর পাষণ্ড। (১১) দেবি! আমার মত লঙ্ঘন করিয়া, যে ব্যক্তি কর্ম্মানুসরণ করে, তাহার তাহা নিষ্ফল হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তাও নরকগামী হইয়া থাকে। (১২) যে মূঢ় ব্যক্তি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে ব্রহ্মঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (১৩) কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও সত্বর শুভ ফল-বিধায়ক হইয়া থাকে, ঐ সকল মন্ত্র যাবতীয় কর্ম্ম এবং জপ যজ্ঞাদিতে প্রশস্ত। (১৪) বিষহীন বিষধরের অবস্থা যে প্রকার, তাহার ন্যায় এক্ষণে বৈদিক মন্ত্রাদি নির্ব্বীর্য্য ও মৃততুল্য হইয়াছে; উহারা সত্য প্রভৃতি যুগাধিকারে ফলদায়ক ছিল। (১৫) যেরূপ গৃহভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ নহে, মন্ত্রসকলের অবস্থাও তদনুরূপ। (১৬) যেরূপ বন্ধ্যা-নারী সহবাসে পুত্র লাভ ঘটে না, তাহার ন্যায় অন্যান্য মন্ত্র সহায়তায় কর্ম্ম করিলে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। (১৭) যে ব্যক্তি কলিকালে অন্যান্যশাস্ত্রোক্ত উপায়ে সিদ্ধ হইতে চাহে, সেই মূঢ় ব্যক্তি পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন

মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যৎ ধর্ম্মমহীতে। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি ॥ ১৯
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০
তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ ॥ ২১
অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে। কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং ক্বচিৎ ॥ ২২
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি। দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে ॥২৩
ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়কা গণাঃ। শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ ॥ ২৪
নানামন্ত্রাশ্চ যন্ত্রানি সিদ্ধোপায়া হ্যনেকশঃ। ভূরি প্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ ॥ ২৫
যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা। তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ ২৬
সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ। যুগধর্ম্মানুসারেণ যথাতথ্যেন পার্ব্বতি ॥ ২৭
ত্বয়া যাদৃক্কৃতাঃ প্রশ্না ন কেনাপি পুরা কৃতাঃ। তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥২৮
বেদানামাগমানাঞ্চ তন্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ। সারমুদ্ধৃত্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া ॥ ২৯
যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা। যথাহং ত্রিদিবেশানামাগমানামিদং তথা ॥ ৩০
কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্ব্বহুভিঃ শিবে। বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ॥৩১
যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ। অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃৎ ভবেৎ ॥ ৩২
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি। প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥৩৩

করে (১৮) যে ব্যক্তি আমার মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি আপনার গৃহস্থিত অমৃত পরিত্যাগ করিয়া অর্কনির্যাস বাঞ্ছা করিয়া থাকে। (১৯) তন্ত্রোক্ত পথ যেরূপ মোক্ষ ও সুখের উপযোগী, মুক্তিসাধক ও সুখবিধায়ক, সেরূপ অন্য পন্থা দৃষ্ট হয় না। (২০) আমি নানাবিধ আখ্যানসমন্বিত নানাপ্রকার তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সাধক ও সিদ্ধগণের জন্য নানাবিধ বিধিরও ব্যবস্থা ও আলিখিত আছে (২১) হে প্রিয়ে! অধিকারী ভেদে পশু-ভাব-বাহুল্য প্রযুক্ত রক্ষার জন্য কুলাচারগত ধর্ম্ম প্রকটন করিয়াছি। (২২) কোনও কোনও স্থলে জীবগণের নিমিত্ত অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি; হে প্রিয়ে! আমি নানাবিধ দেব ও নানাবিধ দেবীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি; (২৩) ভৈরবগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নায়িকাগণ, শাক্তগণ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সৌরগণ ও গাণপত্যগণেরও বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। (২৪) (এতদ্ভিন্ন) নানামন্ত্র, নানাযন্ত্র এবং যথোক্ত ফলদায়ক বিস্তর শ্রম-সাধ্য অনেক প্রকার সিদ্ধির উপায়ও বলিয়াছি। (হে প্রিয়ে! যে যে লোক যে যে সময়ে যেরূপ যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সময়ে তাহাদের মঙ্গলোদ্দেশে তদনুরূপ উত্তরও দিয়াছি (২৬) হে পার্ব্বতি! আমি যুগধর্ম্মানুসারে সর্ব্বলোক ও প্রাণীগণের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থস্বরূপে এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। (২৬) (যাহা হউক,) তুমি এক্ষণে যেরূপ প্রশ্ন করিলে, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে কেহ কখন করে নাই, আমি এক্ষণে তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত পরাৎপর সারাৎসার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছি। (২৮) হে দেবি! নিখিল বেদ, আগম এবং তন্ত্র সমূহের সার সমুদ্ধার পূর্ব্বক আমি তোমার নিকটে বলিতেছি। (২৯) যেরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে তান্ত্রিক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেরূপ নদী মধ্যে গঙ্গা প্রধান, যেরূপ দেবগণের মধ্যে আমি দেবাধিপতি, সেইরূপ তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র।(৩০)বেদ, পুরাণ ও বহুবিধ শাস্ত্রানুশীলনে কি ফল লাভ হইয়া থাকে? হে শিবে! এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সমুদায় সিদ্ধির বাধা থাকে না। (৩১) (দেবি!) তুমি যখন জগতের হিতার্থে আমাকে নিয়োজিত করিয়াছ, তখন যাহাতে জগতের হিত হয়, তদ্বিষয় তোমার নিকটে বলিতেছি। (৩২) হে পরমেশ্বরি! জগতের হিত সাধিত হইলে, জগদীশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ, তিনি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ এবং বিশ্বসংসার তাঁহার আশ্রয়ে

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥ ৩৪
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ। গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৩৫
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৬
লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ। স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন॥ ৩৭
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ॥ ৩৮
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্। তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি॥ ৩৯
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥ ৪০
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥ ৪১
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া। ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে॥ ৪২
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ। স্ব স্ব কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন॥ ৪৩
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে॥ ৪৪
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ং। বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যতচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ॥ ৪৫
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ॥ ৪৬
তস্মিং স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥ ৪৭
তরোর্ম্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ। তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥ ৪৮

অবস্থিত রহিয়াছে। (৩৩) তিনি এক অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ; তিনি সতত পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। (৩৪) তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদ্রষ্টা। (৩৫) তিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন; তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। (৩৬) তিনি লোকাতীত, অথচ তিনি সকলের কারণ; তিনি বাক্যমনের অগোচর; সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। (৩৭) চরাচর সহিত এই ত্রিলোকমণ্ডল তাঁহার অবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছে, এই অপ্রতর্ক্য জগৎ তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারে না। (৩৮) এই অনিত্য জগৎ তাঁহার সত্যতার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই হেতুভূত হওয়াতে আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। (৩৯) সেই এক পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ; সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মা হইয়াছে। (৪০) দেবি! বিষ্ণু তাঁহার ইচ্ছাক্রমে পালন করিতেছেন, আমিও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছি, ইন্দ্রাদি লোকপালগণও তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী। (৪১) তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহারা আপনাপন অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া এই জগৎ শাসন করিতেছেন; তুমি প্রধানা প্রকৃতি, এই জন্য তুমি ত্রিলোকমধ্যে পূজ্যা হইয়াছ। (৪২) সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই ঈশ্বরের নিয়োগক্রমে জীবগণ আপনাপন কর্ম্ম করিয়া থাকে, কেহ কখনও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। (৪৩) যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, মেঘ সকল কালে জলবর্ষণ করিতেছে, এবং বনে বনবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইতেছে। (৪৪) যিনি প্রলয়ে নিমেষাদি কালকেও গ্রাস করিয়া থাকেন, যিনি মৃত্যু ও ভয়েরও ভয়স্বরূপ; যিনি বেদান্তবেদ্য যৎ তৎ শব্দে উপলক্ষিত, যিনি ভগবান্। (৪৫) হে দেববন্দিতে! সমুদায় দেবদেবীগণ এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তন্ময়। (৪৬) সেই সর্ব্বেশ্বর পরিতুষ্ট থাকিলে জগৎ পরিতুষ্ট এবং প্রীত হইলে জগৎ প্রীত হইয়া থাকে, হে দেবি! তাঁহার আরাধনায় সকলের প্রীতি সংঘটিত হয়। (৪৭) যেরূপ বৃক্ষমূলে অভিষেক করিলে তাহার শাখাপল্লব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় সেই পরমে-

যথা তবার্চ্চনাদ্ধ্যানাৎ পূজনাজ্জপনাৎ প্রিয়ে। ভবন্তি তুষ্টাঃ সুন্দর্য্যস্তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ৪৯
যথা গচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম্। তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তমুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥ ৫০
যো যো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্‌যদাপ্তয়ে। তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দ্দেবগণৈঃশিবে॥৫১
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে। ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে॥ ৫২
নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে। নৈবাচারাদিনিয়মা নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৫৩
ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ। যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥৫৪
ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নোত্তরে ব্রহ্মোপাসনক্রমো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোগুরো। বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১
কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্। যস্যোপাসনতো মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥২
কেনোপায়েন ভগবন্ পরমাত্মা প্রসীদতি। কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্য পরাত্মনঃ। তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪

শ্বরের আরাধনায় সকল দেবতা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। (৪৮) হে সুব্রতে! তোমার অর্চ্চনা তোমার ধ্যান, তোমার পূজা ও তোমার জপ দ্বারা মাতৃগণ পরিতুষ্ট হন। (৪৯) যেরূপ নদী-সমূহ অবশভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় পূজা ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সেই একমাত্র ঈশ্বরে উপনীত হইয়া থাকে। (৫০) যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতার অর্চ্চনা করে, পরমেশ্বর অধ্যক্ষস্বরূপে সেই সেই দেবগণদ্বারা সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন। (৫১) তোমাকে অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি,সেই পরমেশ্বরই ধ্যেয়,পূজ্য ও সুখারাধ্য, তিনি ভিন্ন জীবের মুক্তির অন্য উপায় নাই। (৫২) ইঁহার আরাধনা করিতে হইলে পরিশ্রম, উপবাস, কায়ক্লেশ ও আচার' বিচারাদির প্রয়োজন নাই, এবং এতাদৃশ উপচারও আবশ্যক করে না। (৫৩) ইঁহার সাধনায় দিক্, বা কালের বিচার প্রয়োজনীয় নহে, মুদ্রা, বা ন্যাসেরও আবশ্যকতা নাই; অতএব, হে কুলেশানি! এই পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কে আর অন্যকে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? (৫৪)

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবগণের গুরুরও গুরু, আপনি নিখিল শাস্ত্র, মন্ত্র ও সাধনার বক্তা। (১) আপনি যে পরাৎপর পরমেশ পরব্রহ্মের কথা বলিলেন, এবং যাঁহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে। (২) হে ভগবন্! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হে দেব! তাঁহার সাধন বা মন্ত্র কিরূপ? (৩) সেই পরমাত্মা পরমে-শ্বরের ধ্যানই বা কি, এবং বিধিই বা কিরূপ? হে প্রভো! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি,অতএব কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। (৪) মহাদেব কহিলেন,—হে প্রাণবল্লভে!

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে। রহস্যমেতৎ কল্যাণি ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥ ৫
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্। জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্ ॥ ৬
যথাতথস্বরূপেণ লক্ষণৈর্বা মহেশ্বরি। সত্তামাত্রং নির্বিশেষমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ৭
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্। সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈর্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৮
যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥ ৯
স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥ ১০
তৎ সাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে। তত্রাদৌ কথয়াম্যদ্য মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ ॥ ১১
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ। একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২
সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সপ্তার্ণোঽয়ং মনুর্মতঃ। তারহীনেন দেবেশি ষড়্বর্ণোঽয়ং মনুর্ভবেৎ ॥ ১৩
সর্ব্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদঃ। নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৪
ন তিথির্নচনক্ষত্রং ন রাশিগণনন্তথা। কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্গুরুর্যদি লভ্যতে। তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৭
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥ ১৮

তুমি আমার নিকট হইতে অতি গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কর, আমি এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই। (৫) এই গুহ্য বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি বলিতেছি, সেই সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরব্রহ্মকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? (৬) হে মহেশ্বরি! যিনি সত্যাসত্য, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহাকে যথাযথস্বরূপে বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে? (৭) যিনি অনিত্য-জগন্মণ্ডলে সৎস্বরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সমাধিসাহায্যে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, নির্ব্বিকল্প ও শরীরে আত্মজ্ঞান-পরিশূন্য। (৮) যাঁহা হইতে বিশ্বসংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যাঁহাতে সমুদ্ভূত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে সকল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। (৯) হে শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মপদার্থ উপলব্ধি হয়, তটস্থ লক্ষণসাহায্যেও সেই ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়। (১০) হে প্রিয়ে! তটস্থ লক্ষণের সাহায্যে যাঁহারা ব্রহ্ম পাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের পশ্চাল্লিখিত সাধন অপেক্ষা করে, আমি সেই সাধনতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১) অগ্রে তোমার নিকটে মন্ত্রোদ্ধারের কথা বলি, প্রথমে প্রণব কীর্ত্তন করিয়া অনন্তর সচ্চিৎ এই পদ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য; পরে একং এই পদের পশ্চাতে ব্রহ্মপদ কীর্ত্তন করিলে "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মন্ত্রের উদ্ধার হইবে। (১২) এই মন্ত্র সন্ধিক্রমানুসারে মিলিত হইয়া সপ্তবর্ণ হইবে, হে দেবি! ওঁকার বর্জ্জিত করিয়া উচ্চারণ করিলে ইহা ষড়ক্ষর হইবে। (১৩) সমুদায় মন্ত্র অপেক্ষা এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠ; ইহা ধর্ম্ম,অর্থ, কাম ও মোক্ষবিধায়ক; ইহাতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, বা অরি মিত্র দোষের সম্ভাবনা নাই। (১৪) ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, রাশিগণ কুলাকুলাদি নিয়ম বা সংস্কারের আবশ্যকতা নাই। (১৫) যদি জন্মান্তরীণ সুকৃতিফলে সদ্ গুরু লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার মুখে মন্ত্রশ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ জন্ম সফল করিতে পারেন।(১৬)(তখন) মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়া ইহাও পরলোকে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। (১৭) যাঁহার কর্ণকুহরে ব্রহ্মমন্ত্র রূপ মহামণি স্থান পাইয়াছে,

সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ। যস্য কর্ণপথোপান্ত প্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ॥ ১৯
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে। পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ॥ ২০
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ। কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ॥ ২১
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্ব্বহুসাধনৈঃ। বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্য চ সাধনাৎ॥২২
শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ॥ ২৩
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে॥ ২৪
কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ। পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ॥ ২৫
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা। কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ॥ ২৬
তং দৃষ্টা ভয়মাপন্নাঃ সিংহং দৃষ্টা যথা গজাঃ। বিদ্রবন্তি চ নশ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকে॥ ২৭
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠস্য দেহিনঃ। সত্যপূতস্য শুদ্ধস্য সর্ব্বপ্রাণিহিতস্য চ।
কো বোপদ্রবমন্বিচ্ছেদাত্মাপঘাতকং বিনা॥ ২৮
যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে। স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তো যতঃ সতঃ॥২৯
স তু সর্ব্বহিতঃ সাধুঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ। তস্যানিষ্টে কৃতে দেবি কো বা স্যান্নিরুপদ্রবঃ॥ ৩০

তিনিই ধন্য, কৃতী ও ধার্ম্মিক ; তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নাত ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন ; (অধিক কি) তাঁহাকে সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। (১৮।১৯) হে শিবে! তাঁহার মাতা পিতা ধন্য হন, কুল পবিত্র হয়, পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া দেবগণের কথিত আনন্দভোগ করত এই গাথা গান করিতে থাকেন। (২০) আমাদের বংশোৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে, (যাহা হউক) আমাদের নিমিত্ত গয়া বা তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন কি? (২১) যখন আমাদের কুলে সৎপুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আমাদের জন্য দান, জপ, হোম, বা অন্যান্য সাধনারই বা প্রয়োজন কি? (বলিতে কি) আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি (২২) হে দেবি! তুমি জগৎপূজ্যা আমি তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন নাই। (২৩) হে দেবেশি! দেহী ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণমাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, যিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মময় হইতে পারেন, তাঁহার নিকটে এই জগতের মধ্যে দুর্লভ বস্তু আর কি আছে? (২৪) গ্রহ বেতাল, চেটক প্রভৃতি পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ ডাকিনী-গণ ও মাতৃকাদিগণ রুষ্ট হইয়া তাঁহার কি করিতে পারেন? তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে। (২৩) যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে সুরক্ষিত ও ব্রহ্মতেজে সমাবৃত, তিনি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, সুতরাং তিনি গ্রহাদি হইতে ভয় পাইয়া থাকেন.? (২৬) মৃগেন্দ্রদর্শনে মাতঙ্গগণের অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় গ্রহাদি তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করে ; অগ্নিতে পতঙ্গের দশা যে প্রকার, তাহার ন্যায় গ্রহগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া থাকে। (২৭) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্যপূত, সর্ব্বোপকারক ও পরিশুদ্ধ, সুতরাং কোনও পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ; আত্মঘাতী ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি এরূপ মহাত্মার প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে? (২৮) যে সকল খলমতি পাপাচার ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই করিয়া থাকে ; পরব্রহ্মের উপাসক, আর ব্রহ্ম পদার্থ একই ভিন্ন দ্বিতীয় নহে (২৯) হে দেবি! ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সকলের হিতকারী ও সাধু, সুতরাং এরূপ মহাত্মার অনিষ্ট করিলে কোন্ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে থাকিতে পারেন? (৩০) যে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও তাহার

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ৩০
অতোঽস্যার্থঞ্চ চৈতন্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে। অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ ॥ ৩১
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥ ৩২
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়িচিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৩৩
একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্বাদ্‌ব্রহ্ম গীয়তে। মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪
মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধি তদধিষ্ঠাতৃদেবতা। তজ্জ্ঞানং পরমেশানি ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫
তস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্। অবিতর্ক্যং নিরাকারং বাচাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
বাঙ্‌মায়া-কমলাদ্যোঁন তারহীনেন পার্ব্বতি। দীয়তে বিবিধ বিদ্যা মায়া শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩৭
তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্। যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮
ঋষিঃ সদাশিবো হ্যস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণম্ ॥ ৩৯
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ৪০
তারং সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামিকাসু মহেশ্বরি ॥ ৪১
কনিষ্ঠয়োঃ করতলপৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে। নমঃ স্বাহাবষট্‌হু বৌষট্‌ফড়ন্তৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৪২
ন্যসেন্ন্যাসোক্তবিধিনা সাধকঃ সুসমাহিতঃ। হৃদাদিকরপর্য্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে ॥ ৪৩
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা। মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি ॥ ৪৪
বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ। পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্ ॥ ৪৫

চৈতন্যশক্তি অবগত নহেন, তিনি শত লক্ষ জপ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন না। হে প্রিয়ে! এই কারণে আমি এই মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতন্য শক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; অকারের অর্থ জগৎপাতা, উকারের অর্থ সংহার কর্ত্তা এবং মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা, প্রণবের অর্থই এইরূপ। (৩১।৩২) সৎশব্দের অর্থ সদা স্থায়ী চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য (৩৩) হে দেবি! এক শব্দের অর্থ দ্বৈতভাববর্জ্জিত, বৃহৎ শব্দে ব্রহ্ম অর্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমি সাধকের অভীষ্টদায়ক মন্ত্রার্থ তোমার নিকটে বলিলাম। (৩৪) ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতাজ্ঞানের নামই মন্ত্র চৈতন্য; হে পরমেশ্বরি! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে (৩৫) হে দেবেশি! যিনি অবিতর্ক্য, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, নিরাকার ও নিরঞ্জন, তিনিই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা! (৩৬) হে পার্ব্বতি! এই মন্ত্র প্রণব শূন্য হইয়া হ্রীং শ্রীং প্রণব স্থলে যোগ করিলে বিবিধ বিদ্যা, মায়া ও সর্ব্বতোমুখী লক্ষ্মী প্রদত্ত হইয়া থাকে। (৩৭) এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণবযুক্ত অথবা রহিত করিলে কিম্বা ইহার যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ অথবা প্রণব রহিত করিলে নানাবিধ মন্ত্রসৃষ্টি হইয়া থাকে। (৩৮) এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণ পর ব্রহ্ম। (৩৯) চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্তির জন্য বিনিয়োগ করিতে হয়, হে প্রিয়ে! অঙ্গন্যাসের ও করাঙ্গন্যাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৪০) প্রথমে করন্যাসে ওঁ সৎ, চিৎ, ব্রহ্ম, একং ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম যথাক্রমে এই শব্দ কয়েকটি উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই কয়েকটী অঙ্গুলীতে এবং করতল পৃষ্ঠদ্বয়ে অন্তে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং বৌষট্ ও ফট্ যথাক্রমে উচ্চারণ করিবে। (৪১।৪২) সাধক এইরূপে সমাহিতমনে ন্যাসোক্ত বিধানানুসারে করন্যাস করিবে, ক্রমে হৃদয়াদি কর পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। (৪৩) অনন্তর মূলমন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য; হে পার্ব্বতি! দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা বাম নাসা পুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসা পুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ, বা প্রণবোচ্চারণ করিবে। (৪৪) অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিবে। (৪৫) ক্রমে ক্রমে

অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ । জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্বা ততো দক্ষিণনাসয়া ॥ ৪৬
শনৈঃ শনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধা মনুম্ । বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরকুম্ভকরেচকম্ ॥ ৪৭
পুনর্দ্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে । প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৪৮
ততো ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সাধকাভীষ্টসাধনম্ ॥ ৪৯
হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে ॥ ৫০
ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ॥ ৫১
গন্ধং দদ্যান্ মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ । ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২
ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ । সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩
উপস্থিতানি দ্রব্যাণি গন্ধপুষ্পাদিকানি চ । বস্ত্রালঙ্কারণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি যানি চ ॥ ৫৪
মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিমীল্য নেত্রে মতিমানর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৫৬
ততো নেত্রে সমুন্মীল্য জপ্ত্বা মূলং স্বশক্তিতঃ । তজ্জপং ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৫৭
স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । যৎ শ্রুত্বা সাধকো দেবি ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৫৮

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার জপ করিবে; অনন্তর ঐরূপে বামনাসা পুটে রেচক পূরক ও কুম্ভক করিবে। (৪৭) হে সুরবন্দিতে! পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসা আরম্ভ করিয়া বাম নাসাতে যথাক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবে; আমি ব্রহ্মসাধনসম্বন্ধে এই প্রাণায়াম বিধি তোমার নিকটে বলিলাম। (৪৮) অনন্তর সাধক আপনার অভীষ্টসাধক ধ্যান করিতে থাকিবে। (৪৯) যিনি নির্ব্বিশেষ ও চেষ্টা-শূন্য যিনি হরি হর ও ব্রহ্মার জ্ঞেয় বস্তু, যিনি যোগীন্দ্রজনেরও ধ্যান লভ্য, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্মমৃত্যুভয় বিদূরিত হয়, যিনি সকল ভুবনের বীজস্বরূপ, আমি সেই ব্রহ্ম পদার্থকে হৃদয়কমধ্যে ধ্যান করি। (৫০) সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি জন্য এইরূপ ধ্যান করিয়া সাতিশয় ভক্তিভাবে মানসোপচারে পরম ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবে। (৫১) এই পূজায় ভূতত্ত্বকে গন্ধরূপে কল্পনা করত ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে (এইরূপ আকাশকে পুষ্প, বায়ুতত্ত্বকে ধূপ তেজকে দীপ এবং জলরাশিকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। (৫২) অনন্তর মনে মনে সচ্চিদেক ব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ করিতে থাকিবে; ব্রহ্মে সমুদায় সমর্পণ করিয়া বাহ্য পূজায় মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য। (৫৩) উপস্থিত গন্ধ পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার যান ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থ প্রদান করিবে। (৫৪) ঐ সকল দ্রব্য পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে সংশোধন করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক ব্রহ্মের ধ্যানাবসানে উহাঁকে প্রদান করিবে। (৫৫) সংশোধনের মন্ত্র—যজ্ঞপাত্রই ব্রহ্ম হব্যও ব্রহ্ম অগ্নি ও ব্রহ্ম হোমকর্ত্তা ব্রহ্ম অধিক কি যিনি একাগ্রভাবে ব্রহ্মে চিত্তসমাবেশ করেন তিনি ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধা করিয়া ব্রহ্মপথে গমন করিয়া থাকেন। (৫৬) অনন্তর নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য ঐ জপ ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক স্তোত্র ও কবচ পাঠ করাই উচিত। (৫৭) হে দেবি! পরমাত্মার স্তোত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; সাধক ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য পাইয়া থাকেন। (৫৮) তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয় স্বরূপ তুমি সৎ তোমাকে নমস্কার; তুমি চৈতন্যময় বিশ্বের আত্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার; তুমি অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বব্যাপি নির্গুণ ব্রহ্ম তোমাকে

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ৬০
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥ ৬১
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৬২
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৬৩
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। যঃ পঠেৎপ্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৪
প্রদোষেদং পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ। শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্॥৬৫
ইতি তে কথিতং দেবি! পঞ্চরত্ন মহেশিতুঃ। কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্॥ ৬৬
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ। কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৬৭
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ। সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৬৮
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৯
যঃ পঠেদ্ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাসপুরঃসরম্। স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥ ৭০

নমস্কার। (৫৯) তুমিই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য একমাত্র জগতের কারণ, তুমিই বিশ্বরূপ; তুমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা, পাতা ও সংহার-কর্ত্তা, তুমি নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প ও অদ্বিতীয় পুরুষ। (৬০) তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ, তুমি প্রাণীগণের গতি এবং পাবনের পাবন তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পদের নিয়ামক, তুমি প্রধান হইতেও প্রধান এবং রক্ষকদিগেরও রক্ষক। (৬১) হে প্রভো! তুমি সর্ব্বরূপ,—অর্থাৎ তুমি সকলের রূপ হইলেও কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না; তুমি অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, অচিন্ত্য, অক্ষয়, অব্যক্ত ও সত্যরূপ; তুমি জগতের ভাসক, তুমি আমাদিগকে ভক্তিবিশ্লেষণ প্রভৃতি অপার বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। (৬২) আমি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছি, জগতে একমাত্র সাক্ষী, একমাত্র পোত বলিয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। (৬৩) পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি ভক্তির সহিত পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। (৬৪) প্রদোষকালে এই স্তোত্র প্রতিদিন পাঠ করা কর্ত্তব্য,—বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির, ব্রহ্মপরায়ণ বান্ধবদিগকে সোমবারে ইহা শ্রবণ করান ও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। (৬৫) হে দেবি! আমি তোমাকে মহেশ্বরের পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রের কথা বলিলাম, এক্ষণে জগন্মঙ্গলনামক কবচের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ ও ধারণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারা যায়। (৬৬) কবচ এই;—পরমাত্মা আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন,পরমেশ্বর হৃদয় রক্ষা করুন; জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন,চিন্ময় আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন,সনাতন পরব্রহ্ম আমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন।(৬৭) সদাশিব এই জগন্মঙ্গল কবচের ঋষি ছন্দ অনুষ্টুপ, পরমব্রহ্ম দেবতা চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। (৬৯) যিনি ঋষিন্যাস সমাধা করিয়া এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। (৭০) যদি কেহ ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া

ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭১
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম কবচং তে প্রকাশিতম্। দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ৭২
পঠিত্বা স্তোত্র কবচং প্রণমেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭৩
ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥ ৭৪
বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি। আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫
এবং সংপূজ্য মতিমান্ স্বজনৈর্ব্বান্ধবৈঃ সহ। মহাপ্রসাদং স্বীকুর্য্যাদ্ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬
পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৭৭
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ। পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ ॥ ৭৮
অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষপেয়াদিকঞ্চ যৎ। দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ ॥ ৭৯
গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে। পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০
পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্। সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনম্। ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ ॥ ৮২
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে। ব্রহ্মসাৎ কৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ৮৩
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতং। তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৮৪
কিং পুনর্ম্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে ॥ ৮৫
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ। সকৃদ্ব্রহ্মপ্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬

স্বর্ণময় গুটিকাতে স্থাপন পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে ধারণ করে, তাহার সমুদায় কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৭১) আমি তোমার নিকটে এই পরম ব্রহ্মের কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা গুরু-ভক্ত প্রিয় শিষ্যকে প্রদান করিবে। (৭২) সাধকপ্রধান এই স্তোত্রকবচ পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। (৭৩) তুমি পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার; তুমি গুণাতীত এবং সৎস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। (৭৪) পরম ব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারের যেরূপ ইচ্ছা হয়, নমস্কার করা যাইতে পারে; কিন্তু চিত্তশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। (৭৫) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে। (৭৬) পরমেশ্বরের পূজার কাল, আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, সকল সময়ই ব্রহ্মসাধনার উপযোগী। (৭৭) স্নাত বা অস্নাত, ভুক্ত বা অভুক্ত যে অবস্থায় ও যে কালই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। (৭৮) এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা যে কোনও ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু ব্রহ্মে সমর্পণ করা হয়, তাহা পবিত্রকর হইয়া থাকে। (৭৯) গঙ্গাজল এবং শালগ্রামশিলাদিতে স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু পরম ব্রহ্মে যে বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাতে কোনও দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা নাই। (৮০) দ্রব্য পক্ক বা অপক্ক হউক, ব্রহ্মমন্ত্রবলে ঐ বস্তু ব্রহ্মসাৎ হইলে স্বজন সমভিব্যাহারে তাহা ভোজন করা সাধকের কর্ত্তব্য। (৮১) ব্রহ্মনিবেদিত সামগ্রীভোজনে জাতিবিচার বা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। ইহাতে কালাকাল, বা শৌচাশৌচবিচারের আবশ্যকতা নাই। (৮২) যে সময়ে যে দেশের যেরূপে ব্রহ্মনিবেদিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করা কর্ত্তব্য। (৮৩) দেবি! ব্রহ্মোচ্ছিষ্ট অন্ন যদি চণ্ডালের আনীত এবং কুক্কুর মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেও উহা অতিশয় পবিত্র এবং দেবতার দুর্ল্লভ হইয়া থাকে। (৮৩) হে দেববন্দিতে! যখন এতাদৃক্ অন্ন দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ, তখন মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব? (৮৫) যে ব্যক্তি মহাপাতকী বা অন্য পাতক লিপ্ত হয়, সে এক-বারমাত্র ব্রহ্ম প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (৮৬) ব্রহ্ম নিবেদিত বস্তু গ্রহণে যে ফল লাভ হয়, সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থে স্নানদানে যে

পরমেশস্য নৈবেদ্যসেবনাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্‌
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ ॥ ৮৭
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টা যৎ ফলমশ্নুতে। ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটি গুণং লভেৎ ॥ ৮৮
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি। মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতামৃতম্‌। গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৯০
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্‌। তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ ॥ ৯১
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ। যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২
বরং পাপশতং কুর্য্যাদ্বরং বিপ্রবধঃ প্রিয়ে। পরব্রহ্মার্পিতে হ্যন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্‌ ॥ ৯৩
যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামন্ত্রেণ সংস্কৃতম্‌। অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ ॥ ৯৪
স্বয়ঞ্চান্ধতামিস্রে পতন্ত্যাভূতসংপ্লবম্‌। ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যদ্বেষ্টৃণাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯৫
পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুষুপ্তিঃ সুকৃতায়তে। স্বেচ্ছাচারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৯৬
কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্‌। ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥৯৭
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষং। ন বিঘ্নং প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮
অস্মিন্‌ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্‌ শুদ্ধমানসঃ। মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥১০০
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ। যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্‌ ॥ ১০১

সুকৃতি সঞ্চয় ঘটে, মনুষ্যে ব্রহ্মার্পিত বস্তু গ্রহণেও সেই ফল লাভ করিতে পারে। (৮৭) অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণে তাহার কোটি গুণ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৮৮) যদি সহস্র কোটি জিহ্বা ও শত কোটি মুখের সৃষ্টি হয়, তথাপি ব্রহ্ম-প্রসাদ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার নহে। (৮৯) যদি চণ্ডালজাতিও যে কোন স্থানে ব্রহ্ম-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। (৯০) যদি নীচজাতীয়ের অন্ন ব্রহ্মসমর্পিত হয়, তাহা হইলে বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেও তদন্ন গ্রহণ করিতে পারে (৯১) পরমাত্মার প্রসাদ গ্রহণে জাতিভেদ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ; যে ব্যক্তি ইহাকে অপবিত্র বোধ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। (৯২) হে প্রিয়ে! বরং লোকে শত শত পাপ কার্য্য করিতে পারে, বরং ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইবার কথা, তথাপি পরম ব্রহ্মের অন্নে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। (৯৩) হে ভদ্রে! যে সকল মূঢ় লোকে এই মহামন্ত্রপূত সুসংস্কৃত অন্ন জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহাদের পিতৃপুরুষ অধোলোকে অবস্থিতি করেন। (৯৪) তাহারাও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অন্ধতামিস্র নামক নরকে নিপতিত থাকে, (অধিক কি বলিব) যাহারা ব্রহ্মসাৎকৃত নৈবেদ্যাদিতে দ্বেষ করে, তাহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি নাই। (৯৫) যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্র সাধন করেন, তাঁহাদের অপবিত্র কর্ম্ম সকল পবিত্র, সুষুপ্তি পুণ্যকর্ম্মে পরিণত এবং অবৈধ স্বেচ্ছাচার অনুষ্ঠান, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। (৯৬) যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান্‌, তাঁহার পক্ষে বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। (৯৭) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও বৈধ কার্য্য করিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত হন না, এবং বৈধ কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার প্রত্যবায় হয় না, (বিবেচনা করিলে) ব্রহ্মমন্ত্রসাধনে কোনও বিঘ্ন বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। (৯৮) হে মহেশ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকার ও সদাশয় হওয়া চাই। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসর্য্য ও দম্ভহীন, দয়াবান্‌, শুদ্ধচেতা, পিতামাতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। (১০০) যিনি ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য বিষয় শ্রবণ, ব্রহ্মচিন্তন ও

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্টচিন্তনম্। পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০২
তৎ সদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ব্রহ্মার্পণমস্তুবাক্যং পানভোজন কর্ম্মণোঃ॥ ১০৩
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিধ্যতি। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১০৪
অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাম্ভবি। যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ॥ ১০৫
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে যথাদেশে যথাসনে। পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ॥ ১০৬
অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ। জপং সমর্প্য বিধিবৎ পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ॥ ১০৭
এষা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সর্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে। যদনুষ্ঠানতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ॥ ১০৮
গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্। পরমেশ্বরং ঙেহন্তমুক্তা বিদ্মহে তদনন্তরম্॥ ১০৯
পরতত্ত্বায় পদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে। তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ॥ ১১০
ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী। পূজনং যজনঞ্চৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্॥ ১১১
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুম্॥ ১১২
ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথাশক্তি মনুং স্মরেৎ। পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ্ ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং স্মৃতম্॥ ১১৩
দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ জপেনাস্য পুরক্রিয়া। তদ্দশাংসেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ॥ ১১৪
সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মন্ত্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি॥ ১১৫

সংযতচিত্তে স্থিরবুদ্ধিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিতে পারেন। (১০২) হে দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মিথ্যা কথন, পরের অনিষ্টচিন্তন ও পরস্ত্রীহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। (১০) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কার্য্যের প্রারম্ভে "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন,এবং পানভোজনাদি কার্য্যে "ব্রহ্মার্পণ মস্তু" বলিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিবেন। (১০৩) যাহাতে সুন্দররূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা সম্পাদন করা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য; ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। (১০৪) হে শাম্ভবি! আমি এক্ষণে তোমার নিকটে ব্রাহ্ম সন্ধ্যাবিধি নির্দ্দেশ করিতেছি; ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকে এই সন্ধ্যাবিধি সমাপন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন। (১০৫) সাধকশ্রেষ্ঠের পক্ষে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাসময়ে যথোক্ত স্থানে যথাবিহিত আসনে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। (১০৬) হে দেবি! তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিয়া যথাবিধানে উহা সমাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। (১০৭) পার্ব্বতি! আমি তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্র সাধন সম্বন্ধীয় সন্ধ্যার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; ইহার অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। (১০৮) হে সুন্দরি! এক্ষণে সর্ব্বপাপবিনাশিনী গায়ত্রীর কথা বলিতেছি; শ্রবণ কর; প্রথমে পরমেশ্বর শব্দে চতুর্থী বিভক্তির এক বচন যোগ করিয়া পরে বিদ্মহে, এইটি উচ্চারণ করিবে। (১০৯) হে প্রিয়ে! তদনন্তর পরতত্ত্বায় পদ উচ্চারণের পর ধীমহি, এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে; অনন্তর তন্নোব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবেক। (১১০) এই ব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন; পূজন, যজন, স্নান, পান ও ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে; ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদাতা গুরুকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। (১১১।১১২) অনন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ ব্রহ্মকে নমস্কার করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের প্রাতঃকৃত্য। (১১৩) যদি ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করা কর্ত্তব্য, জপের দশভাগ হোম এবং হোমের দশমাংশ তর্পণ করাই বিধি। (১১৪) হে সুন্দরি! তর্পণের দশভাগ অভিষেক; যে ব্যক্তি মন্ত্রসাধক, তাঁহাকে পুরশ্চরণের সময় অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। (১১৫) ব্রহ্মপুরশ্চরণের

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে। ন কাল শুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥১১৬
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বা স্নাতএব বা। সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥১১৭
বিনায়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা। বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮
বিনা চৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা। অকস্মাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৯
সংকল্পেঽস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১২০
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ ব্রহ্মসাধকঃ। ন চাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেবচ।
মহামানোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১২১
কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে। নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ১২২
সাধনানি বহুক্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু। কলৌ দুর্ব্বলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি ॥ ১২৩
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবৃত্তা অন্নাধীনাসবঃ প্রিয়ে। লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ ॥ ১২৪
সমাধাবস্থিরধিয়ো যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ। তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোঽয়মীরিতঃ ॥ ১২৫
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥১২৬
প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ ত্রিকালতঃ। মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতন্ত্রেষয়ং বিধিঃ।
পরব্রহ্মোপাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭
বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধাঃ প্রভবোঽপি ন। স্বেচ্ছাচারেণেষ্ট সিদ্ধিস্তদ্বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥১২৮

ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার, ত্যাজ্যাত্যাজ্যবিবেচনা এবং কাল ও স্থানের অবধারিত কিছুই নাই। (১১৬) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ঈদৃক্ কার্য্যে—স্নাত, অস্নাত, ভুক্ত, অভুক্ত যেরূপ অবস্থায় থাকুন, ইচ্ছামত এই পরম মন্ত্রের সাধন করিতে পারিবেন। (১১৭) হে বরবর্ণিনি। ব্রহ্মসাধনসম্বন্ধে ক্লেশ, আয়াস, স্তব, বা কবচ পাঠ করিতে হয় না; ইহাতে ন্যাস, মুদ্রা ও সেতুরও আবশ্যকতা নাই। (১১৮) এইকার্য্যে চৌরগণেশাদির পূজা, বা কুল্লুকাও করিতে হয় না; এ সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও অল্পকালে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে (১১৯) এই মহামন্ত্র সাধন করিতে হইলে, মানসিক সংকল্পেরও প্রয়োজন এবং ভাবশুদ্ধিরও আবশ্যকতা। (১২০) হে দেবি! সমুদয় পদার্থকেই ব্রহ্মময় জ্ঞানে ভাবনা করা ব্রহ্মসাধকের কর্ত্তব্য, এই কার্য্যে কোন ত্রুটি বা অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায় না, এবং প্রত্যবায়ও হয় না। যদি কার্য্যগতিকে কোনও অঙ্গহীনতা ঘটে, তাহা হইলেও তাহা সাঙ্গ হইয়া থাকে। (১২১) এই কলিযুগে দুঃসাধ্য তপস্যা-প্রভাব ক্ষীণ দাঁড়াইয়াছে, ঘোরতর পাপস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং এ সময়ে ব্রহ্মমন্ত্রসাধনই জীবের একমাত্র নিস্তারের পথ। (১২২) হে মহেশ্বরি! যদিও আমি নানাপ্রকার তন্ত্র, নানা-প্রকার আগম ও নানাপ্রকার সাধনের কথা বলিয়াছি, কিন্তু কলির দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সে সকল অতিশয় দুঃসাধ্য। (১২৩) হে প্রিয়ে! কলির লোক অল্পায়ুঃ ও অন্নগতপ্রাণ হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে পারিবে না, বিশেষতঃ তাহারা লোভী ও অর্থোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া অতিশয় চপলমতি হইবে। (১২৪) তাহারা যোগের ক্লেশ সহ্য করিতে, বা সমাধিতে স্থিত থাকিতে পারিবেক না, সুতরাং তাহাদের হিত এবং মোক্ষের জন্য আমি ব্রহ্মোপাসনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলাম। (১২৫) আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মদীক্ষা ভিন্ন কলিযুগে সুখ ও মুক্তিবিধায় অন্য কোনও সাধন নাই। (১২৬) সর্ব্বতন্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃ—কৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যা করিবে, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে পূজা করিবে, হে শিবে! পরম ব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। (১২৭) যে কার্য্যে শাস্ত্রীয় বিধি কিঙ্করস্বরূপ এবং নিষেধ সকলও প্রভুত্বে পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মসাধনে স্বেচ্ছাচার নিবন্ধন ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে আর কাহার আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে? (১২৮)

ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্। ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ১২৯
করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গতঃ। ত্বৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধি যশোধন॥ ১৩০
ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাৎ পূজয়িত্বা স্বশক্তিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তূষ্ণীং তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরে॥
গুরুর্বিচার্য্য বিধিবৎ যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্। আহূয় কৃপয়া দদ্যাৎ সৎশিষ্যায় মহামনুম্॥ ১৩২
উপবিশ্যাসনে জ্ঞানী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। স্ববামে শিষ্যমানীয় কারুণ্যেনাবলোকয়েৎ॥ ২৩৩
ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিন্যাসপুরঃসরম্। জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেষ্টসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪
দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানামিতরেষাঞ্চ বামতঃ। সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্‌গুরুঃ করুণানিধিঃ॥ ১৩৫
উপদেশবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য কালিকে। নাত্র পূজাদ্যপেক্ষাস্তি সংকল্পং মানসঞ্চরেৎ॥ ১৩৬
ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জে দণ্ডবৎ পতিতং শিশুম্। উত্থাপয়েদ্ গুরুঃ স্নেহাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥ ১৩৭
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥ ১৩৮
তত উত্থায় গুরবে যথাশক্ত্যনুসারতঃ। দক্ষিণাং স্বঃ ফলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
গুরোরাজ্ঞাবশীভূতা বিহরেদ্দেববদ্ভুবি॥ ১৩৯
ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্ম দীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে॥ ১৪০
মন্ত্র গ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়োভবেৎ। ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমন্যৈর্ব্বহুসাধনৈঃ।
গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাচরেৎ॥ ১৪১
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্ততঃ। বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥ ১৪২
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ। স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ১৪৩

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্থিরমতি, প্রশান্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণকমলে ভক্তিভরে এই প্রার্থনা করিবেন। (১২৯) হে দয়াময় দীনেশ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, হে যশোধন! তুমি আমার মস্তকে চরণকমলের ছায়া প্রদান কর। (১৩০) শিষ্য গুরুর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌনভাবে অবস্থিতি করিবে। (১৩১) গুরুও যথাবিধানে যথারীতিতে লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শিষ্যকে আহ্বান করতঃ সদয়হৃদয়ে মহামন্ত্র প্রদান করিবেন। (১৩২) অনন্তর সেই জ্ঞানবান্ গুরু পূর্ব্ব-মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া, শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবেন। (১৩৩) অনন্তর সাধকের ইষ্টসিদ্ধির জন্য ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে অষ্টোত্তরশত মন্ত্রজপ করিবেন। (১৩৪) অনন্তর করুণাময় সদ্‌গুরু, ব্রাহ্মণ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে এবং অপর জাতীয় শিষ্যের বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। (১৩৫) হে কালিকে! তোমার নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রের কথা বলিলাম, ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই, কেবল মানসিক সংকল্প করিতে হইবে। (১৩৬) তদনন্তর গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলে, শিষ্যকে এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া তাহাকে উত্থাপন করা গুরুর কর্ত্তব্য। (১৩৭) বৎস! তুমি গাত্রোত্থান কর, এক্ষণে মুক্ত হইয়াছ, তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হও; তোমার বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতে থাকুক। (১৩৮) তৎপরে সাধক গাত্রোত্থান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ যথাশক্তি ধন বা ফল গুরুকে প্রদান করিবে, অনন্তর শিষ্য গুরুর আজ্ঞানুক্রমে দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিহার করিতে থাকিবে। (১৩৯) ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিলে, জীবের আত্মা ব্রহ্মময় হইয়া যায়, যিনি ব্রহ্মময় হন, তাঁহার আর অন্য সাধনার প্রয়োজন কি? প্রিয়ে! তোমার নিকটে সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষার কথা বলিলাম। (১৪০) যখন গুরুর কৃপা প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া শিষ্যের কর্ত্তব্য। (১৪১) শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য যে কোনও উপাসক হউন, ব্রাহ্মণ বা যে কোনও বর্ণই হউন, সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকার আছে। (১৪২) হে দেবি! এই

অমুমেব ব্রহ্মমন্ত্রং মত্তঃ পূর্ব্বমুপাসিতাঃ। ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা ॥ ১৪৪
দেবর্ষিভ্যো মুনয়স্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে। উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মা প্রসাদতঃ ॥ ১৪৫
ব্রাহ্মো মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ। স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎশিষ্যেভ্যো হ্যবিচারয়ন্ ॥১৪৬
পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতি স্ত্রিয়ং। মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৃন্ মাতামহোঽপিচ
স্বমন্ত্রদানে যো দেবস্তথা পিত্রাদিদীক্ষয়া। সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদ্দোষো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৪৮
ব্রহ্মজ্ঞানিমুখাৎ শ্রুত্বা যেন কেন বিধানতঃ। ব্রহ্মভূতো নরঃ পূতঃ পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৯
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ। স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ ॥ ১৫০
ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েয়ুর্ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্ ॥১৫১
যে চ তানবমন্যন্তে তে নরাঃ ব্রহ্মঘাতিনঃ। পতন্তি ঘোরনরকে যাবচ্চন্দ্রতারকান্ ॥ ১৫২
যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং ভ্রূণঘাতিনঃ। তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ
যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে পরব্রহ্মোপদেশকথনং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ। ৩ ॥

মন্ত্রের প্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয় দেবদেব ও জগদ্গুরু হইয়াছি, আমি স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বিকল্প (১৪৩) পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে এই ব্রহ্মমন্ত্র লাভ করিয়া ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং নারদাদি দেবর্ষিগণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন। (১৪৪) হে প্রিয়ে দেবর্ষির নিকট হইতে মুনিগণ, তাহাদের নিকট হইতে রাজর্ষিগণ এই মন্ত্রলাভ করিয়া পরমাত্মার প্রসাদে ব্রহ্মময় হইয়াছেন। (১৪৫) শিবে! কোনও বিষয়ে ব্রহ্মমন্ত্রের বিচার নাই, গুরু নিঃসন্দিগ্ধমনে শিষ্যকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। (১৪৬) পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে পতি পত্নীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। (১৪৭)নিজে অন্যকে মন্ত্র প্রদান করিলে বা পিত্রাদি দ্বারায় দীক্ষা ঘটিলে যে দোষ ঘটে,এই মহামন্ত্র প্রদানে যে সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। (১৪৮) যে কোন বিধানে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলে, লোকে ব্রহ্মস্বরূপ ও পবিত্র হয়, সুতরাং সে আর পাপপুণ্যে জড়ীভূত হয় না। (১৪৯) যে সকল ব্রাহ্মণ বা অপরজাতীয় লোক ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা আপনাপন জাতি মধ্যে পূজ্য ও মান্য। (১৫০) ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণেরা সাক্ষাৎ যতিতুল্য, অপর জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের সদৃশ, এই কারণে ব্রহ্মমন্ত্রদীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (১৫১) যাহারা ব্রহ্মজ্ঞের অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী; যতক্ষণ ভাস্কর ও তারাগণ দৃশ্য থাকিবে, ততক্ষণ তাহারা ঘোরতর নরকে অবস্থিতি করিবে। (১৫২) স্ত্রীহত্যা ও ভ্রূণহত্যায় যে পাপ অর্শে, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দায় তাহায় কোটিগুণ পাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (১৫৩) যেরূপ ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিলে, লোকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে, সেরূপ তোমাকে সাধনা করিলেও জীবের সেই গতি হইয়া থাকে। (১৫৪)

চতুর্থোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মোপাসনং পরমেশ্বরী। পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ১
কথিতং যত্ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্। সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ২
তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্যদায়কং সুখসাধনম্। তৃপ্তাস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩
যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ ॥ ৪
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্। ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্বয়া কথিতঃ প্রভো ॥ ৫
বিধানং কীদৃশং তস্য সাধনং কেন বর্ত্মনা। মন্ত্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬
সবিশেষং সাদ্যশেষমামূলাদ্বক্তুমর্হসি। মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্।
কো হ্যন্যস্ত্বামৃতে শম্ভো ভবব্যাধিভিষগ্ গুরুঃ ॥ ৭
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উবাচ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতীং পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৮

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্। তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৯
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্। ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ। ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাসি কশ্চন ॥ ১২

অনন্তর পরমেশ্বরী পরমেশ্বর মুখে পর ব্রহ্মোপসনার কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দমনে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) দেবী কহিলেন,—হে নাথ! আপনি যে সর্ব্বলোকের প্রিয়জনক সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদপ্রদায়ক ব্রহ্মোপাসনার কথা বলিলেন। (২) ইহা দ্বারা তেজ, বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ব সুখের নিদানস্বরূপ; হে জগদীশ্বর! আপনার বাক্যামৃত পানে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। (৩) হে দয়াসিন্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনায় যেরূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহার ন্যায় আমার সাধনায়ও ব্রহ্ম সাযুজ্য ঘটিয়া থাকে। (৪) হে প্রভো! আপনার কথানুযায়ী ব্রহ্ম সাযুজ্য জনক আমার সাধনার ফল জানিতে আমি ইচ্ছা করি। (৫) এই সাধনের বিধি কিরূপ? এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াই বা সাধন হইতে পারে? ইহার মন্ত্র এবং ধ্যান পূজাদিই বা কি প্রকার? (৬) হে দেব! আমার প্রীতিকর এবং লোকদিগের হিতকর এই উপাসনার ক্রম সবিশেষ ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। হে শম্ভো! আপনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি ভবব্যাধি চিকিৎসার গুরু হইতে পারেন? (৭) দেবদেব মহেশ্বর দেবীর এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিমনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। (৮) সদাশিব কহিলেন,—দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এজন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। (৯) তুমিই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি, হে শিবে! তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। (১০) হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। (১১) তুমিই সমুদায় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি, তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। (১২) তুমি কালী দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী,

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৫
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭
তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্। কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৮
পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপিদুর্ল্লভঃ। বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥ ১৯
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥
কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১
জ্ঞানেন মেধ্যমখিলমমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ। ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ২২
যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সনাতনম্। কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ২৩
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা। তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥ ২৪
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥ ২৫
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ। নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৬
সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ২৭
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি। সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ২৮

ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী ছিন্নমস্তা। (১৩) তুমিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী; তুমি সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। (১৪) তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপিণী; তুমি নিরাকার হইয়া সাকার, তোমার প্রকৃততত্ত্ব কেহই অবগত নহেন। (১৫) তুমি উপাসকগণের কার্য্যার্থ, জগতের মঙ্গলার্থ এবং দানবগণের দলনার্থ নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। (১৬) তুমি বিশ্বরক্ষার জন্য কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও ষড়্ভুজ এবং কখনও অষ্টভুজা, মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। (১৭) সকল তন্ত্রে তোমার নানা প্রকার রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্রভেদ কথার উল্লেখ আছে এবং তোমার ত্রিবিধ ভাবময় উপাসনার কথাও প্রকাশ আছে। (১৮) কলিযুগে পশুভাব নাই এব দিব্যভাবও সুদুর্লভ, এই যুগে বীরসাধনানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ ফল বিধায়ক। (১৯) দেবি! কুলাচার ভিন্ন কলিযুগে সিদ্ধ হইবার উপায় নাই, এই কারণে সর্ব্বপ্রযত্নে কুল ধারণ করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (২০) হে দেবেশি! কুলাচার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি যে জীবন্মুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। (২১) জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় বস্তু পবিত্র ও অপবিত্র বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পবিত্র বা অপবিত্র কোনও বিচার থাকে না। (২২) যে ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী সনাতন পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, সকলই ব্রহ্মময় জানিতে পারিলে তাহার নিকটে কোন্ বস্তু অপবিত্র থাকিতে পারে? । (২৩) দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী এবং সকলের প্রধান জননী; তুমি তুষ্ট হইলে সকলই তুষ্ট হইয়া থাকে। (২৪) তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমিই পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপিণী, তোমা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। (২৫) মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি; সর্ব্ব কারণের কারণ পরম ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। (২৬) ব্রহ্ম, সৎস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমুদায় জগৎকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ব্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত। (২৭) তিনি কিছুই করেন না, ভোজন করেন না, গমন করেন না

তস্যেচ্ছামাত্রমাত্মা ত্বং মহাযোগিনী পরা। করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৯
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ। মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী। কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে। ৩২
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ। বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী। ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ। যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং তব সাধনাৎ ॥ ৩৫
নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাং। বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্ ॥ ৩৬
যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ। ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ ॥ ৩৭
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ। কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা। যোগেঽপি ভোগবিরহ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে ॥ ৩৯
একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ পূজিতো যেন সুব্রতে। সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ॥৪১
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে। কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪২

এবং স্থিতি করেন না; তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদ্যন্তবর্জ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। (২৮) তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক। (২৯) জগৎ-সংহারকারক মহাকাল তোমার একটী রূপমাত্র, এই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদায় পদার্থকে গ্রাস করিবেন। (৩০) সর্ব্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া কালিকা নামে পরিচিত। (৩১) তুমি কালকে গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম কালী, সকলের আদি কালত্ব ও আদিভূতত্ব নিবন্ধন লোকে তোমাকে আদ্যা কালী বলিয়া থাকে। (৩২) তুমি প্রলয় সময়ে বাক্যের অতীত মনের অগোচর, নিরাকার স্বরূপ তমোময় রূপ অবলম্বন করিয়া একমাত্র বিদ্যমান থাক। (৩৩) তুমি সাকার হইয়াও নিরাকার, কিন্তু মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানারূপ ধারণ করিয়া থাক; তুমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই, তুমি সৃষ্টিকর্ত্রী, পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী। (৩৪) হে ভদ্রে! আমি এই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্ম-দীক্ষিত ব্যক্তি যে ফল পাইয়া থাকে, তোমার সাধনায় সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। (৩৫) আমি দেশ ভেদে, কাল ভেদে নানাপ্রকার আচার ও নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কোনও কোনও তন্ত্রে গুপ্ত সাধনের কথাও বলিয়াছি।' (৩৬) যে মনুষ্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভাব ও যে সাধনের অধিকারী তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফল-ভাগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। (৩৭) জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে কুলাচারে যাঁহাদের বাসনা হয়, তাঁহারা কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া থাকেন। (৩৮) যেখানে ভোগবাহুল্যের বিস্তৃত, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ, সেই খানেই ভোগের অভাব; কিন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগে উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়। (৩৯) হে সুব্রতে! কুলতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি একের অর্চ্চনা করিলে সমস্ত দেব দেবী অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন ও সন্দেহ নাই। (৪০) সুবর্ণপরিপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে যে ফল লাভ হয়, কুলাচারসম্মত অর্চ্চনায় তদপেক্ষা কোটীগুণ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। (৪১) চণ্ডালজাতি যদি কুলাচারপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলাচারবর্জ্জিত হন, তাহা হইলে

কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে। যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥ ৪৩
সত্যং ব্রবীমি তে দেবি হৃদি কৃত্বাবধারয়। সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরো ধর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽস্তি পশুসঙ্কটে। ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫
কলিকালে প্রবৃত্তে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি ॥ ৪৬
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা। ন স্থাস্যন্তি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৭
যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা। ন স্থাস্যন্তি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮
ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী। ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯
যদা তু ম্লেচ্ছ জাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ। গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ। ক্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ। অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া। মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে। গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যথা মদ্যাদিসেবনম্। কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৫৬
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ। ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৭

তিনি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইয়া থাকেন। (৪২) আমাকে জানিতে হইলে কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই, ইহার অনুষ্ঠান মাত্রে লোকে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া থাকে। (৪৩) দেবি! আমি তোমার নিকটে সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি হৃদয়ে ইহা স্থির কর; সর্ব্বধর্ম্মোত্তম কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। (৪৪) এই পরম পথ পশু-সঙ্কটে আবৃত আছে, প্রবল কলি উপস্থিত হইলে তখনই ইহা প্রকাশিত হইবে। (৪৫) আমি সত্য সত্য বলিতেছি কলির প্রাবল্য ঘটিলে কৌলচারী লোক ব্যতিরেকে পশুভাবাবলম্বী মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবেক না। (৪৬) হে বরারোহে! যখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন বৈদিক বা পৌরাণিক দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না। (৪৭) হে শিবে! যে সময় সংসারে পাপ পুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষার শক্তি থাকিবেক না, তখনই জানিবে যে, দুর্জ্জয় কলি সমুপস্থিত। (৪৮) কুলেশ্বরি! তুমি যখন দেখিবে যে, সুরতরঙ্গিণী স্থানে স্থানে ছিন্না ভিন্না হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, কলি প্রবল দাঁড়াইয়াছে। (৪৯) হে মহাপ্রাজ্ঞে! যখন দেখিবে, ম্লেচ্ছজাতীয় নৃপতিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইয়াছে, তখনই কলির প্রবলতা জানিতে পারিবে। (৫০) যৎকালে স্ত্রীলোকে অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশ ও কলহপ্রিয় হইয়া পতি-নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে প্রবল কলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। (৫১) যে সময়ে লোকে কামকিঙ্কর ও স্ত্রৈণ হইয়া গুরুজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে থাকিবে, সেই সময়েই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত। (৫২) যৎকালে পৃথিবী অল্পফলশালিনী মেঘ স্বল্পসলিলবর্ষী ও বৃক্ষ সকল সামান্য ফলবান্ হইবে তখনই জানিবে, কলির ঘোর আধিপত্য দাঁড়াইয়াছে। (৫৩) যৎকালে ধনলোভান্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ স্বজনগণ ও অমাত্যগণ পরস্পর কলহে ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত। (৫৪) যে সময়ে প্রকাশ্যভাবে মদ্য মাংস ভোজন করিলেও কেহ নিন্দা করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না, প্রত্যুত সাধারণে গুপ্তভাবে সুরাপায়ী হইবে, তখনই বুঝিবে কলির অতিশয় প্রাদুর্ভাব দাঁড়াইয়াছে। (৫৫) সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে কুলধর্ম্মানুসারে যেরূপ সুরাপানের নিয়ম ছিল, কলিতেও তাহার অন্যথা হইবে না। (৫৬) সত্যের মহিমায় যাঁহারা পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুলাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, তাঁহাদের আচার সর্ব্বত্র প্রকাশিত

গুরু-শুশ্রূষণে যুক্তা ভক্ত্যা মাতৃপদাম্বুজে। অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ। কুলসাধনসত্যা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯
কুলমার্গেণ তত্ত্বানি শোধিতানি চ যোগিনে। যে দদ্যুঃ সত্যবচনে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥৬০
হিংসামাৎসর্য্যরহিতা দম্ভদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ। কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬১
কৌলিকৈঃ সহ সংসর্গং বসন্তিং কুলসাধুষু। কুর্ব্বন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ৬২
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেষু নিশ্চলাঃ। সেবন্তে ত্বাং কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ৬৩
স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ। যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪
জীবসেকাদিসংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥৬৫
কুলতত্ত্বং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ। নমস্কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৬
কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্। পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ ॥ ৬৭
কলের্দোষসমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে। সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ ॥ ৬৮
অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্। নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্ ॥ ৬৯
কুলাচারৈর্ব্বিহীনা যে সততাসত্যভাষিণঃ। পরদ্রোহপরা যে চ তেঽনরাঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭০
কুলবর্ত্মস্বভক্তা যে পরযোষিৎসু কামুকাঃ। দ্বেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭২
যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্। সংক্ষেপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব পার্ব্বতি ॥ ৭২

হইবে; সর্ব্বভূতে দয়া করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলি কিছুই করিতে পারিবে না। (৫৭) যাঁহারা গুরু শুশ্রূষায় রত, পিতামাতার চরণভক্ত, স্বপত্নীতে অনুরক্ত, কলি তাঁহাদের প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিবে না। (৫৮) যাঁহারা সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও কুলসাধনে রত, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবেন না। (৫৯) যাঁহারা কুলধর্ম্মানুসারে শোধিত মৎস্য মাংসাদি সত্যবাদী যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিবেক না। (৬০) যাঁহারা হিংসা, দম্ভ, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং যাঁহাদের কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবেক না। (৬১) যাঁহারা কৌলিকদিগের সহিত সহবাস, তাঁহাদের নিকটে বসতি ও তাঁহাদের সেবা করিতে থাকেন, কলি তাঁহাদের প্রতি আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিবেক না। (৬২) যে সকল কুলাচারপরায়ণ ব্যক্তি কুলাচারে অবস্থিতি করিয়া নানাবেশ ধারণ পূর্ব্বক কুলাচারে তোমার পূজা করেন, কলি তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। (৬৩) কুলাচার মতে যাঁহারা স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণাদি করেন, কলি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে না। (৬৪) কুলাচার মতে যাঁহারা গর্ভাধানাদি সংস্কার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমাধা করেন, কলি তাঁহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না। (৬৫) যাঁহারা ভক্তিভাবে কুল দ্রব্য, কুলতত্ত্ব ও কুলযোগীর অর্চ্চনা করেন, কলি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। (৬৬) যাঁহারা কুটিলতা ও মিথ্যাচারবর্জ্জিত, যাঁহারা পরোপকারপরায়ণ ও সাধু, যাঁহারা নির্ম্মলস্বভাবও কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কলি তাঁহাদের নিকটে কিঙ্কর হইয়া থাকে। (৬৬) হে প্রিয়ে? কলি সমূহ-দোষের আকর হইলেও উহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, যাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ ও কুলাচারপরায়ণ, তাঁহারা সংকল্প মাত্রে শ্রেয়ো লাভ করিয়া থাকেন। (৬৮) হে দেবি! যুগান্তরে পাপ পুণ্য মনের সংকল্প দ্বারাই হইত, কিন্তু এ যুগে সংকল্প নিবন্ধন সকলেরই পুণ্য প্রকাশ পায়, পাপ প্রকাশিত হয় না। (৬৯) যাহারা মিথ্যাবাদী কুলাচারবর্জ্জিত ও পরের নিষ্টকারী, তাহারাই কলির কিঙ্কর। (৭০) যাহারা কুলপথের ঘৃণা করে, যাহারা পরস্ত্রী-হরণে লোলুপ, যাহারা কুলাচারপরায়ণগণের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারাই কলির কিঙ্কর বলিয়া কীর্ত্তিত। (৭১) পার্ব্বতি! আমি যুগাচার-প্রসঙ্গে তোমার প্রীতির জন্য সংক্ষেপে কলির প্রাবল্য

প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ। স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ॥
সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ। তদেব সকলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে॥ ৭৪
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥৭৫
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ। সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥ ৭৬
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥ ৭৭
অতএব ময়া প্রোক্তং তৃক্তে প্রবলে কলৌ। কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ॥ ৭৮
গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরণৃতং বিনা। তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥ ৭৯
কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্। যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ॥ ৮০
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ। দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে॥ ৮১
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খণ্ডং দয়াপি চ। সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে॥ ৮২
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি॥ ৮৩
তত্রানৃতপ্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ। সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা॥ ৮৪
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্। দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণ তর্পণম্॥ ৮৫
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমান্তোন্নয়নং তথা। জাতকর্ম্ম তথা নামচূড়াকরণমেব চ॥ ৮৬
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতম্। তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ॥ ৮৭
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্। বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ॥ ৮৮

লক্ষণ বর্ণন করিলাম। (৭২) দেবি! কলি প্রাদুর্ভূত হইলে, সমুদায় ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; তৎকালে কেবল একমাত্র সত্য অবস্থিতি করিবে, অতএব সত্যময় হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। (৭৩) হে সুব্রতে! মানবগণ এই কালে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে যে ধর্ম্ম করিবে, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে। (৭৪) সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মিথ্যা অপেক্ষা পাপ আর নাই, এই জন্য একমাত্র সত্য অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। (৭৫) যে পূজা বা তপস্যায় সত্যের সংস্রব নাই, তাহা মরুভূমি-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিরর্থক। (৭৬) সত্যই পরমব্রহ্ম, এবং সত্যই প্রধান তপস্যা; সমুদায় ক্রিয়া সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। (৭৭) আমি এই জন্য তোমাকে বলিতেছি, দুর্জ্জয় কলির অধিকারে সত্যের অনুসরণে কুলাচারের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। (৭৮) গোপন করিলে সত্যের অপলাপ হয়, মিথ্যাচার ভিন্ন গোপন সম্ভবনীয় নহে, অতএব, কৌলিক লোকে প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিতে থাকিবে। (৭৯) আমি কুলতন্ত্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহা গোপন করিলে মিথ্যা আচার হয় না, কিন্তু তা বলিয়া প্রবল কলির অধিকারে এই উপদেশ প্রশস্ত নহে। (৮০) সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতায় উহার এক পাদ হীন হয়, হে দেবি! দ্বাপরে ধর্ম্মের দুই পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; কলিতে ধর্ম্মের পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। (৮১) (আশ্চর্য্য!) সেই এক পাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা ও দয়ার অংশ খণ্ড হইয়াছে, এক্ষণে কেবল একমাত্র সত্য বলবৎ আছে, যদি ঐ সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের চিহ্ন থাকে না। (৮২) হে কুলেশ্বরি! আমি এই জন্য বলি, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সকল ধর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য, কলিতে কুলাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। (৮৩) যদি ইহাতেও মিথ্যা-ভাব প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটিতে পারে? অতএব সর্ব্বদা সত্যের আশ্রয়ে পবিত্র আত্মা হইয়া আমার কথাক্রমে আপনাপন বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ ও তর্পণ করা সকলের কর্ত্তব্য। (৮৪-৮৫) বিশেষতঃ ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ অন্ত্যেষ্টি, পিতৃশ্রাদ্ধ, আগমসম্মত তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদীয়া পূজা, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রধারণ, বাপী, কূপ ও

গৃহারম্ভ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা। দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং সর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ ॥ ৮৯
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ। কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥ ৯০
ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯১
ন কুর্য্যাদ্‌যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা। বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯২
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ। যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯৩
মন্মতাসম্মতা দীক্ষা সাধক প্রাণঘাতিনী। পূজাপি বিফলা দেবি হুতং ভস্মার্পণং যথা ॥ ৯৪
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৫
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে। যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥৯৬
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৭
ব্রতে ব্রহ্মবধঃপ্রোক্তঃ ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ। কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপিসঃ॥৯৮
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা। উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে ॥৯৯
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে। তদ্দত্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্নন্তি দেবতাঃ ॥ ১০০
পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্মলপূয়বৎ। তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১০১
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে। অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ ॥১০২
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন। ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০৩

তড়াগাদি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারম্ভ ও প্রতিষ্ঠা, দেবপ্রতিষ্ঠা, দিবাকৃত্য, নিশাকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্য নৈমিত্তিক যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য, বিবেচনানুসারে বিধিক্রমে তৎসমুদায় সাধন করা না করা কর্ত্তব্য। (৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১) যদি মোহ দুর্ব্বুদ্ধি, বা অশ্রদ্ধাক্রমে কেহ উক্ত সাধন না করে. তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বহিস্কৃত হইয়া বিনষ্ট এবং বিষ্ঠাহ্রদে কৃমি হইতে হইবে। (৯২) হে পরমেশ্বরি! কলির প্রবল অধিকারকালে যদি কেহ আমার মত উপেক্ষা করিয়া অন্য মত গ্রহণে কোনও কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহা বিপরীত দাঁড়াইবে। (৯৩) যে দীক্ষা আমার মতের বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিলে সাধকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে; হে দেবি! ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় তাহার সেই পূজাও বিফল হইয়া যায়। (৯৪) (অধিক কি,) দেবতা তাহার প্রতি কুপিত হয় এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। (৯৫) হে অম্বিকে! প্রবল কলির প্রাদুর্ভাবে মদুক্ত শাস্ত্র অবগত হইয়াও যে ব্যক্তি অন্য পথাবলম্বনে ক্রিয়া সাধন করিবে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইবে। (৯৬) যে অন্য পথাবলম্বনে ব্রত, বা বিবাহ করিবে, যতকাল চন্দ্রসূর্য্য, ততকাল তাহার নরকবাস। (৯৭) আমার মত পরিত্যাগ করিয়া মতান্তরে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; এরূপে যাহার উপনয়ন হইবে তাহার পাতিত্য ঘটিবে, সে কেবল সূত্রধারী হইয়াও চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হইবে। (৯৮) যদি কোনও স্ত্রী অন্য নিয়মে বিবাহিত হয়, তাহা হইলে,হে কুলনায়িকে! তাহাকে নিন্দনীয় বলিয়া জানিবে, তাহার সহবাস করিলে পাতকী হইতে হইবে। (৯৯) (অধিক কি বলিব) বেশ্যাগমনে যে পাপ ঘটিয়া থাকে, ঐ পাতকিনীর সহবাসেও তদনুরূপ পাপ ঘটে; যদি ঐ নারী স্বহস্তে অন্ন ও জলাদি প্রদান করে, তাহা হইলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না। (১০০) পিতৃগণও মল ও পূয মনে করিয়া তাহা স্পর্শ করেন না; যদি ঐ গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সে কানীন ও সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত হইবে। (১০১) যে ব্যক্তি শিবের নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতে দেবতা স্থাপন করে, তাহার দৈবকর্ম্ম, পিতৃকার্য্য ও কুলাচারে অধিকার থাকিবেক না। (১০২) (অন্য কথা কি) তৎকৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতে দেবতার অবস্থিতি ঘটিবেক না এবং সেই ব্যক্তির ইহ ও পরকালে কোনও ফল লাভ হইবেক না। তাহার কেবল কায় ক্লেশ ও অকারণ অর্থব্যয়

আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ॥ ১৪
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ॥ ১০৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্॥ ১০৬
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি। শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ॥ ১০৭
মদুদীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্তকর্ম্মণাম্। সাধনং যন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্॥ ১০৮
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্র-যন্ত্রাদি সংযুতম্। ভেষজং কলিরোগাণাং শ্রূয়তাং গদতো মম॥ ১০৯

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রমো নাম চতুর্থোল্লাসঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু॥ ১
তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে॥ ২
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু। তেষামর্চ্চাসাধনানি কথিতানি যথামতি॥ ৩
গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্। অস্য প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণেদৃশী॥ ৪

হইবে মাত্র। (১০৩) যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহার তাহা নিষ্ফল হয় এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাও পিতৃপুরুষগণের সহিত নরকগামী হইয়া থাকে। (১০৪) তদ্দত্ত তোয়, শোণিত তুল্য এবং পিণ্ড মলময় হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শঙ্করের মতানুসরণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। (১০৫) আমি অধিক আর কি বলিব, সত্য সত্য বলিতেছি, হে দেবি! যাহারা শম্ভুর উক্তি অবহেলা করিয়া কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। (১০৬) অন্য কথা কি, মতান্তরে ধর্ম্মসঞ্চয় দূরে থাকুক, সঞ্চিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি শৈবাচার বিহীন, তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। (১০৭) মহেশ্বরি! আমি যে পথের কথা বলিতেছি, যদি ইহাতে লোকে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সাধন করে, তাহা হইলে তোমারই সাধন হইয়া থাকে। (১০৮) যে আরাধনা কলিরোগের মহৌষধস্বরূপ, যাহাতে বহুবিধ মন্ত্র ও যন্ত্রাদির বিধান আছে, তুমি আমার নিকট হইতে সেই বিশিষ্ট আরাধনার কথা শ্রবণ কর। (১০৯)

সদাশিব কহিলেন, তুমি আদ্যা পরমা শক্তি এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, তোমার শক্তি সাহায্যে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকি। (১) তোমার রূপ অনন্ত এবং বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ; সমুদায় রূপের সাধনাও বহুতর আয়াসসাধ্য। কোন্ ব্যক্তি ইহার সবিশেষ বর্ণনে সমর্থ হয়? (২) তবে তোমার করুণা-কণা-প্রভাবে কুলতন্ত্র ও অন্যান্য আগমে তোমার সমুদায় রূপ ও পূজাসাধনাদি যত দূর সাধ্য বর্ণন করিয়াছি। (৩) আমি কোনও স্থানে গুপ্তসাধনবিষয় প্রকাশ করি নাই, হে কল্যাণি! এই সাধন প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃক্

ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তন্নাহং গোপয়িতুং ক্ষমঃ। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥ ৫
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। তৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাত্তব সন্তোষকারণম্॥ ৬
কলিকল্মষদীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে। বহুপ্রয়াসাশক্তানামেতদেব পরং ধনম্॥ ৭
ন চাত্র ন্যাসবাহুল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ। সুখসাধ্যমবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ॥ ৮
তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে। যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে॥ ৯
প্রাণেশস্তৈজসারূঢ়া ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্। জীবমেতৎ সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়মুদ্ধরেৎ প্রিয়ে॥ ১০
সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দুসংযুতা। তৃতীয়াং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ॥ ১১
গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ। বীজত্রয়ান্তে পরমেশ্বরি সম্বোধনং পদম্॥ ১২
বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো দশার্ণোঽয়ং মনুঃ শিবে। সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী॥ ১৩
আদ্যত্রয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা। প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৪
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী। কামবাগ্ভবতারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টক্ষরী ত্রিধা॥ ১৪
দশার্ণামন্ত্রণপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ। পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ॥ ১৬
ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেবা সপ্তদশী দ্বিধা॥ ১৭

করুণা-সঞ্চার আছে। (৪) প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া তোমার নিকটে ঐ গুপ্তসাধন গুপ্ত রাখিতে পারিলাম না, ইহা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি। (৫) ইহা দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারিত ও সকল আপদ্ প্রশমিত হয়, ইহা তোমার সন্তোষের মূল এবং ইহারই সাহায্যে তোমাকে পাওয়া যাইতে পারে। (৬) প্রিয়ে! কলিকালের জীব পাপভারে আক্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া অতিশয় অল্পায়ু হইবে, তাহারা বহু প্রয়াসে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই সাধনই পরম নিধি। (৭) ইহাতে ন্যাসবহুল বা উপাসনাদি সংযমবিধি নাই, ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য, বিশেষতঃ এই সাধন ভক্তের পক্ষে মহৎ ফলদায়ক। (৮) হে দেবেশি! এ সম্বন্ধে প্রথমে মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণমাত্রেই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। (৯) প্রাণেশ, (হ) তৈজসে (র) আরোহণ করিলে তাহাতে ভেরেণ্ডা (ঈ) সংযুক্ত করিয়া ব্যোমবিন্দু (ং) যোগ করিবে। হে প্রিয়ে! এই প্রকার (হ্রীং) বীজোদ্ধার করিয়া সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিয়া তাহাতে বামনেত্র (ঈ) ইন্দু—অনুস্বার যোগ করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্র "শ্রীং" হইবে; কল্যাণি! অনন্তর তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি অর্থাৎ ক, দীপ অর্থাৎ র উপর থাকিবে। (১০।১১) ইহাতে গোবিন্দ অর্থাৎ ঈ এবং অনুস্বার সংযোগ করিবে; এই "ক্রীং" বীজসাধকদিগের পক্ষে সুখাবহ; এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি" এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিবে। (১২) এই মন্ত্র-শেষে বহ্নিকান্তা—অর্থাৎ স্বাহা এই পদ উচ্চারিত হইবে। হে শিবে! ইহাতে "হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র হইবে; ইহাই সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী পরমেশ্বরী-বিদ্যা। (১৩) সাধকোত্তম সর্ব্বকামনা সিদ্ধির জন্য আদ্য বীজ তিনটীর মধ্যে সমুদায় যে একটীমাত্র জপ করিতে থাকিবে। (১৪) দশাক্ষর মন্ত্রের হ্রীং শ্রীং ক্রীং এই তিনটী প্রথমবীজ ত্যাগ করিলে, পরমেশ্বরি স্বাহা এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয়; ইহার পূর্ব্বে ক্লীং কামবীজ, ঐং বাগ্বীজ ও প্রণব যোগ করিলে, ক্লীং পরমেশ্বরি স্বাহা, ঐং পরমেশ্বরি স্বাহা, ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা, এই অষ্টাক্ষরযুক্ত তিনটী মন্ত্র হইয়া থাকে। (১৫) দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধন পদের অন্তে থাকিলে এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে হ্রীং শ্রীং ক্রীং, আদ্য বীজত্রয় উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবধু—অর্থাৎ স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। (১৬) তখন হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং, পরমেশ্বরি কালিকে, হ্রীং, শ্রীং ক্রীং, স্বাহা এই ষোড়-শাক্ষর মন্ত্র হইবে; ইহা সকল তন্ত্রে গুপ্ত আছে, আমি তোমার নিকটে কহিলাম। যদি এই মন্ত্রের

তব মন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা। সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮
যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তে সর্ব্বে তব মন্ত্রাঃ স্যুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ ॥ ১৯
এতেষাং সর্ব্বমন্ত্রাণামেকমেব হি সাধনম্। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ তথা লোকহিতায় চ ॥ ২০
কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ। তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥ ২১
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২
পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে। নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ২৩
শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ। পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ ॥ ২৪
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাধিকারী তু কর্ম্মসু। তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্ ॥২
রজনীশেষযামার্দ্ধে শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ। তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ।
ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেত মাল্যানুলেপনম্। বরাভয়করং শান্তং করুণাময় বিগ্রহম্ ॥ ২৭
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্। স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮
এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ। পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণ করে। ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্গুরুম্ ॥ ৩০
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টি-প্রদর্শিনে। নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১
নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপায়াজ্ঞানহারিণে। কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২

প্রথমে শ্রী, প্রণব, অথবা ও যোগ হয়, তাহা হইলে দুইটী সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। (১৭) হে প্রিয়ে! তোমার কোটি কোটি, অর্ব্বুদ, অথবা অসংখ্য মন্ত্র আছে, সংক্ষেপে এস্থলে দ্বাদশটী মন্ত্রেরকথা কহিলাম। (১৮) যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, সে সকলই তোমার মন্ত্র, কারণ তুমিই আদ্যা প্রকৃতি। (১৯) সকল মন্ত্রের সাধনাই এই প্রকার; আমি লোকের হিত এবং তোমার প্রীতির জন্য সেই সাধনের কথা বলিতেছি। (২০) দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না, এই কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। (২১) হে আদ্যে! শক্তি-পূজা-প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এইপঞ্চ তত্ত্ব সাধনস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (২২) পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে পূজা করিলে ঐ পূজা প্রাণ-নাশকারিণী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটে। (২৩) শিলাতে শস্যবীজ বপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর-প্ররোহ হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব-বর্জ্জিত পূজায় কোনও ফল ফলে না। (২৪) দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে, কার্য্যে অধিকার ঘটে না, সেই জন্য প্রথমে যথোচিত প্রাতঃকৃত্য বিধি বলিতেছি। (২৪) রাত্রির শেষ প্রহরে শেষার্দ্ধকালে অরুণোদয় সময়ে নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তকে শুক্ল পদ্মে দ্বিভুজ দ্বিনেত্র গুরু উপবিষ্ট আছেন, এরূপ ভাবনা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। (২৬) তাঁহার পরিধান শুক্ল বসন, শরীর শ্বেত, মাল্য ও শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত, তিনি শান্ত ও করুণার আধার, হস্তে বর ও অভয়। (২৭) তদীয় বামভাগে উৎপল ধারণ পূর্ব্বক শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও প্রসন্নতায়পরিপূর্ণ তিনি সাধকের অভীষ্টদায়ক। (২৮) মহেশ্বরি! মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া ঐ দিব্য মন্ত্র জপ করিবে। (২৯) অনন্তর যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সদ্ গুরুর চরণে প্রণাম করিবে। (৩০) হে গুরুদেব! আপনি ভবপাশ বিনাশের কর্ত্তা, আপনি জ্ঞান-দৃষ্টি-প্রদর্শক, আপনা হইতে ভোগ-মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; অতএব আপনাকে নমস্কার। (৩১) আপনি নর-দেহ-ধারী, কিন্তু অজ্ঞানহারী

প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥ ৩৩
যথাশক্তিং জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ। মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৪
নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ। আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো নমঃ॥৩৫
নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেদ্বামপাদপুরঃসরম্। ত্যক্ত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬
ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কৃত্বা যথাবিধি। আদাবপি উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭
নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে। সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মজ্য মন্ত্রমাচমনং চরেৎ ॥ ৩৮
আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ। ত্রিঃপ্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য চাচমেৎ কুলসাধকঃ ॥ ৩৯
কুলযন্ত্রং মন্ত্রগর্ভং বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ। মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০
তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ। তত্তোয়ৈস্ত্র্যঞ্জলীন্ দত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা।
অভিষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১
ততস্তু দেবতা প্রীত্যৈ ত্রিনিমজ্জ্য জলান্তরে। উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুদ্ধবাসসী ॥ ৪২
মৃৎময়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্। ললাটে তিলকং কুর্য্যাদ্গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩
বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রমযোগতঃ। সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥ ৪৪
আচম্য পূর্ব্ববত্তোয়ৈস্তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে ॥ ৪৫
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬

পরব্রহ্মমূর্ত্তি, আপনা হইতে কুলধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব শ্রীগুরুদেব আপনাকে নমস্কার। (৩২) গুরুদেবকে এইরূপ নমস্কার করিয়া নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে, পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিয়া তদন্তে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। (৩৩) যথাশক্তি জপ সমাধা করিয়া দেবীর বাম করে উহা সমর্পণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে হইবে। (৩৪) আপনি সর্ব্বস্বরূপিণী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যা ও কালিকা, আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্রী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৩৫) নমস্কারান্তে অগ্রে বাম পদ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বহির্গত হইবে, অনন্তর মলমূত্র ত্যাগ ও দন্তধাবন করিবে। (৩৬) পরে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া যথাবিধি স্নান করিবে, অগ্রে আচমন করিয়া পরে অবগাহন করা কর্ত্তব্য। (৩৭) অনন্তর নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শরীরের মালিন্য অপসারণ পূর্ব্বক একবার মাত্র স্নান করিবে, অনন্তর উন্মগ্ন হইয়া তান্ত্রিক মতে আচমন করিবে। (৩৮) কুলসাধকের পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব, বিদ্যা-তত্ত্ব ও শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারত্রয় জল পান পূর্ব্বক দুইবার মার্জ্জনার পর আচমন করা কর্ত্তব্য। (৩৯) অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জলের উপরিভাগে কুলযন্ত্র লিখিয়া তাহাতে মূলমন্ত্র লিখিবে, হে প্রিয়ে! তদুপরি দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। (৪০) পরে সাধক এই জলকে তেজোরূপ ভাবনা করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক সেই জলে বারত্রয় আপনার মস্তক—অভিষিক্ত করিবে এবং মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু এই সপ্তছিদ্র অবরোধ করিবে। (৪১) অনন্তর দেবতার প্রীতির জন্য জলে তিনবার নিমগ্ন হইবে, পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া গাত্রমার্জ্জনান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। (৪২) অবশেষে গায়ত্রী পাঠ করিয়া কেশ বন্ধন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা ভস্মসংযোগে ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। (৪৩) অনন্তর যথাক্রমে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান; আমি তন্ত্রোক্ত সন্ধ্যাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৪৪) হে শিবে! জল গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আচমন কালে তীর্থাদির আবাহন করিবে। (৪৫) (সাধক প্রার্থনা করিবেন) গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান কর। (৪৬) জ্ঞানী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা জলের তীর্থাধিষ্ঠান করিয়া

মন্ত্রেণানেন মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া। আবাহ্য তীর্থং সলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭
ততস্তত্তোয়তো বিন্দুং ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ। মধ্যমানামিকাযোগান্মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮
সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানমভিষিচ্য ততো জলম্। বামহস্তে সমাদায় চ্ছাদয়েদ্দক্ষপাণিনা ॥ ৪৯
ঈশানবায়ুবরুণবহ্নীন্দ্রবীজপঞ্চকম্।০ প্রজপ্য বেদধা তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥৫০
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ। দেহান্তকলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ৫১
নিক্ষিপ্য পুরতো বজ্রশিলায়ামস্ত্রমুচ্চরন্। ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ ॥ ৫২
আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩
তারমায়াহংস ইতি ঘৃণিস্সূর্য্য পতঃ পরম্। ইদমর্ঘ্যং তুভ্যমুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্। প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥৫৫
প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্। কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬
মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭
পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্। যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮
সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৯
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্। বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্। দত্ত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১
গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ। আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্ ॥ ৬২

তদুপরি দ্বাদশ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে। (৪৭) অনন্তর মধ্যমার সহিত অনামিকা যোগে মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ জল হইতে জলবিন্দু বারত্রয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। (৪৮) মূলমন্ত্রোচ্চারণে ঐরূপ অঙ্গুলিদ্বয়ের সংযোগে ঐ জলবিন্দু দ্বারা সপ্তবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্ব্বক বারচতুষ্টয় ঈশান, বায়ু, বরুণ, বহ্নি ও ইন্দ্র বীজ জপ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। (৪৯।৫০) অনন্তর ঐ জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার তেজোময় রূপ ভাবনা করিয়া ইড়া দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শরীরের পাপ বিক্ষালিত করিয়া তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ ভাবিয়া পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। (৫১) অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে সম্মুখস্থ পরিকল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। (৫২।৫৩) সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র,—ওঁ হ্রীং হংস ঘৃণি সূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা। (৫৪) অনন্তর প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে গুণভেদানুসারে পরম দেবতা গায়ত্রীর ত্রিবিধ মূর্ত্তির ধ্যান করা কর্ত্তব্য। (৫৫) প্রাতঃকালে ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিতে হয়; ইনি রক্তবর্ণা দ্বিভুজা ও কুমারী, ইঁহার হস্তে তীর্থ-জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ও নির্ম্মল মাল্য শোভমান; পরিধান কৃষ্ণবর্ণ বসন, ইনি হংসে আরূঢ় ও স্মেরাননবিশিষ্ট। (৫৭) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডলস্থায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি গায়ত্রীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য; এই শক্তি শ্যামা ও চতুর্ভুজা, গরুড়াসনে উপবিষ্টা, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। (৫৭) ইনি বনমালাবিভূষিত, পীনস্তনে বক্ষঃস্থল সুশোভিত, এই শক্তি যৌবনশালিনী। (৫৮) যতির পক্ষে গায়ত্রীর সায়াহ্ন মূর্ত্তি ধ্যান করা কর্ত্তব্য; এই শক্তি বরদায়িনী, শুক্লবর্ণা, শুক্লাম্বরধারিণী ও বৃষারূঢ়া। (৫৯) ইঁহার তিন চক্ষু, করপদ্মে পাশ, শূল ও নরকপাল; ইনি গলিতযৌবনা ও বর্ষীয়সী। (৬০) এইরূপ ধ্যানাবসানে মহাদেবীকে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। (৬১) দেবি! আমি তোমার প্রীতির জন্য গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর; প্রথমে আদ্যায়ৈ পদ উচ্চারণ করিয়া

পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ। এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী॥ ৬৩
ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ। ততস্তু তর্পয়েত্তন্ত্রে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ॥ ৬৪
প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্। শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিঠং বদেৎ॥ ৬৫
মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিন্যৈ পদং বদেৎ। সর্ব্বস্বরূপাং ঙেযুক্তাং সায়ুধাপি তথা পঠেৎ॥ ৬৬
সাবরণাং সচতুর্থীং তদ্বদেব পরাৎপরম্। আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং ততোদ্বিঠঃ॥ ৬৭
অনেনার্ঘ্যং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা মূলং জপেৎ সুধীঃ। যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ॥
প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ। নত্বা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাধ্যানতৎপরঃ॥ ৬৯
যাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ। ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥ ৭০
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ। আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিয়োজয়েৎ॥ ৭১
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূর্য্য চ। নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ॥ ৭২
আধারপাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্। পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ॥ ৭৩
প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্। ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাঃ॥ ৭৪
গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা। গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ॥ ৭৫
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্। স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥৭৬
নৈঋর্ত্যাং দিশি বাস্তীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্। সামান্যার্ঘ্যস্য তোয়েনপ্রোক্ষয়েদ্যাগমন্দিরম্॥ ৭৭

অন্তে বিদ্মহে এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (৬২) অনন্তর "পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে, গায়ত্রী এই "আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ"। এই গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী। (৬৩) যিনি ত্রিসন্ধ্যা এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি অনুরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন, হে ভদ্রে! তদনন্তর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ। (৬৪) প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিয়া শেষে "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে; শক্তিসাধনায় প্রণবস্থলে মায়া বীজ সংযোগ করিয়া, নমঃ স্থানে দ্বিঠ—অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিবে। (৬৫) প্রথমে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে সর্ব্বভূত এই পদের শেষে নিবাসিন্যৈ এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে, অনন্তর সর্ব্বরূপায়ৈ এই পদ উচ্চারণ করিয়া অন্তে সায়ুধায়ৈ পদ আবৃত্তি করিতে হইবে। (৬৬) অনন্তর সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ উচ্চারণ করিয়া ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই পদ পাঠ করিতে হইবে। (৬৭) জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করতঃ দেবির বামকরে সমর্পণ করিবেন। (৬৮) অনন্তর দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক তীর্থকে নমস্কার ও স্তব পাঠ করিয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। (৬৯) সাধক যাগ-মণ্ডপে আগমন করিয়া হস্তপদ শোধনান্তে দ্বারদেশের সম্মুখভাগে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। (৭০) অনন্তর একটি ত্রিকোণ বৃত্ত তদ্বহিঃ প্রদেশে গোলাকার, তদ্বাহে চতুকোণ মণ্ডল রচনা করিয়া আধার শক্তির পূজা করত আধারে স্থাপিত করিবে। (৭১) পশ্চাৎ অস্ত্রেণ ফট্ এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে। (৭২) অনন্তর আধারে বহ্নি, পাত্রে সূর্য্যমণ্ডল এবং জলে চন্দ্রমণ্ডলের অর্চ্চনা করিয়া হ্রীং দ্বারা সেই জল মন্ত্রপূত করিবে। (৭৩) তদনন্তর তদুপরি ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে। (৭৪) গণেশ, ক্ষেত্র-পাল, বটুক, যোগিনী, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। (৭৫) অনন্তর বামপাদ অগ্রসর করিয়া বামশাখা স্পর্শ করত দেবীর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। (৭৬) নৈঋত কোণে বাস্তুপুরুষ এবং ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া প্রোক্ত অর্ঘ্যজলপ্রোক্ষণে

অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। দিব্যান্ হুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্ ॥ ৭৮
পার্ষ্ণিঘাতত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ। চন্দনাগুরুকস্তুরীকর্পূরৈর্যাগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯
ধূপয়েৎ স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্। বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কামরূপায় হন্মনুঃ ॥ ৮০
তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধারশক্তিতঃ। কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ॥ ৮১
উপবিশ্যাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২
তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে। অমৃতবর্ষিণী ততোঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ॥ ৮৩
সিদ্ধিং দেহি ততো ক্রয়াৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সম্বিদাশোধনে মনুঃ ॥ ৮৪
মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি। আবাহন্যাদিমুদ্রাশ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮৫
গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া। ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চরন্ ॥ ৮৬
বাগ্ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ্বাদিনি পদং ততঃ। মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি।
স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ৮৭
স্বীকৃত্য সম্বিদং বামকর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং নমেৎ। দক্ষিণে চ গণেশানমাদ্যাং মধ্যে সনাতনীম্ ॥ ৮৮
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবীধ্যানপরায়ণঃ। পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
বামে সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ॥ ৮৯
অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ। সম্প্রোক্ষ্য সর্ব্ববস্তূনি বেষ্টয়েজ্জলধারয়া।
বহ্নিবীজেন দেবেশি বহ্নেঃ প্রাকারমাচরেৎ ॥ ৯০
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তমাদায় করয়োর্দ্বয়োঃ অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে ॥ ৯১

যাগমন্দির প্রোক্ষিত করিবে। (৭৭) অনন্তর সাধকচূড়ামণি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া দিব্য বিঘ্ন সকল দূর করত জল প্রক্ষেপে অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন সকল দূরীভূত করিবে। (৭৮) অনন্তর তিনবার পার্ষ্ণির আঘাতে ভূমিবিঘ্ন বিদূরিত করিয়া চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর দ্বারা যাগমণ্ডপ গন্ধময় করিবে। (৭৯) অনন্তর নিজের উপবেশনের জন্য বাহ্যে চতুরস্র মধ্যে ত্রিকোণাকারমণ্ডল লিখিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপাকে পূজা করিবে। (৮০) পরে মণ্ডলের উপরিভাগে আসন আস্তীর্ণ করিয়া কামবীজ ক্লীং উচ্চারণ পূর্ব্বক আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসন পূজা করিবে। (৮১) অনন্তর বিদ্বান্ সাধক, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিজয়া শোধন করিবে। (৮২) প্রথমে প্রণব ও মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে ওঁ হ্রীং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা এই মন্ত্রে শোধন হইবে। (৮৩।৮৪) অনন্তর বিজয়ার উপরি মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনি সন্নিবোধিনী, ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। (৮৫) অনন্তর তত্ত্বমুদ্রার সাহায্যে সহস্রদলকমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিন বার তর্পণ করিবে। অনন্তর হৃদয়ে মূলমন্ত্র জপ। (৮৬) তৎপরে প্রথমে ঐং উচ্চারণ করিয়া বদ এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ বাগ্বাদিনি এই শব্দ উচ্চারণে মমজিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্রে কুণ্ডলীমুখে বিজয়ার দ্বারা আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। (৮৭) এইরূপে সম্বিদা সেবনে বামকর্ণের ঊর্দ্ধদেশে শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিবে; দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে গণেশায় নমঃ বলিয়া গণেশকে নমস্কার করিয়া ললাটে সনাতনী কালিকাকে নমস্কার করিবে। (৮৮) অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণভাগে পূজাদ্রব্য সমুদায় ও বামদিকে সুবাসিত জল ও কুলসামগ্রী রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দেবীর ধ্যান করিবে। (৮৯) পরে মূলমন্ত্রান্তে ফট্ সংযোগ করিয়া অর্ঘ্যজলে দ্রব্যাদি অভিষিক্ত ও জল দ্বারা বেষ্টিত করিবে; অনন্তর বহ্নিবীজে বহ্নির আবরণ করিবে। (৯০) পশ্চাৎ

তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে। ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ॥ ৯২
স্বাঙ্কে নিধায় চ করাবুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ। মনোনিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্॥ ৯৩
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাস্ত তাম্। স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ॥ ৯৪
গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ। রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ॥ ৯৫
রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ। স্পর্শাদিত্বগ্যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ॥ ৯৬
অহঙ্কারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তমহত্যপি। মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥ ৯৭
ইত্থং বিলাপ্য মতিমান্ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্॥ ৯৮
খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্॥ ৯৯
ততস্তু বামনাসায়াং "যং" বীজং ধূম্রবর্ণকম্। সংচিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুংষোড়শমাত্রয়া।
তেন পাপাত্মকং দেহং শোধয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ১০০
নাভৌ "রং" রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা। চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপরতাং তনুম্॥ ১০১
ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ। দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা॥ ১০২
আপাদশীর্ষপর্য্যন্তমাপ্লাব্য তদনন্তরম্। উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্॥ ১০৩
পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্। তেন বিদ্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্॥ ১০৪
হৃদয়ে হস্তমাদায় আং হ্রীং ক্রোং হংস উচ্চরন্। সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ॥

করশুদ্ধির উদ্দেশে চন্দন ও কুসুম গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে ঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত করিবে। (৯১) অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ফট্ মন্ত্রে বামকরতলে ঊর্দ্ধোর্দ্ধ ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবে। (৯২) তদনন্তর ভূতশুদ্ধি; সাধকবর স্বকীয় ক্রোড়ে উত্তান পাণিদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া মনকে মূলাধার চক্রে রক্ষা করতঃ হংস এই মন্ত্রে পৃথিবী সহিত সেই কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবে। (৯৩-৯৪) গন্ধাদি ঘ্রাণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জলে লীন করিবে, অনন্তর রসনার সহিত রস—জল, অগ্নিতে লীন করিবে। (৯৫) তৎপরে রূপাদি এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে, পশ্চাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শাদি—বায়ুকে আকাশে লীন করিবে। (৯৬) তদনন্তর সশব্দ আকাশ অহঙ্কার তত্ত্বে লীন করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবে। তদনন্তর বুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রকৃতিতে লয় করিয়া ব্রহ্মে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে। (৯৭) জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা করিবে যে, বাম কুক্ষিতে রক্তনেত্র রক্তশ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ অবস্থান করিতেছে। (৯৮) এই পুরুষের হস্তে রক্ত চর্ম্ম, স্বভাব অতিশয় কোপন, আকৃতি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, ইনি পাপস্বরূপ, সর্ব্বদা অধোমুখে অবস্থিত। (৯৯) অনন্তর বাম নাসাতে যং এই ধূম্রবর্ণ বীজ চিন্তা করিয়া উহা ষোড়শ বার জপ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে, পরে সাধক ঐ বায়ু দ্বারা পাপাত্মক দেহকে শোধন করিবে। (১০০) অনন্তর নাভিদেশে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া কুম্ভক করত চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে তদুৎপন্ন বহ্নিতে পাপময় নিজ শরীর দগ্ধ করিবে। (১০১) পরে ললাটে শুক্লবর্ণ বরুণ বীজ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া বরুণ বীজোৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা দগ্ধ দেহ আপ্লাবিত করিবে। (১০২) এই রূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত আপ্লাবিত করিয়া নূতন দেবতাময় শরীর সমুদ্ভূত হইয়াছে, চিন্তা করিবে। (১০৩) তৎপরে মূলাধারের পীতবর্ণ পৃথ্বীবীজ লং এই চিন্তা করিয়া দিব্য দৃষ্টি দ্বারা নিজ দেহ দৃঢ় করিবে। (১০৪) অনন্তর হৃদয়ে হস্ত রক্ষা করিয়া

ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ। সমাহিতমনাঃ কুর্য্যান্ মাতৃকান্যাসমম্বিকে ॥ ১০৬
মাতৃকায়া ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রী চ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্ ॥ ১০৮
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্। লিপিন্যাসে মহাদেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা।
ঋষিন্যাসং বিধায়ৈবং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১০৮
অং আং-মধ্যে কবর্গঞ্চ ইংঈং-মধ্যে চবর্গকম্। উং ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্ ॥ ১০৯
ওং ঔং-মধ্যে পবর্গঞ্চ যাদিক্ষান্তং বরাননে। বিন্দুবর্গান্তরালে চ ষড়ঙ্গে মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ১০০
বিন্যস্য ন্যাসবিধিনা ধ্যায়েন্মাতৃসরস্বতীম্ ॥ ১১১
পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২
ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্‌স্থ চক্রেষু বিন্যসেৎ। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্ ॥
হৃদম্বুজে কাদিঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ। ডাদিফান্তান্ নাভিদেশে বাদিলান্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥১১৪
মূলাধারে চতুষ্পত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ। ইত্যন্তর্ম্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ ॥ ১১৫
ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রগেষু চ ॥ ১১৬
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়াংসয়োঃ। ককুদংশে চ হৃৎ পূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ ॥ ১১৭
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃ কার্ণান্ যথাক্রমম্। ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥১১৮

আঃ হ্রীং ক্রোং হং সঃ সোঽহং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার শরীরে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। (১০৫) হে অম্বিকে! এইরূপে ভূতশুদ্ধি সমাপন করিয়া দেবীভাব আশ্রয় পূর্ব্বক মাতৃকান্যাস করিবে। (১০৭) ব্রহ্মা মাতৃকার ঋষি, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা মাতৃকা সরস্বতী ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ। (১০৭) স্বরবর্ণ শক্তি, বিসর্গ কীলক, লিপিন্যাসে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে; হে মহাদেবি! এইরূপে ঋষিন্যাস সমাধা করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। (১০৮) হে সুন্দরি! তৎপরে অং আং এই দুই বর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইঈং এই দুই বর্ণের মধ্যে চবর্গ, উং ঊং এই দুই বর্ণের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুই বর্ণের মধ্যে তবর্গ, ওং ঔং এই দুই বর্ণের মধ্যে পবর্গ, বিন্দু এবং বিসর্গের মধ্যে য অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত এই কয় বর্ণ ষড়ঙ্গে বিন্যাস করিবে। (১০৯।১১০) এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপন করিয়া মাতৃকা সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিবে। (১১১) মাতৃকার ধ্যান এই;—যাঁহার মুখ হস্ত, পদ, মধ্য ও বক্ষঃপ্রদেশ পঞ্চাশদ্বর্ণে বিভক্ত, তদীয় মস্তকে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে, তাঁহার স্তনদ্বয় পীন অত্যুন্নত, তাঁহার চতুর্হস্তে মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা শোভা পাইতেছে। (১১২) এইরূপে মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া ষট্‌চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে; তন্মধ্যে প্রথমে ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের ন্যাস করিয়া কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরবর্ণ ন্যাস করিবে। (১১৩) অনন্তর হৃদয়স্থিত দ্বাদশ দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিন্যাস করিবে এবং নাভি দেশস্থিত দশ দলে ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশটী বর্ণ বিন্যাস করিয়া লিঙ্গমূলে ষড়দলে ব অবধি ল পর্য্যন্ত ছয়টী বর্ণ বিন্যাস করিবে। (১১৫) অনন্তর মূলাধারে চতুর্দ্দলে ব অবধি স পর্য্যন্ত চারিটী বর্ণ বিন্যাস করিবে, পরে মনে মনে মাতৃকা বর্ণ ন্যাস করিয়া বহির্ন্যাস করিবে। (১১৫) ললাট, মুখ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, দন্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখবিবর, বাহুর সন্ধি ও অগ্রস্থান, পদের সন্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দক্ষিণ ও বামস্কন্ধ, ককুদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহু, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম বাহু, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পদ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বামপদ, এইরূপ জঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সমুদায়ের ন্যাস করিবে, এইরূপে লিপিন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। (১১৬।১১৭।১১৮)

মায়াবীজং ষোড়শধাজপ্তাবামেন বায়ুনা। পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥১১৯
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ। দ্বাত্রিংশতাজপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১২০
পুনঃ পুনস্ত্রিরাবৃত্তাং প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ। প্রাণায়ামং বিধায়েত্থমৃষিন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২১
অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা। গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যাকালী তু দেবতা ॥ ১২২
আদ্য বীজং বীজমিতি শক্তির্মায়া প্রকীর্ত্তিতা। কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেম্বেতেষু বিন্যসেৎ
শিরোবদনহৃদ্গুহ্যপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩
মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যামাপাদমস্তকাবধি। মস্তকাৎ পাদপর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধা ন্যসেৎ।
অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিদঃ ॥ ১২৪
যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা। অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্দীর্ঘেণ বিনা প্রিয়ে॥ ১২৫
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ। অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ।
নমঃ স্বাহা বষট্ হুং চ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ১২৬
হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা। শিখায়ৈবষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৮
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীং তথৈবচ। সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাততরুং ততঃ ॥ ১২৯
চিন্তামণিগৃহঞ্চৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্। তত্র পদ্মাসনং বীরো বিন্যসেৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৩০
দক্ষবামাংসয়োর্ব্বামকটৌ দক্ষকটৌ তথা। ধর্ম্মং জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ ॥১৩১
মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষপার্শ্বে সাধকসত্তমঃ। নঞপূর্ব্বাণি চ তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২
আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্। সত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ।
কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চৈব পত্রেষু পীঠনায়িকাঃ। ১৩৩

অনন্তর মায়াবীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকাতে আকৃষ্ট দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে, পরে চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে। (১১৯) অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা অবরোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার মায়াবীজ জপ করিতে করিতে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ দক্ষিণ নাসিকাতেও পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে। (১২০) বারবার তিনবার এইরূপ করিতে হইবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামান্তে ঋষিন্যাস করিতে হইবে। (১২১) এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষি সকল ; গায়ত্রী প্রভৃতি ইহার ছন্দ, আদ্যা কালী ইহার দেবতা। (১২২) ইহার বীজ ক্রীং, শক্তি হ্রীং, কীলক শ্রীং এই মন্ত্র সকল শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। (১২৩) তদনন্তর মূল মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত বা তিন বার যথাফলোপদায়ক ন্যাস করিবে। (১২৪) হে প্রিয়ে! যে মূল মন্ত্রের আদ্যাক্ষরে যে বীজ হইবে তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা তদ্ব্যতিরেকে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয়, মধ্যমাদ্বয়, অনামিকাদ্বয়, কনিষ্ঠাদ্বয় ও করতলপৃষ্ঠে যথাক্রমে নমঃ স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ফট্ এই মন্ত্রে করন্যাস করিবে। (১২৫।১২৬) অনন্তর হৃদয়ে নমঃ মস্তকে স্বাহা শিখাতে বষট্ ও কবচে হুং, নেত্রত্রয়ে বৌষট্, করতল পৃষ্ঠেঅস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবে। (১২৭।১২৮) অনন্তর বীর, হৃদয়-পদ্মে আধার শক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাতবৃক্ষ, চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্যবেদি ও পদ্মাসনের ন্যাস করিবে। (১২৯।১৩০) অনন্তর দক্ষিণ স্কন্ধে, বামস্কন্ধে, বামকটি ও দক্ষিণকটিতে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ক্রমশঃ ন্যাস করিবে। (১৩১) পরে সাধকবর মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ পার্শ্বে, যথাক্রমে নঞ পূর্ব্বক ঐ সকলের ন্যাস করিবে। (১৩২) অনন্তর হৃদয়ে আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্য-

মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্টনায়িকাঃ ॥ ১৩৪
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্ট ভৈরবাঃ।
দলাগ্রেষু ন্যসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫
গন্ধপুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া। হৃদি হস্তৌ সমাধায় ধ্যায়েদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৩৬
ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ। অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং-বিবর্জ্জিতম্। অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ ॥১৩৮
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥ ১৩৯
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ। গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ১৪০

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতোনিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য বিকসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ ॥ ১৪১

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা তু সাধকঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১৪২
হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্ ॥১৪৫
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬

বর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া সত্ত্ব রজ ও তম এবং কেশরকর্ণিকা ও পত্র সমুদায়ে পীঠনায়িকাদিগের ন্যাস করিবে। (১৩৩) অষ্ট নায়িকা ;—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী ও বৈষ্ণবী। (১৩৪) অনন্তর অষ্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্গ, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী এই অষ্ট ভৈরবের ন্যাস করিবে ; তদনন্তর প্রাণায়াম বিধি। (১৩৫) তৎপরে গন্ধ পুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপ মুদ্রাতে ধারণ পূর্ব্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে। (১৩৬) ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। (১৩৭) ইহা অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী, (অধিক কি বলিব) ইহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ইহা সাধারণের অগম্য, কিন্তু যোগীগণ দীর্ঘকাল সমাধির আশ্রয়ে বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। (১৩৮) এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ধ্যানাববোধের জন্য তোমার নিকটে স্থূল ধ্যানতত্ত্ব বলিতেছি। (১৩৯) যাঁহার বর্ণ মেঘতুল্য ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্বল্যমান, তিন চক্ষু, পরিধান রক্ত বস্ত্র, যাঁহার দুই হস্তে বর ও অভয় যিনি ফুল্লারবিন্দে উপবিষ্ট, যাঁহার সম্মুখে মাধ্বীক পুষ্পজাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেম, যিনি মহাকালের এরূপ অবস্থা দর্শনে হাস্য করিতেছেন, সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনাকরি। (১৪০।১৪১)সাধক এই প্রকারে ধ্যানকরিয়া আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় ভক্তির সহিত মানসোপচারে পূজা করিবে। (১৪২) হৃদয়পদ্ম আসন স্বরূপে প্রদান করিবে, সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাদ্য প্রদান করিবে। মন অর্ঘ্য স্বরূপে নিবেদিত হইবে। (১৪৩) পূর্ব্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল পরিকল্পিত হইবে, আকাশ তত্ত্ব বসন এবং গন্ধতত্ত্ব গন্ধস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। (১৪৪) মনকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা করিবে। (১৪৫) হৃদয়মধ্যস্থ অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ু তত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে ; অনন্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় এবং মনের চঞ্চলতাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। (১৪৬) আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকার পুষ্প প্রদান

পুষ্পং নানাবিধং দত্ত্বা আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে । অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা ॥ ১৪৭
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা । অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহং । দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্ ॥ ১৪৯
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ । সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্ ॥১৫০
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা । কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ ॥ ১৫১
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ । মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলীসূত্রযন্ত্রিতা ॥ ১৫২
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ । অকারাদিলকারান্তমনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ । বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪
অষ্টবর্গান্তিমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্ । এবমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি । গৃহাণান্তর্জ্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৬
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া । ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ১৫৭
বিশেষার্ঘ্যাস্য সংস্কারস্তত্রাদৌ কথ্যতে শৃণু । যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮
দৃষ্টার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ । ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥
স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা । মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্ ॥ ১৬০
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্ । ঙেহন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃশব্দাবসানিকাম্ ॥ ১৬১

করিবে ; আমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রোষশূন্যতা, মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরহিততা ও মৎসরহীনতা এবং নির্লোভতা, মানস পূজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই প্রশস্ত। (১৪৭।১৪৮) অনন্তর অহিংসা স্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। (১৪৯) এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পরিশেষে মানসে সুধাসমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জ্জিত মৎস্যপর্ব্বত, মুদ্রারাশি, সুন্দর ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত, কুলপুষ্প, পীঠক্ষালনবারি এই সমস্ত দেবীকে প্রদান করিবে। (১৫০।১৫১) অনন্তর বিঘ্ন-কর্ত্তা কাম ও ক্রোধের বলিদান দিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিবে, এইজপে কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণমালাই প্রশস্ত। (১৫২) প্রথমে বিন্দু সহিত অকারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া, তৎপশ্চাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে ; এই রূপে ককার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য লকার পর্য্যন্ত অনুলোম ক্রমে জপ করিয়া পুনর্ব্বার ল হইতে ক পর্য্যন্ত বিলোমক্রমে জপ করিবে ; ক্ষ ইহার মেরু হইবে। (১৫৩।১৫৪) তৎপরে অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্যক শেষ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া সাকল্যে অষ্টোত্তর শত সংখ্যক জপ করিতে হইবে ; এই নিয়মে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া দেবীর হস্তে সমর্পণ করিবে। (১৫৫) জপ সমর্পণের মন্ত্র এই ;—হে আদ্যে কালিকে ! তুমি সকলের আত্মাতে অবস্থিতি কর, তুমি অন্তরাত্মার জ্যোতিঃ স্বরূপ জননি ! আমার এই জপ গ্রহণ কর। (১৫৬) এইরূপে দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া মানসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে, এইরূপে মানস পূজা করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিতে হইবে। (১৫৭) প্রথমে কিরূপে বিশেষ অর্ঘ্যের সংস্কার করিতে হয়, বলিতেছি ; শ্রবণ কর ; ইহা স্থাপনমাত্রে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (১৫৮) ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এবং যোগিনী ও ভৈরবগণ অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং প্রীতমনে সিদ্ধি প্রদান করেন (১৫৯) অনন্তর আপনার বামদিকে সম্মুখস্থ ভূমিতে অর্ঘ্যজল দ্বারা একটী ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ লিখিবে, ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল, তদ্বহিঃস্থ একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে। (১৬০) তাহাতে হ্রীং আধার শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে আধার-শক্তির পূজা করিবে। (১৬১)

ততঃ প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য মণ্ডলোপরি। মং বহ্নিমণ্ডলং ওঁহস্তং দশকলাত্মনে ততঃ॥ ১৬২
মন্ত্রোহস্তেন চ সংপূজ্য ক্ষালয়েদর্ঘ্যপাত্রকম্। অস্ত্রেণ স্থাপয়েত্তত্র আধারোপরি সাধকঃ॥ ১৬৩
অমর্কমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তকলাত্মনে। নমোহস্তেন যজেৎ পাত্রং মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ॥১৬৪
ত্রিভাগমলিনাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ। গন্ধপুষ্পে তত্র দত্ত্বা পূজয়েদমুনাম্বিকে॥ ১৬৫
ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং ওঁহস্তং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্। ষোড়শান্তে কলাশব্দাদাত্মনে নম ইত্যপি॥ ১৬৬
ততস্তু শ্রৈফলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্। দূর্ব্বাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ॥ ১৬৭
মূলেন তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং বিভাব্য চ। পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাভ্যাং মূলং দ্বাদশধা জপেৎ॥ ১৬৮
ধেনুর্যোনী দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ। তদম্বু প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য সাধকঃ॥ ১৬৯
আত্মানং দেয়বস্তূনি প্রোক্ষয়েত্তেন মন্ত্রবিৎ। পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তমর্ঘ্যপাত্রং ন চালয়েৎ॥ ১৭০
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথিতোঽয়ং শুচিস্মিতে। যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্॥ ১৭১
মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্। তয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শকেশরান্॥ ১৭২
তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুরং লিখেৎ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং সুমনোহরম্॥ ১৭৩
স্বর্ণে বা রজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে। স্বয়ম্ভুকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ১৭৪
কুণ্ডোদ্ভবেনাথবা লিপ্তে স্বর্ণময্যা শলাকয়া। বাল্বকণ্টকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্॥ ১৭৫
বিলিখেৎ যন্ত্ররাজন্তু দেবতাভাবসিদ্ধয়ে। অথবোৎকীলরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমেঽপি বা॥ ১৭৬
বৈদূর্য্যে কারয়েৎ যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা॥ ১৭৭

অনন্তর মণ্ডলোপরি প্রক্ষালিত পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমণ্ডলের অর্চ্চনা করত ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া আধারোপরি স্থাপন করিবে। (১৬২। ১৬৩) অনন্তর অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্কমণ্ডলের অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্রোচ্চারণে অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবে। (১৬৪) সাধক এই সময়ে তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প দান করিবে; হে অম্বিকে! বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে। (১৬৫) ষড়্স্বর ঊ ইহাতে বিন্দু সংযুক্ত করিয়া ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। (১৬৬) তদনন্তর বিল্বপত্র, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা-পুষ্প অক্ষত এই গুলি বিশেষার্ঘ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। (১৬৭) তৎপরে মূলমন্ত্রে তীর্থ-আবাহন পূর্ব্বক তাহাতে দেবীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে। (১৬৮) অনন্তর বিশেষার্ঘ্যের উপরিভাগে ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। (১৬৯) তৎপরে মন্ত্রবিৎ সাধক বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিন্মাত্র জল প্রোক্ষণী পাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেই জলে আপনাকে ও পূজাদ্রব্য সমুদায়কে প্রোক্ষিত করিবে। যে পর্য্যন্ত পূজা সমাপন না ঘটে, হঠাৎ বিশেষার্ঘ্য স্থানান্তরিত করা উচিত নহে।(১৭০) হে সুন্দরি! তোমার নিকটে বিশেষার্ঘ্য সংস্কারের কথা কহিলাম, অনন্তর সমস্ত পুরুষার্থদায়ক যন্ত্ররাজ লিখন-প্রকার বলিতেছি (১৭১) প্রথমে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে মায়াবীজ লিখিবে উহার বাহিরে গোলা-কৃতি দুইটী মণ্ডল। তাহার বাহিরে দুইটী করিয়া কেশর লিখিতে হইবে। (১৭২) ঐ গোলাকার মণ্ডলের বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, উহার বাহিরে চতুর্দ্বারবিশিষ্ট সরলরেখাময় সুমনোহর ভূপুর লিখিবে (১৭৩) কুণ্ডগোলবিলেপিত চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম অথবা কেবল রক্তচন্দনলিপ্ত স্বর্ণ, রজত, কিম্বা তাম্রপাত্রে স্বর্ণশলাকা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। (১৭৪। ১৭৫) দেহভাবশুদ্ধির নিমিত্ত যন্ত্ররাজ লিখিবে। অথবা স্ফটিক, প্রবাল, বা বৈদূর্য্যনির্ম্মিত পাত্রে সুনিপুণ শিল্পকর দ্বারা যন্ত্র খোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করত গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, ইহাতে গ্রহরোগভয় ও দুষ্ট ভূতোপদ্রব শান্তি পাইয়া থাকে; সাধকের গৃহও পুত্র পৌত্র এবং ঐশ্বর্য্যপূর্ণ

শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েৎ ভবনান্তরে। নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্ম্মোদতে তস্য মন্দিরম্। দাতা ভর্ত্তা যশস্বী চ ভবেৎ যন্ত্রপ্রসাদতঃ ॥
এবং যন্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ। সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্তবিধিনা পীঠদেবতাঃ।
সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্ ॥ ১৭৯
কলসস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ। যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনমিচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০
কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবনাং বিশ্বকর্ম্মণা। নির্ম্মিতোঽয়ং স বৈ যস্মাৎ কলসস্তেন কথ্যতে ॥ ১৮১
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখন্তস্য ষড়ঙ্গুলম্।
পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ ॥ ১৮২
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্।
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৩
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি। মৃণ্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু শুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্ ॥১৮৪
স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্। তদ্বহির্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রস্ততো বহিঃ ॥ ১৮৫
সিন্দূররজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা। নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধারদেবতাম্ ॥ ১৮৬
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙেনমোঽন্তাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮৭
নমসা ক্ষালিতাধারাং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি। অস্ত্রেণ ক্ষালিতং কুম্ভং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৮
ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্বিন্দুসমাযুতৈঃ। মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯
আধারকুম্ভতীর্থেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯০

হইয়া থাকে। অধিক কি ইহার প্রসাদে সাধক দাতা, ও যশস্বী হইয়া থাকেন। (১৭৬।১৭৭) ১৭৮) এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া পুরস্থিত রত্নময় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পীঠদেবতাদিগের ও তদবসানে কর্ণিকামূলমধ্যে দেবতাগণের পূজা করিবে। (১৭৯) এক্ষণে কলসস্থাপন ও মন্ত্রানুষ্ঠানের কথা বলিতেছি; ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই ইচ্ছা সিদ্ধ, মন্ত্র সিদ্ধ এবং দেবতাও প্রীত হইয়া থাকে। (১৮০ বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের এক এক কলা গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য ইহার নাম কলস। (১৮১) এই কলসের বিস্তৃতি দেড় হস্ত, উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখবিস্তার ছয় অঙ্গুলি, তলপরিমাণে পঞ্চাঙ্গুলি। (১৮২) এই সকল সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকা পাষাণ, বা কাচ দ্বারা অভগ্ন বা অছিদ্রভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত; দেবগণের প্রীতির জন্য সুধাকলস প্রস্তুত করিতে কোনরূপে কৃপণতা করিবে না। (১৮৩) সুবর্ণকলস ভোগদায়ক, রজত মোক্ষদায়ক, তাম্র প্রীতিকর, কাংস্য পুষ্টিবর্দ্ধক, কাচপাত্র বশীকরণকারক, পাষাণপাত্র স্তম্ভনোদ্দীপক এবং মৃণ্ময়পাত্র সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইলে সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। (১৮৪) আপনার বাম ভাগে একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটি শূন্য লিখিত হইবে, উহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। (১৮৫) উহা সিন্দূর রজ, বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তাহাতে অপর দেবতার পূজা করিবে। (১৮৬) হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। (১৮৭) পরে অনন্তায় নম এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কুম্ভ আধারোপরি স্থাপন করিবে। (১৮৮) অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক ক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুম্ভ পূরিত করিবে। (১৮৯) অনন্তর দেবীভাবে স্থিরমনা হইয়া আধার কুম্ভ ও তদধিষ্ঠিত মদ্যের উপরি পূর্ব্ববৎ বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে। (১৯০)

রক্তচন্দনসিন্দূররক্তমাল্যানুলেপনৈঃ। ভূষয়িত্বা তু কলসং পঞ্চীকরণমাচরেৎ ॥ ১৯১
ফটা দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠয়েৎ। হ্রীঁ দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণং চরেৎ।
মূলেন গন্ধং ত্রির্দ্দদ্যাৎ পঞ্চীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯২
প্রণম্য কলসং রক্তপুষ্পং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৩
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ১৯৪
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥ ১৯৫
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু ॥ ১৯৬
(হ্রীং হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথি দুর্রোণসৎ।
নৃসদ্বর্য দৃতসৎ গোজা অব্জা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৭)
বারুনেণ চ বীজেন ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা। ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ।
সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপনুৎ ॥ ১৯৮
অঙ্কুশং দীর্ঘষট্কেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্। সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদস্ততঃ।
অমৃতং স্রবেয়েদ্বান্দ্বং দ্বিঠান্তো মনুরীরিতঃ ॥ ১৯৯
এবং শাপান্মোচয়িত্বা যজেত্তত্র সমাহিতঃ। আনন্দভৈরবং দেবমানন্দভৈরবীন্তথা ॥ ২০০
সহক্ষমলশব্দান্তে বরয়ূং মিলিতং বদেৎ। আনন্দভৈরবং ঙেহন্তং বষড়ন্তো মনুর্ম্মতঃ ॥ ২০১
অস্যাস্যং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনা। সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মনুরস্যাঃ প্রপূজনে ॥ ২০২
সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতম্। দ্রব্যং বিভাব্য তস্যোর্দ্ধে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৩
মূলেন দেবতাবুদ্ধ্যা দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ। দর্শয়েদ্ধূপদীপৌ চ ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ২০৪

অনন্তর রক্তচন্দন, সিন্দূর রক্তমাল্য ও অনুলেপনে কলস বিভূষিত করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে। (১৯১) ফট্ এই মন্ত্রে কুশদ্বারা কলসে তাড়না করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রোচ্চারণে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা কলসকে অবগুণ্ঠিত করিবে, হ্রীং এই মন্ত্রে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া নম এই মন্ত্রে জল দ্বারা কলস অভ্যুক্ষিত করিবে; মূলমন্ত্রে তিনবার কলসে চন্দন দিতে হয়। (১৯২) অনন্তর কলসকে প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করত মন্ত্র দ্বারা সুধা শোধন করিবে। (১৯৩) পরম ব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ও নিশ্চল আমি তাঁহার শুভ আবির্ভাবে কচজনিত ব্রহ্ম-হত্যা নাশ করি। (১৯৪) হে দেবি সুরে! সমুদ্রগর্ভ হইতে তোমার উৎপত্তি, তুমি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি কর, তুমি অমাবীজস্বরূপিণী, তুমি শুক্রশাপ হইতে মুক্ত হও। (১৯৫) প্রণব বেদের বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মানন্দময়, দেবি! সেই সত্য দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হউক। (১৯৬) অনন্তর বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ এই পদ উচ্চা-রণ করিবে, পরে সুধাদেব্যৈ নম এই পদ প্রয়োগ করিবে। (১৯৭।১৯৮) এবং এই পদে দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ করিয়া পশ্চাৎ শ্রী ও মায়াবীজ যোগ করিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ সুধাশব্দ প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণ শাপং মোচয় এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। (১৯৯) এইরূপে শাপ-মোচন করিয়া সমাহিতহৃদয়ে আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর অর্চ্চনা করিবে। (২০০) হসক্ষমল বরয়ং আনন্দ ভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরব পূজার এই মন্ত্র; আনন্দভৈরবীর পূজার সময় হংসক্ষমল বরযুং ইহার প্রথম অক্ষর দুইটী বিপরীত করিয়া কর্ণ স্থলে বামচক্ষু এবং দীর্ঘ উকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার দিবে। পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ বৌষট্ এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (২০১।২০২) অন-ন্তর কলসে উক্ত দেবদেবীদ্বয়ের সামরস্য ও ঐক্য ধ্যান করিয়া অমৃতে সুধা সংসিক্ত হইয়াছে ভাবনা করিয়া, তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে। (২০৩) অনন্তর দেববুদ্ধিতে মূলমন্ত্র মদ্যের উপরি তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ ঘণ্টাবাদন পুরঃসর ধূপদীপ প্রদর্শন

ইথং তীর্থস্ত সংস্কারঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে। ব্রতে হোমে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্ম্মণি। ২০৫
মাংসমানীয় পুরতস্ত্রিকোণমণ্ডলোপরি। কটাভুক্ষ্য বায়ুবহ্নিবীজাভ্যাং মন্ত্রয়েৎ ত্রিধা। ২০৬
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ সংরক্ষেচ্ছাস্ত্রমন্ত্রতঃ। ধেম্বা বমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ। ২০৭
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্ত চ। মাংসং মে পবিত্রীকুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ২০৮
ইথং মীনং সমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সংস্কৃতম্। মন্ত্রোণানেন মতিমান্ তং মীনমভিমন্ত্রয়েৎ। ২০৯
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিপুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ২১০
তথৈব মুদ্রামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ২১১
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ২১২
অথবা সর্ব্বতত্ত্বানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ। মূলে তু শ্রদ্ধধানো যঃ কিন্তস্ত দলশাখয়া। ২১২
কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ। তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং মনোচ্যতে। ২১৩
যদা কালস্ত সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ। সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ। ২১৪
ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্। ২১৫
ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
মন্ত্রোদ্ধারকলসস্থাপনতত্ত্বসংস্কারো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ। ৫।

করিবে। (২০৪) দেবার্চ্চনা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অপরাপর উৎসবে পূর্ব্বোক্তরূপ সুরাসংস্কার করিতে হয়। (২০৫) অনন্তর মাংস আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করত পশ্চাৎ বায়ুবীজে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। (২০৬) অনন্তর কবচে অবগুণ্ঠিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ বং এই মন্ত্রোচ্চারণে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২০৭) যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করেন, যিনি শঙ্করের বক্ষবিহারিণী, তিনি মদ্দত্ত মাংস পবিত্র ও আমাকে বিষ্ণুর পদে স্থাপিত করুন। (২০৮) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে মৎস্য আনয়ন ও সংশোধন করিয়া এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। (২০৯) আমরা শিবের আরাধনা করি, তাঁহার প্রসাদে এই মৎস্য গন্ধ যুক্ত ও পুষ্টিশালী হউক, ইহা মৃত্যুবন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া মোক্ষ-পথে প্রেরিত করুক। (২১০) হে প্রিয়ে! অনন্ত মুদ্রা আনয়ন পূর্ব্বক তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ এই মন্ত্র অথবা কেবল মূল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে; যাঁহার মূলে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার শাখাপল্লবে প্রয়োজন কি? (২১১।২১২) আমি বলিতেছি, কেবল মূল মন্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য শোধিত হয় দেবতার প্রীত্যর্থে তাহাই প্রশস্ত। (২১৩) যখন কালের সংক্ষেপ সাধকের অনবকাশ, তখনই মূল মন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। (২১৪) ইহাতে কোনও প্রত্যবায় বা অঙ্গহানি ঘটিবেক না, আমি ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাই শঙ্করের শাসন। (২১৫)

ষষ্ঠোল্লাসঃ।

—*—

শ্রীদেব্যুবাচ।

যত্ত্বয়া কথিতং পঞ্চতত্ত্বং পূজাদিকর্ম্মণি। বিশিষ্য কথ্যতাং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা। সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা।
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ। বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে ॥ ২
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা। নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৩
মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্। যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে। যদ্যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৫
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ। স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৬
উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীনরোহিতাঃ ॥ ৭
মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ। তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ ॥ ৭
মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিভেদতঃ। চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্ ॥ ৯
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা। ভর্জ্জিতান্যন্যবীজানি অথবা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০
মাংসং মীনশ্চ মুদ্রা চ ফলমূলানি যানি চ। সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেবাং শুদ্ধিরীরিতা ॥ ১১

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! পূজাদি স্থলে কিরূপে পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিতে হয়, আপনি তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রার্থনা, যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সবিস্তার বর্ণন করুন। (১) সদাশিব কহিলেন, গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য; এই সকল সুরা তাল খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্যরসে সম্ভূত হইয়া থাকে, দেশ ও দ্রব্যভেদে নানা প্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে, দেবার্চ্চন পক্ষে সকল সুরাই প্রশস্ত। (২) এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোনও লোক দ্বারা আনীত হউক, শোধিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে জাতি বিচার নাই। (৩) জলচর, ভূচর ও খেচর, মাংস এই ত্রিবিধ; ইহা যে কোন লোক দ্বারা ঘাতিত, বা যে কোনও স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহ তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। (৪) দেবতাকে কোন্ মাংস, বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত; যে বস্তু, বা মাংস নিজের তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। (৫) দেবি! পুংপশুই বলিদানক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে, স্ত্রীপশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা দিতে নাই। (৬) মৎস্যের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রুই এই তিন জাতি প্রশস্ত। (৭) কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম, এবং বহুকণ্টকশালি মৎস্য অধম; যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে ভর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদিত করা যাইতে পারে। (৮) (এইরূপ) মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে, যাহা দেখিতে চন্দ্রবিম্ববৎ শুভ্র, শালিতণ্ডুল, অথবা যব ও গোধূমে প্রস্তুত, যাহা ঘৃতপক্ব ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া গণ্য, যাহা ভ্রষ্ট ধান্য,—অর্থাৎ খৈ মুড়িতে প্রস্তুত তাহা মধ্যম, এবং যাহা অন্য শস্যে ভর্জ্জিত, তাহাই অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। (৯।১০) দেবীকে সুধা প্রদানকালে যে মাংস, মীন

বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজনন্তর্পণন্তথা। নিষ্ফলং জায়তে দেবি! দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ১২
শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্। চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥ ১৩
শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্ব্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥ ১৪
অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি কুসুমং প্রাণবল্লভে। কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুষীদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
অশোধিতানি তত্ত্বানি পত্র পুষ্পফলানি চ। নৈব দদ্যান্মহাদেব্যৈ দত্ত্বা বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ১৬
শ্রী পাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া। অভিষিঞ্চেৎ কারণেন সামান্যার্ঘোদকেন বা ১৭
আদৌ বালাং ধমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ। নমঃ শব্দাবসানে চ ইমাং শক্তিমুদীরয়েৎ ॥১৮
পবিত্রীকুরু-শব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১৯
অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ। শক্তয়োঽন্যাঃ পূজনীয়াঃ নার্য্যাস্তাড়নকর্ম্মণি ॥ ২০
অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়াগর্ভং ত্রিকোণকম্। বৃত্তং ষট্কোণমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ ॥ ২১
অস্রকোণে পূর্ণশৈলমুড্ডীয়ানন্তথৈব চ। জালন্ধরং কামরূপং সচতুর্থীনমোঽন্তকম্।
নিজনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২২
ষট্কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্। মায়ামাধারশক্তিঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩
নমসা ক্ষালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র পূর্ব্ববৎ। বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলাঃ স্ব স্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪
ধূম্রার্চ্চির্জ্বলিনী সূক্ষ্মা জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী। সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫
সচতুর্থীনমোঽন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬

মুদ্রা, ফল ও মূল প্রদান করিতে হয়, তাহাই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য। (১১) শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে কারণ প্রদান পূর্ব্বক পূজা, বা তর্পণ করিলে, তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে, এবং দেবতাও তাহাতে প্রীত হয় না। (১২) শুদ্ধি ব্যতিরেকে মদ্য পান করিলে তাহা বিষ ভোজন হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহাতে অল্পায়ু হইয়া সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। (১৩) মহেশ্বরি! কলি প্রবল হইলে শেষতত্ত্ব সর্ব্ব-দোষ বিবর্জ্জিত আপনার স্ত্রীতেই সম্পন্ন হইবে। (১৪) হে প্রাণবল্লভে! অথবা আমি যে স্বয়ম্ভু পুষ্পের কথা বলিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রদান করিবে। (১৫) পঞ্চ তত্ত্ব, পুষ্প, পত্র ও ফলসকল অশোধিতভাবে দেবীকে প্রদান করিতে নাই, করিলে ঘোর নারকী হইতে হয়। (১৬) গুণশালিনী স্বকীয় রমণীর দ্বারা শ্রী পাত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য এবং কারণ ও সামান্যার্ঘ্যজলে পত্নীকে অভিষিক্ত করা উচিত। (১৭) অভিষেক কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়;—প্রথমে ঐং ক্লীং সৌঃ উচ্চারণ করিয়া তদবসানে ত্রিপুরায়ৈ নমঃ উচ্চারণ করত ইমাং শক্তিং এই পদ বলিতে হইবে। (১৮) তৎপরে পবিত্রীকুরু এই শব্দের শেষে মম শক্তিং কুরু স্বাহা এই পদ পাঠ করিতে হইবে। (১৯) স্ত্রীর দীক্ষা না হইলে তাহার কর্ণে মায়াবীজ উচ্চারণ করিবে, এই স্থলে মৈথুনতত্ত্ব নির্ব্বাহের জন্য অপরাপর যে সকল পরকীয় শক্তি থাকিবে তাহাদিগকে পূজা করিবে। (২০) তদনন্তর আপনার ও পূর্ব্বলিখিত যন্ত্রের মধ্যে একটী ত্রিকোণ লিখিয়া তদ্বাহে একটী ষট্কোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। (২১) পরে সাধক ঐ চতুষ্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে পূর্ণ শৈলায়, উড্ডীয়ানায়; জালন্ধরায় ও কামরূপায় নম মন্ত্র পাঠ করিয়া, উহাদের পূজা করিবে। (২২) পরে ষট্কোণ মণ্ডলের ছয় কোণে হ্রাং হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রঃ নমঃ এই ছয়টী মন্ত্রে ষট্কোণের অধিষ্ঠাত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিকোণ মণ্ডলে আধার দেবতার পূজা করিবে। (২৩) তদন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়া, তাহার স্ব স্ব আদিম অক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নির দশকলার পূজা করিবে। (২৪) তাহাদের নাম;—ধূম্র, অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা ও হব্যকব্যবহা। (২৫) পূর্ব্বোক্ত সমুদায় শব্দে চতুর্থী

মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে'চ কলাত্মনে। অবসানে নমো দত্ত্বা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭
ততোঽর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্‌কারেণ বিশোধিতম্। আধারে স্থাপয়িত্বা তু কলাঃ সূর্য্যাস্য দ্বাদশ।
কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
তপিনী তাপিনী ধুম্রা মরিচির্জ্বালিনী রুচিঃ। সুধূম্রা ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ২৯
অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাত্মনে। নমোঽন্তেনার্ঘ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৩০
বিলোমমাতৃকাং তদ্বন্মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। ত্রিভাগং পূরয়েন্মন্ত্রী কলসস্থেন হেতুনা ॥ ৩১
বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ শেষং পূরয়িত্বা সমাহিতঃ। ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
সচতুর্থীনমোঽন্তেন কলাঃ সোমস্য ষোড়শ ॥ ৩২
অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ। শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণাপূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ৩৩
উং সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে। নমোঽন্তেন যজেন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪
দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্। মায়য়া প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫
কূর্চেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রমুদ্রয়া রক্ষণঞ্চরেৎ। ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েন্মাৎস্যমুদ্রয়া ॥ ৩৬
মূলংসঞ্জপ্য দশধা দেবতাবাহনঞ্চরেৎ। আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।
অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈর্ম্মন্ত্রয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৩৭
অখণ্ডৈকরসানন্দাকরে পরসুধাত্মনি। স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি ॥ ৩৮
অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে। অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি। ভূত্বা কুলামৃতাকারমপি বিস্ফুরণং কুরু ॥ ৪০

বিভক্তি যোগ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করত উহাদের পূজা করিবে। (২৬) তৎপরে মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। (২৭) অনন্তর অর্ঘ্য পাত্র আনয়ন পূর্ব্বক ফট্‌ মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া আধারে স্থাপন করত কভ হইতে ঠড পর্য্যন্ত বর্ণ বীজ পূর্ব্বে যোজনা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশ কলার অর্চ্চনা করিবে। (২৮) দ্বাদশ কলা এই ;—তপিনী, তাপিনী ধুম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, সুধূম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধরণী ও ক্ষমা। (২৯) অনন্তর অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নম এই মন্ত্র পাঠে অর্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। (৩০) তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবসানে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কলসস্থ সুরা দ্বারা বিশেষার্ঘ্যজলে তিন ভাগ পূরণ করিবে। (৩১) অনন্তর ষোড়শবীজাশ্রয়ে অন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের ষোড়শ কলা পূজা করিবে। (৩২) এই ষোড়শ কলার নাম, অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্ট, পুষ্ট, রতি, ধৃতি, নাশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, ও পূর্ণামৃতা, ইহারা সকলেই কামদায়িনী। (৩৩) পশ্চাৎ অর্ঘ্য পাত্রস্থ জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া সোম মণ্ডলের পূজা করা মন্ত্রজ্ঞ সাধকের কর্ত্তব্য। (৩৪) অনন্তর দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প, বর্ব্বরা, অপরাজিতা পুষ্প এই গুলি গ্রহণ করিয়া হ্রীং মন্ত্রে নিক্ষেপ করত তীর্থাবাহন করিবে। (৩৫) পরে কূর্চ্চ দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র মুদ্রার দ্বারা রক্ষণ করিবে, ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক উহা মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। (৩৬) অনন্তর দশবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্ট দেবতার আবাহন করিবে, অখণ্ড প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিবে। (৩৭) উক্ত পঞ্চ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ ;—হে কুলরূপিণি! তুমি এই পরম সুধাময় বস্তুতে অখণ্ড অদ্বিতীয় সান্দ্র রসের আকর, তুমি সান্দ্রানন্দ প্রদায়িনী তুমি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি প্রদান কর। (৩৮) তুমি অনঙ্গস্থ অমৃতরূপিণি ; তোমার শরীরই বিশুদ্ধজ্ঞানময় তুমি ক্লিন্নময় এই বস্তুতে অমৃতত্ব সম্পাদন কর। (৩৯) হে সুধাস্বরূপিণি! তুমি প্রধান মধুময় রসরূপে এই

ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভৃতমশেষরসসম্ভবম্ । আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ ॥ ৪১
অহন্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমামৃতম্ । পরহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২
ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্ । বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপদীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ কথিতঃ কুলপূজনে । অকৃত্বা পাপভাক্ মন্ত্রী পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪
ঘটশ্রীপ ত্রয়োর্ম্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ । গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রমতঃপরম্ ॥ ৪৫
যোগিনীবীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্ । পাদ্যাচমনয়োঃ পাত্রং শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ ।
সামান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রাণাং স্থাপনঞ্চরেৎ ॥ ৪৬
কলসস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ । মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিয়োজয়েৎ ॥ ৪৭
বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতম্ । গৃহীত্ব শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া ।
সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮
শ্রীপাত্রং পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্ । আনন্দভৈরবং দে ং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯
গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েদ্ গুরুসন্ততিম্ ! সহস্রারে নিজগুরু সপত্নীকং প্রতর্প্য চ ।
বাগ্ ভবাদ্যং স্ব নাম্না তদ্বদ্ গুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০
ততঃ স্বহৃদয়াম্ভোজে ভোগপাত্রামৃতেন চ । আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি নিজবীজপুরঃসরম্ ॥ ৫১
স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ । শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদঙ্গাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২
যোগিনীপাত্রসংস্থেন সাযুধাং সপরীকরাম্ । সন্তর্প্য কালিকামাদ্যাং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৩
স্ববামভাগে সামান্যং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । সংপূজ্য স্থাপয়েত্তত্র সামিষান্নং সুধান্বিতম্ ॥ ৫৪

সুধাকে উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসশালিনী করিয়া কুলামৃতরূপে আমার স্ফূর্ত্তি কর। (৪০) সুধাসারপূর্ণ কলস ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ রসপূর্ণ, অশেষ রসের আকর ও পীযূষরসশালী কর। (৪১) আমি আত্মভাবরূপ পাত্রপূর্ণ ইদন্তাবরূপ পরমামৃত পরাত্মরূপ বহ্নিতে হোম করিব। (৪২) এই রূপে সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে হরপার্ব্বতীর সমানুরাগ ধ্যান পূর্ব্বক পূজান্তে ধূপদীপ প্রদর্শন করিবে। (৪৫) তোমার নিকটে কুলপূজাবিষয়ে শ্রীপাত্র সংস্কারের কথা কহিলাম, যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কার্য্য না করে, সে পাপভাগী হয় এবং তাহার পূজাদিও বিফল হইয়া থাকে। (৪৪) জ্ঞানীলোকে ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরু, ভোগ ও শক্তিপাত্র স্থাপন করিবেন। (৪) যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আগমনপাত্র, পাদ্যপাত্র, ও শ্রীপাত্র এই নয়টি পাত্র সামান্যার্ঘ্য স্থাপন বিধির ন্যায় স্থাপন করিবে। (৪৬) অনন্তর সমুদায় পাত্রের তিন অংশ কলসস্থ সুধা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্রে মাষপ্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিযুক্ত করিবে। (৪৭) পরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্রস্থিত অমৃত ও মাংসাদি গ্রহণান্তে দক্ষিণ হস্তে তত্ত্ব মুদ্রায় দ্বারা সর্ব্বত্র তর্পণ করিবে, ইহাই প্রকৃত বিধি। (৪৮) প্রথমে শ্রীপাত্র হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দ ভৈরব দেব ও আনন্দ ভৈরবী দেবীর উদ্দেশে তর্পণ করিবে। (৪৯) অনন্তর গুরু-পাত্রস্থ অমৃত গ্রহণে গুরু পত্নীর তর্পণ করিবে, প্রথমে সহস্রারে নিজ গুরু ও গুরুপত্নীর তর্পণ করিয়া তৎপরে পরম গুরু, পরাৎপর গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুর তর্পণ করিবে, এই সময় অগ্রে ঐং বীজ, পশ্চাৎ গুরু চতুষ্টয়ের নাম উচ্চারণ করিবে। (৫০) অনন্তর আপন-হৃদয়-কমলে ভোগপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আপনার বীজ উচ্চারণ করত আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে, তৎপরে স্বাহা এই মন্ত্রে ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে, অনন্তর শক্তি পাত্রের অমৃত দ্বারা অঙ্গ ও আবরণ দেবতার অর্চ্চনা করিবে। (৫১।৫২) পরে যোগিনীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধধারিণী বহুপরিকরা কালিকা দেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলিপ্রদান করিবে। (৫৩) প্রথমে আপনার বামভাগে সামান্য মণ্ডল রচনা করিবে, অনন্তর তাহা পূজা করিয়া মদ্যমাংসাদি

বাত্মায়াকমলাবঞ্চ বটুকায় নমঃ পদম্। সংপূজ্য পূর্ব্বভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৫
ততস্তু যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যাং হরেদ্বলিম্ ॥ ৫৬
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তং সম্বর্ত্তং ক্ষেত্রপালায় হুম্মনুঃ। অনেন ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাত্তু পশ্চিমে ॥ ৫৭
খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য ষড়্‌দীর্ঘস্বরসংযুতম্। ঙেহন্তং গণপতিং চোক্ত্বা বহ্নিজায়ান্ততো বদেৎ ॥ ৫৮
উত্তরস্যাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ। মধ্যে তথা সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৫৯
হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নকৃদ্ভ্যস্ততো বদেৎ। সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহা মনুর্ম্মতঃ ॥ ৬০
ততঃ শিবায়ৈ বিধিবৎ বলিমেকং প্রকল্পয়েৎ। গৃহ্ন দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি ॥ ৬১
শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব। মূলমেব বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি।
চক্রানুষ্ঠানমেতত্তু তবাগ্রে কথিতং শিবে ॥ ৬২
চন্দনাগুরুকস্তূরিবাসিতং সুমনোহরম্। পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া ॥ ৬৩
নীত্বা স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদাদ্যাং পরাৎপরাম্ ॥ ৬৪
সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্মবর্ত্মনা। নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা।
দীপাদ্দীপান্তরমিমং তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ ॥ ৬৫
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৬৬
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৬৭
ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ। ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্ত্বা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮
ইহ শব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদাত্ততঃ। রুধ্যস্বপদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯

বিমিশ্রিত সামিষান্ন স্থাপন করিবে। (৫৪) অগ্রে বাত্মায়া, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে রক্ষা করিবে। (৫৫) তৎপরে যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে মণ্ডলের যাম্যভাগে যোগিনীগণের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে। (৫৬) অনন্তর ষড়্‌দীর্ঘযুক্তাক্ষর উচ্চারণ করিয়া তন্মন্ত্রে মণ্ডলের পশ্চিম দিকে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে। (৫৭) তৎপরে খ বর্ণের অন্ত্য বীজ সমুদ্ধার করত তাহাতে দীর্ঘ স্বর ছয়টী চতুর্থীর একবচনযুক্ত গণপতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বাহাপদ উচ্চারণ করিবে। (৫৮) অনন্তর উক্ত মন্ত্রে মণ্ডলের উত্তর দিকে গণেশের বলি প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে যথাবিধিক্রমে সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দান করিবে। (৫৯) সর্ব্বভূতগণকে বলি দিবার মন্ত্র এই,—হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে বিঘ্নকৃদ্ভ্য এই শব্দ পাঠ করিতে হইবে, পরে সর্ব্বভূতেভ্যঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হুং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে। (৬০) অনন্তর যথাবিধি শিবাকে একটী বলি প্রদানে করিবে, শেষে এই মন্ত্র পাঠ করিবে; হে দেবি! কালস্বরূপিণি! তুমি এই বলি গ্রহণ কর। (৬১) আমার যে কিছু শুভ বা অশুভ ফল ঘটিবে, তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া বল, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এব বলি শিবায়ৈ নমঃ বজিয়া, বলি প্রদান করিবে, হে শিবে! আমি তোমার নিকটে যথানুষ্ঠানের বিবরণ বলিলাম। (৬২) অনন্তর চন্দন, অগুরু ও কস্তূরি-বাসিত মনোহর পুষ্প কচ্ছপ মুদ্রার দ্বারায় হস্তে ধারণ করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয় কমলে স্থাপন পূর্ব্বক পরাৎপরা আদ্যা কালীর ধ্যান করিবে। (৬৩।৬৪) অনন্তর সহস্রার নামক মহাপদ্মে সুষুম্না রূপ ব্রহ্মবর্ত্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত ভগবতীকে লইয়া বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্বলিত দীপান্তরের ন্যায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করিবে। (৬৫) অনন্তর ভক্তির দৃঢ়তা সহকারে তাঁহাকে যন্ত্রে রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রার্থনা করিবে। (৬৬) হে দেবেশি! হে ভক্তসুলভে! আমি যতক্ষণ তোমার পূজা করি, তুমি ততক্ষণ সপরিবারে এই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত কর। প্রথমে ক্রীং বীজোচ্চারণ করিয়া, হে কালিকে দেবি! তুমি পরিবারবর্গের সহিত ইহাগচ্ছইহাগচ্ছ

ইত্থমাবাহনং কৃত্বা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥ ৭০
আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং বহ্নিজায়াপ্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ। অমুষ্যা দেবতায়াশ্চ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্।
প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চবীজানি তদনন্তরম্॥
অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ। পঞ্চবীজাত্যমুষ্যাশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কীর্ত্তয়েৎ॥ ৭২
পুনস্তৎপঞ্চবীজানি অমুষ্যা বচনাত্ততঃ। বাঙ্মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্পদতো বদেৎ॥ ৭৩
প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্॥ ৭৪
ইতি ত্রিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া। সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্ কৃতাঞ্জলিপুটে বদেৎ॥ ৭৫
আদ্যে কালি স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব। আসনঞ্চেদমত্র ত্বয়াস্যতাং চ পরমেশ্বরি॥ ৭৬
ততো বিশেষার্ঘ্যজলৈস্ত্রিধা মূলং সমুচ্চরন্। প্রোক্ষয়েদ্দেবশুদ্ধ্যর্থং ষড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃতিঃ।
দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ। ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ॥ ৭৭
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনে তথা॥ ৭৮
অমৃতঞ্চৈব তাম্বূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংশ্চ ষোড়শ॥ ৭৯
আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্। পাদ্যঞ্চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ ৮০
স্বাহাপাদেন মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্। মুখে নিযোজয়েৎ মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
বং স্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্॥ ৮১
স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ। নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ॥ ৮২
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধন্দদ্যাদ্ধৃদম্বুজে। নমোঽন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্॥ ৮৩

ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইহ শব্দের পর সন্নিধেহি এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ইহ সন্নিরুধ্যস্ব এই কথা বলিয়া মম পূজা গ্রহণ কর, এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (৬৮।৬৯) এইরূপে দেবীর আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। (৭০) আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যা কালী দেবতায়া প্রাণা ইহ প্রাণা উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর উক্ত পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে। (৭১) অনন্তর অমুষ্যা দেবতায়া জীব ইহস্থিত ইহা উচ্চারণ করিয়া অমুষ্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (৭২) পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া আদ্যা কালী দেবতায়া বাঙ্মনোনয়ন শ্রোত্রত্বক্ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৭৩) অনন্তর প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (৭৪) মন্ত্র মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে। (৭৫) হে আদ্যে কালি! তোমার স্বাগত সুস্বাগত? পরমেশ্বরি! এখানে আসন আছে, তুমি এই আসনে উপবেশন কর। (৭৬) অনন্তর দেবতাশুদ্ধির জন্য মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিশেষ অর্ঘ্য জলে তিনবার দেবীর প্রোক্ষণ করিবে; অনন্তর ষড়ঙ্গ ন্যাস দ্বারা দেবতার অঙ্গ সকলীকরণ করিবে, পরে ষোড়শাচারে দেবীর পূজাক্রম (৭৭) ষোড়শ উপচার এই; পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও নমস্কার। (৭৮।৭৯) প্রথমে আদ্যা বীজ উচ্চারণ করিয়া পরে ইদং পদ্যং কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করত দেবীর চরণ দ্বয়ে উহা প্রদান করিবে। (৮০) অনন্তর স্বাহা মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, স্বধামন্ত্রে আচমনীয় মুখে প্রদান করিবে মধুপর্কও ঐ মন্ত্রে মুখে দিবার নিয়ম, পশ্চাৎ বং মন্ত্রের পর স্বধা পদ উচ্চারণ করিয়া পুনরাচমনীয় দেবীর মুখে প্রদান করিবে। (৮১) অনন্তর নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে দেবীর সর্ব্বাঙ্গে স্নানীয় জল প্রদান এবং বসন ভূষণ প্রদান করিবে। (৮২) অনন্তর মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা দেবীর হৃদয়াম্বুজে গন্ধ দান করিবে, বৌষট-মন্ত্রে পুষ্পদানের বিধি। (৮৩) পশ্চাৎ সম্মুখে ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা

ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ। নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য তদনন্তরম্॥ ৮৪॥
জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতিমন্ত্রপূর্ব্বকম্। সংপূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু॥ ৮৫॥
ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নাসিকাধো নিযোজয়েৎ। দীপন্তু দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা ভ্রাময়েৎ পুনঃ॥ ৮৬॥
ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদায় করদ্বয়ে। মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ॥ ৮৭॥
পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি। গৃহাণ শুদ্ধিসহিতম্ দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্॥ ৮৮॥
ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ। তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্॥ ৮৯॥
প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্। মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাম্ভির্বিনিবেদয়েৎ॥ ৯০॥
মূলমেতত্তু সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্। নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ জুষাণেদং হবিঃ শিবে॥ ৯১॥
ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ॥ ৯২॥
বামে নৈবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্। দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্॥ ৯৩॥
কলসং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্। ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনামৃতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা॥ ৯৪॥
উত্তমাঙ্গং হৃদাধারপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ। পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ॥ ৯৫॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্। তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমোবদেৎ॥ ৯৬॥
অগ্নিরীশাসুরবায়ুমধ্যদিক্ষু চ সংস্থিতাঃ। ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপঙ্ক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৯৭॥
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা। পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্॥ ৯৮॥
গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্তর্পণমাচরেৎ। ততোঽষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্টনায়িকাঃ॥ ৯৯॥
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারীত্যষ্টমাতরঃ॥ ১০০॥

শোধিত করিয়া মন্ত্রের শেষে নিবেদয়ামি এই পদ উচ্চারণে উৎসর্গ করিবে। (৮৪) অনন্তর সাধক জয়ধ্বনি মন্ত্রে মাতঃ স্বাহা এই কথা বলিয়া ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তস্থিত ধূপঘ্রাণ দেবীর নাসিকার নিম্নে প্রদান করিবে, দীপ গ্রহণ করিয়া দেবীর চরণ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ভ্রাম্যমাণ করিতে হয়। (৮৫ ৮৬) অনন্তর পানপাত্র এবং শুদ্ধি, হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবী কালিকাকে যন্ত্রমধ্যে নিবেদন করিবে। (৮৭) (তদবসানে প্রার্থনা) জননি! তুমি কোটি কোটি কল্পের অবসান করিয়া থাক, অতএব শুদ্ধির সহিত এই মদ্য তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যয় মোক্ষ পদ প্রদান কর। (৮৮) অনন্তর সামান্য বিধানানুসারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিবে। (৮৯) পরে উহা প্রোক্ষণ, অবগুণ্ঠন, রক্ষণ ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করত অর্ঘ্য জলে উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। (৯০) প্রথমে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ব্বোপকরণান্বিত সিদ্ধান্ন ইষ্টদেবতায়ৈ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবে ইদং হবিঃ যুষস্ব এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (৯১) অনন্তর প্রাণাদি মুদ্রা দ্বারা প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা এই পঞ্চ মন্ত্রোচ্চারণে দেবীকে হবিঃ প্রদান করিবে। (৯২) পশ্চাৎ বামকরে প্রফুল্ল পঙ্কজসন্নিভ নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে মদ্যপূর্ণ কলস পানার্থে নিবেদন করিবে, পশ্চাৎ শ্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা বারত্রয় তর্পণ করিবে। (৯৩ ৯৪) অবশেষে সাধক মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ, এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। (৯৫) তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া তব আবরণ দেবান্ পূজয়ামি এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯৬) অনন্তর মন্ত্রের অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে (৯৭) গুরু, পরমাদি, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠী গুরু এবং কুলগুরুর অর্চ্চনা করিবে। (৯৮) তদনন্তর পাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা গুরুর তর্পণ করিবে, পরে অষ্টদল মধ্যে অষ্টনায়িকার পূজা। (৯৯)

দলাগ্রেষু যজেদষ্টভৈরবান্ সাধকোত্তমঃ॥ ১০১
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোষ্টৌ চ ভৈরবঃ॥ ১০২
ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ। তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ তর্পয়েত্ততঃ॥ ১০৩
সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ॥ ১০৪
মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শল্লকীশশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ॥ ১০৫
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ॥ ১০৬
সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ। অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্॥ ১০৭
কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ। সংপূজ্য গন্ধসিন্দূরপুষ্পনৈবেদ্যপায়সা।
গায়ত্রীন্দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাপবিমোচনীম্॥ ১০৮
পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ। বিশ্বকর্ম্মণে চ পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ॥ ১০৯
ততশ্চোদীরয়েন্ মন্ত্রী তন্নোজীব প্রচোদয়াৎ। এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী॥ ১১০
ততঃ খড়্গং সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ। তদগ্রমধ্যমূলেষু ক্রমশঃ পূজয়েদিমান্॥ ১১১
বাগীশ্বরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ। উমামহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১১২
অনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় চ। খড়্গায় নমঃ ইত্যন্ত মনুনা খড়্গপূজনম্॥ ১১৩
মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিপুটে বদেৎ। যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্॥ ১১৪
ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ভুবিসংস্থন্তু কারয়েৎ॥ ১১৫
দেবীভাবপরো ভূত্বা হন্যাত্তীব্রপ্রহারতঃ। স্বয়ম্বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা ভ্রাত্রা বা সুহৃদৈব বা।
সপিণ্ডেনাথবাচ্ছেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজয়েৎ॥ ১১৬

তাঁহাদের নাম,—মঙ্গলা, বিজয়া ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী (১০০) দলাগ্রে অষ্ট ভৈরবের পূজা করা বিজ্ঞ সাধকের কর্ত্তব্য। (১০১) ভৈরবগণের নাম, অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার, এই অষ্ট ভৈরব। (১০২) অনন্তর আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিয়া তদ্বাহ্য প্রদেশে তাঁহাদের অস্ত্রগণের পূজা করিবে। (১০৩) শেষে সর্ব্বোপচারে পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে বলিপ্রদান করিবে। (১০৪) বলিদানের পক্ষে মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর শল্লকী, শশক, গোধা কূর্ম্ম ও গণ্ডার এই দশবিধ পশুই প্রশস্ত। (১০৫) সাধক, ইচ্ছা করিলে অপর পশুও বলিদান করিতে পারে। (১০৬) মন্ত্রবিৎ সাধক সুলক্ষণ পশুকে দেবীর অগ্রে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যজলে প্রোক্ষিত করিয়া ধেনু মুদ্রার অমৃতীকরণ করত ছাগকে পশবে নমঃ এই মন্ত্রোচ্চারণে গন্ধ, সিন্দূর, পুষ্প নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবে, অনন্তর পশুর কর্ণে পাপ-বিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। (১০৭।১০৮) উক্ত গায়ত্রী এই প্রকার, প্রথমে পশু পাশায় শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে বিশ্বকর্ম্মণে পদযোজনা করিয়া ধীমহি পদ প্রয়োগ করত তন্নো জীব প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (১০৯।১১০) অনন্তর খড়্গ ধারণ করিয়া কূর্চ্চ বীজে পূজা করত যথাক্রমে খড়্গের অগ্রে মধ্যে মূলদেশে পূজা করিবে। ১১১ খড়্গের অগ্রভাগে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মা, মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের এবং মূলে উমামহেশ্বরের পূজা করিবে (১১২) অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক খড়্গের পূজা করিবে। (১১৩) শেষে মহাবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে তুভ্যমস্তু সমর্পিতং এই মন্ত্র পাঠ করত পশু বলি প্রদান করিয়া দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তীব্র প্রহারে পশুর প্রাণবধ করিবে: স্বয়ং, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃদ্ বা সপিণ্ড হস্তে পশুর প্রাণসংহার করা কর্ত্তব্য শত্রুহস্তে সংহার হওয়া উচিত নহে। (১১৪ ১১৫ ১১৬) অনন্তর কবোষ্ণ রুধিরবলি ওঁ বটুকেভ্যো

ততঃ কবোষ্ণং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ। সপ্রদীপশীর্ষবলির্নমো দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১১৭,
এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চ্চনে। অন্যথা দেবতাপ্রীতির্জ্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৮
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১১৯
স্বদক্ষিণে বালুকাভির্ম্মণ্ডলং চতুরস্রকম্। চতুর্হস্তপরিমিতং কৃত্বা মূলেন বীক্ষণম্।
অস্ত্রেণ তাড়য়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২০
কূর্চ্চবীজেনাবগুণ্ঠ্য দেবতানামপূর্ব্বকম্। স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১২১
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসংমিতাঃ। তিস্রস্তি স্রাবিধাতব্যাস্তত্র সংপূজয়েদিমান্ ॥ ১২২
প্রাগগ্রাসু চ রেখাসু মুকুন্দেশপুরন্দরান্। ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূংশ্চ উত্তরাগ্রাসু পূজয়েৎ ॥ ১২৩
ততঃ স্থণ্ডিলমধ্যে তু হসৌঃগর্ভং ত্রিকোণকম্। ষট্‌কোণং তদ্বহির্ব্বৃত্তং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্।
ভূপুরন্তদ্বহির্ব্বিদ্বান্ বিলিখেদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২৪
মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু। হোমদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজেৎ সুধীঃ।
মায়ামাধারশক্ত্যাদীন্ প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৫
অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানং বৈরাগ্যমেব চ। ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্ব্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ ॥ ১২৬
অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমনন্তরম্। অনৈশ্বর্য্যং যজেন্মন্ত্রী মধ্যেঽনন্তঞ্চপদ্মকম্ ॥ ১২৭
কলাসহিতসূর্য্যস্য তথা সোমস্য মণ্ডলম্। প্রাগাদিকেশরেষ্বেষু মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা তথৈব চ। স্ফুলিঙ্গিনী চ রুচিরা জ্বলিনীতি তথা ক্রমাৎ ॥ ১২৯
প্রণবাদিনমোঽন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ। বংরংক্ষেরাসনায়েতি নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩০

নমঃ এই মন্ত্রে সপ্তদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন করিবে। (১১৭) কৌলিক ব্যক্তিদিগের কুলার্চ্চনসম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি বলিলাম, বলিদান ব্যতিরেকে অন্য প্রকার অনুষ্ঠানে দেবতার প্রীতিসাধন হয় না। (১১৮) হে প্রিয়ে! তদনন্তর হোম কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১৯) আপনার দক্ষিণ দিকে বালুকা দ্বারা চতুর্হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বীক্ষণ করত ফট্ মন্ত্রে তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। (১২০) সাধকসত্তম কূর্চ্চ বীজ দ্বারা মণ্ডল বেষ্টন করত দেবতার নামোচ্চারণে স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। (১২১) অনন্তর স্থণ্ডিলে প্রাদেশপরিমিত তিনটী প্রাগগ্র ও তিনটী উদগ্র রেখা রচিত করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে। (১২২) প্রাগগ্র রেখা তিনটীর উপরিভাগে যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র এবং উদগ্র রেখা তিনটীর উপরিভাগে ব্রহ্মা যম ও ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। (১২৩) তৎপরে স্থণ্ডিলে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে হসৌঃ এই শব্দ লিখিবে, অনন্তর ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষট্‌কোণ ও তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে, যন্ত্র পূজার ব্যবস্থা এই প্রকার। (১২৫) অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত হোম দ্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদল পদ্মের বীজকোশে মায়াবীজ উচ্চারণে আধার শক্তি সকলের অথবা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পূজা করিবে। (১২৫) যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুষ্কোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যভাগে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে! (১২৬।১২৭) পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে কলাসহিত সূর্য্য ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া প্রাগাদিকেশর মধ্যে নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। (১২৮) শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী রুচিরা ও জ্বলিনীর যথাক্রমে পূজা করিবে! (১২৯) পূজাস্থানে সর্ব্বত্রই দেবতার নামোচ্চারণের আদিতে প্রণব এবং অন্তে নমঃ ব্যবহার করিতে হয়, এই নিয়মে যন্ত্র মধ্যে

বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রী তদাসনে॥ ১৩১
মায়য়া তৌ প্রপূজ্যাথ বিধিবদ্বহ্নিমানয়েৎ। মূলেন বীক্ষণং কৃত্বা ফটাবাহনমাচরেৎ॥ ১৩২
প্রণবং চ ততো বহ্নের্যোগপীঠায় হৃন্মনুঃ। যন্ত্রে, পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ষু চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী অম্বিকেতি যথাক্রমাৎ॥ ১৩৩
ততোঽমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্। ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিণীম্॥ ১৩৪
ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং বহ্নিবীজপুরঃসরম্। বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলান্তে কূর্চ্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্॥ ১৩৫
ক্রব্যাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ। অস্ত্রেণ বহ্নিমন্বীক্ষ্য কূর্চ্চেনৈবাবগুণ্ঠয়েৎ॥ ১৩৬
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্ধরেৎ। প্রদক্ষিণাক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি॥ ১৩৭
ত্রিধা জানুস্পৃষ্টভূমিঃ শিববীজং বিচিন্তয়ন্। আত্মনোভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে নিযোজয়েৎ॥ ১৩৮
ততো মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ ঙেযুতাম্। নমোঽন্তেন প্রপূজ্যাথ রং বহ্নিপরতঃ সুধীঃ।
চৈতন্যায় মনো বহ্নেশ্চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ॥ ১৩৯
মনসা বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ চৈতন্যং পরিকল্প্য চ। প্রজ্বালয়েত্ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ॥১৪০
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চিৎপিঙ্গলপদন্তথা। হনদ্বয়ং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ॥ ১৪১
সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নি প্রজ্বালনে মনুঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রকুর্য্যাদগ্নিবন্দনম্॥ ১৪২
অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥ ১৪৩
ইত্যুপস্থাপ্য দহনং ছাদয়েৎ স্থণ্ডিলং কুশৈঃ। স্বেষ্টনাম্না বহ্নিনাম কৃত্বাভ্যর্চ্চনমাচরেৎ॥ ১৪৫

ওঁ বহ্নেরাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নির আসন পূজা করিবে। (১৩০) অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক ঋতুস্নাতা নীলকমললোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহ্নিপীঠে ধ্যান করিবে। (১৩১) মায়াবীজে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিয়া অনন্তর যথাবিধি অগ্নি সমানয়ন পূর্ব্বক অগ্নিবীক্ষণ করতঃ ফট্ মন্ত্রে আবাহন করিবে। (১৩২) তদবসানে প্রণবোচ্চারণে বহ্নের্যোগপীঠায় ইহা উচ্চারণ করিয়া নমঃ প্রয়োগ পূর্ব্বক বহ্নিপীঠের পূজা ও তদনন্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার পূজা করিবে। (১৩৩) অনন্তর অমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিল পূজা করিয়া তাহারে মূল-দেবতারূপিণী বাগীশ্বরীর পূজা করিবে। (১৩৪) উক্ত দেবীর ধ্যান করিয়া, রং এবং বহ্নিবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র পাঠের পর কূর্চ্চবীজ পাঠ করিবে। (১৩৫) অনন্তর ক্রব্যাদেভ্য উচ্চারণ করিয়া স্বাহা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিবে, পরে অস্ত্রবীজে অগ্নিবীক্ষণ করত কূর্চ্চবীজে বহ্নিবেষ্টন করিবে। (১৩৬ অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক দুই হস্ত দ্বারা অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে উহাকে স্থণ্ডিলোপরি ভ্রামিত করিবে। (১৩৭) তৎপরে জানুদ্বারা তিনবার ভূমিস্পর্শ করিয়া শিববীজ চিন্তা করত নিজাভিমুখে যো নিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিবে। (১৩৮) পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করত চতুর্থী বিভক্তির এক বচনান্ত বহ্নিমূর্ত্তি শব্দোচ্চারণে তাঁহার পূজা করিবে এবং রং বহ্নি চৈতন্যায় নমঃ বলিয়া বহ্নি চৈতন্যের অর্চ্চনা করিবে। (১৩৯) অনন্তর মন্ত্রবৎ সাধক মনোমধ্যে নমো মন্ত্রে বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নি চৈতন্যের কল্পনা করিয়া পশ্চাদুক্ত মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালিত করিবে। (১৪০) প্রথমে প্রণবোদ্ধার করিয়া চিৎপিঙ্গলপদ, তৎপরে হন হন পরে দহ দহ, অবশেষে পচপচ মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৪১) অনন্তর সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণে বহ্নি প্রজ্বালন্ করিবে, পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বন্দনা করিবে। (১৪২) বন্দনার মন্ত্র এই ;—অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখং। অর্থ ;—প্রজ্বলিত সুবর্ণ তুল্য নির্ম্মল দীপ্তিমান্ ও সর্ব্বতোমুখ জাতবেদ হুতাশনকে বন্দনা করি। (১৪৩) অনন্তর বহ্নি স্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলাচ্ছাদন করিবে, পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার

তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদপদং বদেৎ। ইহাবহাবহেত্যুক্ত্বা লোহিতাক্ষপদাস্তরম্॥ ১৪৫
সর্ব্বকর্ম্মাণি পদতঃ সাধয়াস্তেঽগ্নিবল্লভা। ইত্যভ্যর্চ্চ্য হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ১৪৬
সহস্রার্চ্চিঃপদং ঙেঽন্তং হৃদয়ায় নমো বদেৎ। ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্বহ্নেস্ততো মূর্ত্তীর্যজেৎ সুধীঃ॥ ১৪৭
জাতবেদাঃ প্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৪৮
ততো যজেদষ্টশক্তীর্ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্। পদ্মাদ্যষ্টানিধীনিষ্টান্ যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্॥ ১৪৯
বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্। কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ॥ ১৫০
বামে ধ্যায়েদিড়াং নাড়ীং পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা। মধ্যে সুষুম্নাং সঞ্চিন্ত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ॥ ১৫১
আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হুতাশিতুঃ। মন্ত্রেণানেন জুহুয়াৎ প্রণবাস্তেঽগ্নয়ে পদম্॥ ১৫২
স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বামভাগাদ্ধবির্হরেৎ। বামনেত্রে হুনেদ্বহ্নেরোংসোমায় দ্বিঠোমনুঃ॥ ১৫৩
মধ্যাদাজ্যং সমানীয় ললাটে হবনং চরেৎ। অগ্নীসৌমৌ সপ্রণবৌ তুর্য্যা দ্বিবচনান্বিতৌ॥ ১৫৪
স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দ্দক্ষিণতো হবিঃ। গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ॥ ১৫৫
অগ্নয়ে চ স্বিষ্টিকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ। অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ।
ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্বিঠান্তেন ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ॥ ১৫৬
তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদ ইহাবহাবহলোহি পদান্তে চ তাক্ষসর্ব্বপদং বদেৎ।
কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেনাহুতীর্হরেৎ॥ ১৫৭
ততোঽগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ্য পীঠাদ্যৈঃ সহ পূজনম্। কৃত্বা স্বাহান্তমনুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ॥ ১৫৮

নামোচ্চারণ করিয়া বহ্নির নাম করতঃ অভ্যর্চ্চনা করিবে। (১৪৪) প্রথমে প্রণব, পরে বৈশ্বানর, পশ্চাৎ জাতবেদ উচ্চারণ করিবে, তদন্তে ইহাবহাবহ মন্ত্রে লোহিতাক্ষ পদের উচ্চারণ করিতে হইবে। (১৪৫) অনন্তর সর্ব্ব কর্ম্মাণি এই পদ উচ্চারণ করিয়া তদন্তে সাধয় পদ যোজনা করত অগ্নিবল্লভা স্বাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অভ্যর্চ্চনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। (১৪৬) অনন্তর সুধী সাধক, চতুর্থ্যন্ত একবচনান্ত সহস্রার্চ্চি শব্দের অন্তে হৃদয়ায় নম বলিয়া বহ্নির হৃদয়, ষড়ঙ্গ ও মূর্ত্তির পূজা করিবে। ১৪৭ বহ্নির জাতবেদ ইত্যাদি অষ্ট মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (১৪৮) অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে, পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির অর্চ্চনা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্ পালের পূজা করিবে। (১৪৯) পরে দিক্‌পালগণের বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া ঘৃতমধ্যে স্থাপিত করিবে। (১৫০) ঘৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া সমাহিত মনে দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া হুতাশনের দক্ষিণনেত্রে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ অগ্রে প্রণব, তদন্তে অগ্নয়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৫১।১৫২) অনন্তর স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ বামভাগ হইতে বহির্গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ সোমায় স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। (১৫৩) অনন্তর মধ্যস্থান হইতে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক বহ্নির ললাটদেশে আহুতি প্রদান করিবে, আহুতি প্রদান কালে ওঁকার সহিত চতুর্থী বিভক্তির দ্বিবচনান্ত অগ্নিসোম উচ্চারণ করিবে। ১৫৪ পরে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া নমঃ শব্দোচ্চারণে পুনর্ব্বার দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে প্রণবোচ্চারণ করিবে। (১৫৫) অনন্তর অগ্নয়ে পরে স্বিষ্টকৃতে এবং তৎপরে স্বাহা শব্দোচ্চারণ করিবে, এই মন্ত্রে সাধক অগ্নিমুখে আহুতি প্রাদন করিবে, অনন্তর আদিতে প্রণব এবং অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিয়া ভূ, বৈশ্বানর পদ উচ্চারণ করিবে, পরে জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর কর্ম্মাণি সাধয় এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। (১৫৭)

কৃত্বা বহ্ন্যাত্মনোর্দেব্যাং ঐক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। একদশাহুতীর্হুত্বা মূলেনৈবাঙ্গদেবতাঃ ॥ ১৫৯
হুত্বা স্বকামমুদ্দিশ্য তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৬০
পুষ্পৈর্ব্বিল্বদলৈর্ব্বাপি যথাবিহিতবস্তুভিঃ। যথাশক্ত্যাহুতিং দদ্যান্নাষ্টন্যূনাঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬১
ততঃ পূর্ণাহুতির্দ্দদ্যাৎ ফলপত্রসমন্বিতাম্। স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া।
তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৬২
ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ বিসৃজেত্তং হুতাশনম্। কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩
হুতশেষং শ্রুবোর্ম্মধ্যে ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪
এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রাগমকর্ম্মণি। হোমকর্ম্ম সমাপ্যৈবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫
বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসীদতি। দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া ॥ ১৬৬
মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী। অভেদেন যজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৬৭
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে। রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ।
ত্রয়াণাস্তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৮
তারেণ সংপুটীকৃত্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্তধা। জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চান্মাতৃকাপুটিতং স্মরেৎ ॥ ১৬৯
মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ। বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্ম্মায়াং হৃদম্বুজে।
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০
ততো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাং। মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।

পরে অগ্নিতে আপনার ইষ্ট দেবতার আবাহন করিয়া পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে স্বাহা পদ অন্তে যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। (১৫৮) তদন্তর মনে মনে বহ্নি, দেবী এবং আপনার আত্মা এই তিনের একত্ব চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ আহুতি প্রদান করিবে, পশ্চাৎ অঙ্গদেবতাভ্য স্বাহা বলিয়া অঙ্গ দেবতার হোম করিবে। (১৫৯) অনন্তর আপনার কামনার উদ্দেশে তিল আজ্য ও মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিল্বদল কিম্বা যথা বিহিত বস্তু দ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে, অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবার বিধি নাই। (১৬০।১৬১) অনন্তর ফলপত্রসমন্বিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে, মূলমন্ত্র পাঠে অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিতে হয়। পরে সংহার মুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে দেবীকে অহ্বান পূর্ব্বক হৃদয় কমলে রক্ষা করিবে। (১৬২) অনন্তর ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে, তৎপরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। (১৬৩) পশ্চাৎ সাধকসত্তম ললাটে হোমাবশেষ তিলক ধারণ করিবে। (১৬৪) সকল প্রকার আগমোক্ত বিধানে যেরূপ হোম করা কর্ত্তব্য তাহা বর্ণন করিলাম; হোম কর্ম্ম সমাপনের পর জপ কার্য্য করিতে হয়। (১৬৫) হে দেবি! যাহার প্রভাবে বিদ্যা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি সেই জপবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর, দেবতা গুরু ও মন্ত্র ইহাঁদের অভিন্ন ভাব ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ১৬৬ মন্ত্রোক্ত বর্ণ দেবরূপিণী দেবতা গুরুরূপিণী; যে ব্যক্তি অভেদ জ্ঞানে ইহার ভাবনা করে, তাহারই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। (১৬৭) মস্তকে গুরু, হৃদয়ে দেবতা এবং রসনামণ্ডলে তেজোরূপিণী বিদ্যার ধ্যান করিবে। অনন্তর এই তিন পদার্থের তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। (১৬৮) তৎপরে প্রণবসাহায্যে সংপুটিত করিয়া মূলমন্ত্র সপ্তবার জপ করতঃ, পরে মাতৃকা পুটীত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। (১৬৯) সুধী ব্যক্তি আপনার মস্তকে মায়াবীজ দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব মন্ত্রোচ্চারণে হৃৎপদ্মে মায়াবীজ সপ্তবার জপ করত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে। (১৭০) অনন্তর প্রবালাদিসমুদ্ভূত মালা ধারণ পূর্ব্বক, হে মালে মহামালে! তুমি সর্ব্বশক্তিরূপিণী। (১৭১) তোমাতে চতুর্ব্বর্গ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে সিদ্ধি দান কর, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

চতুর্ব্বর্গস্বয়িন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। ইতি সংপূজ্য তাং মালাং শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ॥ ১৭২
ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপঞ্চরেৎ। অষ্টোত্তরসহস্রং ব্যাপ্যথবাষ্টোত্তরম্ শতং॥ ১৭৩
প্রাণায়ামন্ততঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ। গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্॥ ১৭৪
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি। ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাম্বুজে॥ ১৭৫
তেজোরূপং জপফলং সমর্প্য প্রণমেদ্ভুবি। ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ॥ ১৭৬
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ। বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্॥ ১৭৭
ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ॥ ১৭৮
মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্। হস্তাভ্যাং পদতঃ পদ্ভ্যামুদরেণ ততঃ পরম্॥ ১৭৯
শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ। যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ।
ভবত্বন্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্॥ ১৮০
আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ। প্রণবঞ্চ তৎসদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্॥ ১৮১
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্। মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ॥ ১৮২
পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ। সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাঘ্রায় স্থাপয়েৎ হৃদি॥ ১৮৩
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্। তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্যপুষ্পবারিণা।
হ্রীং নির্ম্মাল্য পদঞ্চোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি॥ ১৮৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ। নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহ্নীয়াৎ শক্তিসাধকঃ॥ ১৮৫
স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে। একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমম্॥ ১৮৬
পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্। তোলকত্রিতয়ান্ন্যূনং স্বার্ণং রজতমেব চ॥ ১৮৭

মালার পূজা করিবে এবং মূল মন্ত্রোচ্চারণে শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা মালার তিনবার তর্পণ করিবে, পরে স্থিরমনে অষ্টোত্তর সহস্র, বা অষ্টোত্তর শত জপ করিতে থাকিবে। (১৭২।১৭৩) অনন্তর প্রাণায়াম সমাধা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি। এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বাম করে জপফল সমর্পণ করিবে। (১৭৪।১৭৫) অনন্তর তেজোরূপ জপফল সমর্পণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে, পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। (১৭৬) অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্রে বিশেষ অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিবে। (১৭৭) আত্মসমর্পণের মন্ত্র;—প্রথমেইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্ম্মাধিকারে জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি, এই পদ উচ্চারণ করিয়া অবস্থাসু পদ উচ্চারণ করিবে। (১৭৮) অনন্তর মনসা, পরে বাচা, তৎপর কর্ম্মণা পরে হস্তাভ্যাং এই শব্দ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ পদ্ভ্যাং পদ, পরে উদরেণ এই পদ উচ্চারণ করিবে। (১৭৯) অনন্তর শিশ্নয়া যৎ কৃতং উচ্চারণ করত যৎ স্মৃতং পাঠ করিয়া যদুক্তং তৎ সর্ব্ব ব্রহ্মার্পণমস্তু এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৮০) অনন্তর আদ্যাকালীর চরণকমলে অর্পয়ামি এই পদ উচ্চারণ করিবে; তৎপরে প্রণব ও অন্তে তৎ সৎ শব্দ পাঠ করিয়া কালীকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। (১৮১) অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে। প্রথমে হ্রীং উচ্চারণ করিয়া শ্রী আদ্যোকালিকে এই পদ পাঠ করিবে। (১৮২) পশ্চাৎ যথা শক্তি পূজা করিয়া ইষ্টদেবতাকে বিসর্জ্জন করত সংহার মুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণান্তে আঘ্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। (১৮৩) পরে ঈশান কোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও বারি সংযোগে দেবীর পূজা করিবে। (১৮৪) অনন্তর সাধক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাদিগকে নৈবেদ্য বিতরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। (১৮৫) বাম ভাগে পৃথগাসনে স্বীয় শক্তি সংস্থাপন অথবা একাসনে উপবেশন করিয়া রমণীয় পাত্র

অথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবঞ্চ বা। আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে ॥ ১৮৮
মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ। স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জেষ্ঠানুক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৮৯
পানপাত্রে সুধা দেয়া শৌদ্ধ্যেশুদ্ধ্যাদিকানি চ। ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০
আদাবাস্তরণার্থায় গৃহ্ণীয়াৎ শুদ্ধিমুত্তমম্। ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১
স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম। মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২
বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ১৯৩
অতিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯৪
অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চলয়েন্মনঃ। তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্যস্য ঘৃণী চ শক্তিসাধকে। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াদাদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥১৯৭
যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে। তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯৮
এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্। হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে।
লেপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বস্ত্রেণ পাথসাপি বা ॥ ১৯৯
ততো নির্ম্মাল্যকুসুমং বিধৃত্য শিরসা সুধীঃ। যন্ত্রলেপং কূর্চ্চদেশে বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥ ২০০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
শ্রীপাত্রস্থাপনহোমচক্রানুষ্ঠানকথনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

স্থাপন করিবে। (১৮৬) পানপাত্র পঞ্চ তোলার অধিক করিবার নিয়ম নাই, অভাবে তিন তোলক পর্য্যন্ত চলিতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য কাচ, বা নারিকেল পাত্রই প্রশস্ত, পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি রক্ষা করিতে হয়। (১৮৭।১৮৮) অনন্তর মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সাধক নিজে অথবা ভ্রাতৃস্পুত্র কিম্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পানপাত্র পরিবেশন করাইবে। (১৮৯) পানপাত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মাংসমৎস্যাদি প্রদান করিবে; অনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পানভোজন সমাধা করিবে। (১৯০) প্রথমে আস্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে, অনন্তর কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত, কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখকমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞাগ্রহণান্তে কুণ্ডলী মুখে পরমামৃত প্রদান করিবে। (১৯১। ১৯২। ১৯৩) কুলস্ত্রীগণ কেবল সুধার আঘ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না; পঞ্চপাত্র মদ্য-পান কেবল গৃহস্থ সাধকের বক্ষে ব্যবস্থেয় হইয়াছে। (১৯৪) যদি অতিরিক্ত সুরাপান ঘটে, তাহাহইলে কুলধর্ম্মাবলম্বীদিগের সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। (১৯৫) যে কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত সুরাপানের নিয়ম; ইহার অতিরিক্ত পান পশুপান সদৃশ ॥ (১৯৬) সুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়; এবং শক্তি সাধককে যে ঘৃণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আমি আদ্যাকালীর উপাসক এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? (১৯৭) যেরূপ ব্রহ্মনিবেদিত অন্নাদিতেস্পর্শ দোষ নাই, সেইরূপ তোমার নৈবেদ্য ব্যবহার-দোষে সাধককে শুদ্ধির জন্য হস্তপ্রক্ষালন করিতে হয় না; বস্ত্র ও জল দ্বারা হস্তলেপাপনোদন করিলেই শুদ্ধি। (১৯৯) অনন্তর সুধী সাধক দেবীর নির্ম্মাল্য পুষ্প মস্তকে যন্ত্রস্থ পদার্থবিশেষ এবং ভ্রূযুগলে তিলক ধারণ করিবে; এই অনুষ্ঠানে সাধক দেবতার ন্যায় ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারে। (২০০)

সপ্তমোল্লাসঃ।

শ্রুত্বাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোদ্ধারং মহাফলম্। সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্॥ ১
প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং সন্ধ্যাং সম্বিদ্বিশোধনম্। ন্যাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ॥ ২
বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ। মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি॥ ৩

শ্রীদেব্যুবাচ।

সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক। কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকৃতিসাধনম্॥ ৪
সর্ব্বপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্॥ ৫
তব বাগমৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জন্মম মানসং। নোত্থাতুমীহতে সৈবং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেঽচিরাৎ॥৬
পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সূচিতং ন প্রকাশিতম্। স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয়॥ ৭

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে স্তোত্রমেতদনুত্তমম্। পঠনাৎ শ্রবণাদ্যস্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৮
অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্। অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥ ৯
শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণম্। স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে॥ ১০
স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দ্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতাদ্যা কালিকা পরিকীর্ত্তিতা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১
হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী। কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা॥ ১২

অনন্তর দেবী শঙ্করী, সৌভাগ্যমোক্ষদায়ক ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ মহাফলজনক আদ্যা কালিকা দেবীর মন্ত্রোদ্ধার শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকৃত্য: স্নান, সন্ধ্যা, সম্বিদ্বিশোধন, বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে ন্যাস, পূজা বিধান, বলি প্রদান, হোম চক্রানুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি অবগত হইয়া, আনন্দমনে বিনয়নম্র বচনে শঙ্করকে কহিলেন। ১।২।৩ পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সদাশিব? তুমি জগতের নাথ ও জগতের হিতকারক; তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকটে পরাৎপরা প্রকৃতি সাধন সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছ। (৪) ইহা সর্ব্বজীবের হিতকর ও ভোগ মোক্ষের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ; বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণের পক্ষে ইহা আশু সিদ্ধিকারক। (৫) (বলিতে কি,) আমার অন্তঃকরণ তোমার বচনামৃতে ডুবিতে প্রার্থনা করিতেছে, (৬) উত্থান প্রার্থনীয় হইলেও বারংবার ইহা তোমার বচনামৃত পানের প্রার্থনা করিতেছে। (৬) দেব? তুমি মহাদেবীর পূজাবিধিপ্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু স্তবকবচ প্রকাশ কর নাই, এক্ষণে তাহা বর্ণন কর। (৭) সদাশিব কহিলেন,—হে জগদ্বন্দ্যে দেবি? সেই অনুপম স্তোত্র কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ইহা পাঠ মাত্রে লোকে সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে। (৮) ইহাতে দুর্ভাগ্য নিবৃত্তি, সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি, অকালমৃত্যু বিনাশ, এবং সকল প্রকার আপদ নিবারিত হয়। (৯) হে শিবে! শ্রীআদ্যা কালিকার এই স্তোত্র সুখোৎপত্তির কারণ; ইহারই প্রসাদে আমি ত্রিপুরারি হইয়াছি। (১০) এই স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালিকা। (১১) (অনন্তর স্তোত্রারম্ভ) তুমি হ্রীং রূপিণী কালী তুমি শ্রীরূপিণী করালী, এবং ক্রীং রূপিণী কল্যাণী, তুমি কলাবতী, কলিদর্প

কালিকা কামমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ। কপর্দ্দিনী করলাম্বা করুণামৃতসাগরা॥ ১৩
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা। কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী॥ ১৪
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী। কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী॥ ১৫
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া। কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী॥ ১৬
কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী। কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী॥ ১৭
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী। কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া॥ ১৮
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী। কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী॥ ১৯
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী। কলহংসগতিঃ ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী॥ ২০
কামরূপকৃতাবাসা কামপাঠবিলাসিনী। কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা॥ ২১
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী। কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা॥ ২২
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা। কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী॥ ২৩
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা। কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া॥ ২৪
কস্তূরীদাহজননী কস্তূরীমৃগতোষিণী। কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা।
কর্পূরমালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা॥ ২৫
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী। কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া॥ ২৬
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজপপরায়ণা। কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী॥ ২৭
কুলাচারকৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী। কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী॥ ২৮
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা॥ ২৯

হারিণী কপর্দ্দীর প্রতি দয়াময়ী। (১২) তুমি কালিকা ও কামমাতা, তোমার তেজ কালাগ্নি তুল্য; তুমি কপর্দ্দির শক্তি করালবদনা ও করুণামৃতসাগররূপিণী। (১৩) তুমি কৃপাময়ী, কৃপাধারা, কৃপাপারা ও কৃপাগমা; তুমি কৃশানু কপিলা কৃষ্ণা ও কৃষ্ণনন্দবিবর্দ্ধিনী। (১৪) তুমি কালরাত্রি কামরূপিণী ও কামপাশবিমোচনী; তুমি কাদম্বিনী, কলধারা এবং কলিকল্মষবিনাশিনী। (১৫) তুমি কুমারী পূজায় পরম প্রীত, তুমি কুমারী পূজকের আলয়স্বরূপ কুমারী ভোজনে তোমার অপার আনন্দ এবং তুমি কুমারীরূপধারিণী। (১৬) তুমি কদম্ববনচারিণী ও কদম্ববনবাসিনী; কদম্ব পুষ্পে তোমার অতিশয় প্রীতি, তুমি কদম্ব মাল্যে সুশোভিনী। (১৭) তুমি কিশোরী, কলকণ্ঠা ও কলনাদনিনাদিনী; তুমি কাদম্বিনী পাননিরতা এবং কাদম্বিনী মদিরা প্রিয়। (১৮) তুমি কপালপাত্রনিরতা ও কঙ্কালমাল্য ধারণ করিয়া থাক, কমলাসনে তোমার প্রীতি তুমি কমলাসনবাসিনী। (১৯) তুমি কমলালয়মধ্যে অবস্থিতি কর এবং কমলামোদমোদিনী, তুমি কলহংসগামিনী, ক্লৈব্যনাশিনী ও কামরূপিণী। (২০) তুমি কামরূপা কৃতাবাসা কামপাঠবিলাসিনী কমনীয়া কল্পলতা এবং কমনীয়বিভূষণা। (২১) কমনীয় গুণ প্রভাবে তোমাকে আরাধনা করা যায়, তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী, কারণামৃততৃপ্তি এবং মদ্যপানে তৃপ্তচিত্ত। (২২) যে তোমায় কারণ দ্বারা অর্চ্চনা করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীতি হইয়া থাক, তুমি কারণার্ণবসংমগ্না ও কারণ ব্রতপালিনী। (২৩) তুমি কস্তূরী গন্ধে আনন্দিত হইয়া থাক, তুমি কস্তূরী তিলকোজ্জ্বলা তুমি কস্তূরী পূজনরতা ও কস্তূরীপূজকপ্রিয়া। (২৪) তুমি কস্তূরীদাহজননী ও কস্তুরীমৃগতোষিণী কস্তূরী ভোজনে তোমার প্রীতি এবং কর্পূরচন্দনে তুমি চর্চ্চিত। (২৫) তুমি কর্পূর কারণে আনন্দিত, কর্পূরামৃত পায়িনী ও কর্পূর সাগরস্নাতা, কর্পূরসাগরে তোমার আলয়। (২৬) তুমি হুং বীজ সাধনপরা কূর্চ্চজপপরায়ণা, কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা এবং কৌলিকাপ্রিয়কারিণী। (২৭) তুমি কুলাচারা, কৌতুকিনী এবং কুলমার্গপ্রদর্শিনী; তুমি কাশীশ্বরী, কষ্টহরণকর্ত্রী এবং কাশীশ্বরের

কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা। কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী॥ ৩০
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী। কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী॥ ৩১
ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী। ইত্যাদ্যাকালিকা দেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩২
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্॥ ৩৩
পূজাকালে পঠেদ্‌যশ্চ কালিকাকৃতমানসঃ। মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি॥ ৩৪
বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ। ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াদ্দানশীলো দয়ান্বিতঃ॥৩৫
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্ম্মোদতে সাধকো ভুবি॥ ৩৬
ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ। পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥ ৩৭
পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ। নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন॥৩৮
বিদ্যায়াং বাক্‌পতিঃ সাক্ষাৎ ধনে ধনপতির্ভবেৎ। সমুদ্রইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ॥৩৯
তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ। রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥৪০
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ। যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ॥ ৪১
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ। রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে॥ ৪২
দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা॥৪৩
অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা। জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসংকুলে॥ ৪৪
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদ্‌গতে॥ ৪৫
বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং পরাৎপরাম্। যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৪৬

বরদায়িনী। (২৮) তুমি কাশীশ্বরের আমোদদায়িনী ও কাশীশমনোরমা; (২৯) তোমার পদযুগলে মঞ্জীর দ্বয় গম্ভীর শব্দ পূর্ণ, তুমি কণৎকাঞ্চী বিভূষণা, কাঞ্চন গিরিতে তোমার বাস এবং তুমি কাঞ্চনাচলকৌমুদী। (৩০) তুমি ক্লীং বীজজপে অতিশয় সন্তুষ্ট, তুমি কামবীজস্বরূপিণী, তুমি কুমতিনাশিনী, কুলীনার্ত্তিনাশিনী এবং কুলকামিনী। (৩১) তুমি হ্রীং শ্রীং ও ক্রীং এই তিন বর্ণরূপিণী এবং কালকণ্টকনাশিনী, এই আমি তোমার নিকটে ককাররাশিসম্বলিত কালীর রূপস্বরূপ, আদ্যা কালিকা দেবীর শতনাম স্তোত্র বর্ণন করিলাম। (৩২। ৩৩) যে ব্যক্তি কালিকার প্রতি সংসক্তচিত্ত হইয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং কালিকা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (৩৪) গুরুর আদেশে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয়, সে ধনী কীর্ত্তিমান্, দাতা ও দয়াবান্ হইয়া থাকে। (৩৫) সেই সাধক অবনীতলে পুত্র পৌত্রাদির সহিত মনের সুখে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। (৩৬) যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথিতে মহানিশাকালে পঞ্চতত্ত্বসমন্বিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা মহাকালীর পূজা করিয়া কালিকার শত নাম পাঠ করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হইয়া থাকে; অধিক কি, তিন লোকে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। (৩৭। ৩৮) সে ব্যক্তি বিদ্যাপ্রভাবে সাক্ষাৎ বাক্‌পতি, অর্থ প্রভাবে ধন পতি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র এবং বলে পবনতুল্য হইয়া থাকে। (৩৯) তাহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় প্রখর এবং চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং সে শুভদর্শন হইয়া থাকে. সে মূর্ত্তিমান্ কামের ন্যায় স্ত্রীজনের হৃদয় বিহারী হইয়া থাকে। (৪০) এই স্তবের প্রসাদে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয়লাভ করে (অধিক কি,) যে সে কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, আদ্যাশক্তির প্রসাদে তাহার তত্তৎ কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে; কি রণ, রাজকুল, দ্যূত, বিবাদ, প্রাণসঙ্কট ব্যাপার দস্যুর আক্রমণ, গ্রামদাহ এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব, সকলই স্তব প্রসাদে নিবারিত হইয়া থাকে। (৪১।৪২।৪৩) অরণ্যে, প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহভয়ে, জ্বরদাহে, চিরব্যাধি এবং মহারোগাদির আক্রমণে, কালগ্রহাদি রোগ, দুঃস্বপ্নদর্শন, দুস্পার সমুদ্র, প্রবল বাত্যাহত পোতের

সর্ব্বাপদ্ভ্যো বিমুচ্যতে দেবি ! সত্যং ন সংশয়ঃ। ন পাপেভ্যো ভয়ন্তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ
সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্গণাঃ॥ ৪৮
স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাম্। স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ॥৪৯
বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে। তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ॥ ৫০
দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫১
অষ্টোত্তর শতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে। পুরক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ৫২
শতনামস্তুতিমিমাদ্যাকালীস্বরূপিণীম্। পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি॥ ৫৩
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৪
কথিতং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ স্তবনং মহৎ। আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃকবচং শৃণু সাম্প্রতম্॥৫৫
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দো হনুষ্টুপ্ দেবতা চ আদ্যাকালী প্রকীর্ত্তিতা॥৫৬
মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা। ক্রীং কীলকং কামসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৭
হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীং কালী বদনং মম। হৃদয়ং ক্রীংপরাশক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং পরাৎপরা॥৫৮
নেত্রং পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী। ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা॥ ৫৯
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া। ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী॥ ৬০
গ্রীবা পায়াৎ কুলেশানি ককুৎ পাতু কৃপাময়ী। দ্বৌ বাহু বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী॥৬১

উপরি বিপদে যে ব্যক্তি পরাৎপরা আদ্যা কালিকার ধ্যান করত আন্তরিক ভক্তির সহিত এই স্তোত্র পাঠ করে, সত্য সত্যই তাহার সকল বিপদ্ দূরীভূত হয়; তাহার পাপ, বা রোগভয় কিছুই থাকে না। (৪৪।৪৫।৪৬।৪৭) তাহার সর্ব্বত্রই জয়লাভ ঘটে, কোন স্থানে পরাভব হয় না; তাহার দর্শনমাত্রে বিপদ্ সমূহ পলাইয়া থাকে। (৪৮) সে ব্যক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রের বক্তা, সর্ব্ব সম্পত্তির ভোক্তা, জাতি ধর্ম্মের কর্ত্তা এবং জ্ঞাতিগণের প্রভু হইয়া থাকে। (৪৯) তাহার মুখমণ্ডলে বাগ্‌দেবতার অধিষ্ঠান হয় ও কমলা তাহার গৃহে চিরস্থায়িনী হইয়া থাকেন; (অধিক কি কহিব,) লোকে তাহার নাম শ্রবণমাত্রে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে। (৫০) অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি তাহার দর্শনমাত্রে তৃণতুল্য হইয়া থাকে; আমি তোমার নিকটে আদ্যা কালিকার স্বরূপাখ্য শত নাম কীর্ত্তন করিলাম। (৫১) এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ইহা অষ্টোত্তর শত বার পাঠে পর্য্যাপ্ত হইবে; ইহা পুরক্রিয়াসমন্বিত হইলে সর্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। (৫২) যে ব্যক্তি আদ্যাকালী স্বরূপিণীর এই শত নাম স্তুতি স্বয়ং পাঠ করে এবং অন্যকে পাঠে নিযুক্ত করে, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে এবং অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৫৩।৫৪) সদাশিব কহিলেন,—আমি তোমার নিকটে পরমব্রহ্ম স্বরূপ প্রকৃতি স্তোত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আদ্যা কালিকার কবচের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৫৪) ত্রৈলোক্য বিজয়ী এই কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, আদ্যা কালী দেবতা হ্রীং বীজ, শ্রীং শক্তি, ক্রীং কীলক এবং কাম্য সিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ। (৫৬।৫৭) কবচ এই,— হ্রীংরূপিণী আদ্যাশক্তি আমার শিরোদেশ এবং শ্রীংরূপিণী কালী আমার বদন রক্ষা করুন, ক্রীং স্বরূপিণী পরাশক্তি আমার হৃদয় এবং পরাৎপরা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। (৫৮) জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয় এবং শঙ্করী আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন; মহামায়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বমঙ্গলা আমার রসনেন্দ্রিয় রক্ষা করুন,। (৫৯.) কৌমারী আমার দশনাবলী এবং কমলালয়া আমার কপোলদেশ রক্ষা করুন, ক্ষমা আমার ওষ্ঠাধর এবং চারুহাসিনী আমার চিবুক রক্ষা করুন। (৬০) কুলেশানী আমার গ্রীবাদেশ ও কৃপাময়ী ককুৎ রক্ষা করুন; বাহুদা আমার

স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী। পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা॥ ৬২
নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী। উরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী॥ ৬৩
জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদা। রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ॥ ৬৪
তৎ সর্ব্বং মে সদা রক্ষেদাদ্যা কালী সনাতনী। ইতি তে কথিতংদিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্॥ ৬৫
কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাদ্ভুতম্। পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু আদ্যাধিকৃতমানসঃ॥ ৬৬
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্যাদ্যা সুপ্রসীদতি। মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু কিঙ্করা ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ॥ ৬৭
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্। বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাপ্নুযাৎ॥ ৬৮
সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্ম্মণোঽস্য পুরস্ক্রিয়া। পুরশ্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং ভবেৎ॥ ৬৯
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমৈরক্তচন্দনৈঃ। ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি॥ ৭০
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কটৌ। তস্যাদ্যা কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি॥ ৭১
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী কবিঃ। অরোগী চিরজীবী স্যাদ্ বলবান্ ধারণক্ষমঃ॥ ৭২
সর্ব্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। বশে তস্য মহীপালা ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ॥ ৭৩
কলিকল্মষযুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥ ৭৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং বিভো॥ ৭৫

বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী আমার করদ্বয় রক্ষা করুন। (৬১) কপর্দ্দিনী আমার স্কন্ধদেশ এবং ত্রৈলোক্যতারিণী আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, অপর্ণা আমার পার্শ্বদেশ এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। (৬২) বিশালাক্ষী আমার নাভি এবং প্রভাবতী আমার প্রজাস্থান রক্ষা করুন, কল্যাণী আমার উরুদেশ এবং পার্ব্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন। (৬৩) জয়দুর্গা আমার প্রাণ এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, যে স্থান রক্ষাহীন এবং যাহা কবচবর্জ্জিত, আদ্যা সনাতনী কালিকা সেই সেই স্থান রক্ষা করুন। দেবি! তোমার নিকটে আমি ত্রৈলোক্য বিজয় নামক দিব্য কবচ কীর্ত্তন করিলাম। (৬৪ ৬৫) যে ব্যক্তি পূজার সময়ে দেবীর প্রতি স্থিরচিত্ত হইয়া আদ্যাকালিকার এই পরমাদ্ভুত কবচ পাঠ করে, তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং দেবী আদ্যাশক্তি ও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; (অধিক কি) তাঁহার আশু মন্ত্র সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র সিদ্ধি সমূহ তাঁহার নিকটে ভৃত্যবৎ অবস্থিতি করে। (৬৬।৬৭) (এই কবচের মহাত্ম্যে) অপুত্র ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনার্থী ধনবান্, বিদ্যার্থী বিদ্যাবান্ এবং কামী পূর্ণকাম হইয়া থাকে। (৬৮) যদি এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহা হইলে সহস্রবার পাঠ করিতে হইবে, ইহার পুরশ্চরণ ঘটিলে যথোক্তফল লাভ হইয়া থাকে। (৬৯) যে সাধক অগুরু, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণস্থ গুটিকাতে পূরিয়া শিখায়, দক্ষিণ বাহু, কণ্ঠ, বা কটীদেশে ধারণ করে, আদ্যা কালিকা বশ্য হইয়া তাহাকে বঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। (৭০।৭১) তাহার কোন স্থানে বিভীষিকা ঘটে না, সে সর্ব্বত্রবিজয়ী, কবি, অরোগী, চিরজীবী, বলী ও ধারণক্ষম হইয়া অবস্থিতি করে। (৭২) তাহার সকল বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিত্ব ঘটিয়া থাকে, (অন্য কথা কি,) রাজারাও তাহার বশ্য এবং ভোগমোক্ষ তাহার করতলস্থ হয়। (৭৩) এই কবচ কলিকল্মষযুক্ত জীবগণের পক্ষে মুক্তিবিধায়ক। (৭৪) দেবী কহিলেন, নাথ তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকটে স্তোত্র কবচ প্রকাশিত করিলে, এক্ষণে আমি পুরশ্চরণ বিধি শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। (৭৫) সদাশিব কহিলেন, ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ কার্য্যে যে বিধি আদ্যা কালিকা

যো বিধিব্রাহ্মমন্ত্রাণাং পুনশ্চরণকর্ম্মণি। স এবাদ্যা কালিকায়ামন্ত্রাণাং বিধিরিষ্যতে ॥ ৭৬
অশক্তে সাধকে দেবি জপপূজাহুতাদিষু। পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা পুরশ্চরণমেব চ ॥ ৭৭
যতো হি নিরনুষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানমুত্তমম্। সংক্ষেপপূজনং ভদ্রে তন্ত্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৮
আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ। করশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ ন্যাসঞ্চ করদেহয়োঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং চরেৎ সুধীঃ। ধ্যানং পূজাং জপঞ্চেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ। ৮০
পুরক্রিয়ায়াঃ মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ। তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥ ৮১
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীং প্রাপ্য কৌজে বা বা শনিবাসরে॥
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥ ৮২
মহানিশায়াময়ুতং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ ॥৮৩
কুজবাসরমারভ্য যাবন্মঙ্গলবাসরম্। প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥ ৮৪
বসুসংখ্যাজপেনৈব ভবেন্মন্ত্রপুরক্রিয়া ॥ ৮৫
শ্রীআদ্যাকালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ। সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালেবিশেষতঃ ॥ ৮৬
কালরূপাণি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি। প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতজ্জগদ্ধিতম্ ॥ ৮৭
নাত্র সিদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণন্। নিয়মানিয়মো নাপি জপন্নাদ্যাং প্রসাদয়েৎ॥ ৮৮
ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ। ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥৮৯
ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোহপি ন প্রিয়ে। আদ্যাকালীসাধকানাং সাধনং সুখসাধনম্ ॥ ৯০
চিত্তসংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং ফলদায়িনী ॥ ৯১

মন্ত্রের বিধি ও তাহাই। (৭৬) দেবি সাধক যদি জপ, মোহ ও পূজাদিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে পূজা ও পুরশ্চরণ করা তাহার কর্ত্তব্য। (৭৭) অনুষ্ঠান না করা অপেক্ষা স্বল্পানুষ্ঠানও উত্তম; ভদ্রে! অগ্রে সংক্ষেপ পূজার বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৭৮) প্রথমে মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া তৎপরে ঋষিন্যাস করিবে, পরে করশুদ্ধি সমাপনান্তে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। (৭৯) অনন্তর সুধী সাধক সর্ব্ব হার্ব্বাঙ্গব্যাপীন্যাসের পর প্রাণায়াম করিবে, তাহার পর ধ্যান, পরে পূজা পশ্চাৎ জপ; সংক্ষেপে পূজার বিধি এই প্রকার। (৮০) মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে, যে মন্ত্রে যত জপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার চতুর্গুণ জপ করিলে সংক্ষেপ পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। (৮১) অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ হইয়া থাকে, শনি বা মঙ্গলবারে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী যোগে রাত্রিকালে পঞ্চতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর আর্চ্চনা করিবে। (৮২) সেই মহানিশায় এক মনে অযুত মন্ত্রজপ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা করিয়া পুরশ্চরণ শেষ করিবে। (৮৩) অপর পুরশ্চরণ এই প্রকার;) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অপর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। (৮৪) এইরূপে অষ্টাহে অষ্ট সহস্র জপ সমাধা হইলে, মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। (৮৫) শ্রী আদ্যা কালিকা মন্ত্র এবং সিদ্ধি মন্ত্র সর্ব্বকালে সুসিদ্ধিদ; বিশেষতঃ ইহা কলিকালে আশু ফল দান করিয়া থাকে। (৮৬) পার্ব্বতি! প্রবল কলির অধিকারে বিবিধ কালী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতে থাকিবে সত্য, কিন্তু সর্ব্ব মূর্ত্তিতে তিনি প্রসারিত থাকিবেন, এই কালী মূর্ত্তি কলি জীবের কল্যাণকারিণী। (৮৭) এই কালিকা মন্ত্রে সিদ্ধ ও অসিদ্ধের অপেক্ষা বা শত্রু মিত্রের আশঙ্কা নাই,—অর্থাৎ ইহাদের দোষে দূষিত হয় না; ইহার নিয়ম ও অনিয়মের চিন্তা নাই, আদ্যা শক্তিকে জপ করিলেই প্রসন্ন হন। (৮৮) এই মন্ত্রজপে আদ্যাশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘটে, ব্রহ্মজ্ঞানিলোকে যে জীবন্মুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। (৮৯) প্রিয়ে! আদ্যা কালীর সাধন অতিশয় সুখকর, ইহাতে পরিশ্রম বা কায় ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। (৯০) এই মন্ত্রে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই জীব সিদ্ধ হইতে পারে।৯১

যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমুৎসহতে ব্রতী। তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৯২
যথাবদ্বিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি কারণম্। অদো মন্ত্রং গুরোর্ব্বক্ত্রাদ্ গৃহ্নীয়াদ্ ব্রহ্মমন্ত্রবৎ॥ ৯২
প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুরক্রিয়াম্। চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃতং ন বিদ্যতে॥ ৯৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো। লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৯৫

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয়॥ ৯৬
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্ তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ ৯৭
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ। কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ৯৮
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ। ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ ৯৯
কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা। তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥ ১০০
সদ্গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্। কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্॥ ১০১
যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ। ইহ ভুক্ত্বাখিলান্‌ভোগানব্রজন্ত্যন্তে নিরাময়ম্॥ ১০২
মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ। আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্॥ ১০৩
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্। বিবাদরোগজননন্ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদাপ্রিয়ে॥ ১০৪
গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানামুদ্ভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্॥ ১০৫

যতকাল মনের মালিন্য দূর না হয়, ততকাল কুলভক্তি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (৯২) যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির কারণ, ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্র প্রথমে গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। (৯৩) অনন্তর প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠান করত পুরশ্চরণ করিবে, চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে কিছুই কৃত্যাকৃত্য থাকে না। (৯৪) পার্ব্বতী কহিলেন,—হে পরমেশ! কুল কি কুলাচার কাহার নাম এবং পঞ্চ তত্ত্বের লক্ষণ কি, আমি তোমার নিকট হইতে তাহার যাথার্থ্য, শুনিতে ইচ্ছা করি। (৯৫) সদাশিব কহিলেন—কুলেশ্বরি! তুমি সাধক জনের হিতৈষিণী তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ; আমি তোমার প্রীতি সাধনের জন্য যথাবদ্‌বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (৯৬) জীব প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই নয়টী কুল বলিয়া কীর্ত্তিত। (৯৭) এই নয়টী কুলে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক কল্পনাশূন্য অনুষ্ঠানই কুলাচার বলিয়া অভিহিত। (৯৮) যাহাদের তপস্যা, দান, ও দৃঢ় ব্রতানুষ্ঠানে এবং জন্মান্তরীণ সুকৃতি সঞ্চয়ে নিষ্পাপভাব দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল সাধকদিগের কুলাচারে মন হইয়া থাকে। (৯৯) যদি বুদ্ধি কুলাচারের অনুগামিনী হয়, তাহা হইলে তাহার নির্ম্মলভাব ঘটে, সুতরাং সে সময়ে অনায়াসে সেই বুদ্ধি আদ্যা দেবীর চরণ কমলে প্রধাবিত হয়। (১০০) যে সকল ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সেবাদ্বারা পরাৎপরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করত কুলাচারে রত ও পঞ্চতত্ত্বে স্থিরচিত্ত হইয়া কুলেশ্বরী কালিকার পূজা করে, তাহারা কুলজ্ঞ ও সাধক শ্রেষ্ঠ; তাহারাই গৃহসংসারে নিহিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া চরমে নিরাময় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। (১০১।১০২) আদ্য তত্ত্বের লক্ষণ এই —ইহা মহৌষধি স্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিলদুঃখভোগবিস্মৃত হয় এবং ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। (১০৩) যদি আদ্যতত্ত্বসংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে, হে প্রিয়ে! কৌলগণের পক্ষে অসংস্কৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। (১০৪) দ্বিতীয় তত্ত্ব;—গ্রাম্য ছাগাদি, বায়ব্য,—তিত্তিরী প্রভৃতি পক্ষী, বন্য,—মৃগাদি; দ্বিতীয় তত্ত্ব

জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্। প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫
মূলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ। আয়ুর্ম্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৬
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্। অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৭
আদ্যতত্ত্বং বৃদ্ধিতেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে। অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১০৮
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥ ১০৯
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলতত্ত্বানি পঞ্চ চ। আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসম্বাদে স্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্বলক্ষণকথনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ ॥

অষ্টমোল্লাসঃ ।

শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভবমোচনী। হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং বহুবিধং ধর্ম্মমিহামুত্রসুখপ্রদম্। ধর্ম্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ২
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি বর্ণাশ্রমান্ বিভো। তত্র যে বিহিতাচারাঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণাঃ আশ্রমা অপি সুব্রতে। আচারশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি। তেষামাচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামি তে ॥ ৬

ইহাদের দেহোৎপন্ন, পুষ্টিকর, বুদ্ধি, তেজ ও বলবিধায়ক। (১০৫) কল্যাণি! তৃতীয় তত্ত্ব,—প্রজাবৃদ্ধিকর, জীবের জীবন স্বরূপ, ভূমিজাত এবং সুখপ্রদ। (১০৬) চতুর্থ তত্ত্ব;—ত্রিজগতের আয়ুর মূল কারণ। (১০৭) দেবি! শেষ তত্ত্ব;—মহান্ আনন্দজনক, প্রাণিসৃষ্টিকারক, আদ্যন্ত রহিত জগতের মূল। (১০৮) প্রিয়ে! তেজ আদ্য তত্ত্ব, দ্বিতীয় পবন, তৃতীয় জল, চতুর্থ পৃথিবী। হে বরাননে! পঞ্চতত্ত্বকে জগতের আধার বলিয়া জানিও। (১০৯) কুলেশ্বরি! যে লোক এই প্রকারে তত্ত্ব, কুল ও কুলাচার পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মে রত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। (১১০)

অনন্তর ভবমোচনকারিণী ভবানী ভবের মুখে বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের উদ্দেশে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। (১) দেবী কহিলেন;—হে প্রভো! আমি তোমার নিকট হইতে ইহ ও পরলোকে সুখদায়ক বহুবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম, এ সকলই ধর্ম্মার্থ দায়ক, বিঘ্নহর ও নির্ব্বাণের কারণ। (২) এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শ্রবণের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আচার বিহিত আছে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়া দাও। (৩) সদাশিব কহিলেন,—হে সুব্রতে! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদি পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সাধারণ এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৫) হে মহেশ্বরি! এই সমুদায় বর্ণাশ্রমদিগের দুই প্রকার আশ্রম আছে, আমি সেই সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের আচারাদির

পুরৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্। তপঃ স্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ॥ ৭
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে। গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥
গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে। নান্যমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্॥ ৯
ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্। কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ১০
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্। তদেব কথিতং ভদ্রে সংন্যাসগ্রহণং কলৌ॥ ১১
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ। উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা॥ ১২
সর্ব্বেষামেব সংস্কারাঃ কর্ম্মাণি শৈববর্ত্মনা। বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্॥ ১৩
জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ। গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি॥ ১৪
তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা। তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥ ১৫
বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে। প্রৌঢ়কে ধর্ম্ম্যাণি কার্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ১৬
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্। শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥ ১৭
মাতৄঃ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি। যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ১৮
মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ। অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে॥ ১৯
ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াম্। শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদেব ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে॥ ২০

শ্রীদেব্যুবাচ।

কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো। বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ॥ ২১

বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৬) দেবি! কলির জীবগণের অবস্থার বিষয় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহারা তপস্যা এবং বেদজ্ঞানবিহীন, বিশেষতঃ তাহারা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ক্লেশকর কার্য্যে অসমর্থ ও অল্পায়ুঃ হইবে, সুতরাং তাহাদের দৈহিক শ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? (৭) প্রিয়ে কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য, বা বানপ্রস্থের ব্যবহার প্রচলন নাই, এই যুগে কেবল গার্হস্থ ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের ব্যবহার অবধারিত আছে। (৮) হে শিবে! কলিযুগে আগমোক্ত ক্রিয়াই গৃহস্থের পক্ষে করণীয়; কারণ অন্য পথে প্রস্থিত হইলে গৃহীগণের ক্রিয়াসিদ্ধ ঘটে না। (৯) হে দেবি! কলিকালে ভৈক্ষুকাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণের ব্যবস্থা নাই, কারণ উহা বৈদিক সংস্কারের অনুগত। (১০) হে ভদ্রে! কলিযুগে শৈবসংস্কারে বিধিমতে অবধূতাশ্রমগ্রহণের নামই সন্ন্যাস। (১১) কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয় আশ্রমে অধিকারী হইয়া থাকে। (১২) যদিও সকল বর্ণের শৈব মতানুসারে সংস্কারাদির অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সকল বর্ণের কর্ম্মচিহ্ন পৃথকৃভাবে সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য। (১৩) মনুষ্য জন্মমাত্রে গৃহী, পরে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আশ্রমী হইয়া থাকে, মহেশ্বরি এই কলিতে প্রথমে যথাবিধি গৃহী হওয়া লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (১৪) যখন তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইয়া বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে, সেই সময় সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম করিবে। (১৫) বাল্যকালে বিদ্যা লাভ, যৌবনে ধন ও দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শেষ বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম করা কর্ত্তব্য। (১৬) বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা, ভার্য্যাও শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া অবধূতপথে প্রস্থিত হইতে নাই। (১৭) যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, স্ত্রী, শিশু সন্তান, স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করে, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইয়া থাকে। (১৮) যে ব্যক্তি পিতামাতার সন্তোষ সাধন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। (১৯) ব্রাহ্মণ ও অপরাপর বর্ণ শৈবমতে আপনাদের বর্ণাশ্রম বিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই কলিযুগের ধর্ম্ম। (২০) দেবী

শ্রীসদাশিব উচাব।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাম্। তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ। দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি। তব প্রীতি র্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্। যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ। তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৮
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ। পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥২৯
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্। পিত্রোরগ্রে ন কুর্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৩০
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ। বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্। স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩২
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্। হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ৩৩
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ। ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥৩৪
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্। পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
জনন্যা বর্দ্ধিতোদেহো জনকেন প্রযোজিতঃ। স্বজনৈঃশিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥৩৬

কহিলেন,—বিভো! গৃহস্থ এবং ভিক্ষুকের ধর্ম্ম কি এবং ব্রাহ্মণ ও তদিতর বর্ণের সংস্কারই বা কি, তাহা আমার নিকটে বল। (২১) সদাশিব কহিলেন,—হে কৌলিনি! গার্হস্থ্যধর্ম্ম মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম, অতএব, আমি তৎসম্বন্ধে যথার্থও বলিতেছি; শ্রবণ কর। (২২) গৃহীর ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য, গৃহী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে। (২৩) গৃহস্থ লোকে মিথ্যা কথা, বা শঠতার বশীভূত হইবে না, দেবতা ও অতিথি পূজায় সতত নিযুক্ত থাকিবে। (২৪) মাতা পিতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাতুল্য, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। (২৫) যাহার প্রতি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, হে পার্ব্বতি! তুমিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক; দেবি! (অন্য কথা কি,) তোমার প্রীতি ঘটিলে পরব্রহ্মও প্রীত হইয়া থাকেন। (২৬) হে আদ্যে! তুমি জগতের পিতা, যে সকল গৃহস্থ লোকে মাতাপিতারস্বরূপ তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করে, তাহাদের তপস্যার প্রয়োজন কি? (২৭) উপযুক্ত সময় ঘটিলে মাতাপিতাকে আসন, শয়ন, বসন, পান, ও ভোজন প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। (২৮) তাঁহাদের প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং প্রিয় ব্যবহার করিতে হয়, যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুকারী সেই পুত্র সৎ এবং কুলপাবন। (২৯) যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, মাতাপিতার সমক্ষে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, তর্জ্জন ও কটূক্তি করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। (৩০) মাতাপিতাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতে হয়, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আসনে বসিতে নাই, (অধিক কি,) সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের শাসনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। (৩১) যে পুত্র বিদ্যামদে বিমোহিত হইয়া, মাতা পিতাকে অবহেলা করে, সে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। (৩২) যদি নিজের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তাহা হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা অতিথি ও সহোদরদিগকে না দিয়া আপনি আহার করিবেন না। (৩২) যে উদরপরায়ণ ব্যক্তি মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু, বন্ধু, বান্ধব ও স্বজনদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনি ভোজন করে, তাহার কেবল ইহলোকে নিন্দা প্রচার হয় না, পরকালেও তাহার নরকনিবাস হইয়া থাকে। (৩৪) পরিবার প্রতিপালন, সন্তানগণের শিক্ষাদান এবং স্বজনগণের ভরণপোষণই গৃহীর সনাতন ধর্ম্ম। (৩৫) এই শরীর জননীর স্নেহে

এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি । প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ । ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥ ৩৮
ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা । ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৩৯
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ । দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ ॥ ৪০
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া । অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥ ৪১
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ । সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ ॥ ৪২
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে । ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪৩
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা । সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা । ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু । ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ । দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪৭
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বস্ভ্রাতৃসুতানপি । জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী ॥ ৪৮
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ । অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি । পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০
নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ । আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তাং সমাচরেৎ ॥ ৫১

বর্দ্ধিত জনকের কৃপায় উৎপাদিত, স্বজনের প্রেমে শিক্ষিত; যে ব্যক্তি ঘোর নরাধম, সেইই ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করে। (৩৬) হে মহেশ্বরি! ইহাঁদের জন্য শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও যথাশক্তি ইহাদের তুষ্টিসাধন করাই (গৃহীর) সনাতন ধর্ম্ম (৩৭) যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ ও পরমার্থবিৎ, সেই ব্যক্তি এই সংসারে ধন্য ও কৃতী। (৩৮) ভার্য্যাকে তাড়না করা দূরে থাকুক, মাতৃবৎ পালন করা কর্ত্তব্য, ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না। (৩৯) আপনার গৃহলক্ষ্মী বর্ত্তমানে অন্য রমণীকে স্পর্শ করিতে নাই; দূষিত অন্তঃকরণে পরনারী স্পর্শকল্পনাতেও নরক নিবাস ঘটিয়া থাকে। (৪০) পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন ও বাস করা প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে, স্ত্রীর প্রতি অনুচিত বাক্য প্রয়োগ বা শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে নাই। (৪১) অর্থ, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃত বাক্য স্ত্রীর মনতুষ্টি করা কর্ত্তব্য, কখনও স্ত্রীলোককে অপ্রিয় কথা বলিবে না (৪২) পুত্র অথবা আত্মীয় সঙ্গ ব্যতিরেকে উৎসবে, লোকযাত্রা, তীর্থ স্থলে, বা পরগৃহে পত্নীকে একাকিনী প্রেরণ করা বুদ্ধিমান্ পতির কর্ত্তব্য নহে। (৪৩) মহেশ্বরি যে পতির প্রতি পতিব্রতা পত্নী তুষ্ট থাকে, তাহার সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং সে ব্যক্তি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে। (৪৪) চতুর্ব্বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু সন্তানের লালনপালন করা পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনন্তর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যা ও গুণ শিক্ষাদান করিতে হয়। (৪৫) যখন পুত্রের বয়স বিংশতিবর্ষ দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে, অনন্তর আত্মতুল্যজ্ঞানে পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। (৪৭) পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্নপূর্ব্বক লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, পরে (যোগ্যকালে) ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হয়। (৪৭) এইরূপে যথাক্রমে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি মিত্রও ভৃত্যদিগকে পালন করা গৃহীর কর্ত্তব্য। (৪৮) অনন্তর স্বধর্ম্মানুরক্ত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত, অতিথি ও উদাসীনগণের প্রতিপালন করাই গৃহীর পক্ষে বিধেয়। (৪৯) হে দেবি! বিভবসম্পন্ন হইয়াও যে গৃহী এরূপ কর্ম্ম না করে, সে লোকে নিন্দিত, পাপী ও পশু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। (৫০) অতিরিক্তভাবে নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন কেশবিন্যাস ও অশন বসনে অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। (৫১) পরিমিত আহার, পরিমিত নিদ্রা, পরিমিত

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ। স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ। জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্। সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪
ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্। প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫
স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। কৃত্যং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে। গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৫৭
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ। ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ। তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ। মিতবাঙ্ মিতহাসং স্যান্মান্যোঽগ্রে তু বিশেষতঃ ॥৬০
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ। অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৬১
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ। আত্মোৎকর্ষস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥৬২
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতা যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ। গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥৬৪
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা। কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু। দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬

কথন ও পরিমিত মৈথুন করা গৃহস্থের পক্ষে উচিত। সর্ব্বদা নির্ম্মল, পবিত্র, কার্য্যপটু ও নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। (৫২) শত্রুর প্রতি শূর, বন্ধু ও গুরুর নিকটে বিনীত হইতে হয়, ঘৃণিত ব্যক্তিকে ঘৃণা এবং মানী ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে নাই। (৫৩) সহবাস ও তর্কপ্রসঙ্গে লোকের স্বভাব ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও সৌহৃদ্যের পরিচয় পাইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। (৫৪) শত্রু ব্যক্তি সামান্য হইলেও তাহাকে ভয়, সময়ে আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, কিন্তু ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে নাই। (৫৫) অন্যের উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করা, স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় দেওয়া, বা কাহারও নিকটে অন্যের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে (৫৬) জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যশস্বী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে এবং গুরু বা লঘুর সহিত বিবাদ করাও সঙ্গত নহে। (৫৭) যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে; ব্যসন, কুসঙ্গ মিথ্যাকথন, প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। (৫৮) কার্য্যচেষ্টা অবস্থার অনুগামিনী এবং ক্রিয়া সময়ের অধীন, অতএব অবস্থা ও সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য (৫৯) যোগ ও ক্ষেমে অনুরক্ত হওয়া, ধার্ম্মিক, কর্ম্মঠের ন্যায় কার্য্য করা বন্ধুগণের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা, মাননীয় লোকের সাক্ষাতে মিতভাষী ও মিতহাস্য হওয়া গৃহীর কর্ত্তব্য। (৬০) গৃহস্থ ব্যক্তির জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা, সুচিন্ত, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত, দীর্ঘদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্বন্ধ সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনও কর্ম্ম করা উচিত নহে। (৬১) ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে, আত্মশ্লাঘা ও পুরকুৎসা করা কর্ত্তব্য নহে। (৬২) যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপণ, বিশ্রামভবননির্ম্মাণ ও সেতুরচনা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া থাকে। (৬৩) যাহার প্রতি মাতাপিতা সন্তুষ্ট থাকেন, সুহৃদ্গণ যাহার প্রতি অনুরক্ত, লোকে যাহার যশোগান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া করিয়া থাকে। (৬৪) সত্যই যাহার ব্রত, যে ব্যক্তি দীনজনে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কাম, ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকজয় করিয়া থাকে। (৬৫) যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরবস্তুতে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ মাৎসর্য্যবিহীন, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। (৬৬) যে রণভূমি হইতে পলায়ন করে না, যে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় না, যে ধর্ম্ম

ন বিভেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৭
অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ। মচ্ছাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৮
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা। ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৯
শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥ ৭০
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্। দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে॥ ৭১
গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চ ক্ষুল্লকাঃ। সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে॥ ৭২
ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃদ্যো তু মলবর্জ্জিতা। বসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে॥ ৭৩
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে। মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ॥ ৭৪
নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ। ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৭৫
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ। উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে। জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী॥৭৭
অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্। অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনস্তথা॥ ৭৮
অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা। জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি॥ ৭৯
শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্। আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥ ৮০
প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্। সায়ং সূর্য্যাস্তসময়স্ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ॥ ৮১

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া। ত্বয়ৈব কথিতা নাম সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ॥ ৮২

যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিয়া থাকে। (৬৭) যাহার আত্মা অসন্দিগ্ধ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু এবং শিবাচারপরায়ণ, যে ব্যক্তি আমার শাসনের অনুগত, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। (৬৮) যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকযাত্রার উদ্দেশে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি থাকিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। (৬৯) হে দেবি! বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ, ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করার নাম আন্তরিক শৌচ। (৭০) জল, ভস্ম ও মলাপকর্ষণে যে দেহশুদ্ধি ঘটে, তাহার নাম বহিঃশৌচ। (৭১) হে প্রিয়ে! গঙ্গা, নদী, হ্রদ, বাপী, কূপ, স্বর্গ নদী এবং সরোবর, এই সকলে স্নান করিলে শরীর পবিত্র হইয়া থাকে। (৭২) হে সুব্রতে! ভস্ম দ্বারা যাজ্ঞিক স্নানই বাক্যশৌচ বিষয়ে প্রশস্ত, নির্ম্মল মৃত্তিকাতেও ঐরূপ স্নান হইতে পারে; বস্ত্র, অজিন ও তৃণাদি মৃত্তিকার ন্যায় পবিত্র হইয়া থাকে। (৭৩) হে শিবে অধিক কি বলিব, যাহাতে মনঃপূত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের পক্ষে কর্ত্তব্য। (৭৪) নিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রত্যাগ, ভোজনান্ত ও মল ত্যাগকালে বহিঃশৌচ করা বিধেয়। (৭৫) যথাক্রমে ত্রৈকালিকী বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য এবং উপাসনাভেদে যথাবিধানে পূজাকরা উচিত। (৭৬) প্রিয়ে! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাহাদের গায়ত্রী জপ কালে জ্ঞান হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি এই বোধ হইলে বৈদিক সন্ধ্যা করা হয়। (৭৭) অন্যের সন্ধ্যোপাসনা কালে সূর্য্যার্ঘ দান ও গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। (৭৮) হে দেবি! আহ্নিক কার্য্য অষ্টোত্তর সহস্র, অষ্টোত্তর শতমাত্র, অথবা দশবার জপ করিতে হয়। (৭৯) শূদ্র ও সামান্য জাতিদিগের কেবল আগমোক্ত বিধিতে অধিকার আছে; যদি আগমবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সমুদায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৮০) ত্রিকালীন সন্ধ্যার সময় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল তদনন্তর মধ্যাহ্নকাল ও অস্তগমন কাল সায়ংকাল। (৮১) দেবী কহিলেন,—নাথ! প্রবল কলির অধিকারে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের একমাত্র তন্ত্রানুষ্ঠান বিহিত বলিয়া তুমি বর্ণনা করিয়াছ। (৮২) হে দেব!

তদিনানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি। নিযোজয়সি তৎসর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া। লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥৮৪
ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতী বৈদিকী। তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥ ৮৫
ততোঽত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ। গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥৮৬
তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭
দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি। সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্ ॥ ৮৮
অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৮৯
কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যেয়ং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে। ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মচোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভির্মনাতুরৈঃ ॥৯০
আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্। গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥ ৯১
সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা। গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ ॥ ৯২
পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাংনিলয়ো ভবেৎ ॥ ৯৩
কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে। উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে॥ ৯৪
কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ। তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ ॥৯৫
মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমম্বিকে। চতুর্দ্দশ্যাষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ ॥ ৯৬
নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ। বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭

এক্ষণে কি জন্য কেবল ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, অতএব, এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। (৮৩) সদাশিব কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কলিকালে সকল লোকের পক্ষে তান্ত্রিক ক্রিয়াই প্রশস্ত এবং উহা সকল কার্য্যে সিদ্ধিদায়ক ও ভোগমোক্ষবিধায়ক। (৮৪) পূর্ব্বকথিত ব্রহ্ম সাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেইরূপ তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে, ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত। (৮৫) হে দেবি! আমি এই জন্য এস্থলে বলিয়াছি যে, প্রবল কলির অধিকারে কেবল একমাত্র দ্বিজগণেরই গায়ত্রীতে অধিকার, এরূপ অধিকার অন্য বৈদিক মন্ত্রে নাই। (৮৬) কলিকালে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর অগ্রে ওঁ ক্ষত্রিয়গণের শ্রীং, বৈশ্যগণের ঐঁ সন্নিবেশ করিতে হয়। (৮৭) হে পরমেশ্বরি! দ্বিজগণকে শূদ্র হইতে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আহ্নিকের পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। (৮৮) যদি বৈদিক সন্ধ্যা সমাহিত না হয়, তবে একমাত্র শিবোক্তপথানুসারে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে; ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (৮৯) হে দেববন্দিতে! মুক্তিই যাঁহাদের কামনা, সন্ধ্যার কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম এই মন্ত্রোচ্চারণে বৈদিকী ও তান্ত্রিক-সন্ধ্যোপাসনা করিবেন, তবে আতুরের পক্ষে কোনও নিয়ম নাই। (৯০) আসন, বসন, পাত্র শয্যা, যান, নিকেতন ও গৃহসামগ্রী, এ গুলি যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত। (৯১) গৃহস্থ ব্যক্তির আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়ন, বা গৃহকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কোনও সময় নিরুদ্যম হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। (৯২) পুণ্যতীর্থ, পুণ্যতিথি ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে মঙ্গল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৯৩) কলিযুগের মনুষ্যগণ অন্নগতপ্রাণ, এ সময়ে উপবাস প্রশস্ত নহে, একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৯৩) হে মহেশ্বরি! কলিকালে একমাত্র দানই সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে, সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্রই সেই দানের উপযুক্ত পাত্র। (৯৫) হে অম্বিকে! মাসের প্রথমদিন, বৎসরের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ দিন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও শুক্লা একাদশী, অমাবস্যা, আপনার জন্মদিন, পিতৃমরণদিন, বৈধ উৎসবদিন এই গুলি পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৯৬।৯৭) গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুর ভবন,

গঙ্গানদীমহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ। প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৯৮
ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্। নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥ ৯৯
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥১০০
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥১০১
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যয়া। তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥ ১০২
নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ। নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥ ১০৩
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ। যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥ ১০৪
নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ। নচাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥ ১০৫
তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃসম্প্রাপ্তযৌবনে। বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ॥১০৬
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥ ১০৭
নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশূংস্তথা। বহূপকাকান্ গাংশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্॥ ১০৮
ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ। ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে॥ ১০৯
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্। অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্ত্যৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ॥ ১১০
রাজন্যানাঞ্চ সদ্বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্। অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ॥ ১১১
বাণিজ্যাসক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্। শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তির্বিধীয়তে॥ ১১২

প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র এই গুলিই পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (৯৮) অধ্যয়ন, মাতা পিতার সেবা, পরিবার রক্ষা; এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তীর্থ গমন করে, সেই ব্যক্তির তীর্থ নরক তুল্য হইয়া থাকে। (৯৯) নারীদিগের পক্ষে তীর্থসেবা ও উপবাসাদি ক্রিয়া বা ব্রতাদি নিয়ম কিছুই নাই। (১০০) স্বামীই স্ত্রীলোকের তীর্থ, তপস্যা, দান ও ব্রত; স্বামীই স্ত্রীর এক মাত্র গুরু, অতএব সম্যক্ প্রকারে স্বামিসেবা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (১০১) বাক্য দ্বারা পরিচর্য্যা ও স্বামির প্রিয় কার্য্য করা এবং সতত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া স্বামীর ও তাঁহার বান্ধবগণের তুষ্টি সাধন করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। (১০২) ক্রূরদৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বা স্বামীকে দুর্ব্বাক্য বলা, অথবা মনে মনে অপ্রিয় কামনা করা পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম নহে। (১০৩) যে স্ত্রী বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বদা প্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বামীর অনুরাগিণী হয়, সেই স্ত্রী ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। (১০৪) অন্য পুরুষের মুখদর্শন, অন্যের সহিত সম্ভাষণ ও অন্যকে নিজ শরীর প্রদর্শন না করিয়া ভর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়া স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। (১০৫) স্ত্রীজাতির বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুর অধীনে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য, ইহাদের কোনও কালে স্বাধীন থাকিবার নিয়ম নাই। (১০৬) যে স্ত্রী পতির মর্য্যাদা অবগত নহে যে পতি সেবার উপযুক্ত নহে, যে নারী ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞ, এতাদৃশী নারীর বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য নহে। (১০৭) নরমাংস, নরাকার জন্তুর মাংস ও বহূপকারক গোজাতির মাংস ও মাংসভোজীদিগের নীরস মাংস ভোজন করিতে নাই। (১০৮) হে শিবে! স্বেচ্ছানুসারে ভূমি, গ্রাম, ও বনজাত বিবিধ ফলমূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। (১০৯) যাজন ও অধ্যাপন এই দুটী কার্য্য ব্রাহ্মণের ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, যদি এই বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ না ঘটে, তাহা হইলে ক্ষত্র ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। (১১০) যুদ্ধ বিদ্যা ও প্রজা-পালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বৃত্তি, যদি এই বৃত্তিতে জীবনোপায় না ঘটে তাহা হইলে বণিগ্বৃত্তি অভাবে শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবে। (১১১) যে সকল বৈশ্য বাণিজ্য কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহারা নির্দ্দোষ শূদ্র বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, হে পরমেশ্বরি! শূদ্রের সেবা বৃত্তি তাহাদের পক্ষে অপ্রশস্ত নহে। (১১১) হে দেবেশি! সামান্য মানবগণের দেহযাত্রা

সামান্যানাস্তু বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু। অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩
অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ১১৪
অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সম্মার্গবর্ত্তিনঃ। সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ ॥ ১১৫
মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্। নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১:৬
যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা। মৃত্যুর্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে ॥ ১১৭
অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্লীয়াৎ সম্মিতং করং। রক্ষয়ঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ॥ ১.৮
ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মণান্যানি যানি চ। মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ২১৯
ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ডপুরস্ক্রিয়াঃ। করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাদ্‌যথাবলম্ ॥ ১২০
উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ। উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১
ত্যান্নীচসঙ্গাদ্রতশ্চ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ। ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥ ১২২
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ। স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্ ॥ ১২৩
ন হন্যান্মূর্চ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্ পরাঙ্মুখান্। বলাদানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥১২৪
জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ। বিতরেত্তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ ১২৫
শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৄণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্। বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥১২৬
নৈকস্মিন্‌বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিয়োজয়েৎ। সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ॥৫২৭
বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি। বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ॥ ১২৮

নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণের অধিকার আছে। (১১৩) ব্রাহ্মণ জাতির দ্বেষহীন, মমতাহীন, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় নির্মৎসর, ও নিষ্কপট, হইয়া নিজ-বৃত্তির অনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য ॥ (১১৪) তাঁহারা সর্ব্বলোকহিতৈষী ও অপক্ষপাতী হইয়া সৎ পথাশ্রয়ী শিষ্যগণকে পুত্রের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিবেন। (১১৫) মিথ্যালাপ, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয়ভাষণ, নীচসংসর্গ ও দম্ভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (১:৬) হে বরাননে! সন্ধি স্থিরীকৃত হইলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে, সসম্মানে সন্ধি স্থির করা কর্ত্তব্য, যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু উভয়ই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। (১১৭) প্রজার অর্থে নির্লোভ হওয়া, সময়ে পরিমিত কর গ্রহণ করা, প্রতিশ্রুত পালন করা ও পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। (১১৮) কি যুদ্ধ, কি সন্ধি, কি অন্যান্য কার্য্য সকল বিষয়েই মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করা রাজার কর্ত্তব্য। (১১৯) ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ, ন্যায় মতে দণ্ড ও পুরস্কার এবং বল বুঝিয়া সন্ধিতে সম্মত হওয়াই রাজ ধর্ম্ম। (১২০) তাঁহারা উপায় দ্বারা কার্য্য সাধন এবং উপায়ে শত্রু গণের সহিত সন্ধিবিগ্রহ করিবেন। জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল এ সমস্তই উপায় সাধ্য। (২২১) নীচের সঙ্গ হইতে বিরত, সতত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের প্রিয়, বিপদ সময়ে ধীর সুশীল ও মিতব্যয়ী হওয়া ক্ষত্রিয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (১২২) দুর্গসংস্কারে দক্ষ, শাস্ত্র শিক্ষায় নিপুণ স্বপক্ষীয় সৈন্যের মনোগত ভাববিৎ ও যুদ্ধ কৌশলপারদর্শী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। (১২৩) হে দেবি! যাহারা যুদ্ধে মূর্চ্ছিত, পলায়িত, অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগী, যাহারা বলপূর্ব্বক আনীত হইয়াছে তাহাদিগকে এবং শত্রু পক্ষীয় স্ত্রীপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে নাই। (১১৪) যে সকল বস্তু জয় বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত্তাবৎ যথাযোগ্য বিভাগ মতে সৈন্যগণকে বিতরণ করিতে হইবে। (১২৫ যোদ্ধৃগণের শৌর্য্য ও ও চরিত্র পৃথক পৃথক অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য যিনি আপনার হিতকামনায় রত, এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের নায়ক করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। (১১৬) রাজা এক ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক জনকে বিচার কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন না, নীচ লোকের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক ও তাহার প্রতি সমভাব প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে (১২৭)

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ। এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ॥ ১২৯
ক্রোধাদ্দম্ভাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা। সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা॥ ১৩০
সৈন্যসেনাধিপামাত্যবনিতাপত্যসেবকাঃ। পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি॥ ১৩১
উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্। জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ॥ ১৩২
বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্। যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি॥ ১৩৩
অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবী বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু। প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩৪
নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যামুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে। পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥ ১৩৫
মত্তবিক্ষিপ্তবালানামরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে। রোগবিভ্রান্তবুদ্ধিনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ॥ ১৩৬
ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ। বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানমান্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ। বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানান্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥ ১৩৭
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণদোষপ্রকাশনাৎ। বর্ষাতীতেঽপি তৎ ক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৩৮
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ। অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ং ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ॥ ১৩৯
যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে। যুক্তশ্চতুর্থো ধাতূনামষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪০
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু। যদ্‌যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈস্তত্তৎকার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্॥ ১৪১
দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ॥ ১৪২

রাজা শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মিতভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়াও জিজ্ঞাসু, বহু সম্মানস্পদ হইয়াও দম্ভ বর্জ্জিত হইবেন, দণ্ডদান ও প্রসন্নতার সময় ধীর ভাবে অবস্থিতি করিবেন। (১২৮) রাজা নিজে অথবা চরমুখে প্রজাগণের মনের ভাব অবগত হইবেন এবং এইরূপে স্বজন ও ভৃত্যগণের ভাব ও দর্শন করিবেন। (১২৯) তত্ত্বদর্শী নৃপতির পক্ষে ক্রোধ, দম্ভ, বা অনবধানতা নিবন্ধন কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন বা শাসন করা কর্ত্তব্য নহে। (১৩০) সৈন্য সেনাধিপ ও অমাত্যগণের স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যদিগকে প্রতিপালন করা রাজার কর্ত্তব্য, যদি ইহারা দোষের কার্য্য করে তাহা হইলে রাজার দণ্ড দিবার নিয়ম আছে। (১৩১) উন্মত্ত, অসমর্থ বালক, মৃত, বান্ধব, পীড়িত ও বৃদ্ধ জনকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা রাজার কর্ত্তব্য। (১৩২) যেরূপ উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ পাইতে পারে, সেই কৃষিবাণিজ্যই বৈশ্যগণের সনাতন ব্যবসায়। (১৩৩) হে দেবি! এই কারণে কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা। ও শঠতা সর্ব্বপ্রকারে, পরিত্যাগ করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। (১৩৪) হে শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যখন পরস্পরের অঙ্গীকার ঘটিবে, তখনই ক্রয় বিক্রয়সিদ্ধ। (১৩৫) হে প্রিয়ে! মত্ত বিক্ষিপ্ত, বালক, শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ ও রোগে উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ। (১৩৬) গুণ শ্রবণ মাত্রে অদৃষ্ট বস্তুর ক্রয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু গুণের বিপর্য্যয় ঘটিলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইয়া থাকে, হস্তী, অশ্ব, ও উষ্ট্রের গুণ শ্রবণে ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। (১৩৭) যদি হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রে, গুপ্ত দোষ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও ক্রয় বিক্রয় অন্যথা হইতে পারে। (১৩৮) হে কুলেশ্বরি! মনুষ্যের শরীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আস্পদ, অতএব আমার শাসন নিবন্ধন কাহারও এই শরীর ক্রয় করিবার অধিকার নাই এবং কোনও কার্য্য করিলেও তাহা সিদ্ধি হয় না। (১৩৯) হে প্রিয়! ঋণ করিলে যব গোধূম ও ধান্যের বাৎসরিক মূল্যের চতুর্থাংশ লাভ বৃদ্ধি দিতে হইবে, যদি ধাতু ঋণ করিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরে এক অষ্টমাংশ সুদদিতে হইবে। (১৪০) ঋণ কৃষিকার্য্যে বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ প্রতিশ্রুত তাহা দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় অভিপ্রায়। যাহারা সেবা বৃত্তি পরায়ণ তাহাদিগকে দক্ষ, নির্ম্মলাচার, সত্যবাদী, নিদ্রার অনধীন জিতেন্দ্রিয় অপ্রমাদ ও আলস্যবিহীন হওয়া কর্ত্তব্য। (১৪২)

প্রভুর্বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা। মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ॥ ১৪৩
ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীন। সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভো রাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্॥ ১৪৪
অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ। ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ॥ ৪৫
অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ। তৎসন্নিধাবসম্ভাষং ক্রীড়াংহাস্যং পরিত্যজেৎ॥১৪৫
ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্গৃহকিঙ্করীঃ। বিবক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৭
প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ। উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ॥ ১৪৮
ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভো। প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৪৯
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈর্ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্। কুর্ব্বীরন্ ভৈরবীচক্রাত্তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে॥ ১৫০
উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে॥ ৫১

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্ত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি॥ ১৫২

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্। বিশেষপূজাসময়ে তৎকার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ॥ ১৫৩
ভৈরবীচক্রবিষয়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ প্রিয়ে। যথাসময়মাসাদ্য কুর্য্যাচ্চক্রমিদং শুভম্॥ ১৫৪
বিধানমস্য বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহং।আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ৫৫
কুলাচার্য্যো রম্যভূমাবাস্তীর্য্যাসনমুত্তমম্। কামাদ্যোনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যোপোবিশেত্ততঃ॥ ১৫৬
সিন্দূরেণ কুসীদেন কেবলেন জলেন বা। ত্রিকোণঞ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং চরয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫৭

ইহ ও পরলোকে যাহাদের সুখকামনা, সেই সকল ভৃত্যদিগের প্রভুকে বিষ্ণু ও তৎপত্নীকে জনন তুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। প্রভুর মিত্র ও শত্রুকে মিত্র ও শত্রু জ্ঞান করা ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষায় সশঙ্ক হৃদয়ে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। (১৫৪) অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপনীয় কথা এবং প্রভুর গ্লানিকর বিষয় সযত্নে গোপন করিবে। (১৪৫) স্বামির ধনে নিস্পৃহ ও স্বামিহিতে রত হওয়া ভৃত্যের কর্ত্তব্য; তাঁহার নিকটে ভৃত্য কুবাক্য প্রয়োগ ক্রীড়া ও হাস্য এ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। (১৪৫) পাপদৃষ্টিতে স্বামিগৃহের কিঙ্করীগণকে দর্শন করিবে না, তাহাদের সহিত নির্জ্জনে বাস, এক শয্যায় শয়ন ও হাস্য কৌতুক করিবে না। (১৪৭) প্রভুর শয্যা, আসন, বসন ভাজন, পাদুকা, ভুষণ ও শস্ত্র ভৃত্যের এ সমুদায় নিজে ব্যবহার করিতে নাই। (১৪৮) প্রভুর নিকটে কৃতপরাধ ভৃত্যের ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও প্রভুতা প্রদর্শন করিতে নাই। (১৪৯) হে শিবে! যদি তত্ত্ব-চক্রের অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যই আপন আপন বর্ণের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও ভোজন ভৈরবী চক্রে নির্ব্বাহিত করিবে। (১৫০) হে মহেশ্বরি! তত্ত্ব ও ভৈরবচক্র উভয় মতেই শৈববিবাহ ঘটিতে পারে, উক্ত চক্র ঘরে ভোজন ও পানের সময় বর্ণভেদ বিচার করিতে নাই। (১৫১) দেবী কহিলেন,—ভৈরব চক্র কিরূপে? তত্ত্বচক্র কাহার নাম? তুমি আমাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া দাও, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। (১৫২) সদাশিব কহি-লেন দেবি! কুলপূজাবধানের সময় আমি চক্রানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, যাঁহারা সাধকশ্রেষ্ঠ, বিশেষ পূজার সময় তাঁহাদের তাদৃশ চক্রানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (২৫৩) হে প্রিয়ে! ভৈরবী চক্রবিষয়ে তাদৃক্ কোনও নিয়ম নাই যে কোনও সময়ে এই শুভানুষ্ঠান করিতে পারিবে। (১৫৪) আমি সাধক দিগের শুভাবহ ভৈরবীচক্র বিধি বলিতেছি, এই চক্রে দেবীকে আরাধনা করিলে সত্বর অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১৫৫) কুলাচার্য্য রম্য ভূমিতে উৎকৃষ্ট আসন পাতিয় ক্লীং ফট এই মন্ত্রে শোধন পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিবে। (১৫৬) অনন্তর সুধী সাধক

বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমৃক্ষিতম্। ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৮
সুবাসিতজলৈঃপূর্ণং মণ্ডপে তত্র সাধকঃ। প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৫৯
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্। সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৬০
বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুষ্বামরবন্দিতে। গুর্ব্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে ॥ ১৬১
যথেষ্টন্তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী। প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬২
অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ। আনন্দভৈরবীং দেবীং আনন্দভৈরবন্তথা ॥ ১৬৩
নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্। চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ ॥ ১৬৪
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্। বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥ ৬৫
ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৬
কর্পূরপূরধবলং কমলায়তাক্ষং দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং দক্ষিণে শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৭
ধ্যাত্বৈবমুভয়ং তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্। প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ?
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৮
পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চ্চকঃ। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৬৯
গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ। আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥ ৭০
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্। সুরারূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭১

সিন্দূর রক্তচন্দন, অথবা জল দ্বারা ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন (১৫৭) তাহাতে বিচিত্র ঘট স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি দধি ও অক্ষত প্রদান করিবে এবং ঐ ঘটে সিন্দূরাক্ত তিলক প্রদান করিয়া তাহাতে ফল ও পল্লব প্রদান করিবে। (১৫৮) সাধক ঐ ঘট সুবাসিত জলে পূর্ণ করিয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করত ধূপদীপ প্রদান করিবে॥ (১৫৯) অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উহাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে এবং সংক্ষেপ পূজার বিধানানুসারে পূজা করিতে থাকিবে (১৬০) হে অমরবন্দিতে! বিশেষ পূজার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই পূজাতে গুরুপাত্র প্রভৃতি নয়টী পাত্র স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। (১৬১) সাধক এই পূজার সময় অভিলাষানুরূপ তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। (১৬২) অনন্তর অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া তাহাতে দেবী আনন্দভৈরবী ও ভৈরবের ধ্যান করিবে। (১৬৩) যিনি নবযৌবনে সুশোভিত যাঁহার দেহ তরুণ অরুণের ন্যায় কান্তিযুক্ত, যাঁহার মধুর হাস্যামৃতে বদন কমল প্রফুল্ল হইয়াছে, যিনি নৃত্যগীতেউল্লাসিত, নানালঙ্কার ধারিণী, যাঁহার হস্তে বর অভয়, পরিধান বিচিত্র বসন, সেই আনন্দময়ীর ধ্যান করিবে। অনন্তর আনন্দ ভৈরবের ধ্যান করিবে। (১৬৪।১৬৫।১৬৬) যাহার শরীর কর্পূর সমূহের ন্যায় ধবলবর্ণ, চক্ষু কমল দলের ন্যায় আয়ত, যিনি দিব্য বসন ও ভূষণে বিভূষিত, যাহার বামহস্তে সুধাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা শোভা পাইতেছে; সেই আনন্দ ভৈরবকে স্মরণ করি। (১৬৭) সাধক এই প্রকারে আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান করিয়া সুরাপাত্রে উভয়ের সমানুরক্তি চিন্তা করতঃ অগ্রে প্রণব পরে নম উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া সুরা শোধিত করিবে। (১৬৮) কুলপূজক আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া শোধন করিবে। (১৬৯) যখন প্রবল কলির অধিকারে, লোক সকল গৃহকার্য্যে রত হইবে, তখন আদ্য তত্ত্বের প্রতিনিধিস্বরূপে মধুরত্রয়ই বিধেয়। (১৭০) দুগ্ধ, শর্করা ও মধু, এই তিন পদার্থ মধুরত্রয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, ইহাকে মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে। (১৭১) কলির মনুষ্যেরা

স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ। তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥ ৭২
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥ ১৭৩
ততস্তু প্রাপ্ততত্ত্বানি পললাদীনি যানি চ। প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ১৭৪
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্। নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৫
ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরাম্॥ ১৭৬
বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি। সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা॥ ১৭৭
বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭৮
সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণে দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৭৯
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্। চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা॥ ১৮০
ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্। যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেঽস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ॥ ৮১
দূরদেশাৎ সমানীতং পক্কং বাপক্কমেব বা। বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতঃ শুচিঃ॥ ১৮২
চক্রারম্ভে মহেশানি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে ভয়াকুলাঃ। বিভীতাস্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা॥ ১৮৩
পিশাচা গুহ্যকা যক্ষা বেতালাঃ ক্রূরজাতয়ঃ। শ্রুত্বাত্র ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধ্বসম্॥ ১৮৪
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি মহাতীর্থাদিকানি চ। সেন্দ্রামরগণাঃ সর্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্॥ ১৮৫
চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং শিবে। ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্॥ ১৮৬

স্বভাবতঃ সামান্য বুদ্ধি এবং কাম দ্বারা উদ্ভ্রান্তচিত্ত, সেই সকল সামান্য বুদ্ধির জীব নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া জানিতে পারিবে না। (১৭২) হে পার্ব্বতি! কলির লোকদিগের পক্ষে শেষ—অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধিস্থলে দেবীর পাদপদ্ম চিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। (১৭৩) অনন্তর মাংস প্রভৃতি উপস্থিত তত্ত্বের প্রত্যেককে আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। (১৭৪) পশ্চাৎ সমুদায় ব্রহ্মময় ধ্যান করিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করত পূর্ব্ববৎ সমুদায় পদার্থ কালীকে নিবেদন করিয়া দিয়া অবশেষে পানভোজন করিবে। (১৭৫) হে ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র সর্ব্ব তন্ত্র মধ্যে গূঢ়ভাবে রক্ষিত আছে, ইহা সারাৎসার ও পরাৎপর, আমি তোমারই নিকটে প্রকাশ করিলাম। (১৭৬) হে পার্ব্বতি! তত্ত্বচক্র ও ভৈরবচক্রে শিবমতানুসারে পরিণীত হওয়া সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। (১৭৭) যদি কোনও বীরপুরুষ পরিণয় ব্যতিরেকে শক্তির আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরস্ত্রী গমনের পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (১৭৮) যখন ভৈরবী চক্র পরিবর্ত্তিত হয়, তখন সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তি দ্বিজোত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যখন উহা নিবৃত্ত হয়, তখন সকল জাতিই পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হইয়া থাকে। (১৭৯) এই ভৈরবীচক্রে জাতি বা উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই; (অধিক কি,) যে সকল বীর উক্ত চক্রমধ্যে অবস্থিতি করে, তাহারা যে আমার স্বরূপ; ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (১৮০) ভৈরবীচক্রে দেশ কালাদির নিয়ম বা পাত্রাপাত্র বিচার নাই যে কোনও ব্যক্তি চক্রের উপযুক্ত যে কিছু পদার্থ আনয়ন করিবে, তাহাই চক্রমধ্যে ব্যবহৃত হইবে। (১৮১) যদি কোনও দ্রব্য দূরদেশ হইতে আনীত হয়, যদি উহার পক্ক বা অপক্কাবস্থা হয়, যদি পশু বা বীর লোকে উহা আনয়ন করে চক্রমধ্যে আনীত হইলেই সমুদায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। (১৮২) যখন ভৈরবীচক্রের প্রবর্ত্তনা হয়, হে মহেশ্বরি! তৎকালে বিঘ্নরাশি চক্রমধ্যস্থিত বীরগণের ব্রহ্মতেজ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ভয়ব্যাকুলান্তঃকরণে পলায়ন করে। (১৮৩) পিশাচ, গুহ্যক, যক্ষ, বেতাল ও অন্যান্য ক্রূর জন্তুগণ ভৈরবীচক্রের নাম শ্রবণমাত্রে সভয়ে দূরে পলায়ন করে। (১৮৪) যেখানে ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ, মহাতীর্থ ও দেবেন্দ্র সহিত দেবগণ পরম সমাদরে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। (১৮৫) হে শিবে! চক্রস্থান

ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূণুনা। আমং পক্কং যদানীতং বিরহস্তার্পিতং শুচি॥ ৮৭
দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্। মুচ্যন্তে পাপপাশেভ্যঃ কলিকল্মষদূষিতাঃ॥ ১৮৮
প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্য্যাচ্চক্রগোপনম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥১৮৯
চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্। নিষ্ঠীবনমবোধায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৯০
ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষক ন্। নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদ্দূরতরং ত্যজেৎ
স্নেহাদ্ভয়াদাসুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্। কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ॥ ১৯২
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ। কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা॥ ১৯৩
বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতিঃ যঃ। স যাতি ঘোরনিরয়মপি বেদান্তপারগঃ॥ ১৯৪
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম। সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ॥ ১৯৫
যাবদ্বসন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ। তাবত্তু শাস্তবাচারাংশ্চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ॥ ১৯৬
চক্রাদ্বিনিঃ সৃতাঃ সর্ব্বে স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্। লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্॥ ১৯৭
পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ। চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্ত্বা তৎফলং লভতে সুধীঃ॥ ১৯৮
ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ। সকৃদেতৎ প্রকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ষণ্মাসং ভূমিপালং স্যাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্। নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯৯

মহাতীর্থ ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দেবগণও এই চক্রমধ্যে উৎকৃষ্ট নৈবেদ্যের আশা করিয়া থাকেন। (১৮৫) ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কিরাত অথবা হূণ যে কোনও জাতি আম বা পক্ক দ্রব্য আনয়ন করিলেই বীর হস্তে সমর্পিত হইবামাত্র শুচি হইবে। (২৮৭) যাহারা কলিকল্মষ সমাচ্ছন্ন তাহারা আমার সাধকদিগকে এবং ভৈরবী চক্রকে দর্শন করিলেই পাপপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (২৮৮) কলির প্রবল ভাব দর্শনে চক্রানুষ্ঠান গোপন করা কর্ত্তব্য নহে, সকল সময়ে সকল স্থানেই কুলসাধনা করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য। (১৮৯) চক্রমধ্যে বৃথালাপ; চাঞ্চল্য বাচালতা, নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না এবং বর্ণভেদ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিবেক না। (১৯০) ক্রূর খল, পশু, পাপাত্মা নাস্তিক; কুলদূষক ও কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী লোকদিগকে চক্র হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। (১৯১) যদি কোনও কুলশাস্ত্রের কুৎসাকারী লোকাদি- পশুকে চক্রমধ্যে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে কুলধর্ম্মচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। (১৯২) যাহারা কুলধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা সামান্য জাতি হইলেও সতত দেবতার ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন। (১৯৩) অত্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিস্তার করিবেন বেদান্ত পারগ হইলেও তাঁহাকে ঘোর নরকে অবস্থান করিতে হইবে। (১৯৪) যাহারা চক্রমধ্যস্থিত কৌল, তাঁহারা নির্ম্মলহৃদয় সাধু ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাদের পাপের আশঙ্কা কিরূপে সম্ভবে? (১৯৫) শিবের শাসন এই প্রকার যে সকল দ্বিজ প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় শৈবোপাসকগণ যতক্ষণ চক্রমধ্যে অবস্থিতি করিবেন ততক্ষণ তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাচারের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। (১৯৬) যখন ইহারা চক্র হইতে নিক্রান্ত হইবেন, তখনই লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে আপনাপন বর্ণাশ্রমানুসারে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতে হইবে। (১৯৭) শত শত পুরশ্চরণ ও চিতাসনে আরোহণ করিয়া জপ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, চক্রে একবার মাত্র জপ করিয়া জ্ঞানীব্যক্তি সেই ফল লাভ করিতে পারেন। (১৯৮) কোন্ ব্যক্তি ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে। (কারণ) একবার মাত্র ইহার অনুষ্ঠান করিলে লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (১৯৯) যে ব্যক্তি ছয় মাস কাল ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ভূপতি হইয়া থাকে বর্ষমাত্র অনুষ্ঠানে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়, নিত্যকাল ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করিলে

বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে। ইহামুত্র সুখাবাপ্ত্যৈ কুলমার্গোহি নাপরঃ॥ ২০১
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। গোপনাৎ কুলধর্ম্মস্য কৌলোঽপি নারকী ভবেৎ॥
কথিতং ভৈরবীচক্রং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্। তত্ত্বচক্রং কুলেশানি সাম্প্রতং বচ্মি তৎ শৃণু॥ ২০৩
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজঃ দিব্যচক্রং তদুচ্যতে। নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা॥ ২০৪
পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥ ২০৫
নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥ ২০৬
ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্। তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেঽধিকারিতা॥ ২০৭
সর্ব্বো ব্রহ্মময়ো ভাবশ্চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে। যেষামুৎপদ্যতে দেবি ত এব তত্ত্বচক্রিণঃ॥ ২০৮
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্। সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্॥ ২০৯
ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমারভেৎ॥ ২০১
রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে। বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম॥ ২১১
তত্রোপবিশ্য চক্রেশঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ। আসাদয়েত্তু তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে॥ ২১২
তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্ মনুম্। সর্ব্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ২ ৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২১৪
সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্ত্বা তানি সর্ব্বাণি শোধয়েৎ॥ ২২৫
ততো ব্রাহ্মেণ মনুনা সমর্প্য পরমাত্মনে। ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্॥ ২ ৬

ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২০২) হে কালিকে! তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্যই বলিতেছি, কুলাচার ব্যতীত ইহ ও পরলোকে সুখ প্রাপ্তির অন্য উপায় আর নাই। (২০১) যে সময়ে প্রবল কলির অধিকারে সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে, যদি সে সময়ে কৌলব্যক্তি কুলধর্ম্ম গোপন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। (২০২) হে কুলেশ্বরি! ভোগ-মোক্ষের সাধনস্বরূপে ভৈরবীচক্রের বিবরণ বলিলাম এক্ষণে তত্ত্বচক্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২০৩) তত্ত্বচক্রের নাম দিব্য চক্র, ইহা সকল চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক ভিন্ন ইহাতে সকলের অধিকার নাই। (২০৪) যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ তৎপর যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ যাঁহার শান্ত যাঁহার সর্ব্বপ্রাণীর হিত সাধন করেন, যাঁহারা বিকারশূন্য নির্ব্বিকল্প দয়াশীল ও দৃঢ়ব্রত সত্য সংকল্পও ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রের অধিকারী (২০৪।২০৬) হে তত্ত্বজ্ঞে! যাঁহারা ব্রহ্মভাবে এই চরাচর জগৎ অবলোকন করেন, তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন সেই সকল ব্যক্তিই তত্ত্বচক্রের অধিকারী। (২০৭) হে দেবি! এই তত্ত্বচক্রের মধ্যে যাঁহারা সমুদয় ব্রহ্মময় ভাবনা করেন তাঁহাদেরই এই চক্রে অধিকার আছে। (২০৮) এই চক্রে ঘট স্থাপন বা পূজাবাহুল্য নাই; সর্ব্বত্রই ব্রাহ্ম বিরাজমান, এই ভাবে তত্ত্বসাধন করিবে। (২০৯) হে প্রিয়ে! যিনি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি চক্রেশ্বর হইয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (২১০) যে স্থান সুনির্ম্মল রমণীয় ও সাধকের সুখাবহ সাধক সেই স্থানে বিচিত্র আসন আনিয়া উৎকৃষ্ট উপবেশন স্থান কল্পনা করিবে। (২১) হে শিবে। চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকগণের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া তত্ত্ব সমুদয় আনয়ন করত সম্মুখে স্থাপন করিবে। (২১২) চক্রের সকল তত্ত্বের উপ-বিভাগে ওঁ হংসঃ এই মন্ত্র শত বার জপ করত বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২ ৩) যাহা অর্পণ করিতেছি, যাহা দ্বারা অর্পণ করিতেছি, যাহাতে অর্পণ করিতেছি, যিনি অর্পণ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। (২১৩) শত বার বা তিন বার এই মন্ত্র জপ করিয়া সমুদায় তত্ত্ব শোধন করিবেন। (২১৫) অনন্তর ব্রহ্মমন্ত্রে পরমাত্মাকে

ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ। ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা॥ ২১৭
যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ। কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ২১৮
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈ সাধকোত্তমৈঃ। তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে॥ ২১৯

শ্রীদেব্যুবাচ।

গৃহস্থানামশেষেণ ধর্ম্মান কথয়হ প্রভো। সংন্যাসবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তু মর্হসি॥ ২২০

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সংন্যাস উচ্যতে। বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তৎ সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্॥ ২২১
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি। অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥ ২২২
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্। ত্যক্তাঽসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ॥২২৩
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ। কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥ ২২৪
সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মণি পরিতোষ্য পরানপি। নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২৫
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ। প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহাজ্জিগমিষুর্জ্জনঃ॥ ২২৬
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্। গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ॥২২৭
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্য পরমানন্দনির্বৃতঃ। কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্॥১২৮
গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ। প্রসাদং কুরু মে নাথ সংন্যাসগ্রহণং প্রতি॥ ২২৯
নির্বৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্ গুরুঃ। শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ॥ ২৩০

সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাহা পান ও ভোজন করিবেন। (২১৬) হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মচক্রে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে দেশকাল বা পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। (২১৭) অজ্ঞানবশতঃ যে মূঢ়ব্যক্তি এই দিব্যচক্রে জাতিভেদ বা কুলভেদ বিবেচনা করে, সেই ব্যক্তি অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২১৮) অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সাধকসত্তমদিগের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (২১৯) দেবী কহিলেন,— হে প্রভো! আপনি সম্পূর্ণরূপে গৃহধর্ম্ম প্রসঙ্গ বলিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম বলুন। (২১০) সদাশিব কহিলেন, দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমের নামই সন্ন্যাস, যে রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। (২২১) যখন ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, যখন সকল প্রকার কর্ম্ম রহিত হইবে, তৎকালে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। (২২০) যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশু সন্তান, পতিব্রতা ভার্য্যা ও অসমর্থ পোষ্য বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বম করেন, তিনি নরকগামী হইয়া থাকেন। (২২৩) কুলাবধূতসংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও সামান্য জাতিরও অধিকার আছে। (১২৪) গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের পর আত্মীয় স্বজনের সন্তোষ সম্পাদন করত, মমতাশূন্য, কামনারহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। (২২৫) যিনি গৃহস্থাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী ও গ্রামস্থ লোকজনকে আহ্বান করিয়া প্রীতিপূর্ণমনে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। (২২৬) অনন্তর অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রামপ্রদক্ষিণান্তে নিরপেক্ষভাবে গৃহ হইতে নির্গত হইবে। (২২৭) অনন্তর সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দমনে পরিতৃপ্তহৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। (২২৮) হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, নাথ! এক্ষণে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ে প্রসন্ন হউন। (২২৯) অনন্তর গুরু, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য সমুদায় সমাপিত হইয়াছে কিনা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে শান্ত ও বিবেকী দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রমে দীক্ষিত করিবেন। ২৩০) তৎপরে শিষ্য কৃতস্নান ও জিতাত্মা হইয়া

ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ। ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৩১
দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ। ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥২৩২
অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥ ২৩৩
পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ। মাতা পিতামহী দেবি তথৈব প্রপিতামহী ॥
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ ॥ ২৩৪
প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ। মাতামহান্ প্রতিচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি॥২৩৫
পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্। দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্রাবাহ্য পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৩৬
সমচ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্। পিণ্ডপ্রদানবিধিনা নত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতা ॥২৩৭
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ। গুণাতীতপদে যূয়মনৃণীকুরুতাচিরাৎ ॥ ২৩৮
ইত্যানৃণং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ। ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩৯
পিতা হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতা প্রপিতামহ। আত্মন্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥২৪০
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে। অবাহ্যাত্মপিতৄন্ দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২৪২
প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ। পিণ্ডার্থমাস্তরেদ্দর্ভানুদগগ্রান্ স্বকর্ম্মণি ॥ ২৪২
সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুদর্শিতবর্ত্মনা। মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৩
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ ২৪৪
উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্। সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ২৪৫
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাস্তববর্ত্মনা। বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৬

আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিবেন, পরে তিনটী ঋণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। (২৪১) সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রানুচরগণ ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, সনক সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এবং পিতৃগণের যেরূপ পূজা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২৩২।২৩৩) হে দেবি! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, পূর্ব্বদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষ এবং পশ্চিমে মাতামহ পক্ষের পূজা করা সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বিধি। (২৩৪।২৩৫) পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন করা এবং এই আসনে যথাক্রমে দেবতা প্রভৃতির আবাহন পূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। (২৩৬) অনন্তর যথাবিধি সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, এইরূপে পিতৃ-পিণ্ড-প্রদান-বিধিক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (২৩৭) হে পিতৃগণ! হে মাতৃগণ! হে দেবগণ! হে ঋষিগণ, আমি গুণাতীতপদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে অঋণী করুণ। (২৩৯) পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই আত্মাস্বরূপ, অতএব আত্মা-ব্রহ্মে আত্মসমর্পন করিবার জন্য আপনার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য। (২৪০) হে দেবি! পূর্ব্ববৎ আসন কল্পনা করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক আরাধনানন্তর পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। (১৪১) দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পিণ্ডদানার্থে যথা ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া আপনার জন্য উদগ্র কুশ আস্তীর্ণ করিবে (২৪২) মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুদর্শিত পথানুসারে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য হ্রীং ত্র্যম্বকং এই মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (২৪৩।২৪৪) অনন্তর গুরু, উপাসনানুসারে বেদীর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবেন। (২৪৫) তদনন্তর

প্রাগুক্তসংস্কৃতে বহ্নৌ স্ব কল্পোক্তাহুতিং গুরুঃ। দত্ত্বা শিষ্যং সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েত্তু তম্ ॥ ২৪৭
আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ। প্রাণাপানৌ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥২৪৮
তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে। পৃথিবী সলিলং বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ২৪৯
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃশব্দে যথাক্রমাৎ। ততো বাক্পাণিপাদাশ্চ পায়ুপস্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫০
শ্রোত্রং ত্বঙ্নয়নং জিহ্ব ঘ্রাণাং বুদ্ধিন্দ্রিয়াণিচ। মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চাহংকারো দেহজাঃক্রিয়াঃ ॥ ২৫১
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ ॥২৫২
এতানি মে পদান্তে চ শুধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ।
হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসংস্থিঠ ইত্যপি ॥ ২৫৩
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ। হুত্বাগ্নৌ নিক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ ॥ ২৫৪
বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং দহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা। স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৫৫
ঐং ক্লীং হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য মন্ত্রবিৎ। যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৫৬
হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্। ছিত্ত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৫৭
ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী। দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৮
কামং মায়াং কুর্চ্চমন্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্। তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৫৯
শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবো দেবর্ষয়স্তথা। সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৬০
অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ। শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬১

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শিব-প্রদর্শিত-পদ্ধতিমতে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করতঃ পূজান্তে বহ্নিস্থাপন করিবে। (২৪৭) পরে গুরুদেব পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত বহ্নিমধ্যে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া সাকল্য হোম করিবেন। (২৪৭) অগ্রে ব্যাহৃতি পশ্চাৎ প্রাণহোম করিবে, এই সময় প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের প্রত্যেকের আহুতি দিবে। (১৪৮) অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাঙ্গ বিনিবৃত্তির জন্য তত্ত্বহোম করা কর্ত্তব্য; পৃথিবী, সলিল, বহ্নি বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ইত্যাদি বুদ্ধিন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় কার্য্য, প্রাণকার্য্য এই সকল পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্তে শুদ্ধ্যন্তাং—অর্থাৎ শুদ্ধ হউক এই পদ উচ্চারণ করিবে, পশ্চাৎ হ্রীং জ্যোতিঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২৪৯।২৫০।২৫১।২৫২।২৫৩) এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করত নিক্রিয় হইয়া তদনন্তর নিজ শরীরকে মৃতবৎ ভাবনা করিবে। (২৫৪) অনন্তর আপনাকে সর্ব্ব কর্ম্মাচাররহিত ভাবনা করিয়া পরমব্রহ্মের স্মরণপূর্ব্বক গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্থাপিত করিবে। (২৫৫) মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি ঐং ক্লীং হংস এই মন্ত্রে স্কন্ধ হইতে যজ্ঞসূত্র অবতারণ করিয়া তিনবার ব্যাহৃতি পাঠ করত, স্বাহা এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। (২৫৬) এইরূপে যজ্ঞোপ-বীত হোম করিয়া ক্লীং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করত হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতে স্থাপন করিবে। (২৫৭) অনন্তর হে ব্রহ্মপুত্রি! হে শিবে! তুমি কেশস্বরূপিণী, তপস্বিনি, দেবি! তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার, এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২৫৮) পরে "ক্লীংহ্রীং হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সংস্কৃত অগ্নি মধ্যে শিখাহোম করিবে। (২৫৯) পিতৃগণ, দেবগণ, দেবর্ষিগণ এবং সমুদায় আশ্রমের কর্ম্ম সকল, শিক্ষা আশ্রয় করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করেন। (২৬০) অতএব দেহী, শিক্ষা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ নিবন্ধন দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। (২৬১) দ্বিজাতিগণের যজ্ঞসূত্র ও

যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সংন্যাসঃ স্যাৎ দ্বিজন্মনাম্ ॥২৬২
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া। ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবৎ গুরুম্ ॥২৬৩
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্। তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥২৬৪
ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ। আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরলা গুরুঃ ॥ ২৬৫
নমস্তুভ্যং মনো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬৬
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্। স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৭
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ। স্বেচ্ছাচারপরাণান্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৮
ততোনির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামঃস্থিরমানসঃ। বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভুবি ॥২৬৯
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সৎস্বরূপেণ বিভাবয়ন্। বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মনমাত্মনি ॥ ২৭০
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৭১
মুক্তোবিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ। সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥২৭২
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখেঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ। সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষোনিরাকুলঃ ২৭৩
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ। বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৪
শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ। শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥ ২৭৫
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা। নিস্ত্রৈগুণ্যোনির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥ ২৭৬

শিখা পরিত্যাগ হইলেই সন্ন্যাস হইয়া থাকে। (২৬২) শূদ্র ও সামান্য জাতির শিখা হোমেই সংস্কার হইয়া থাকে, শিখাত্যাগের পর গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়। (২৬৩) (তখন) গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমিই তত্ত্বমসি—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, তুমি সোঽহং এবং হংস এই মন্ত্রোচ্চারণ কর এবং নির্ম্মম ও নির-হঙ্কার হইয়া স্বভাবানুসারে সুখে বিচরণ করিতে থাক। (২৬৪) অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ গুরু, ফট্ মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া শিষ্যকে আত্ম-স্বরূপ মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম করিবেন। (২৬৫) তাহার মন্ত্র—তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার; তোমাকে এবং আমাকে বারংবার নমস্কার, হে বিশ্বরূপ! তুমিই এই জগৎ এবং এই জগতই তুমি, তোমাকে নমস্কার। (২৬৬) ব্রহ্ম-মন্ত্রোপাসক, জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নিজমন্ত্র উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদন করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ হইয়া থাকে। (২৬৭) যাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রভাবে মার্জ্জিত হইয়াছে, যজ্ঞ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন নাই এবং স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় নাই। (২৬৮) অনন্তর শিষ্য সুখদুঃখাদিরূপদ্বন্দ্বরহিত, নিষ্কাম ও স্থিরচিত্ত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভূবনে বিচরণ করেন। (২৬৯) তিনি ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় সংসারকে সৎস্বরূপ বিবেচনা করেন এবং নাম ও রূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার ধ্যান করেন। (২৭০) তাঁহাকে আশাশূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্কহৃদয়, সঙ্গরহিত, মমতাহীন, অহঙ্কারবর্জ্জিত ও সন্ন্যাসী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে হয়। (২৭১) তিনি বিধিনিষেধ হইতে উন্মুক্ত, নিযোগক্ষেম, অর্থাৎ সুখদুঃখে সমবোধ, ধীর, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ হইয়া থাকেন। (২৭২) দুঃখে তাঁহার ক্লেশ, বা সুখে হর্ষ সঞ্চার হয় না, তিনি শান্ত, শুচি, সদানন্দ, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইয়া থাকেন। (২৭৩) কোনও জীবের উদ্বেগ উৎপাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, সতত সকল প্রাণীর হিতসাধন, ক্রোধ ও ভয় পরিত্যাগ, সংকল্পশূন্যতা উদ্যমহীনতা, শোকদ্বেষ বিসর্জ্জন, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, শীতাতপে ক্লেশশূন্যতা এবং মানা-পমানে সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। (২৭৪।২৭৫) যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট থাকা তাঁহার

যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি। আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥ ২৭৭
ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্ব স্ব কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। আত্মা সাক্ষীবিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ২৭৮
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া। রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সংন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৭৯
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ২৮০
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্। দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥ ২৮১
আধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ। অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ॥ ২৮২
সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥ ২৮৩
অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্। স্বভাবাজ্জয়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে॥ ২৮৪
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে। শ্রেয়স্তদেব তামস্ত তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ॥ ২৮৫
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে। নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥ ২৮৬
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা। কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ॥ ২৮৭
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ। সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥ ২৮৮
যতের্দ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ। তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ২৮৯

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকথনং নাম অষ্টমোল্লাসঃ॥ ৮॥

কর্ত্তব্য, এবং ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, নির্লোভ ও সঞ্চয়হীন হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত। (২৭৬) যেরূপ মিথ্যা হইলেও জগৎ সত্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই দেহ আত্মাশ্রয়ে অবস্থিত আছে, ইহা জানিতে পারিলেই দেহী সুখী হইয়া থাকে। (২৭৭) ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে সম্পন্ন করিতেছে বটে, কিন্তু আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত, সন্নাসী ইহা জানিতে পারিলেই মুক্তির, ভাজন হইয়া থাকেন। (২৭৮) সন্নাসীগণের পক্ষে ধাতুদ্রব্য গ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া ও রেতত্যাগ ও অসূয়া এই সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (২৬৯) যে ব্যক্তি পরিব্রাজক সন্নাসী, কি কীট, কি নর, কি দেবতা, সকল বস্তুতে সমদৃষ্টি হওয়া এবং সকল বস্তুই ব্রহ্মময় মনে করা তাঁহার কর্ত্তব্য। (২৮০) ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের অন্ন বা যে কোনও ব্যক্তির অন্ন, প্রাপ্ত মাত্রে ভোজন করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, ইহাতে দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করিতে নাই। (২৮) অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সতত তত্ত্ব বিচারণ দ্বারা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হওয়া অবধূতের কর্ত্তব্য। (২৮২) সন্ন্যাসীর মৃত দেহ কখনও দাহ করিবেনা, উহা হয় গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভুমিতলে নিখাত, অথবা জলে নিমগ্ন করিবে। (২৮৩) হে দেবি! যাহারা যোগপথে প্রস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞানে সুশোভিত হয় নাই, প্রত্যুত যাহারা সর্ব্বদা কামনার কিঙ্কর, কর্ম্মকাণ্ডে স্বভাবতঃ তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। (২৮৪) যাহা হউক, কর্ম্মানুবর্ত্তী হইলেও তাঁহারা ধ্যান, পূজা, জপ প্রভৃতি সাধনার বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত সাধনায় স্থিরচিত্ত হইয়া উহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানুন (২৮৫) (বাস্তবিক,) এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্য আমি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং এই জন্য আমার বহুবিধ নাম ও রূপের কল্পনা॥ (৩৮৬) হে দেবি ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস ব্যতিরেকে শতশতকল্প কর্ম্ম করিলেও লোকে মুক্তির মুখ দেখিতে পায় না। (২৭৭) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত, নরাকার ধারণ করিলেও জীবন্মুক্ত, তাঁহাকে, সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করিয়া পূজা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। (২৮৮) যতিকে দর্শন করিলেই জীবের সর্ব্ব পাতক বিনষ্ট হয় এবং তীর্থ গমন, ব্রতানুষ্ঠান তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৮৯)

নবমোল্লাসঃ ।

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে । সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ১
সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে । ন সংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥২
অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্ব স্ব বর্ণোক্তসংক্রিয়াঃ । কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্রহিতৈপ্সুভিঃ ॥ ৩
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা । জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরম ।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে । তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ । কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু ॥ পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু । বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৮
সত্যত্রেতা দ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে । প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৯
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ । মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ । সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১
কলাবন্নগতপ্রাণাঃ মানবা হীনতেজসঃ । তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২
কলিদুর্ব্বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্ । সংস্কারাদিক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥ ১৩

সদাশিব কহিলেন,—হে সুব্রতে ! সমুদায় বর্ণ, আশ্রম আচার ও ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার নিকটে বলিয়াছি, এক্ষণে সর্ব্ববর্ণের সংস্কারের কথা বলিতেছি তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (১) হে দেবি ! সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি ঘটেনা এবং যাহার সংস্কার হয় নাই, সে ব্যক্তি দৈব, বা পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হয় না। (২) ইহ ও পরলোকের হিতকামনা যাহাদের লক্ষ্য, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদির কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাদের বর্ণবিহিত সংস্কার করেন। (৩) গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ উপনয়ন ও বিবাহ, এই দশবিধ সংস্কার। (৪) শূদ্র ও সামান্য জাতির উপনয়ন নাই, সুতরাং তাহাদের নয়টি সংস্কার; দ্বিজাতির পক্ষে সংস্কার দশবিধ। (৫) হে বরারোহে ! সমুদায় নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম শিবোক্ত পদ্ধতিমতে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। (৬) হে প্রিয়ে ! মনুষ্যের যে যে কর্ম্মে যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমি পিতামহরূপে পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। (৭) দশবিধ সংস্কার এবং অন্যান্য কার্য্যে বিপ্রাদি বর্ণভেদে যাহা কর্ত্তব্য ও বৈধ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছি (৮) হে কালিকে ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমুদায় অনুষ্ঠান কালে মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রণবযোগের ব্যবস্থা ছিল। (৯) হে পরমেশ্বরি ! শঙ্করের শাসনক্রমে কলিযুগে উক্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে হ্রীং যোগ করিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়। (১০) নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতা মধ্যে যে সকল মন্ত্রের কথা আছে, আমি যদিও তাহা ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু যুগভেদে উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। (১১) হে কল্যাণি ! কলির জীবগণ অন্নগতপ্রাণ, তাহাদের তেজ অতি সামান্য, আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি। (১২) কলির জীব একে অতিশয় দুর্ব্বল তাহাতে তাহারা পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ সুতরাং তাহাদের

সর্ব্বেষাং শুভকার্য্যাণামাদিভূতা কুশণ্ডিকা। তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং, দেববন্দিতে। ১৪
রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিতে। হস্তমাত্র প্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫
ত্রিস্রো রেখা বিধাতব্যা প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে। কূর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ॥ ১৬
আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্‌ভবং স্মরন্॥ ১৭
ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনাং।
হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশম্পরিত্যজেৎ॥ ১৮
ইত্থং প্রতিষ্ঠিং তদ্বহ্নিং পাণিভ্যামাত্মসংমুখম্। উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্॥ ১৯
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্। সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে।
স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েদ্ধনঞ্জয়ম্॥ ২০
বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্। অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥ ২১
ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বাবাহয়েদ্ধব্যবাহনম্॥ ২২
মায়ামেহ্যেহি পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে। হব্যবাহপদান্তে চ মুনির্ভিঃ স্বগণৈঃ সহ।
অধ্বরং রক্ষ রক্ষেতি নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ॥ ২৩
ইত্যাবাহ্য হব্যবাহময়ং তে যোনিরুচ্চরন্। যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ২৪
কালী কপালী চ মনোজবা চ সুলোহিতাচৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ লেলায়মানেতি চ সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ২৫
ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা। উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ॥২৬
তথৈব যাম্যমারভ্য কৌবেরান্তং হুতাশিতুঃ। ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাত্ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ॥ ২৭

দশবিধ সংস্কারক্রিয়া আমি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিতেছি। (১৩) হে দেববন্দনীয়ে! কুশণ্ডিকা সকল শুভকার্য্যের মূল, অতএব সর্ব্বাগ্রে তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৪) এই কার্য্যে প্রথমে তুষ ও অঙ্গারাদি বর্জ্জিত পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানে এক হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করা জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। (১৫) সেই মণ্ডলের উপরিভাগে পূর্ব্বাভিমুখ তিনটী রেখা অঙ্কিত করিয়া হুং এই মন্ত্রোচ্চরাণে অভ্যুক্ষিত করত বহ্নিবীজ অর্থাৎ রং উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিবে। (১৬) অনন্তর ঐং বীজ স্মরণ পূর্ব্বক তাহা মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে। (১৭) অনন্তর দক্ষিণ হস্তে একখানি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া হ্রীং ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা এই মন্ত্রোচ্চারণ করত দক্ষিণদিকে রাক্ষশের অংশ পরিত্যাগ করিবে। (১৮) এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি দুই হস্তে উত্থাপিত করিয়া হ্রীং এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্যাহৃতি পাঠান্তে রেখাত্রয়ের উপরিভাগে অগ্নিস্থাপন করত তৃণকাষ্ঠ দ্বারা তাহা উজ্জ্বল করিবে, অনন্তর সেই অগ্নিতে দুইটী সমিধ আহুতি প্রদান করিয়া কর্ম্মানুসারী নাম করণ করত ধনঞ্জয় নামক অগ্নির ধ্যান করিবে। (১৯।২০) ধ্যান এই;—"যিনি বালার্ক সদৃশ অরুণবর্ণ, যাঁহার সাতটি জিহ্বা, দুইটী মস্তক, যিনি ছাগে আরূঢ়, যাঁহার শক্তি অসীম, মস্তক জটা ও মুকুটে সুশোভিত, সেই অগ্নির ধ্যান করি" অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নির আবাহন করিবে। (২১।২২) প্রিয়ে! প্রথমে হ্রীং উচ্চারণ করিয়া এহ্যেহি এই পদ পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বস্বময় পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর হব্যবাহ পদের অবসানে মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা এই সকল পদ উচ্চারণ করিবে। (২৩) এই রূপে আবাহনের পর বহ্নে! অয়ং তে যোনি! এই পদ উচ্চারণ করিয়া যথোপচারে অর্চ্চনা করত সপ্ত জিহ্বার অর্চ্চনা করিবে। (২৪) সপ্তজিহ্বার নাম;—কালী, কপালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা; স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরূপিণী ও লেলায়মানা। (২৫) হে মহেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিবে। (২৬)

পরিস্তরেত্তত্রো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি। উদকস্থসংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যদিক্‌স্থিতৈঃ॥ ২৮
অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকম্। বামাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ॥ ২৯
গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসু। ইত্যুক্তৈর্দক্ষিণস্যাং নিক্ষিপেদুৎকরাদিনা॥ ৩০
সীদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্নিদন্তে কল্পিতাসনম্। সীদামীতি বদন ব্রহ্মা বিশেত্তত্রোত্তরামুখঃ॥ ৩১
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈর্ব্রহ্মাণংপ্রার্থয়েদিদম্॥ ৩২
গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে। মাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কর্ম্মসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে॥ ৩৩
গোপয়ামি বদেদ্ ব্রহ্মাব্রহ্মাভাবে স্বয়ং বদেৎ। তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥ ৩৪
ততো ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছেত্যাবাহ্য সাধকঃ। পাদ্যাদিভিশ্চসংপূজ্য যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনম্।৩৫
তাবত্ত্বয়াত্র স্থাতব্যমিতি প্রার্থ্য নমেত্ততঃ॥৩৫
সোদকেন করেণাগ্নেরীশানাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্তিকম্। ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহ্নিঞ্চ ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদনন্তরম্॥ ৩৬
আগত্য বর্ত্মনা তেন সুপবিশ্য নিজাসনে। স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দর্ভানুদগগ্রান্ পরিস্তরেৎ॥ ৩৭
তেষু যজ্ঞীয়বস্তূনি সর্ব্বাণ্যাসাদয়েৎ সুধীঃ। সোদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যস্থালীসমিৎকুশান্॥ ৩৮
আসাদ্য স্রুক্ স্রুবাদীনি হ্রাং হ্রীং হ্রূমিতিমন্ত্রকৈঃ। দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন সংস্কৃত্য তদনন্তরম॥৩৯
পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রাব শ্রচ। ঘৃতমাদায় মতিমাংশ্চিন্তয়ন্ হিতমাত্মনঃ।
হ্রীং বিষ্ণবে দ্বিঠান্তেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ৪০

এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বারত্রয় প্রোক্ষিত করত সমুদায় উপকরণ গুলিকে তিনবার প্রোক্ষিত করিবে। (২৭) অনন্তর মণ্ডলের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, উত্তর দিকের কুশসমূহ উত্তরদিকে এবং অন্য দিকের কুশগুলি পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিতে হয়। (২৮) অনন্তর অগ্নিকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া ব্রহ্মাসনের নিকটে যাইয়া বাম হস্তের, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে কল্পিত আসন হইতে একটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসুঃ এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে তাহা নিক্ষিপ্ত করিবে। (২৯।৩০) পরে এই কথা বলিতে হইবে হে যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্! তোমার জন্য আসনকল্পনা করিয়াছি তুমি এখানে উপবেশন কর; ব্রহ্মাও বলিবেন,—সীদামি, এই কথা বলিয়া উত্তরাভিমুখে তাহাতে উপবেশন করিবেন। (৩১) অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিবে। (৩২) হে যজ্ঞেশ্বর! এই যজ্ঞ রক্ষা কর, বৃহস্পতে এই যজ্ঞ রক্ষা কর, যজ্ঞপতি আমাকে রক্ষা কর, হে কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার। (৩৩) ব্রহ্মা বলিবেন, আমি রক্ষা করিতেছি, ব্রহ্মা না থাকিলে, নিজে ঐ কথা বলিবেন, এবং যজ্ঞরক্ষার জন্য ব্রহ্মার স্থানে দর্ভময় ব্রাহ্মণকল্পনা করিতে হইবে। (৩৪) অনন্তর সাধক হে ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এই মন্ত্র বলিয়া আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে এবং যতক্ষণ যজ্ঞশেষ না হয়, ততক্ষণ তুমি এখানে অবস্থিতি করিবে, এই কথা বলিয়া নমস্কার করিবে। (৩৫) অনন্তর হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির ঈষাণ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনবার ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত জলসেক করিবে, এবং ঐরূপে তিনবার অগ্নিতে প্রোক্ষিত করিবে। (৩৬) অনন্তর যে পথে ব্রহ্মার আসনের নিকটে যাওয়া হইয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিবে এবং মণ্ডলের উত্তরে কতকগুলি কুশ উত্তরাভিমুখে বিস্তীর্ণ করিবে। (৩৭) পরে সাধক, সজল প্রোক্ষণী পাত্র আজ্য, স্থালী, সমিৎ কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু দর্ভাস্তরণের উপর স্থাপিত করিবে। (২৮) অনন্তর স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় দর্ভাস্তরণে সংস্থাপন পূর্ব্বক হ্রাং হ্রীং হ্রূং এই মন্ত্র পাঠ করত দিব্য দৃষ্টি ও প্রোক্ষণ দ্বারা সমুদায় শোধন করিবে। (৩৯) তৎপরে মতিমান্ সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া স্রুক্ দ্বারা স্রুব

তথৈব ঘৃতমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং প্রজাপতিম্। বায়ব্যাদগ্নিকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪১
পুনরাজ্যঃ সমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং পুরন্দরম্। নৈঋতাদীশকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪২
ততোঽগ্নেরুত্তরে যাম্যে মধ্যে চ পরমেশ্বরি। অগ্নিং সোমমগ্নীসোমৌ সমুল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩
সচতুর্থীনমোঽন্তেন মায়াদ্যেনাহুতিত্রয়ম্। হুত্বা বিধেয়কর্ম্মোক্তং হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৪৪
আহুতিত্রয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে ॥ ৪৫
যদুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ দেয়োদ্দেশোঽপি তৎকৃতে। সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ ॥ ৪৬
প্রায়শ্চিত্তাত্মকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে। স্বিষ্টিকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥
পূর্ব্ববদ্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণং মনসা স্মরন্। অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশপ্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা ॥ ৪৮
ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু। মায়াদ্যেনামুনা দেবি স্বাহান্তেনাহুতিং হুনেৎ ॥ ৪৯
ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়।
অনেন বহনং কুর্য্যাৎ মায়ায়া বহ্নিজয়য়া ॥ ৫০
ইত্থং স্বিষ্টিকৃতং হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকঃ। কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্নযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ ॥ ৫১
তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো। মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ ৫২
আহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ। হুত্বাগ্নৌ যজমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ ॥ ৫৩
স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাৎ স্বয়মেবাহুতিং ক্ষিপেৎ। অভিষেকবিধানাদাবেবমেব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪

নামক যজ্ঞ পাত্রে ঘৃত গ্রহণ করত আপনার মঙ্গলোদ্দেশে হ্রীং বিষ্ণবে স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। (৪০) অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘৃত গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির ধ্যান করতঃ বায়ু হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃত ধারা দ্বারা হোম করিবে। (৪১) পরে পুনর্ব্বার আজ্য গ্রহণ করিয়া পুরন্দরের ধ্যান করতঃ নৈঋত কোণ আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ঘৃত ধারা দ্বারা হ্রীং পুরন্দরায় স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। (৪২) হে পরমেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যদেশে যথাক্রমে অগ্নি কোণে ও অগ্নিকোণের উদ্দেশে হ্রীং অগ্নয়ে হ্রীং সোমায় এবং হ্রীং অগ্নিকোণায় নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে; বিচক্ষণ ব্যক্তি বিধেয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ঋতু সংস্কারাদি হোম করিবে। (৪৩।৪৪) আহুতিত্রয় দান পর্য্যন্তের নাম ধারা হোম। (৪৫) যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, দেয় বস্তুতেও সেই দেবতার উল্লেখ করিতে হইবে; এইরূপ প্রকৃত হোম কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্বকীয় ইষ্ট সাধনোদ্দেশে হোম করাই বিধি। (৪৬) হে বরাননে! কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত হোমের অনুষ্ঠান নাই বলিয়া স্বিষ্টকৃৎ ও ব্যাহৃতি হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। (৪৭) পরে স্রুক্ নামক যজ্ঞ পাত্র দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞ পাত্রে পূর্ব্ববৎ ঘৃত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে স্মরণ করতঃ হে দেবেশ! এই কার্য্যে ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ যদি কিছু ন্যূনাধিক হইয়া থাকে তাহা আমাকে সুফল করিয়া দাও; হে অগ্নে! তুমি সর্ব্ব লোকের পাবন এবং স্বকীয় ইষ্টদায়ক প্রভু; হে দেবি! এই মন্ত্র পাঠান্তে প্রথমে মায়াবীজ, পরে স্বাহা পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (৪৮।৪৯।৫০) যজ্ঞকর্ত্তা এইরূপে স্বিষ্টকৃৎ হোম সমাধা করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিতে যে, হে পরব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যে কিছু আহুতির কার্য্য হইয়াছে, তচ্ছান্তি এবং যজ্ঞ সম্পত্তির জন্য আমি ব্যাহৃতি হোম করিতেছি। অনন্তর হ্রীং ভূঃ স্বাহা, হ্রীং ভুবঃ স্বাহা, হ্রীং স্বঃ স্বাহা এই তিন মন্ত্রে তিনবার আহুতি প্রদান করিবে, পরে হ্রীং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া যজমানের সহিত যজ্ঞকর্ত্তা হুত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। (৫১।৫২।৫৩) যজমান কর্ম্মকর্ত্তা হইলে অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান করিবে, অভিষেক বিধানেও এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। (৫৪) প্রথমে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞপতি

আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতি র্বদেৎ। পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্ত যজ্ঞদেবতাঃ।
ফলানি সম্যগ্‌ যচ্ছন্তু বহ্নিকান্তাবধির্মনুঃ॥ ৫৫
মন্ত্রেণানেন মতিমানুত্থায় সুসমাহিতঃ। ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং দদ্যাদ্ধুতাশনে॥ ৫৬
দত্তপূর্ণাহুতির্বিদ্বান্ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ। প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুশৈঃ সম্মার্জয়েচ্ছিরঃ॥ ৫৭
আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্তোষধয়ো মম। আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥ ৫৮
আপোহিষ্ঠাময়োভুবস্তান উর্জে দধাতনঃ। ইত্যাভ্যং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দূন্ বিনিক্ষিপেৎ॥৫৯
যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং যাংশ্চ দ্বিয়ো নরান্ বয়ম্। আপো দুর্মিত্রিয়া স্তিবাং সন্তু ভক্ষন্তু তানপি॥
অনেনেশানদিগ্‌ভাবে বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশান্। হিত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্॥ ৬১
বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্। আরোগ্যং তেজআয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহনম্
ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিসৃজেদমুনা শিবে॥ ৬৩
যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশনঃ। স্বাং যোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনোরথম্॥ ৬৪
অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্‌ দিশি। দত্ত্বা দধ্যাহুতিং বহ্নিং দক্ষিণস্যাং বিচালয়েৎ॥ ৬৫
ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভক্ত্যা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ। ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ স্রুবসংলগ্নভস্মনা॥ ৬৬
মায়াং কামং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরো ভব। ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ মন্ত্রণানেন যাজ্ঞিকঃ॥ ৬৭
শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ। মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্রপ্রজাপতেঃ॥ ৬৮
অনেন মনুনায়ুষ্যং ধারয়েন্মস্তকোপরি। স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাৎ হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ॥ ৬৯

এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে বলিবে আমার যজ্ঞ পূর্ণ হউক, দেবগণ প্রীত হইয়া সম্যক্ ফল প্রদান করুন; অনন্তর এই মন্ত্রের শেষে স্বাহা পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (৫৫) মতিমান্ ব্যক্তি সুসমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল তাম্বূল সহিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। (৫৬) পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া শান্তি কর্ম্ম করা বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, প্রথমে কুশ দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্র হইতে জল লইয়া শির সম্মার্জ্জনা করিবে। (৫৭) মন্ত্র এই:—সলিল আমার উত্তম বন্ধু ও ওষধিস্বরূপ হউক, জল নারায়ণ স্বরূপ, অতএব আমাদিগকে সতত রক্ষা করুন। (৫৮) হে জল! তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে ঐহিক বিষয় প্রদান কর; এই মন্ত্রোচ্চারণে মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। (৫৯) যাহারা সতত আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে সকল লোকের দ্বেষ করি, কুশ দ্বারা ঈশানকোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া কুশগুলিকে পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করিবে। (৬১) হে হব্যবাহন! আমাকে বুদ্ধি, বিদ্যা বল মেধা, প্রজ্ঞা, যশঃ, শ্রদ্ধা শ্রী, আরোগ্য, তেজঃ ও আয়ুঃ এই সকল প্রদান কর। (৬৩ হে শিবে! অগ্নির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। (৬৩) হে যজ্ঞে তুমি যজ্ঞপতি বিষ্ণুর নিকটে গমন কর, হে হুতাশন! তুমি যজ্ঞে প্রবিষ্ট হও হে যজ্ঞেশ্বর। তুমি স্বকীয় যোনি প্রাপ্ত হও এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। (৬৩) অনন্তর অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নির উত্তর দিকে দধি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণ মুখে চালিত করিবে। (৬৫ অনন্তর অগ্নিতে দক্ষিণা দিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া, বিসর্জ্জন করিবে; পরে স্রুব নামক যজ্ঞ-পাত্র-লগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে। (৬৬) পরে হ্রীং ক্লীং সর্ব্বশান্তিকরং ভব এই মন্ত্রে যজ্ঞকর্ত্তাকে ললাটে তিলক ধারণ করিতে হইবে। (৬৭) ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মরুদগণের প্রসাদে শান্তি ও মঙ্গল হউক। (৬৮) এই মন্ত্রে মস্তকের উপরি আয়ুষ্কর তিলক ধারণ করিয়া হোম ও প্রকৃত কর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান

ইতি তে কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশণ্ডিকা। প্রাযোজ্যা শুভকর্ম্মাদৌ যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ॥ ৭০
প্রকৃতে কর্ম্মণি শিবে চরুর্যেষাং কুলাগমঃ। সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাস্তেষাং চরুকর্ম্ম নিগদ্যতে॥ ৭১
চরুস্থালী প্রকর্ত্তব্যা তাম্রী বা মৃত্তিকোদ্ভবা॥ ৭২
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি। কৃত্বা কর্ম্ম চরুস্থালীমানয়েদাত্মসম্মুখে॥ ৭৩
অক্ষতামব্রণাং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকম্। পবিত্রকুশমেকঞ্চ স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ॥ ৭৪
আনীয় তণ্ডুলাংস্তত্র সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলান্তিকে। যস্মিন্ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরার্চ্চিতে॥৭৫
তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তমুক্ত্বা ত্বাজুষ্টমীরয়ন্। গৃহ্ণামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্॥ ৭৬
গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা। প্রত্যেকঞ্চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্॥ ৭৭
ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ। সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে॥৭৮
সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রুবম্॥ ৭৯
অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি। পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ॥ ৮০
ততঃস্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধারণপূর্ব্বকম্। কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জানুহোমং সমাচরেৎ॥৮১
ধারাহোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি। যত্র যে বিহিতা দেবাস্তন্মন্ত্রৈরাহুতিং হুনেৎ॥ ৮২
সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্। প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্॥ ৮৩
সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ। বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্ম্মসংসিদ্ধিহেতবে॥ ৮৪
অথোচ্যতে মহামায়ে গর্ভাধানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ। তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু॥ ৮৫

করিবে। (৬৯) হে দেবি! এই আমি তোমার নিকটে সর্ব্বসংকর্ম্মের কুশণ্ডিকার বিষয় বলিলাম। কুলসাধকদিগের পক্ষে শুভকর্ম্মের অগ্রে সযত্নে ইহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (৭০) হে শিবে! বংশক্রমে প্রকৃতকর্ম্মে যাঁহাদের চরু করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য চরুকর্ম্ম বলিতেছি। (৭১) তাম্র, বা মৃত্তিকাপাত্রই যজ্ঞস্থালীর পক্ষে প্রশস্ত। (৭২) কুশণ্ডি-কোক্ত বিধানানুসারে দ্রব্যসংস্কার অবধি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আত্মসমুখে চরুস্থালী আনয়ন করিবে। (৭৩) চরুস্থালী অক্ষত ও অব্রণ দেখিয়া প্রাদেশপরিমিত একটি পবিত্র কুশ, স্থালী মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। (৭৪) হে সুরার্চ্চিত তদনন্তর যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকটে স্থাপন পূর্ব্বক যে কার্য্যে যে দেবতার অর্চ্চনার রীতি আছে, সেই নামে চতুর্থ্যন্ত উল্লেখ করিয়া ত্বাজুষ্টম্ এই কথা বলিয়া ক্রমশঃ গৃহ্ণামি, নির্ব্বপামি ও প্রোক্ষামি এই কথার উল্লেখ পূর্ব্বক লইতেছি, স্থালীতে রাখিতেছি ও জলসেক করিতেছি, বলিবে। (৭৫।৭৬) প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া স্থালীতে রক্ষা ও তাহাতে জলসেক করিবে। (৭৭) হে সুব্রতে! অনন্তর তাঁহাতে দুগ্ধ ও শর্করা প্রদান করিয়া সমাহিতচিত্তে সুসংস্কৃত অগ্নিতে যথাবিধি সুন্দররূপে পাক করিবে। (৭৮) যখন উহা কোমল ও সুপক্ক হইয়াছে দেখিবে তখন ঘৃতাক্ত স্রুব তাহাতে প্রদান করিবে। (৭৯) তৎপরে অগ্নির উত্তর ভাগে কুশোপরি চরু-স্থালী স্থাপন করিয়া তাহাতে পুনর্ব্বার তিনবার ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক কুশ দ্বারা চরুস্থালী আচ্ছাদন করিবে। (৮০) অনন্তর চরুস্থালী হইতে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে ঘৃত প্রদান করিয়া জানু হোম করিবে। (৮১) পরে ধারাহোম করিয়া প্রধানীভূত কর্ম্মে যে যে স্থলে যে যে দেবতা পূজ্য, তত্তৎ দেবতার মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। (৮২) প্রকৃত হোম সমাপনের পর স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধার পর কর্ম্ম সমাপন। (৮৩) দশবিধ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠাকালে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কর্ম্ম-সংসিদ্ধির জন্য শুভ কার্য্যের অগ্রে এইরূপ বিধিতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৮৪) হে মহাশয়ে! অনন্তর গর্ভা-ধান প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপের কথা বলিতেছি, অগ্রে ঋতুসংস্কারের কথা বলি, শ্রবণ কর। (৮৫)

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্‌ সমর্চ্চয়েৎ। ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ৮৬
স্থণ্ডিলস্যেন্দ্রদিগ্‌ভাগে ঘটেষেতান্‌ প্রপূজয়েৎ। অতস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৮
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাস্ত্রিদশানন্দকারিকাঃ। বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকল্প্যতাম্‌ ॥ ৮৯
যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা। আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্ব যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯০
ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্‌ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ। দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ।
সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দুন্‌ দদ্যাৎ সিন্দূরচন্দনৈঃ ॥ ৯১
প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্‌ কামং মায়াং রমাং স্মরন্‌। ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্বা তত্র বসুং যজেৎ ॥ ৯২
বসুধারাং প্রকল্প্যৈবং যথোক্তেনৈব বর্ত্মনা। বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্‌।
হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পচেচ্চরুমনুত্তমম্‌ ॥ ৯৩
প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ। সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্যমার্ত্তবমারভেৎ ॥ ৯৪
হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্‌। প্রদায়ৈকাহুতিং দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্‌ ॥ ৯৫
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৯৬
আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা। সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭
গর্ভং ধেহি শিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতী। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৮
ধ্যাত্বা দেবীং শিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা। স্বাহান্তমনুনানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্‌ ॥ ৯৯

নিত্য কর্ম্ম সমাধাকরিয়া শুদ্ধ শরীরে প্রথমে ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। (৮৬) স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে ঘটের উপরিউক্ত দেবতাগণের পূজা করিয়া যথাক্রমে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। (৮৭) তাঁহাদের নাম এই ;—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি; ক্ষমা, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। (৮৮) ত্রিদশানন্দকারিণী এই সকল মাতৃগণ আগমন করুন, ইহাঁরা বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞকার্য্যে অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন। (৮৯) ইহাঁরা আপনাপন যান ও শক্তিতে সমারূঢ়া, সকলেই সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী, এই সকল মাতৃগণ যজ্ঞোৎসব সমৃদ্ধির, জন্য আগমন করুন। (৯০) এই বলিয়া মাতৃগণকে আবাহন এবংযথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া দেহলীতে নাভিপরিমিত উচ্চ—প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাত, বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে। (৯১) মতিমান্‌ ব্যক্তি ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই তিনটী বীজ পূরণ করিয়া প্রত্যেক বিন্দুর উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা বসুর পূজা করিবে। (৯২) ধীর ব্যক্তি, মদুক্ত মতানুসারে এই রূপে বসুধারা প্রস্তুত করিয়া স্থণ্ডিল রচনা করত তাহাতে বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক হোমদ্রব্য সংস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট চরু পাক করিবে। (৯৩) ঋতুসংস্কারে যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু, ইহার অগ্নির নাম বায়ু, ধারা হোম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ঋতুকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। (৯৪।৯৫) হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে চরু দ্বারা আহুতি দিবে, পরে বিষ্ণু উৎপাদক, ত্বষ্টা রূপবিধানায়ক প্রজাপতি নিষেককর্ত্তা এবং ধারা এই গর্ভ-সম্পাদন কর্ত্তা হউন বলিয়া, মন্ত্র পাঠ করিবে। (৯৬) অনন্তর আজ্য, চরু, বা সঘৃত চরু দ্বারা সূর্য্য, প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। (৯৭) অনন্তর তুমি দেবী শিনীবালীরূপিণী হইয়া গর্ভ ধারণ কর। তুমি সরস্বতীরূপে গর্ভ ধারণ কর, পুষ্করমালাধারী অশ্বিনী কুমারদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া সুন্দর আহুতি প্রদান করিবে। (৯৭।৮৯) পরে ক্লীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং হুং বীজ উচ্চারণ করিয়া অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ

ততঃ কামবধূং মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্। অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সন্বিঠম্।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে॥ ১০০
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যত্তানা গর্ভমাদধে। তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ॥ ১০১
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্। বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দমুক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ॥ ১০২
কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্। পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৩
পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ। শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাংবধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ॥ ১০৪
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফলত্রয়ম্। ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যাং সমাপয়েৎ
যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ। ভাস্করার্ঘ্য প্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ॥ ১০৬
আর্ত্তবং কথিতং কর্ম্ম গর্ভাধানমথো শৃণু॥ ১০৭
তদ্রাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া। সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজাপতিম্॥ ১০৮
স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরম্। আবয়োঃ সু প্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব॥ ১০৯
আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। উপবিশ্য স্ত্রিয়ং পশ্যন্ হস্তমাধায় মস্তকে।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১০
শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্ভবং শতম্। কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতংশতম্ ১১১
হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্। জপ্তাযোনৌকরং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্ভবম্ ১১২

গর্ভমাধেহি স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (১০০) এই সুবিস্তীর্ণ ধরণী যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, তুমিও সেইরূপ দশম মাসে সন্তান প্রসবের জন্য গর্ভ ধারণ কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার পদ উচ্চারণের পর বিষ্ণুরধ্যান করতঃ আহুতি প্রদান করিবে। (১০১) অনন্তর পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া হে বিষ্ণো! তুমি প্রধানরূপ দ্বারা এই নারীতে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদন কর, এই মন্ত্র পাঠ করত স্বাহা পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (১০২) পরে কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধূ ও কাম এবং মায়া পাঠ করিয়া সেই স্ত্রীর শির স্পর্শ করিবে। (১০৩) অনন্তর পতিপুত্রবতী নারীসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পতি, দুই হস্তে পত্নীর মস্তক স্পর্শ করতঃ বিষ্ণু, দুর্গা, বিধি ও সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান পূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া কর্ম্ম শেষ করিবে। (১০৪।১০৫) অন্যথা প্রদোষকালে হর গৌরীর পূজা করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক দম্পতীর শোধন হইতে পারে। (১০৬) আমি তোমার নিকটে ঋতু শোধন কর্ম্ম বলিলাম, এক্ষণে গর্ভাধানের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১০৭) ঋতু-সংস্কারের সেই রাত্রি, অথবা অন্য কোনও যুগ্ম রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া পত্নীকে স্পর্শ করতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে শয্যে! আমাদের সুসন্তান উৎপত্তির জন্য তুমি শুভকরী হও। (১০৮) (১০৯) অনন্তর ভার্য্যার সহিত শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করতঃ ভার্য্যাকে দর্শন পূর্ব্বক তদীয় মস্তকে কর স্পর্শ করিবে এবং বাম হস্তে ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করতঃ স্থানে স্থানে মন্ত্রজপ করিবে। (১১০) মস্তকে ক্লীং শতবার, চিবুকে ঐং একশতবার, কণ্ঠে শ্রীং বিংশতিবার, এবং স্তনদ্বয়ে ঐং শ্রীং বীজ এক এক শত বার জপ করিবে। (১১১) হৃদয়ে মায়াবীজ দশবার, নাভিতে ঐং হ্রীং বীজ পঞ্চবিংশতিবার, জপ করিয়া যোনিতে কর প্রদান, করত ক্লীং ঐং এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া নিজে ঐরূপ জপ করিবে; অনন্তর হ্রীং এই

শতমষ্টোত্তরং জপ্তা লিঙ্গংপ্যেবং সমাচরন্ । বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ংগচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে ।
রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ । নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৪
শুক্র সকান্তরে বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূর্দ্যোর্যথা বজ্রধারিণা ! বায়ুনা দিগ্ গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬
জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্নন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি ! তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ । গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা সুধীঃ । ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥১১৯
প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ ॥ ১২০

গব্যে দধি যবঞ্চৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিক্ষিপেৎ ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্ ॥ ২১

ততঃ সীমন্তিনী ব্রূয়াৎ ময়া পুংসবনং ত্রিধা । প্রসূতীংস্ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২২
জীবৎসূতাভির্ব্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ । সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩
পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়াং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্ ॥ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকা ॥ ১২৪
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালাবালঘাতকাঃ । তান্ সর্ব্বান্ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ ॥
মন্ত্রেণানেন রক্ষোঘ্নং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্ । রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহুতীঃ ॥ ১২৬
ততো মায়াচন্দ্রমাসে স্বাহেত্যাহুতি পঞ্চকম্ । দত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্টা মায়াং লক্ষ্মীংশতং জপেৎ ॥ ১২৭
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ । ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ ॥ ১২৮

মন্ত্রোচ্চারণে যোনির বসন নিষ্কাশন পূর্ব্বক সন্তান প্রাপ্তির জন্য স্ত্রী-সহবাস করিবে। (১১২।১১৩ রেতঃক্ষরণ কালে পতি, প্রজাপতির ধ্যান করিয়া নাভির অধোদেশে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা নাড়ীতে বীজ নিপাতিত করিবে। (১১৪) শুক্রনিঃসারণ সময়ে স্বামীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (১১৫) পৃথিবী যেরূপ অগ্নিকে ধারণ করিয়া গর্ভবতী হইয়াছে, বজ্রধারীকে ধারণ করিয়া সুরপুরী যে রূপ গর্ভিণী হইয়াছে, বায়ুদ্বারা দিক্ যেরূপ গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ গর্ভবতী হও। (১১৬) হে মহেশ্বরি! সেই বা অন্য ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহী ব্যক্তি গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে। (১১৭) পুংসবন কালে ভর্ত্তা নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজান্তে বসুধারা দিবে॥ (১২৮) অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে ধারা হোম পর্য্যন্ত শেষ করিয়া পুংসবন কার্য্য করিবে। (১১৯)এই সংস্কারের চরুর নাম প্রাজাপত্য এবং অগ্নির নাম চন্দ্র। (১২০) পরে স্বামীও গব্য দধিতে একটী যব এবং দুইটী মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে এই কথা তিনবার, জিজ্ঞাসা করিবে, ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ? পত্নী উত্তরে বলিবে আমি পুত্র প্রসবের কারণীভূত সামগ্রী পান করিতেছি, এই বলিয়া যব ও মাষকলায়যুক্ত দধি তিনবার পান করিবে। (১২১।১২২) পরে পতিপুত্রবতী কুলকামিনীগণ পত্নীকে যাগস্থানে আনয়ন করাইয়া পতির বামদিকে বসাইলে চরুহোম আরম্ভ করিবে। (১২৩) প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া হ্রীং হুং উচ্চারণ পূর্ব্বক যাহারা গর্ভের বিঘ্নকর্ত্তা ও গর্ভবিনাশক এবং যে সকল ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বেতাল বালকের প্রাণ সংহারক, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, গর্ভরক্ষা কর, এই মন্ত্রের পর স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে। (১২৪।১২৫) এই মন্ত্রোচ্চারণে রক্ষোঘ্ন হুতাশনে ধ্যান করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশ বার আহুতি প্রদান করিবে। (১২৬) অনন্তর হ্রীং চন্দ্রমসে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চ আহুতি প্রদান করিয়া স্ত্রীর হৃদয় স্পর্শ করত একশতবার হ্রীং শ্রীং মন্ত্র জপ করিবে। (১২৭) পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে

শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্। পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে॥ ১২৯
বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরম্। পুঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চপঞ্চধা।
একীকৃত্যামৃতাস্তত্র প্রাশয়েদ্দয়িতং পতিঃ॥ ১৩০
সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যান্মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা। যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া॥ ১৩১
পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ। উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্॥ ১৩২
ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে। সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ॥ ১৩৩
অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্। ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দদ্যাদাহুতীঃ পঞ্চধা শিবে॥
স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে। সীমান্তবদ্ধকেশান্তঃ কেশপাশে নিবেশয়েৎ॥ ১৩৫
শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্॥ ১৩৬
ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে। সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রাসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ॥ ১৩৭
আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু। ততঃ সমাচরেৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ॥ ১৩৮
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্টা দত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে। পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ॥ ১৩৯
ততঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ অগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্। বিশ্বান্ দেবাংশ্চব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্॥ ১৩১
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্। বাগ্‌ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েত্তনয়ং পিতা॥ ১৪২
দক্ষহস্তা নামিকয়া মন্ত্রমেদং সমুচ্চরন্। আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা রিপো॥ ১৪২

গর্ভের পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত পান করাইতে হয়। (১১৮) দেহশুদ্ধির জন্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পাঁচটী দ্রব্য সমান ভাগ করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করিয়া লইবে। (১২৯) হে শিবে! পতি পূর্ব্বোক্ত সাত দ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচ বার ঐং ক্লীং শ্রীং হ্রীং হুং লং এই কয়েকটী বীজ জপ করিয়া পঞ্চামৃত একত্রিত করিয়া পত্নীকে পান করাইবে। (১৩০) ষষ্ঠ বা অষ্টম সংস্কারেরই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। (১৩১) জ্ঞানী স্বামী, ধারাহোম সমাধা করিয়া পত্নীর সহিত মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিতে হয়, যে কাল পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব না হয়, তন্মধ্যে সীমন্তোন্নয়নের আসনে উপবেশন করত বিষ্ণবে স্বাহা, ভাস্বতে স্বাহা ও ধাত্রে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন বার আহুতি প্রদান করিবে। (১৩১) পরে চন্দ্রের ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শিব নামক হুতাশনে শতবার আহুতি প্রদান করিবে। (১৩৩) হে শিবে! অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও প্রজাপতির ধ্যান করত প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটী আহুতি প্রদান করিবে। (৯৩৪) পরে পতি দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা,—অর্থাৎ চিরুণি গ্রহণান্তে পত্নীর সীমন্ত হইতে বদ্ধ-কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত কেশ কেশপাশে যুক্ত করিয়া দিবে। (১৩৬) সীমন্তোন্নয়নে শিব, বিষ্ণু ও বিধির ধ্যান করিয়া হ্রীং বীজ উচ্চারণ করিবে। (৬৩৬) অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে কল্যাণি সুভগে ভার্য্যে! তুমি দশম মাসে সুসন্তান প্রসব করিয়া প্রীতা হও; বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করুক, তুমি শুভ কার্য্য সম্পন্ন কর, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন সমাধার পর স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম্মশেষ করিবে। (১৩৭।১৩৮) সন্তান জন্মিবা-মাত্র সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সূতিকা ব্যতিরিক্ত অন্তগৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারা হোম সম্পাদন করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (১৩৯) পরে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (১৪০) পরে পিতা কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত সমান ভাগ করিয়া তাহাতে একশত বার ঐং বীজ জপ করিয়া উহা পুত্রকে পান করাইবেন। (১৪১) দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হে শিশো! তোমার আয়ু তেজ, বল ও মেধা বর্দ্ধিত হউক বলিয়া; শিশুকে উহা পান করাইবে। (১৪২) এইরূপে আয়ুকর

ত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ। কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ॥ ১৪৩
প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ। নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাচ্চুৎসাহপূর্ব্বকম্॥ ১৪৪
যাবন্ন ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে। প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াঞ্চরেৎ॥
কুমার্য্যশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্। ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ॥ ১৪৬
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে। ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্॥ ১৪৭
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্ম্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্যকুশোদকৈঃ। জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী॥ ১৪৮
নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৪৯
ওঁ হ্রীং আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে। দধাতন মহেরণায় চক্ষুষে॥ ১৫০
ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহনউষতীরিব মাতরঃ।
ওঁ তস্মাঅরঙ্গমামবোযস্যক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজনয়থাচনঃ॥ ১৫১
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্বহ্নিসংক্রিয়াম্। কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ॥ ১৫২
অগ্নয়ে প্রথমাং দত্বা বাসবায় ততঃ পরং ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিব সংজ্ঞকে॥ ১৫৩
ততোঽঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ। স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ॥ ১৫৪
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ॥ ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্॥ ১৫৫
কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্॥ ১৫৬
চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রমণং শিশোঃ॥ ১৫৭

কার্য্য করিয়া শিশুর গুপ্ত নাম রক্ষা করিবে, উপনয়নের সময় শিশুকে ঐ নামে আহ্বান করিতে হইবে। (১৪৩) পরে প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপন করিয়া জাতকর্ম্ম শেষ করিবে, অনন্তর ধাত্রী পরমোৎসাহে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। (১৪৪) যতক্ষণ নাড়ীচ্ছেদ না ঘটে, ততক্ষণ অশৌচ হয় না, সুতরাং ইহার দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। (১৪৫) কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে এই সমুদায় কার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে হইয়া থাকে, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে নাম করণ করাই বিধি।" (১৪৬) নামকরণ কালে শিশুকে স্নান ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বামির নিকটে আনায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইতে হইবে। (১৪৭) অনন্তর পিতা স্বর্ণ সহিত কুশোদকে শিশুর মস্তকে অভিষেক করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন; জাহ্নবী যমুনা রেবা, সুপবিত্রা সরস্বতী, নর্ম্মদা বরদা, কুন্তী, সাগর ও সরোবর সকল ইহাঁরা ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৪৮) (১৪৯) হে জলসকল! তোমরা সুখবিধাতা, অতএব আমাদের ইহলোকের অন্ন সংস্থান কর ও পরলোকে আমাদিগকে পরম ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত কর। (১৫০) হে জলসকল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ, সেইজন্য আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর, হে জলসকল! তোমরা যে রস দ্বারা জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে পান করাও, আমরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই। (১৫১) জ্ঞানবান্ পিতা এই তিনটী মন্ত্রে পুত্রের অভিষেক করিয়া পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিবে এবং ধারা হোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (১৫২) অনন্তর পার্থিব নামক অগ্নিতে যথাক্রমে অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে। (১৫৩) পরে বিচক্ষণ পিতা পুত্রকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্পাক্ষর এবং সুখোচার্য্য শুভীয় মঙ্গলকর নাম শ্রবণ করাইবেন। (১৫৪) এইরূপে তিন বার নাম শ্রবণ করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম প্রভৃতি সমাধা করনানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। (১৫৫) কন্যা সন্তানের নিষ্ক্রামণ, বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ নাই; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে তাহাদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ সম্পন্ন করিবেন। (১৫৬) চতুর্থ বা ষষ্ঠ মাসে

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্। স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্॥
সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১৫৮
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা। ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা॥ ১৫৯
ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্। বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ॥ ১৬০
গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ১৬১
ওঁ হ্রীং তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরেৎ। পশ্যেম শরদঃ শতংজীবেম শরদঃ শতম্॥ ১৬২
ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্। অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা॥ ১৬৩
ষষ্ঠে মাসি কুমারস্য মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে। পিতৃভ্রাতা পিতাবাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াম্॥ ১৬৪
পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদিবহ্নিসংস্করণং তথা। এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা॥ ১৬৫
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে। অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্॥ ১৬৬
ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ॥১৬৭
ততোঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা। তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্॥ ১৬৮
পঞ্চ প্রাণহুতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা। ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্ম্মুখে॥ ১৬৯
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ। ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু॥ ১৭০
তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ। চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে॥ ১৭১

শিশুর নিষ্ক্রামণ সংস্কার করিতে হয়। (১৫৭) এই সময় পিতা নিত্য ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পুত্রকে স্নান বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করাইয়া গণেশের পূজা করিবেন, পরে সম্মুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। (১৫৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ, ভাস্কর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ অগ্নি ও বৃহস্পতি, ইহাঁরা সকলে এই শিশুর মঙ্গল বিধান করুন এবং পথে ইহাঁকে রক্ষা করিতে থাকুন। (১৫৯) পিতা এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দচিত্ত স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গীতবাদ্যপুরঃসর তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবেন। (১৬০) কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। (১৬১) তৎকালের মন্ত্র এই ;—শুক্রকে অতিক্রম করিয়া দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্ত্তমান, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং তদ্দর্শনে আমরা শতবৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকি। (১৬০) এইরূপে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করণানন্তর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানাবসানে স্বজনগণকে ভোজন করাইতে হইবে। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পিতা, বা পিতৃ ভ্রাতা তাহার অন্নাশন সংস্কার সম্পাদন করিবেন। (১৬৩।১৬৪) তৎকালে দেবপূজা ও বহ্নিসংস্কার সমাধা করিয়া যথাবিধানে ধারা হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। (১৬৫) অনন্তর শুচিনামা অগ্নিতে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবেন ; অগ্নিকে প্রথম, ইন্দ্রকে দ্বিতীয়, প্রজাপতিকে তৃতীয়, বিশ্বদেবগণকে চতুর্থ ও ব্রহ্মাকে পঞ্চ আহুতি দিতে হইবে। (১৬৬।১৬৭) পরে অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তদুদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করতঃ সেই গৃহ, বা অন্য গৃহে কুমারকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করাইয়া, তাহার মুখে পায়সামৃত পান করাইবেন। (১৬৮) অনন্তর প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা এই পঞ্চ মন্ত্রে শিশুকে পায়স ভোজন করাইয়া, শিশুর মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবে (১৬৯) পরে শঙ্খ ও তূর্য্যাদি শব্দের সহিত প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা করিয়া ক্রিয়া সমাধা করিবেন ; আমি তোমার নিকটে অন্নাশন বিধি বর্ণন করিলাম, এক্ষণে চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৭০) কুলাচারক্রমে জন্মকালের তৃতীয়, বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার সিদ্ধির জন্য চূড়াকর্ম্ম

দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ। সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্॥ ১৭২
তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্বুধঃ। কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্॥ ১৭৩
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ। সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ॥ ১৭৪
বারুণং দশধা জপ্ত্বা সম্মার্জ্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্। মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুটিমেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৫
মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্। ছিত্বা তু জুটিকা মূলং মাতৃহস্তে নিবেশয়েৎ॥
কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়াবিতে। শরাবে স্থাপয়েৎ জুটিং নাপিতায় পিতা বদেৎ॥ ১৭৭
ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্। পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ১৭৮
নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ। বস্ত্রালঙ্কার মাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ॥ ১৭৯
স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা॥ ১৮০
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ। পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৮১
আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ। শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৮২
গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু। শূদ্রসামান্যজাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্॥ ১৮৩
জাতকর্ম্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্। কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈরেকং নিষ্ক্রমণং বিনা॥ ১৮৪
অথোচ্যতে দ্বিজাতীনামুপবীতক্রিয়াবিধিঃ। যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈবপৈত্রাধিকারিণঃ॥ ১৮৫

করিবে। (১৮১) বিচক্ষণ সাধক, দেবপূজা অবধি ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত তিলগোধূমযুক্ত একটী শরাব, উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর স্থাপন করিবেন। (১৭২।১৭৩) অনন্তর পিতা, সেই স্থানে আপনার বামদিকে মাতৃক্রোড়ে বালককে রাখিয়া, ঈষদুষ্ণ বরুণবীজ দশবার জপ করতঃ শিশুর মস্তক সম্মার্জ্জন করিয়া, হ্রীং মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুইটী কুশপত্র দ্বারা মস্তকে একটী জুটি কল্পনা করিবে। (১৭৪।১৭৫) অনন্তর তিনবার হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, লৌহক্ষুর ধারণ পূর্ব্বক জুটিকার মূলভাগ ছেদন করতঃ, মাতৃহস্তে স্থাপন করিবে। (১৭৬) মাতা দুই হস্তে জুটিকা গ্রহণ করিয়া, গোময় বিশিষ্ট নব শরাবে স্থাপন করিবে; পরে পিতা নাপিতকে বলিবেন। (১৭৭) হে ক্ষুরমুণ্ডিন্! তুমি সুখে শিশুর ক্ষৌরকার্য্য কর, ইহা বলিয়া স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে, পিতা এই মন্ত্র পাঠ করতঃ নাপিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রজাপতি উদ্দেশে সত্য নামক অগ্নিতে তিনবার আহুতী প্রদান করিবে। ১৭৮) নাপিত বালকের ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলে, পিতা বালককে স্নান করাইয়া, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যে শোভিত করতঃ, অগ্নির সম্মুখে আত্মবামে স্থাপন করিয়া, স্বিষ্টিকৃৎ হোম শেষ করিবে, পরে প্রায়শ্চিত্ত হোমাবসানে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। (১৭৯।১৮০) অনন্তর হ্রীং শিশোঃ বিশ্বকৃৎ বিভু তোমার মঙ্গল সাধন করুন, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণ, রজত, বা লৌহ শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণ বেধ করিবে। (১৮১) পরে আপোহিষ্ঠাময়ো ভুব এই মন্ত্রে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া, শান্তি কর্ম্ম সমাধার পর, দক্ষিণাপ্রদানান্তে চূড়াকর্ম্ম সমাপন করিবে। (১৮২) গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার, সকল জাতিরই অধিকার, কেবল শূদ্র সামান্য জাতির পক্ষে এই সংস্কারের সময় মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে নাই। (১৮৩) কন্যা সন্তানের পক্ষে জাতকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার কার্য্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে এই সকল সংস্কার করিবেন, কেবল কন্যার পক্ষে নিষ্ক্রামণের ব্যবস্থা নাই। (১৮৪) এক্ষণে [illegible]াতিগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি, উপনয়ন কার্য্য সমাহিত হইলে দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্র কার্য্যে [illegible]ধিকারী হইয়া থাকেন। (১৮৫) গর্ভাষ্টমে, বা

গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়নং শিশোঃ। ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্ পঞ্চদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ। গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৮৭
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধারাহোমান্তমাচরেৎ॥ ১৮৮
প্রাতঃ কৃতাশনং বালং সুস্নাতং সমলঙ্কৃতম্। শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরংক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্॥ ১৮৯
ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ। সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে॥ ১৯০
শিষ্যং বদেদ্ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস তত শিশুং। ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥ ১৯১
ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে। কাষায়বাসসী দদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্ঠায় বর্চ্চসে॥ ১৯২
মৌঞ্জীং কুশময়ং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্। তূষ্ণীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে॥ ১৯৩
মায়ামুচ্চার্য্য সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা। ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ॥
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥ ১৯৫
মন্ত্রেনানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতম্। যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা।
পালাশমথবা দদ্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্॥ ১৯৬
আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেন চ। ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোভির্দণ্ডোপবীতিনম্।
অভিষিচ্য ততস্তোয়ৈঃ পূরয়েদ্বালকাঞ্জলিং॥ ১৯৭
তদঞ্জলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণম্। তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েদ্ভাস্করং গুরুঃ॥ ১৯৮

অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হওয়াই বিধি, ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, উপনয়ন দিতে নাই এবং সেই অনুপনীত বালকের দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার থাকে না। (১৮৬) বিদ্বান্ ব্যক্তি, নিত্য-ক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজান্তে বসুধারা দিবে। (১৮৭) অনন্তর দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া কুশণ্ডিকা বিধিক্রমে ধারা হোম পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। (১৮৮) প্রাতঃকালে বালককে স্নান ও ভোজন করাইয়া অলঙ্কার ও পট্টবস্ত্র পরাইবে, বালকের শিখামাত্র রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে। (১৮৯) অনন্তর বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়ন করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নির সম্মুখে আত্মবামে বিমল আসনে উপবেশন করাইবে। (১৯০) পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন, বৎস! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, শিষ্য বলিবে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি। (১৯১) অনন্তর গুরু প্রসন্নবদনে প্রশান্তচিত্ত শিষ্যকে দীর্ঘায়ুদায়ক বলবর্দ্ধনের জন্য কাষায়রঞ্জিত বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। (১৯২) তখন গুরু কাষায়বসনধারী শিষ্যকে মুঞ্জ, বা কুশবদ্ধী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবলী প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মেখলাও প্রদান করিবেন। (১৯৩) শিষ্য হ্রীং উচ্চারণ করিয়া এই শুভগা মেখলা আমার শুভদায়িনী হউক, এই কথা বলিয়া কটিদেশে মেখলা ধারণ পূর্ব্বক মৌনভাবে গুরুর সম্মুখে অবস্থিতি করিবে। (১৯৪) এই যজ্ঞোপবীত অতিশয় পবিত্র, পূর্ব্বে ইহা বৃহস্পতি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব, তুমি আয়ুষ্কর শুভ্র শ্রেষ্ঠ এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর, তোমার বল ও তেজ বর্দ্ধিত হউক। (১৯৫) গুরু এই মন্ত্র পাঠে বালককে কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু, খদির, পলাস অথবা ক্ষীরবৃক্ষনির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করিবেন। (১৯৬) অনন্তর গুরু হ্রীং বীজ দ্বারা পুটিত আপোহিষ্ঠা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ কুশজলে বালককে অভিষিক্ত করিবেন এবং কুশ দ্বারা জল লইয়া বালকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন। (১৯৭) ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি সূর্য্যকে প্রদান করিলে পর, গুরু তচ্চক্ষুর্দেবহিতং এই মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহাকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। (১৯৮) অনন্তর গুরু শিষ্যকে বলিবেন, তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠানে মনঃসংযোগ কর, আমি তোমাকে আমার মন সমর্পণ করিতেছি, বৎস! তুমি একমনে আমার

দৃষ্ট্বা ভাস্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ। মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোঽস্তু তে শিবম্ ॥ ১৯৯
হৃদি স্পৃষ্টা গঠিত্বৈনং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ। শিষ্যস্ত্বমুখশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ॥ ২০০
কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি। শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াত্তবতো ব্রহ্মচার্য্যহং ॥ ২০১
ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ। ইত্যুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাদ্দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০২
ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ। পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরং ॥ ২০৩
ততো মাণবকো বহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ। গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরাবিশেৎ ॥ ২০৪
গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভবহুতাশনে। পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ প্রিয়ে ॥ ২০৫
প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা ॥ ২০৬
মায়াদিবহ্নিজায়াস্তৈর্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ। অযুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০৭
ততো দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী। ইন্দ্রাদিদশদিক্পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ ॥ ২০৮
প্রত্যেকনাম্না হুত্বৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্। পৃচ্ছেন্মাণবকং প্রাজ্ঞো ব্রতচর্য্যাভিমানিনম্।
কো বাশ্রমস্তে তনয় ব্রূহি কিন্তে মনোগতম্ ॥ ২০৯
ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ম্। করোতি মাসাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১০
এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা। শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥ ২১১

ব্রত আচরণ কর, আমার উক্তি তোমার কল্যাণ দায়িনী হউক। (১৯৯) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরু শিষ্যের হৃদয় স্পর্শ করত বলিলেন, বৎস! তোমার নাম কি? শিষ্য উত্তর দিবে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্ম্মা, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। (২০০) হে পার্ব্বতি! অনন্তর গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? উত্তরে অবহিতচিত্তে শিষ্য বলিবে, আমি আপনারই ব্রহ্মচারী। (২০১) অনন্তর সদ্গুরু শিষ্যকে বলিবেন, তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হুতাশন তোমার আচার্য্য, এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যকে দেবগণের নিকটে সমর্পণ করিবেন। (২০২) (তৎকালে মন্ত্র এই) বৎস! তোমাকে প্রজাপতি, সবিতা, বরুণ, পৃথিবী, বিশ্বদেবগণ ও সমস্ত দেবতাগণের নিকটে সমর্পণ করিতেছি, তাঁহারা নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন। (২০৩) অনন্তর মাণবক দক্ষিণাবর্ত্তযোগে অগ্নি ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় আসনে উপবেশন করিবে। (২০৪) হে প্রিয়ে! শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নিতে পঞ্চ দেবতার পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (২০৫) পরে প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই সকল দেবতার নাম করিয়া আদিতে হ্রীং ও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে যে মন্ত্রে কোন বিধি উল্লিখিত হয় নাই, সে মন্ত্রেও ঐরূপ হ্রীং স্বাহা বলিতে হইবে। (২০৬ ২০৭) অনন্তর দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দিক্পাল, ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেকের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। পরে প্রাজ্ঞ গুরু-ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী বালকের মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, হে পুত্র! এক্ষণে কোন্ আশ্রম তোমার বাঞ্ছনীয়? এবং তোমার মনোগত ভাব কি? (২০৮।২০৯) শিষ্য সাবহিত চিত্তে গুরুর পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক বলিবে, আপনি ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা আমাকে গৃহস্থাশ্রমী করুন। (২১০) হে শিবে! শিশু এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে সর্ব্বমন্ত্রময় প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রীর উপদেশ দিবেন। (২১১) এই সাবিত্রীর ঋষি সদাশিব, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, সাবিত্রী দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,

ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্। অধিষ্ঠাত্রীতু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিয়োগিতা ॥ ২১২
আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ভর্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৩
ততস্তু পরমেশানি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ ॥ ২১৪
ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে। পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেব. প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২১৫
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ঃ ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥২১৬
তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ ॥২১৭
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ। ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২ ৮ ॥
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১৯
ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্গুরুঃ। শিষ্যং নিযোজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু ॥ ২২০
ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ। শাম্ভবোদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৃন্ সমর্চ্চয় ॥ ২২১
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্। প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় ॥ ২২২
উপবীতদ্বয়ং দিব্যবস্ত্রালঙ্কারণানি চ। গৃহাণ পাদুকাচ্ছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ॥ ২২৩
স্ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্। যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্ ॥ ২২৪
আচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে। শুদ্ধোপবীতযুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে ॥ ২২৫
গন্ধমাল্যধরস্তূষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ। ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্ গুরুঃ ॥ ২২৬
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব। স্বধ্যায়াশ্রমকর্ম্মাণি যথাধর্ম্মেণ সাধয়ঃ ॥ ২২৭
ইত্যাদিশ্য দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে। মায়াদিপ্রণবান্তেন ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়েণ চ ॥ ২২৮

মোক্ষার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (২১২) আদৌ তৎ সবিতুঃ এই পদ পাঠ করিয়া পশ্চাৎ বরেণ্যং উচ্চারণ করত, তদনন্তর ভর্গ পদোচ্চারণের পর, দেবস্য ধীমহি এই পদ পাঠ করিবে। (২১৩) হে পরমেশ্বরি! তৎপশ্চাৎ ধিয়োয়োনঃ, প্রচোদয়াৎ, ইহা উচ্চারণ করিয়া গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ জানাইয়া দিবেন। (২১৪) ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা যে পরম পদার্থ প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, যে দেবতা প্রকৃতি হইতেও প্রধান, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, তিনিই ত্রিলোকাত্মা এবং ত্রিগুণ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, অতএব তিনটী ব্যাহৃতি দ্বারা বিশ্বময় ব্রহ্ম অভিহিত হইতেছেন। (২১৫।২১৬) যিনি প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, তিনিই সাবিত্রীর দ্বারা জ্ঞেয় হইয়া থাকেন, তিনি জগতের সবিতা দীপ্ত্যাদিক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ বিভু। (২১৭) তদন্তর্গত যোগিগণেরও বরণীয় মহাজ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি, তিনিই পরম সত্য, সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন। (২১৮) যিনি মহাজ্যোতি সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনিই আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। (২১৯) সদ্গুরু এই রূপ অর্থযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। (২২০) তিনি বলিবেন, বৎস! এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী বেশ পরিত্যাগ কর, শম্ভু-প্রদর্শিত পথানুসারে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা কর। (২২১) তোমার শরীর এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পবিত্র হইয়াছে, তুমি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মে উপস্থিত হইয়াছ অতএব তদ্বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। (২২২) হে বৎস! তুমি এক্ষণে উপবীতদ্বয়, দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র, গন্ধমাল্য ও অনুলেপন গ্রহণ কর। (২২৩) অনন্তর কষায়রঞ্জিত বস্ত্র, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও আচারানুযায়ী অর্জ্জিত ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে সমর্পণ করিয়া, কেবল শুদ্ধ উপবীত এবং সুন্দর বস্ত্র যুগল পরিধান করতঃ গন্ধমাল্য ধারণ পূর্ব্বক নীরবে আচার্য্যসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, আচার্য্য শিষ্যকে বলিবেন। (২২৪।২২৫।২২৬) তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন কর। (২২৭)

হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমমাচরন্। দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ২২৯
জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতো নব। উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোঽপি সিধ্যতি প্রিয়ে॥২৩০
বিবাহাহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী। পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদিমাতৃকাস্তথা।
বসোর্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ॥ ২৩১
রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্যপুরঃসরম্। ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরাসনে॥ ২৩২
বাসবাভিমুখং দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ। আচম্য স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ কথয়েদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ২৩৩
সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চ্চনাপ্রশ্নমেব চ। বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈর্ব্বরমর্চ্চয়েৎ॥ ২৩৪
সমর্পয়ামি বাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ। পাদয়োরর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ ২৩৫
আচম্যং বদনে দদ্যাৎ গন্ধং মাল্যং সুবাসসী। দিব্যাভরণরত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ॥ ২৩৬
ততস্ত ভোজনে কাংস্যে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু। সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ॥ ২৩৭
বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ। দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ॥ ২৩৮
পঞ্চধাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ। মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্॥ ২৩৯
দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্দ্ধৃত্বা জানু দক্ষিণম্। স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথীস্ততঃ॥ ২৪০
সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্। গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ॥ ২৪১
ষষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চার্য্য বরস্য জনকাবধি। দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াৎ গোত্রপ্রবরনামভিঃ॥ ২৪২
তথৈব কন্যামুল্লিখ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ। দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ॥ ২৪৩

গুরু দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রথমে মায়া, শেষে প্রণব পাঠ করতঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া স্বিষ্টকৃৎ হোম সমাধা করিবেন, হে ভদ্রে। অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া, উপনয়ন কর্ম্ম শেষ করিবেন। (২২৮।২২৯) হে প্রিয়ে! জীবসেক হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন পর্য্যন্ত এই নয়টি সংস্কার পিতাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, পরিণয় সংস্কার স্বয়ং অথবা পিতা নিষ্পন্ন করিতে পারেন। (২৩০) কৃতী ব্যক্তি বিবাহ দিবসে স্নান ও নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চ দেবতার অর্চ্চনা করতঃ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে, অনন্তর বসুধারা দানের পর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। (২৩১) প্রতিশ্রুত পাত্র গীতবাদ্য পুরঃসর রাত্রিকালে উপস্থিত হইলে ছায়ামণ্ডপে আনিয়া তাহাকে বরের আসনে উপবেশন করাইতে হইবে। (২৩২) পূর্ব্বাভিমুখে পাত্র এবং পশ্চিমাভিমুখে দাতাকে উপবেশন করিতে হইবে, পরে কন্যাদাতা আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি ও ঋদ্ধি বচন, ব্রাহ্মণগণের সহিত বলিবেন। (২৩৩) পরে পাত্রকে সাধু ও অর্চ্চনা প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদাতা বরের অর্চ্চনা করিবেন। (২৩৪) পাদ্য দানকালে তোমাকে উহা সমর্পণ করিতেছি, এই কথা বলিয়া দেয় দ্রব্য সকল সমর্পণ করিবে; পাদ্য চরণে এবং অর্ঘ্য মস্তকে সমর্পণ করিতে হয়। (২৩৫) অনন্তর মুখে আচমনীয় প্রদান করিয়া, বস্ত্রযুগল গন্ধমাল্য, যজ্ঞসূত্র, সুন্দর আভরণ ও বস্ত্রাদি সমর্পণ করিবে। (২৩৬) পরে, কাংস্য, পাত্রে দধি ঘৃত ও মধু রাখিয়া, সমর্পণ করিতেছি বলিয়া মধুপর্ক অর্পণ করিবে। (২৩৭) পাত্রও মধুপর্কপাত্র গ্রহণ ও বামহস্তে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাঁচ বার আঘ্রাণ লইয়া, সেই পাত্র উত্তরদিকে রাখিবে, মধুপর্কের পর বরকে পুনরাচমনীয় দিতে হইবে। (২৩৮।২৩৯) অনন্তর অক্ষত ও দূর্ব্বা হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করত তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ পূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবর ও ষষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ গোত্র ও প্রবরাদির সহিত দ্বিতীয়ান্ত বরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে বরণ করিবে। (২৪০) ২৪১।২৪২) বরের ন্যায় কন্যারও গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করিয়া, পণ্ডিত কন্যাদাতা বলিবেন যে,

বৃতোঽস্মীতি বরো ব্রূয়াৎ ততোদাতা বদেদ্বরম্। যথা বিহিতমিত্যুক্তা বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি।
বরো ব্রূয়াৎ যথাজ্ঞানং করবাণি তদুত্তরম্॥ ২৪৪
ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্। বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েদ্বরসম্মুখম্॥ ২৪৫
পূর্ব্ববরং সমভ্যর্চ্চ্য বাসোঽলঙ্কারণাদিভিঃ। বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং নিয়োজয়েৎ॥ ২৪৬
তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা। দদ্যার্চ্চয়িতা তনয়াং বরায় বিদ্বুষেঽর্পয়েৎ॥২৪৭
প্রাগুক্তত্রিপুরুষাখ্যানং নিমিত্তাখ্যানমেব চ। আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ॥ ২৪৮
কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাম্। সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্॥ ২৪৯
তুভ্যমহমিদি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্। বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ॥ ২৫০
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া বহ। বর্ত্তিতব্যং বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ॥ ২৫১
দাতা কামো গৃহীতাপি কামায়াদাচ্ছ কামিনীম্। কামেন ত্বাং প্রগৃহ্লামি কামঃ পূর্ণোঽস্তুবয়োঃ॥
ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং প্রতি। প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্।
পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং পালয়তং যুবাম্॥ ২৫৩
তৌ তু আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ। পরস্পরশুভালোকং কারয়েদ্বরকন্যয়োঃ॥ ২৫৪
ততো হিরণ্যরত্নানি যথাশক্ত্যনুসারতঃ। জামাত্রে দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ॥ ২৫৫
বরস্তু ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তত্রাত্রৌ দিবসেঽপি বা। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ॥ ২৫৬
যোজকাখ্যঃ পাবকোঽত্র প্রজাপত্যশ্চরুঃ স্মৃতঃ। ধারান্তং কর্ম্ম সম্পাদ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীর্ব্বরঃ ২৫৭

ব্রহ্মোদ্বাহ দ্বারা কন্যা দানের জন্য তোমাকে আমি বরণ করিতেছি; তখন এই মন্ত্র বলিবেন। (২৪৩) বর বলিবে, আমি বৃত হইলাম, কন্যাদাতা বলিবেন, যথাবিধানে বিবাহকার্য্যকর, বর বলিবে, আমার যেরূপ জ্ঞান, তদনুরূপ করিতেছি। (২৪৪) অনন্তর বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যাকে আনয়ন করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। (২৪৫) পরে পুনর্ব্বার কন্যাদাতা বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তে কন্যার হস্ত স্থাপিত করিবেন। (২৪৬) হস্ত মধ্যে পঞ্চরত্ন, ফল ও তাম্বূল প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করত বিদ্বান্ বরের হস্তে সমর্পণ করিবেবেন। (২৪৭) কন্যা সম্প্রদানকালে প্রথমে আপনার কামনা ও তিন পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। (২৪৯) কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম করিবার কালে অর্চ্চিতা, অলঙ্কৃতা, সাচ্ছাদনা, প্রজাপতি দেবতাকা এই কএকটি বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (২৪৯) অনন্তর তুভ্যমহং সম্প্রদদে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে, বর স্বস্তি বলিয়া কন্যাকে ভার্য্যা স্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে, তখন সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন, তুমি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম বিষয়ে ভার্য্যার সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, বর তথাস্তু বলিয়া এইরূপ কামস্তুতি পাঠ করিবে। (২৫০ ২৫১) কাম সম্প্রদাতা, কাম প্রতিগৃহীতা, কামই কামকে কামিনী দান করিতেছেন, আমি কাম হেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। (২৫২) পরে কন্যাদাতা কন্যা ও জামাতাকে বলিবেন যে, প্রজাপতিপ্রসাদে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক. তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা মিলিত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে থাক। (২৫৩) অনন্তর কন্যাদাতা মঙ্গল বার্ত্তাদি দ্বারা বরকন্যাকে শুভবসনে আচ্ছাদন করতঃ পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাইবেন। (২৫৪) অনন্তর জামাতাকে যথাশক্তি সুবর্ণ ও রত্ন দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। (২৫৫) সেই রাত্রি বা পরদিবস ভার্য্যার সহিত বরের কুশণ্ডিকা বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। (২৫৬) কুশণ্ডিকাস্থলে যোজক নামক অগ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরুর ব্যবস্থা আছে, ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করা বরের কর্ত্তব্য। (২৫৭)

শিবং দুর্গাং তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্। ধ্যাত্বৈকৈকঃ সমুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে॥ ২৫৮
ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্ণীয়াদিত্যুদীরয়ন্। পাণিং গৃহ্লামি শুভগে গুরুদেবরতা ভব।
গার্হস্থ্যং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদনুশীলয়॥ ২৫৯
ঘৃতেন স্বামিদত্তেন লাজৈর্ভ্রাত্রাহৃতৈঃ শিবে। প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ বেদাহুতীর্ব্বধূঃ॥ ২৬০
প্রদক্ষিণীকৃত্য বহ্নিমুত্থায় ভার্য্যয়া সহ দুর্গাং শিবঃ রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ।
যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা হবনং চরেৎ॥ ২৬৯
অশ্মমণ্ডলিকাসপ্তারোহৌ কুর্য্যাদমন্ত্রকম্। নিশায়াং চেৎ তদা স্ত্রীভিঃ পশ্যেদ্ ধ্রুবমরুন্ধতীম্॥ ২৬২
প্রত্যাবৃত্যাসনে সম্যগুপবিশ্য বরস্তদা। স্বিষ্টিকৃদ্ধোমতঃ পূর্ণাহুত্যন্তেন সমাপয়েৎ॥ ৩৬৩
ব্রাহ্ম বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া। কুলধর্ম্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া॥ ২৬৪
ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী। তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ॥ ২৬৭
তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি। শৈবোত্থান্যপত্যানি দায়ার্হাণি ভবন্তি ন॥ ২৬৭
শৈবা স্তদন্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ। যথাবিভবমাচ্ছাদং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি॥ ২৬৭
শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে। চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ে জীবনাবধি॥ ২৬৮
চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ। পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহঃ কুর্য্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ॥ ২৬৯
ভৈরবী বীরবৃন্দেষু স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়েৎ। আবয়োঃ শাম্ভবোদ্বাহে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্॥ ২৭০

এই আহুতি দিবার সময় শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করিয়া, প্রত্যেককে সংস্কৃত বহ্নিতে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। (২৫৮) অনন্তর বর, কন্যার পাণিযুগল ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে সুভগে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি গুরু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমতী হও এবং ধর্ম্মানুসারে গৃহস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক। (২৫৯) হে শিবে! অনন্তর বধূ স্বামী প্রদত্ত ঘৃত ও ভ্রাতৃ আহৃত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। (২৬০) তৎপরে বর, বধূর সহিত উত্থিত হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, দুর্গা, শিব, রমা, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণী ও ব্রহ্মা ইহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া, প্রত্যেক দম্পতির জন্য তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। (২৬১) অনন্তর মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে শিলারোহণ ও সপ্তপদী গমন করিবে, কুশণ্ডিকাকার্য্য বিবাহরাত্রিতে হইলে, পুরনারীগণের সহিত একত্রিত হইয়া অরুন্ধতী দর্শন করিবে। (২৬২) পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে সম্যক্ প্রকারে উপবেশন করিয়া, স্বিষ্টিকৃৎ হোম হইতে, পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত, সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। (২৬৩) যদি স্বজাতীয় গোত্র ভিন্ন অসপিণ্ডা কন্যার সহিত কুলধর্ম্মানুসারে বিবাহ হয়, তাহাই নির্দ্দোষ ব্রাহ্ম-বিবাহ। (২৬৪) যে ভার্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহে পরিগৃহীত হয়, সেই ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে, তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তি পুনর্ব্বার ব্রহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না। (২৬৫) হে কুলেশ্বরি! ব্রহ্মবিবাহোৎপন্ন পুত্র বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে, শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজ পুত্র, ধনাধিকারী হইতে পারে না। (২৬৬) হে পরমেশ্বরি! শিববিবাহজ সন্তান বা তদ্বংশীয় পুত্রগণ, ধনাধিকারীর নিকটে সম্পত্তিমত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৬৭) শৈববিবাহ দুই প্রকার, কুলচক্রে এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে, চক্রের নিয়মানুসারে চক্র নিবৃত্তি পর্য্যন্ত এক প্রকার বিবাহ স্থায়ী, দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ, যাবজ্জীবন স্থায়ী হইয়া থাকে। (২৬৮) বীর ব্যক্তি চক্রানুষ্ঠান সময়ে সমাহিত চিত্তে শক্তিসাধক স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ইচ্ছামত বিবাহ করিবেন। (২৬৯) প্রথমতঃ ভৈরবী, বীরগণের সমক্ষে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং বলিলেন, আমাদের উভয়ের শৈববিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন। (২৭০) অনন্তর বীর, বীরগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া,

তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্‌ত্বা সপ্তাক্ষরং মনুম্। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্॥ ২৭১
ততো বদেৎ তাং রমণীং কৌলানাং সন্নিধৌ শিবে।
অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু॥ ২৭২
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্বৃত্বা সা কৌলা দয়িতং ততঃ। সুশ্রদ্দধানা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি॥২৭৩
ততোঽভিষিঞ্চেৎ চক্রেশো মন্ত্রেণানেন দম্পতী। তদাচক্রস্থিতাঃ কৌলা ব্রূয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্॥২৭৪
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী। বগলা কমলা নিত্যা যুবাং রক্ষন্তু ভৈরবী॥ ২৭৫
অভিষিঞ্চেৎ দ্বাদশধা মধুনা বার্ঘ্যপাথসা। ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ শ্রাবয়েদ্বাগ্‌ভবং রমাম্॥ ২৭৬
যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ। শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি॥ ২৭৭
বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ॥ ২৭৮
পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্ধারণেন যা। অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্টা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ॥ ২৭৯
শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যমনুলোমেন মাতৃবৎ। সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ॥ ২৮০
এষাং সঙ্করজাতীনাং সর্ব্বত্র পিতৃকর্ম্মসু। ভোজ্যপ্রদানং কৌলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ॥ ২৮১
নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্। সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥ ২৮২
অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবণাৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা॥ ২৮৩
ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্ব ধর্ম্ম নির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
কুশণ্ডিকাদশবিধসংস্কারবিধির্নাম নবমোল্লাসঃ॥

সপ্তাক্ষর মন্ত্র একশত আটবার জপ করত পরমা শক্তি কালিকাকে প্রণাম করিবে। (২৭১) হে শিবে! তদনন্তর বীর, কৌলবর্গের সমক্ষে সেই রমণীকে বলিলেন, আমাকে অকপট হৃদয়ে পতি ভাবে বরণ কর॥ (২৭২) হে দেবেশি! সেই কৌলা কামিনী, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা শ্রদ্ধান্বিতহৃদয়ে প্রিয় পতির অর্চনা করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্ত প্রদান করিবে। (২৭৩) অনন্তর চক্রেশ্বর এই মন্ত্রে সেই দম্পতির অভিষেক করিবেন, তখন চক্রস্থ বীরগণ সমাদরে স্বস্তি এই কথা বলিলেন। (২৭৪) (অভিষিক্ত করিবার মন্ত্র এই;)—রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, কমলা, নিত্য ও ভৈরবী, ইহাঁরা তোমাদের দুই জনকে রক্ষা করুন। (২৭৫) চক্রেশ্বর এই মন্ত্রে মধু বা অর্ঘ্যজল দ্বারা উভয়ের অভিষেক করিবেন, যখন দম্পতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে ঐং, শ্রীং এই দুইটি বীজ শ্রবণ করাইবেন। (২৭৬) সেই দম্পতি শৈব বিবাহে যাহা যাহা প্রতিশ্রুত হইবেন, শিবোক্ত বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে তত্তাবৎ পালন করিতে হইবে। (২৭৭) শৈবোদ্বাহে বয়স বা বর্ণবিচার নাই, ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডারই বিবাহ হইবে, ইহা শম্ভুর শাসন। (২৭৮) শৈবধর্ম্ম ক্রমে চক্র নিয়ম দ্বারা যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, অপত্যার্থী বীর তাহার নিয়ম মত ঋতু কাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তি সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। (২৭৯) অনুলোম ক্রমে বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র, মাতৃতুল্য হইবে যদি বিলোম বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে তদগর্ভজ পুত্র সামান্য জাতির ন্যায় হইবে। (২৮০) এই সকল শঙ্কর জাতির পিতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কৌল ব্যক্তিকে ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করাইতে হইবে। (২৮১) হে দেবি! মানবগণের পক্ষে ভোজন ও মৈথুন স্বভাবতঃ প্রিয় বস্তু, অতএব তাহার সংক্ষেপ এবং হিত সাধনার্থে শৈব ধর্ম্মে সীমা তাহার নিরূপিত হইয়াছে। (২৮২) হে মহেশ্বরি! শৈবধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে লোক যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া থাকে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। (২৮৩)

দশমোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুশণ্ডিকাবিধির্নাথ সংস্কারাশ্চ দশ শ্রুতাঃ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১
কস্মিন্ কস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাসু চ কাস্বপি। কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২
কর্ত্তব্যং বা ন কর্ত্তব্যং তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ। মৎপ্রীতয়ে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

জীবসেকাদ্বিবাহান্তদশসংস্কারকর্ম্মসু। যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪
তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্ত্বজ্ঞৈর্হিতমিচ্ছুভিঃ। অন্যত্র যদ্বিধাতব্যং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে ॥ ৫
বাপীকূপতড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা। গৃহারামব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে ॥ ৬
সর্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃণামপি পূজনম্। বসোর্দ্ধারা চ কর্ত্তব্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকুশণ্ডিকে ॥ ৭
স্ত্রীণাং বিধয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎসৃজেৎ ॥৮
দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা। ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে ॥ ৯
পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জ্ঞাতয়ো ভগিনীসুতঃ। জামাতর্ত্বিগ্‌দৈবপিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে॥১০
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১
কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ। গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্তীশং ভূপতিং যজেৎ ॥১২
ততো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ প্রণবং স্মরন্। পঞ্চভির্নবভির্ব্বাপি সপ্তভিস্ত্রিভিরেব বা ॥ ১৩
নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাগ্রৈর্দ্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ। সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন উর্দ্ধাগ্রৈর্বচয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ১৪

দেবী কহিলেন,—হে নাথ! আমি আপনার নিকট হইতে কুশণ্ডিকা বিধি ও দশবিধ সংস্কার শুনিলাম এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকটে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বিধি বর্ণন করুন। (১) হে শঙ্কর! কোন্ কোন্ সংস্কার ও কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, তাহা আমার প্রীতি ও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থতঃ বর্ণন করুন (২।৩) সদাশিব কহিলেন,—হে ভদ্রে! গর্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে কার্য্য-বিধি বিহিত, তাহা সবিশেষ বলিয়াছি। (৪) হে বরাননে! আমি উক্তরূপে যে স্থলে যাদৃশ বিধির ব্যবস্থা করিয়াছি, হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের পক্ষে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন অন্যস্থানে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৫) হে প্রিয়ে! বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবপ্রতিমা, গৃহ, উদ্যান, ও ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে পঞ্চ দেবতার ও মাতৃগণের পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা করিতে হইবে। (৬।৭) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ স্ত্রীজাতির পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি নহে, কেবল দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। (৮) হে কমলাননে! সেরূপ স্থলে পুরোহিত দ্বারা ভক্তি সহকারে দেবতার অর্চ্চনা, বসুধারা ও কুশণ্ডিকা বিধির অনুষ্ঠান করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। (৯) হে শিবে! স্ত্রীলোকের প্রতিনিধিতে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জ্ঞাতি ভাগিনেয়, জামাতা, ও পুরোহিত ইহাঁরাই দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে প্রশস্ত। (১০) হে কালিকে! আমি তোমার নিকট যথাযথরূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১) লোকে সুসমাহিতচিত্তে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামির অর্চ্চনা করিবে। (১২) প্রণবোচ্চারণ করিতে করিতে দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিবে; পঞ্চ, নব, সপ্ত, অথবা ত্রিসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। (১৩) গর্ভশূন্য সাগ্র উর্দ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষি-

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণাদৌ ষড়্ বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। একোদ্দিষ্টে তু কথিত একএব দ্বিজঃ শিবে ॥১৫
ততো বিপ্রান্ কুশময়ানেকস্মিন্নেব ভাজনে। কৌবেরাভিমুখান্ কৃত্বা স্নাপয়েদমুনা সুধীঃ ॥ ১৬
হ্রীং শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়েশংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১৬
ততস্তু গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশভূসুরান্ ॥ ১৮
পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ সুধীঃ। ষট্ পাত্রাণি সদর্ভাণি স্থাপয়েত্তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯
পাত্রদ্বয়ে পশ্চিমায়াং যাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ম্। পূর্ব্বাস্যানুত্তরমুখান্ ষড় বিপ্রানুপবেশয়েৎ ॥ ২০
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামযাম্যয়োঃ। পিতুর্ম্মাতামহস্যাপি পক্ষৌ দ্বৌ বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ২১
নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখাশ্চ মাতরঃ। মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ।
শ্রাদ্ধে নাম্নাভ্যুদয়িকে সমুল্লেখ্যা বরাননে ॥ ২২
দক্ষাবর্ত্তেনোত্তরাস্যো দৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ। বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যঃ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ২৩
সর্ব্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে। লঙ্ঘনান্মাতৃমাতৃণাং শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং ভবেৎ ॥ ২৪
কৌবেরাভিমুখোঽনুজ্ঞাবাক্যং দৈনে প্রকল্পয়েৎ। যাম্যাস্যঃ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্রে মাতামহেঽপি চ।
তত্রাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫
কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্। তত্তৎ কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুক্ত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৬
পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং তু মাত্রাদীনাং তথৈব চ। মাতামহানাং চ মাতামহ্যাদীনামপি প্রিয়ে ॥ ২৭
ষষ্ঠ্যন্তং কীর্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্। বিশ্বেষাঞ্চৈব দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥ ২৮
কুশনির্ম্মিতয়োঃ পশ্চাৎ বিপ্রয়োরহমিত্যপি। করিষ্যে পরমেশানীত্যনুজ্ঞাবাক্যমীরিতম্ ॥ ২৯

পাবর্ত্ত যোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে। (১৪) হে শিবে! বৃদ্ধি এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ছয়টি এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ কল্পনার আবশ্যক। (১৫) অনন্তর সুধী ব্যক্তি কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে একপাত্রে উত্তরাস্য স্থাপন করতঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। (১৬) জল দেবতা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, জল দেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত এবং জল দেবতা আমাদের নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে মঙ্গল বিধান করুন। (১৭) অনন্তর কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। (১৮) সুধী ব্যক্তি পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে তুলসী পত্র ও দর্ভের সহিত দুই দুইটী একত্র করিয়া ছয়টী পাত্র স্থাপন করিবে। (১৯) পশ্চিম-স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ এবং দক্ষিণ দিক্ স্থাপিত চারিটী পাত্রে চারিটি ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া উপবেশন করিবে। (২০) হে পার্ব্বতি! পশ্চিম দিকে দেব, দক্ষিণ দিকের বামভাগে পিতৃ এবং দক্ষিণ দিকের দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ কল্পনা করিবে। (২১) হে বরাননে! আভ্যুদয়িক নামক নান্দীশ্রাদ্ধে নান্দীমুখ পিতৃগণ, নান্দীমুখী মাতৃগণ, নান্দীমুখ মাতামহ প্রভৃতি এবং নান্দীমুখী মাতামহী প্রভৃতিরও নামের উল্লেখ করিবে। (২২) দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরাস্য হইয়া দৈবকর্ম্ম এবং বামাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে। (২৩) হে শিব! দৈবাদিক্রমে সমুদায় কর্ম্ম করিবে, বামাবর্ত্ত নাহইয়া মাতৃপিতৃগণকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। (২৪) দৈবকর্ম্মে উত্তরাস্য এবং পৈত্র ও মাতামহাদির কার্য্য দক্ষিণাস্য হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে; হে সুন্দরি! প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২৫) অনন্তর সাধকসত্তম, কাল ও নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং এই কথা বলিয়া পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতৃ প্রভৃতি মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন ব্যক্তির গোত্র উচ্চারণ করিয়া ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত নামোল্লেখ করিবে, পশ্চাৎ বিশ্বেষাং দেবানাং এই পদ উচ্চারণ করিবে। (২৬।২৭।২৮) হে পরমেশ্বরি! তৎপরে কুশনির্ম্মিতয়ো ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে এই বাক্য পাঠ করিবে, ইহারই নাম

বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্ব্বতি। তথা মাতামহস্যাপি পক্ষেঽনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা ॥৩০
জপ্তা জপেদ্ ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে ॥ ৩১
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেবভবত্বিতি ॥ ৩২
পঠিত্বৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায় সত্তমঃ। বং হুং ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ॥ ৩৩
আগ্নেয্যাং পাত্রমেকন্তু সংস্থাপ্য কুলনায়িকে। রক্ষোঘ্নমমৃতং প্রোচ্য যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ মে।
ইত্যুক্ত্বা ভাজনে তস্মিংস্তুলসীদলসংযুতম্ ॥ ৩৪
নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ সুধীঃ। বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫
তত আবাহয়েদ্বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄং স্তথা। মাতৄর্ম্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে ॥৩৬
আবাহ্যাপূজয়েদাদৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজেৎ। পিতৃত্রয়ং তথা মাতৃত্রয়ং মাতামহত্রয়ম্ ॥ ৩৭
মাতামহীত্রয়ং চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে।
পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং কুর্য্যাদ্দৈবক্রমাৎ শিবে ॥ ৩৮
মণ্ডলং রচয়েদেকং মায়য়া চতুরস্রকম্। দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তত্ত্ব পক্ষদ্বয়োরপি ॥ ৩৯
বারুণপ্রোক্ষিতেষ্বেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ। তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ।
পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০
ততো মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রীং হুং ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ। সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥
মাতৄর্ম্মাতামহান্ মাতামহীরুল্লিখ্য তত্ত্ববিৎ। নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥ ৪২
শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩
দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈর্ম্মালূরফলসন্নিভান্। দ্বিজাৎ প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্ দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪

অনুজ্ঞাবাক্য। (২৯) হে পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষে বিশ্বেষাং দেবানাং এই পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে। (৩০) হে শিবে! অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী দশবার জপ করিবে। (৩১) দেবগণ, পিতৃগণ, মহাযোগিগণ পুষ্টি এবং স্বাহাকে নমস্কার, এইরূপ আভ্যুদয়িক কার্য্য নিত্য হউক। (৩২) সাধু ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হস্তে জল গ্রহণ করিয়া বং হুং ফট্ এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনবার শ্রাদ্ধ দ্রব্যাদি প্রোক্ষিত করিয়া শোধন করিবে। (৩২) হে কুলনায়িকে! পরে অগ্নিকোণে একটী পাত্র স্থাপন করিয়া রক্ষোঘ্ন মমৃতমসি মম যজ্ঞ রক্ষাং কুরুষ এই মন্ত্র পাঠ করত সেই পাত্রে তুলসী পত্রের সহিত জল রাখিয়া সুধী ব্যক্তি দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণগণকে জল গণ্ডূষ প্রদান করিবে; অনন্তর দৈবাদিক্রমে কুশাসন প্রদান করিবে। (৩৪।৩৫) অনন্তর হে শিবে! বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, মাতামহগণ ও মাতামহীগণকে আহ্বান করিবে। (৩৬) আবাহনান্তে প্রথমে বিশ্বদেবগণের পূজা করিয়া পরে পিতৃত্রয়, মাতৃত্রয়, এবং মাতামহত্রয়কে পূজা করিবে। (৩৭) হে বরাননে। অনন্তর মাতামহীত্রয়কে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়, ধূপ দীপ ও বস্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দৈব হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাত্র পাতন প্রশ্ন করিবে। (৩৮) পরে মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবপক্ষ একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল স্থাপন করিয়া মাতামহ ও পিতৃপক্ষে হ্রীং উচ্চারণ পূর্ব্বক দুইটী করিয়া ঐরূপ মণ্ডল রচনা করিবে। (৩৯) অনন্তর বরুণবীজে উহা প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে পাত্রগুলি সংস্থাপন পূর্ব্বক বং বীজ দ্বারা প্রক্ষালিত পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় উপকরণ, পানার্থ জল এবং অন্ন ক্রমশঃ পরিবেশন করিবে। (৪০) পরে অন্নাদিতে মধু ও যব প্রদানান্তে হ্রীং হুং ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া বিশ্বদেবগণ, পিতৃগণ মাতৃগণ, ও মাতামহীগণকে উল্লেখ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে সমুদায় অন্ন যথাক্রমে নিবেদন করিবে, পশ্চাৎ, দশবার গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। (৪১।৪২) হে আদ্যে! অনন্তর শেষান্ন ও পিণ্ড প্রশ্ন করিবে। (৪৩)

অন্যং তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে। আস্তরেনৈর্ঋতে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্॥ ৪৫
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেঽপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে॥ ৪৬
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। মদ্দত্তপিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়াম্॥ ৪৭
দত্ত্বা পিণ্ডমপিণ্ডেভ্যো মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে। প্রক্ষাল্য হস্তাবাচান্তঃ সাবিত্রীং প্রজপংস্ততঃ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ॥ ৪৮
উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ। দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ॥ ৪৯
পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য কুশাংস্তেষ্বাস্তরেৎ কৃতী। অভ্যুক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাৎ শিবে।
ঊর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ॥ ৫০
আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য মহেশ্বরি। স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমাধ্বীকসংযুতম্॥ ৫১
পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপভাজিনঃ। প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৫২
দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ। দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজয়েত্ততঃ॥ ৫৩
প্রজ্বাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্। বিদ্যাদেহধরান্ পিতৄন্নশ্নতঃ কব্যমধ্বরে।
বিভাব্য প্রণমেদ্ধীমানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৫৪
পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ। স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্যখিলং জগৎ॥ ৫৫
ততো নির্ম্মাল্যমাদায় প্রার্থয়েদাশিষং পিতৄন্॥৫৬
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাঃ পিতরঃ করুণাময়াঃ। বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম॥ ৫৭

হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া দত্তাবশেষ অন্নাদি দ্বারা বিল্বাকার দ্বাদশটী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। (৪৪) হে অম্বিকে! বিল্বফল সদৃশ অন্য একটী পিণ্ড রচনা করিয়া নৈঋতকোণে মণ্ডলের উপরিভাগে যবসংযুক্ত কুশ বিস্তারিত করিবে। (৪৫) পিণ্ড প্রদানের মন্ত্র এই ;—আমার বংশে যাঁহাদের স্ত্রী পুত্র নাই এবং পিণ্ড লোপ পাইয়াছে, যাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ, কিংবা সর্প বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর হস্তে নিহত হইয়াছে, যাঁহারা আমর বান্ধব, বা শত্রু, যাহারা পূর্ব্বজন্মে আমাদের বান্ধব ছিলেন, মদ্দত্ত পিণ্ড ও জল গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন। (৪৬।৪৭) হে সুরবন্দিতে! এই দুইটী মন্ত্রে অপিণ্ডদিগকে পিণ্ডদান করিয়া হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপ করত, দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে। (৪৮) হে দেবি! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে দুই দুইটী করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। (৪৯) হে শিবে! অনন্তর বরুণ বীজে মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ আস্তীর্ণ করিবে, পরে বায়ুবীজে দর্ভ অভ্যুক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে মূলে এবং মধ্যে তিনটী তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। (৫০) হে মহেশ্বরি! আমন্ত্রণযুক্ত প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া, স্বধা পাঠ করতঃ প্রত্যেককে যবমধুমিশ্রিত পিণ্ড প্রদান করিবে। (৫১) পিণ্ড প্রদানান্তে পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিবে ; অনন্তর করলগ্ন অন্ন দ্বারা লেপভোজী পুরুষগণকে প্রীত করিবে, এই বিধি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে নির্দ্দিষ্ট নাই। (৫২) পরে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে, পশ্চাৎ গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা। (৫২) অনন্তর ধূপ, দীপ প্রজ্বালিত করিয়া, দুই চক্ষু নিমীলিত করতঃ যজ্ঞস্থলে পিতৃগণ আপনাদের দেহ ধারণ পূর্ব্বক কব্য ভোজন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। (৫৪) পিতাই আমার পরম ধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতা আমার স্বর্গ, পিতৃলোক তৃপ্ত হইলে অখিল জগৎ তৃপ্ত হইয়া থাকে। (৫৫) অনন্তর নির্ম্মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃগণের নিকটে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। (৫৬) করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বেদসন্তান

দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহুন্যন্নানি সন্তু মে। যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ'যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮
দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেত্তদনন্তরম্। তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥৫
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্যোঽপি পঞ্চধা। দৃষ্টা বহ্নিং রবিং বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬০৯
ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীরয়েৎ। দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১
অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং প্রণবং দশধা জপন্। অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্।
পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬২
বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি ॥৬২
শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪
দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রা-প্রবেশয়োঃ। পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৪
নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্নান্দীমুখান্ বদেৎ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যায়িত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬
পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে। তস্যোর্দ্ধতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৭
জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ। তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৬৮
জীবৎপিতরি কল্যাণি নান্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা। মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাস্তথা নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯
একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবায় পূজয়েৎ। একমেব সমুদ্দিশ্যানুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০
দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাদন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ। যবস্থানে তিলা দেয়ঃ সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭১
প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ। মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যে দানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ

ব্রাহ্মণেরা নিত্য বর্দ্ধিত হউক। (৫৭) আমার দাতাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, আমাদের প্রচুর অন্ন-সংস্থান ঘটুক, অনেকে আমার নিকট যাচ্ঞা করুক, কিন্তু আমি যেন কাহারও নিকটে যাচ্ঞা না করি। (৫৮) পরে দেব পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পিণ্ডদিগকে বিসর্জ্জন দিবে, অনন্তর তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দেবপক্ষ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের দক্ষিণা দিবে। (৫৯) তদনন্তর দশবার গায়ত্রী জপ ও পাঁচবার দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠ করিবে, পশ্চাৎ অগ্নি ও সূর্য্য-দর্শনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে। (৬০) ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতং উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, যথাবিধি সাঙ্গং জাতং। (৬১) অনন্তর অঙ্গবৈগুণ্য দোষশান্তির জন্য দশবার প্রণব জপ করিয়া, অচ্ছিদ্রাভিধান দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিবে; পাত্রান্ন এবং পিণ্ড ব্রাহ্মণের নিকটে সমর্পণ করিবে। (৬২) বিপ্রের অভাবে ঐ সকল দ্রব্য গাভী বা ছাগকে প্রদান, অথবা জলে নিক্ষেপ করিতে হয়, নিত্য সংস্কার কার্য্যে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহা বলিলাম। (৬৩) যদি অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বাহে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহার নাম পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। (৬৪) দেবপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও গৃহপ্রবেশ সময়ে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। (৬৫) এই সমুদায় শ্রাদ্ধে নান্দীমুখান্ পিতৄন্ এই পদ বলিবে না, নমোস্তু পুষ্ট্যৈ ইহার পরিবর্ত্তে নমঃ স্বধায়ৈ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (৬৬) হে বরাননে! পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের উল্লেখে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। (৬৭) যদি তিন পুরুষই জীবিত থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না; দেবি! পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ প্রীত হইলে, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। (৬৮) হে কল্যাণি! পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য শ্রাদ্ধের অধিকার ঘটে না। (৬৯) হে কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধস্থলে বিশ্বদেবগণের পূজাবিধি নাই, সুতরাং সেস্থলে কেবল এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা কল্পনা করিবে। (৭০) একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় দক্ষিণাস্যে অন্ন ও পিণ্ডদান করিতে হয়, ইহার কার্য্য প্রায়ই পূর্ব্ববৎ কেবল যবস্থলে তিল প্রদান করিতে হয়। (৭১) প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে ইহাতে গঙ্গাদির অর্চ্চনা করিবে না;

একমুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে। প্রেতস্থানে চপিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ॥ ৭৩
অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি শ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ। প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে॥ ৭৪
গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতদন্যত্র মৃতজাতয়োঃ। কুলাচারানুসারেণ মানবোঽশৌচমাচরেৎ॥ ৭৫
দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ। শূদ্রসামান্যয়োর্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা॥ ৭৬
অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে। শৃণ্বতোঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে॥ ৭৭
অশুচিনাধিকারী স্যাদ্দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মণি। ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ॥ ৭৮
পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে। ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্॥ ৭৯
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী॥ ৮০
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাংস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ। প্রবাহয়েদ্বা নিখাতদ্দাহয়েদ্বাপি কালিকে॥ ৮১
পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ। কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে॥ ৮২
বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্ময়ন্ জগতাং ত্রয়ম্। পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি॥৮৩
প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা স্নাপয়িত্বা ঘৃতোক্ষিতম্। উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েত্তং চিতোপরি॥ ৮৪
সম্বোধনান্তং তদ্ গাত্রং প্রেত্যাখ্যানং সমুচ্চরন্। দত্ত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্॥ ৮৫
পিণ্ডস্তু রচয়েত্তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে॥ ৮৬
স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা। তদভাবেঽন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ॥৮৭
অশৌচান্তান্তদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ। মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থমুৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্॥ ৮৮

কেবল বাক্য কল্পনা, অন্ন ও পিণ্ডদানের সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিবে। (৭২) একের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া, ইহার নাম একোদ্দিষ্ট; প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্ন ও পিণ্ডে মৎস্য মাংস প্রদানের ব্যবহার আছে। (৭৩) হে কুলনায়িকে! লোকে অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহার নাম প্রেতশ্রাদ্ধ। (৭৪) গর্ভস্রাব, জাতমৃত, বা অন্যত্র জাত বা মৃত হইলে কুলাচারানুসারে মনুষ্যের অশৌচ হইয়া থাকে। (৭৫) হে দেবি! ব্রাহ্মণের দশ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্র ও সামান্য বর্ণের এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে। (৭৬) হে শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যুতে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, যদি অশৌচকালান্তে সপিণ্ডের মৃত্যু শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। (৭৭) হে আদ্যে! অশুচি ব্যক্তি মূল পূজা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন কোনও প্রকার দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না। (৭৮) হে কুলেশ্বরি! পঞ্চবর্ষীয় শিশু মৃত হইলে, তাহাকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে, কুলকামিনীকে স্বামীর সহিত দগ্ধ করিবে না। (৭৯) স্ত্রীজাতিই তোমার স্বরূপ, তাহাদের দেহ জগতে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, মোহপ্রযুক্ত যে স্ত্রী স্বামীর চিতারোহণ করে, সে নরকগামিনী হইয়া থাকে। (৮০) যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে, অথবা মৃত্তিকাতে নিখাত বা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। (৮১) হে অম্বিকে। পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থ ভগবতীর পার্শ্ব অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মৃত্যুই প্রশস্ত। (৮২) মরণকালে যে ব্যক্তি ত্রিজগৎ বিস্মৃত হইয়া সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে মৃত হন, তিনি পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। (৮৩) শবকে প্রেতভূমিতে লইয়া গিয়া ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইবে, পরে উত্তরাস্যে চিতার উপরি শয়ন করাইয়া দিবে। (৮৪) পরে সম্বোধনান্ত তদ্গোত্রসহিত প্রেতনাম উল্লেখ করিয়া তন্মুখে পিণ্ড প্রদান করতঃ বহ্নিবীজ স্মরণ পূর্ব্বক দাহ করিবে। (৮৫) হে প্রিয়ে। এই স্থলে সিদ্ধান্ন, তণ্ডুল, যব বা গোধূম চূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। (৮৬) প্রেত ব্যক্তির অপরাপর পুত্র বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠেরই শ্রাদ্ধে অধিকার জ্যেষ্ঠের অভাবে অন্য পুত্রাদির জ্যেষ্ঠানুক্রমে অধিকার দাঁড়ায়। (৮৭) অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে কৃতস্নান ও শুচি

গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্। ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ ॥৮৯
গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং শয্যাং প্রিয়করীং তথা। যদ্যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎস্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ৯০
ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাঞ্ছিতম্। স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাপ্তয়ে ॥ ৯১
প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ। ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ
দানেঽশক্তো মনুজঃ কুর্ব্বন্‌শ্রাদ্ধঃ স্বশক্তিতঃ। বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং, মোচয়েৎ পিতুঃ ॥৯৩
আদ্যৈকোদ্দিষ্টমেতত্তু প্রেতত্বান্মুক্তিকারণম্। বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতাসবে ॥ ৯৪
বহুভির্ব্বিধিভিঃ কিং বা কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চ কিম্। সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৯৫
বিনা হোমাজ্জপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু। সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাদেকয়া কৌলিকার্চ্চয়া ॥৯৬
শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ। অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৯৭
অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেঽহ্নি গুর্ব্বত্বিকৌলিকাজ্ঞয়া। কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কুর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯৮
গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারত্নাদিধারণম্। সংপূজ্যাদ্যাঃ পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ ॥ ৯৯
সংক্ষেপযাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্ মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্ যথামতি ॥ ১০০
সর্ব্বাসু দেবতার্চ্চাসু শারদীয়োৎসবাদিষু। তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজা সমাচরেৎ ॥ ১০১
আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ। কৌলার্চ্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০
গঙ্গাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ। উদ্দেশ্যমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ ॥ ১০৩

হইয়া মৃত লোকের প্রেতত্ব দূর করিবার জন্য তিল কাঞ্চন উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। (৮৮) মৃতের স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশে, গাভী, ভূমি, বস্ত্র, যান, ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান করা পুত্রের কর্ত্তব্য। (৮৯) গন্ধ, মাল্য, ফল, প্রিয়করী শয্যা এবং অন্য যে বস্তু প্রেত লোকেয় প্রিয়, প্রেতের স্বর্গ কামনায় উৎসর্গ করিবে। (৯০) স্বর্গলাভ জন্য একটী বৃষ ত্রিশূলাঙ্কেচিহ্নিত ও স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া ছাড়িয়া দিবে। (৯১) অনন্তর অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেত শ্রাদ্ধোক্ত বিধিক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ কৌল ও অপরাপর ক্ষুধিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। (৯২) যে ব্যক্তি ভূমি ও শয্যা প্রভৃতি দান করিতে অশক্ত, যথাশক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া পিতার প্রেতত্ব মোচন করা তৎ-পুত্রের কর্ত্তব্য। (৯৩) এই প্রেত শ্রাদ্ধ আদ্য শ্রাদ্ধ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, প্রেতত্ব মুক্তির কারণ প্রতিবর্ষে মৃততিথিতে মৃতোদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হয়। (৯৪) বহুবিধ বিধি ও কর্ম্মানুষ্ঠানে কি ফল লাভ হয়? যদি লোকে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা করে; তাহা হইলে তাহার কোনও সিদ্ধির ক্রটি ঘটে না। (৯৫) যদি হোম, জপ ও শ্রাদ্ধ করা না হয়, যদি কোনও সংস্কার কার্য্য না ঘটে, তথাপি একমাত্র কৌলিকের অর্চ্চনায় সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৯৬) শিবের উক্তি এই যে শুক্ল পক্ষের চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সমুদায় শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। (৯৭) যে ব্যক্তি কর্ম্মার্থী সে ব্যক্তি গুরু, ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞায় অন্য বিরুদ্ধ দিবসেও অপরিহার্য্য কার্য্য করিতে পারে। (৯৮) পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা আদ্যা শক্তির অর্চ্চনা করিয়া কৌলিক ব্যক্তি গৃহারম্ভ গৃহ প্রবেশ, যাত্রা শঙ্খরত্ন প্রভৃতি ধারণ করিতে পারে। (৯৯) অথবা সাধকশ্রেষ্ঠ দেবী ভগবতীর ধ্যান মন্ত্র জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা যাইবেন; এইরূপ গমনের নাম সংক্ষেপ যাত্রা। (১০০ সমুদায় দেবতার পূজা ও শারদীয় প্রভৃতি উৎসব স্থলে তত্তৎকালোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে। (১০১) আদ্যা কালিকার পূজা বিধিমতে বলিদান ও হোম করা কর্ত্তব্য; শেষে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা ও দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন। (১০২) সামান্য বিধি অনুসারে গঙ্গা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও ব্রহ্মা এই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া উদ্দেশ্য দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। (১০৩) কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম্ম কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা কৌলিক ব্যক্তিই পরম

কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা। কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। বসন্তি কৌলিকে দেহে কিন্নস্তাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥
পূর্ণাভিষিক্ত সৎ কৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজিতে। ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ।
কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ। পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি॥ ১০৭
কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ। শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলোবিহরতি ক্ষিতৌ॥ ১০৮

শ্রীদেব্যুবাচ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো। বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্॥ ১০৯

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে। গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা॥ ১১০
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ। নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্॥ ১১১
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ। পূর্ণাভিষেকাৎ কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ
তত্রাভিষেকপূর্ব্বেঽহ্নি সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্ গুরুঃ॥ ১১৩
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে। তদাভিষিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে॥ ১১৪
থান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১৫
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃৎ বিঘ্নস্তু দেবতা। কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা॥ ১১৬
ষড় দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্ গণপতিং শিবে॥ ১১৭
সিন্দূরাভংত্রিনেত্রংপৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানং। শঙ্খংপাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্

তীর্থ, অতএব সর্ব্বদা কৌল ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে। (১০৪) সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি সমগ্র দেবতা কৌলিক দেহে আবির্ভূত থাকেন সুতরাং কৌলিক অর্চ্চনায় কি না লাভ হইয়া থাকে। (১০৫) যে দেশে পূর্ণাভিষিক্ত সৎকৌল অবস্থিতি করেন, সেই দেশ সুরগণের প্রার্থনীয় এবং তাহা ধন্য, মান্য ও পুণ্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১০৬) পূর্ণাভিষিক্ত সাধক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, সংসারে কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ মহাপুরুষের প্রভাব বিদিত হইতে পারেন? (১০৭) কৌলব্যক্তি সমগ্র ভূমণ্ডলের উদ্ধার এবং লোক যাত্রা শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র নররূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। (১০৮) দেবী কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্য বিবরণ বলিলেন, এক্ষণে অভিষেকের বিধি কি প্রকার, কৃপা করিয়া জানাইয়া দিউন (১০৯) সদাশিব কহিলেন,—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই ব্যাপার-বিধি অতিশয় গুপ্ত ছিল; তৎকালীন ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান না করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। (১১০) যে সময় কলির প্রবল অধিকার সেই সময়ে কি দিবা, কি রাত্রি প্রকাশ্য ভাবে অভিষেক করাই কৌল ব্যক্তিগণের কার্য্য হইয়া উঠিবে। (১১১) অভিষিক্ত না হইয়া কেবল মদ্যপান করিলেই তাহাকে কৌল বলে না, যিনি পূর্ণাভিষিক্ত, তিনি কুলপূজক চক্রের অধিপতি ও কৌল হইতে পারেন। (১১২) অভিষেকের পূর্ব্ব দিবসে সর্ব্ব-বাধা শান্তির জন্য যথাশক্তি উপচারে বিঘ্নরাজের পূজা করা গুরুর কর্ত্তব্য। (১১৩) হে প্রিয়ে! গুরু যদি শুভ-পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হয়, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। (১১৪) থ এই বর্ণের অন্তিমে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে গণপতির বীজ হইবে। (১১৫) এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দ নিবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিঘ্নশান্তির জন্য বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। (১১৬) ছয়টী দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে, হে শিবে! তৎপরে প্রাণায়ামান্তে গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। (১১৭) যাঁহার বর্ণ সিন্দূরের ন্যায়, যিনি ত্রিনয়ন, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন,

বালেন্দুদীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডম্।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥ ১১৮
ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ। তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী॥ ১১৯
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী। পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্॥ ১২০
পুনর্দ্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ। অভ্যর্চ্চ্য তচ্চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্॥ ১২১
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ। একদন্তং রক্ততুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ॥ ১২২
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্॥ ১২৩
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তির্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্। তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১২৪
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ। ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈর্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্॥ ১২৫
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ। আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্।
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যঞ্চৈকমপি প্রিয়ে॥ ১২৬
অর্ঘ্যং দত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবগ্রহান্। অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১২৭
কর্ম্মণোঽভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্যং প্রার্থয়েদিদম্॥ ১২৮
ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ। ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে॥ ১২৯
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে। নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১৩০
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্। মনোরথময়ী সিদ্ধির্জ্জায়তাং শিবশাসনাৎ॥ ১৩১
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে। আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সংকল্পমাচরেৎ॥ ১৩২

যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বারুণী-পূর্ণ কুম্ভ বিরাজিত, যাঁহার মস্তকে শশিকলা শোভমান, যাঁহার মুখ গজেন্দ্রতুল্য, যাঁহার গণ্ডস্থল মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে, সর্পরাজ দ্বারা যাঁহার শরীর সুশোভিত যিনি রক্তবসন ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, সেই দেব গণপতিকে ভজনা কর। (১১৮) এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করত পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। (১১৯) পীঠ-শক্তিদিগের নাম এই ;—তীব্রা, জ্বলিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা ; পূর্ব্বাদিক্রমে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া মধ্যস্থলে বিঘ্ন-বিনাশিনীর পূজা করিবে, পরে কমলা-সনের পূজা। (১২১) কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনরায় ধ্যান করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচারে গণেশের পূজা করিবে, পরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশন ইহাঁদের পূজা করিবে। (১২১।১২২।১২৩) অনন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া দিক্‌পালগণের অস্ত্র সকলের পূজা করত বিঘ্নরাজকে বিসর্জ্জন দিবে। (২৪) পরে বিঘ্নরাজের পূজাবসানে অধিবাস করিবে, এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে। (১২৫ পর দিনে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া আজন্মকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে ; হে প্রিয়ে ! কৌলদিগের তৃপ্তির জন্য একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে। (১২৬) অনন্তর সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগণ ইহাদের পূজান্তে বসুধারা দিবে। (১২৭) অনন্তর কর্ম্মের অভ্যু-দয়ের জন্য বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে, পরে গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে। (১২৮) হে নাথ ! আপনি কুলাচাররূপ কমলবনের বল্লভ ! আপনি কৃপানিধি ! এক্ষণে আপনি আমার মস্তকে আপনার পাদপদ্মচ্ছায়া প্রদান করুন। (১২৯) হে মহাভাগ ! আমার শুভ পূর্ণাভিষেক-পক্ষে অনুমতি প্রদান করুন, আপনি প্রসন্ন হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিব। (১৩০) হে বৎস ! শিবশক্তির আজ্ঞায় তুমি পূর্ণাভিষিক্ত হও, শিবের শাসনা-নুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হউক। (১৩১) গুরুর নিকট হইতে এইরূপ আজ্ঞালাভ

ততস্তু কৃতসংকল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্য বৃণুয়াদ্ গুরুম্ ॥ ১৩৩
গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে। ছত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপল্লবশোভিতে॥ ১৩৪
কিঙ্কিণীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে। ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে ॥ ১৩৫
কর্পূরসহিতৈধূ পৈর্ধ্যক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে। ব্যজনৈশ্চামরৈর্ব্বর্হৈর্দ্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে ॥ ১৩৬
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকৈশ্চতুরঙ্গুলম্। রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ ॥ ১৩৭
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরম্। মণ্ডল সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥ ১২৯
স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানসার্চাবধি ক্রিয়াম্। কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥ ১৩৯
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুরঃকল্পিতমণ্ডলং। স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥ ১৪০
ক্ষালিতঞ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্। স্থাপয়েদ্ভৃগুবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া ॥ ১৪১
ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্ব্বিন্দুবিভূষিতেঃ। মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪২
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা। নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৪৩
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্। পল্লবং তন্মুখে দদ্যাৎ বাগ্ ভবেন কৃপানিধিঃ ॥ ১৪৪
শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমন্বিতম্। রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি ॥ ১৪৫
বহ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে। শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে। নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৭
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্॥ শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৮

করিয়া সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শান্তি এবং আয়ু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য সংকল্প করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। (১৩১) অনন্তর কৃতসঙ্কল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধির সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে। (১৩৩) গুরু, গৈরিকাদি বিচিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন, ঐ গৃহ মনোহর ধ্বজপতাকা, ফল ও পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। (১৩৪) কিঙ্কিণীজালবিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপে গৃহ সুশোভিত হইবে। (১৩৫) কর্পূর সহিত ধূপও শাল-নির্যাস-সুবাসিত ধূপে ঐ স্থান সৌরভময় হইবে; ব্যজন, ময়ূরবর্হ, চামর ও দর্পণাদি দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে। (১৩৬) গুরু এই গৃহাভ্যন্তরে চতুরঙ্গুল পরিমিত উর্দ্ধে সার্দ্ধহস্ত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিয়া পীত, রক্ত, অসিত, শ্বেত ও শ্যামল এই পঞ্চবর্ণের অক্ষতচূর্ণে সুন্দর ভদ্রমণ্ডল রচনা করিবেন। (১৩৭।১৩৮) পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধান মতে মানস পূজা আরম্ভ করিয়া সমুদায় কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে। (১৩৯) তৎপরে পূর্ব্বকল্পিত ভূমণ্ডলের উপরিভাগে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট আনয়ন পূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে ঘট প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপন করত প্রণবোচ্চারণে তাহা মণ্ডলে স্থাপন করিবে, পরে শ্রীং বীজ পাঠ করিয়া উহা সিন্দূরে অঙ্কিত করিবে।(১৪০।১৪১)অনন্তর চন্দ্রবিন্দুভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ দ্বারা ঘট পূর্ণ করিবে। (১৪২) অথবা তীর্থজল, বা বিশুদ্ধ সলিলে ঘট পূর্ণ করিয়া নবরত্ন বা সুবর্ণ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। (১৪৩) তৎপরে কৃপানিধি গুরু ঐং বীজ উচ্চারণে কলসমুখে পনস, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। (১৪৪) অনন্তর শ্রীং হ্রীং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও ফলযুক্ত সুবর্ণ, রজত, তাম্র মৃণ্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। (১৪৫) হে বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঘটের গ্রীবা বন্ধন করা কর্ত্তব্য, হে শিবে! শক্তি মন্ত্রে রক্ত ও বহ্নি মন্ত্রে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত। (১৪৬) পরে স্থাং স্থীং হ্রীং শ্রীং স্থিরীভব এই মন্ত্র পাঠে অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করত নবপত্র-বিন্যাস করিবে। (১৪৭) শক্তিপাত্র রৌপ্য, গুরু-পাত্র সুবর্ণ, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ ও অন্য পাত্র তাম্রে নির্ম্মিত করিতে হয়। (১৪৮) পাষাণ, কাষ্ঠ বা

পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ। শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে॥ ১৪৯
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ। সতত্ত্বমৃতসম্পূর্ণঘটমভ্যর্চয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫০
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ। পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১৫১
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্। স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫২
হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্। পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চয়েৎ সদ্গুরুঃ শিবে॥ ১৫৩
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলাব্রতাঃ। পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্॥ ১৫৪
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তৎ ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ। মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ॥ ১৫৫
শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে। কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্বিমলং ঘটম্॥ ১৫৬
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ। ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যোব্রহ্মরতোঽস্তু মে॥ ১৫৭
ইত্থং সঞ্চাল্য কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুং। মন্ত্রৈরেতৈর্ব্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ॥ ১৫৮
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ। ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাদ্যা, প্রণবং বীজমীরিতম্॥
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯
গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১৬৯
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬০
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রাহ্মণী চ সরস্বতী। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥ ১৬১
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী। ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রীস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥ ১৬২

লৌহ নির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি অন্য পদার্থে মহাদেবীর পূজাকালে পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। (১৯৪) অনন্তর পাত্র স্থাপন করিয়া গুরুদিগের ও ভগবতীর তর্পণ করিবে, পরে জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। (৫০) পরে ধূপদীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে, অনন্তর পীঠদেবতাগণের পূজান্তে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। (৫) অনন্তর প্রাণায়াম করত মহেশ্বরীর ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাশক্তি অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে, কোনও মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। (৫২) হে শিবে! হোমপর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্রদ্বারা কুমারী ও শক্তিসাধকদিগকে পূজা করিবে। (১৫৩) হে কুলাচারগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন, এই পূর্ণাভিষেকসম্বন্ধে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন। (৫৪) চক্রেশ্বর এই প্রকার প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরে বলিলেন যে, মহামায়া প্রসাদ এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনার শিষ্য পরমার্থপরায়ণ ও পূর্ণ হউন। (৫৬) পরে গুরু শিষ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া অর্চ্চিত ঘটের উপরিভাগে ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র জপ করত বিমল ঘট চালনা করিবেন। (৫৬) তৎকালের মন্ত্র এই; হে ব্রহ্মকলস! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতাতুল্য, তুমি উত্থিত হও, আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবে সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক। (৫৭) গুরু এই মন্ত্রে কলস চালিত করিয়া করুণহৃদয়ে উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন, সে সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। (১৫৮) শুভ পূর্ণাভিষেকের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে। (১৫৯) গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী ও মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬০) ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, ইহাঁরা মন্ত্রপূতজলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬১) জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী সরস্বতী, বগলা, বরদা ও শিবা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬২) নারসিংহ, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী বারুণী ও রৌদ্রী এই সকল শক্তি তোমাকে

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা। শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ১৬৪
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৫
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৮
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা। ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬৯
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ। রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ৭০
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ। ঋতুর্ম্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ৭১
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলান্তকঃ। সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭২
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭৩
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ। তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ ॥ ১৭৪
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ। পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা ॥ ১৭৫
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্ম্মনস্যং তথাশুচঃ। বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ পরমব্রহ্মতেজসা ॥ ১৭৬
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ। বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৭৭
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ। বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতা ॥ ১৭৮
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে। মনোবাক্‌কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ ॥ ১৭৯

অভিষিক্ত করুন। (১৬৩) ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি দয়া ও শান্তি ইহারা সতত তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৪) মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীল সরস্বতী, উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৫) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ নৃসিংহ বামন, রাম ও পরশুরাম, ইঁহারা জলদ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৬) অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৭) কালী, কপালিনী, কুল্লা কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা, ইহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৮) ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, রক্ষ, বরুণ, পবন, কুবের ও মহেশ্বর এই অষ্ট দিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৬৯) রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু নক্ষত্র ও গ্রহগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭০) নক্ষত্র, করণ, যোগ, বার, পক্ষ, দিন, ঋতু, মাস ও বৎসর ইহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭১) লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি ও দুগ্ধ এই সমুদায় সমুদ্র তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭২) গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূত জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭৩) অনন্তাদি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষীগণ কল্প প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বত সকল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭৪) পাতাল, ভূতল ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গলের বিধান করুন এবং পূর্ণাভিষেকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। (১৭৫) পূর্ণাভিষেক ও পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অপযশ, রোগ দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় প্রশমিত হউক। (১৭৬) অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনী ও যোগিনীগণ ইঁহারা অভিষেক ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। (১৭৭) ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহ ও অন্যান্য অনিষ্টকারী সকল, রমা বীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক ও তাহারা নষ্ট হউক। (১৭৮) অভিচারজনিতদোষ, বৈরজাতদোষ, মানসিক, বাচিক ও কায়িক দোষ, এ সকলই তোমার অভিষেকে দূরীভূত হউক। (১৭৯) তোমার বিবিধ

নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ। অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ১৮০
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্। পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥ ১৮১
পূর্ব্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্। দদ্যাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥ ১৮২
শ্রুতমন্ত্র গুরোর্যন্ত্রে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্। পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥ ১৮৩
গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্কারণানি চ। গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্॥ ১৮৪
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শন্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ। শ্রীগুরুশ্চরণৌ পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥ ১৮৫
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে। পরমামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্॥ ১৮৬
আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ। সচ্ছিষ্যায়বিনীতায় দদ্যামি পরমামৃতম্॥ ১৮৭
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর। কৃতার্থং কুরু সংশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতাম্॥ ১৮৮
আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্। সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥ ১৮৯
হৃদ্যাকৃষ্য গুরুর্দ্দেবীং ধ্রুবসংলগ্নভস্মনা। স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥ ১৯০
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্। চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্॥ ১৯১
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্। ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্॥ ১৯২
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্। অথ বাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্॥ ১৯৩
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্॥ ১৯৪
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে। ত্রিরাত্রে চৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে॥ ১৯৫

বিপদের অবসান হউক, সম্পদ স্থিরতর থাকুক, (অধিক কি,) এই পূর্ণাভিষেকে তোমার সমুদায় মনোরথ সিদ্ধ হউক। (১৮০) সাধক! এই একবিংশতি মন্ত্রে অভিষিক্ত হইবে, পশুর নিকটে দীক্ষিত হইলে, গুরু শিষ্যকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। (১৮১) কৌলিক গুরু শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম-গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করতঃ আনন্দনাথ নাম প্রদান করিবেন। (১৮২) গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চ তত্ত্বোপচারে যন্ত্রমধ্যে অভীষ্ট দেবতার পূজা করত, পরে গুরুর পূজা করিবে। (১৮৩) গাভী, ভূমি, সুবর্ণ বস্ত্র পেয়-পদার্থ ও অলঙ্কার এই গুলি দক্ষিণার সহিত গুরুকে প্রদান করিয়া শিবরূপী কৌলদিগের অর্চ্চনা করিবে। (১৮৪) অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি শান্ত ও বিনীতভাবে ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে। (১৮৫) হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি আমার নাথ ও দয়ার নিধি, আপনি পরমামৃত প্রদানে আমার বাসনা পূর্ণ করুন। (১৮৬) গুরু বলিবেন, কৌলগণ! আপনারা সাক্ষাৎ শিবরূপী, আপনাদের আজ্ঞা পাইলে আমি বিনয়ান্বিত এই সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। (১৮৭) তাঁহারা বলিবেন, চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনি কৌলরূপ কমলের ভাস্কর তুল্য, আপনি সৎ শিষ্যকে কৃতার্থ করুন। (১৮৮) অনন্তর গুরু কৌলগণের অনুমতি গ্রহণান্তে শুদ্ধিসমন্বিত পরমামৃতপূর্ণ পানপাত্র শিষ্যকে প্রদান করিবেন। (১৮৯) অনন্তর দেবী ভগবতীকে হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধ্রুব সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা স্বশিষ্য ও কৌলগণের ললাটে তিলক প্রদান করিবেন। (১৯০) পরে সমুদায় কৌলগণকে প্রদান-তত্ত্ব বিতরণ করিয়া চক্রানুষ্ঠানবিধিক্রমে পানভোজন করিবেন। (১৯১) হে দেবি! আমি তোমার নিকটে এই পূর্ণাভিষেক-বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। (১৯২) নব, সপ্ত, পঞ্চ, ত্রি, অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করা কর্ত্তব্য। (১৯৩) হে কুলেশ্বরি! নবরাত্র করিতে হইলে, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে, অভিষেকসংস্কারে পাঁচটী পাত্র আছে। (১৯৪) হে প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেকস্থলে নবনাভ, পঞ্চরাত্রিস্থলে পঞ্চাব্জ, ত্রিরাত্র ও একরাত্রিস্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হয়। (১৯৫) সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্র

মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ। স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ॥ ১৯৬
নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ॥ ১৯৭
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে॥১৯৮
শাক্তৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি। কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োঽতিযত্নতঃ॥১৯৯
শাক্তে শাক্তো গুরুঃশস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্ম্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥ ২০০
গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্গুরুঃ। অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ২০১
পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে। উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্ব্বাংস্তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ০২
পশোর্ব্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ। বীরাল্লব্ধমনুর্ব্বীরঃ কৌলাদ্ভবতি ব্রহ্মবিৎ॥ ২০৩
শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ। স্বেষ্টপূজাবিধানেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ॥ ২০৪
বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা। স্তেয়া মহাপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ২০৫
কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ। যে নিন্দন্তি দুরাত্মানস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০৬
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ। মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ সুধাঃ কৌলদ্বিষাং নৃণাম্॥ ২০৭
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ। তান্ গর্হয়ন্তো নরকান্নিষ্কৃতিং যান্তি ন ক্বচিৎ॥ ২০৮
উক্তা প্রয়োগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্॥ ২০৯
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি। বিশ্বর্চ্চয়াতদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥ ২১০

মণ্ডলে এবং নবনাভ-মণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। (৯৬) হে দেবি! অষ্টদলমধ্যে একটী মাত্র ঘটস্থাপনের ব্যবস্থা, এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গ ও আবরণ দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। (৯৭) যে সকল কৌল পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। (১৯৮) শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য, যে কোনও উপাসক হউন না, কৌল ধর্ম্মাবলী সাধুর পূজা করা কর্ত্তব্য। (১৯৯) শাক্তের শাক্ত, শৈবের শৈব, বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, সৌরদিগের সৌর-গুরু হইয়া থাকে। (২০০) এইরূপ গাণপত্যদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত, কিন্তু কৌল ব্যক্তি সকলের প্রশস্ত বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কৌলের নিকটে দীক্ষিত হইতে বাধা নাই! (২০) ভক্তি সহকারে যত্নপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বসংযোগে যাঁহারা কৌলগণের পূজা করেন, তাহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিয়া দিব্য গতি লাভ করিয়া থাকেন। (২০২) পশুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে পশু, বীরের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ বীর, এবং কৌলের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকে। (২০৩) যিনি শাক্তাভিষেকী, তিনি বীর, তিনি আপনার ইষ্টদেবতার পূজার সময় পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু চক্রেশ্বর হইবার শক্তি ঘটিবেক না। (২০৪) যিনি বীরঘাতী, যিনি বীরপায়ী, বীরপত্নীগামী ও চৌর, যিনি এই চতুর্ব্বিধ মহা মহা পাতকে লিপ্ত ও তৎসংসর্গী, তাঁহারা সকলেই মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। (২০৫) যে দুরাত্মা কুলবর্ত্ম, কুলদ্রব্য ও কুল সাধকের নিন্দা করে, তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। (২০৬) রুদ্র ডাকিনী ও রুদ্র ভৈরবগণ সেই নিন্দুকদিগের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণের জন্য আনন্দ করিয়া থাকে। (২০৭) যাঁহারা দয়ালু, সত্যশীল, সতত পরহিতৈষী, কৌলগণকে নিন্দা করিলে, তাঁহারা কোনও রূপে নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পান না। (২০৮) (দেবি!) আমি বহুবিধ প্রয়োগ ও বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলজনের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান, এই উভয়ই সমান। (২০৯) একমাত্র পরব্রহ্ম জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব জগতের যাবতীয় বস্তুর

ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে। পৃথক্তেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ ॥ ২১১
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি। জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২
ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়াপূর্ণাভিষেককথনং নাম দশমোল্লাসঃ।

একাদশোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ। অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে। কথিতা কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২
কলৌ দুর্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ। নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয় সুখৈষিণঃ ॥ ৩
তন্নিগাদতং বর্ত্মনামুষ্ঠাস্যন্তি দুর্ধ্ধিয়ঃ। তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি। ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫
ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা। ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বতোতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারস্ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরা দেবতা। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্ব্বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ॥৮

পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা করা হয়, কারণ জগতের কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। (২১০) যাঁহারা কামনার দাস, কর্ম্মজালে জড়ীভূত ও কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত হে প্রিয়ে! তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। (২১১) যিনি সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই যে প্রকৃত কৌল ও জীবন্মুক্ত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভগবতী অপর্ণা বর্ণাশ্রমভেদে শিবোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) দেবী কহিলেন—হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে লোকব্যবহারোপযোগী বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। (২) কলির মনুষ্যগণ কামক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ, দুর্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সতত ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী হইবে। (৩) হে ঈশান! সেই সকল দুর্বুদ্ধি লোকে আপনার উক্ত পথের অনুবর্ত্তী হইবে না সুতরাং ইহাদের দশা কি হইবে, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। (৪) সদাশিব কহিলেনঃ দেবি! তুমি লোকের হিতকারিণী জন্ম ও সংসার ক্লেশ মোচনী; তুমি জগতের জননী, দুর্গা; তুমি আমাকে সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। (৫) তুমি জগতের আদ্যা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, পরাৎপরা; হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছ। (৬) তুমি পৃথিবী, বারি, বায়ু ও হুতাশন, তুমি আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বরূপিণী। (৭) তুমি এই জীবলোকে জীব, তুমি বিদ্যা ও পরম দেবতা, তুমি সমুদায় ইন্দ্রিয়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতিরূপিণী। (৮)

ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে। পৃথক্তেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ ॥ ২১১
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি। জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়াপূর্ণাভিষেককথনং নাম দশমোল্লাসঃ।

একাদশোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ। অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে। কথিতা কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২
কলৌ দুর্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ। নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয় সুখৈষিণঃ ॥ ৩
তস্মিগাদতং বর্ত্মনাসুষ্ঠাস্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ। তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি। ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫
ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা। ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বতোতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
ত্বমেব পৃথী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারস্ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরা দেবতা। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্ব্বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ॥৮

পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা করা হয়, কারণ জগতের কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। (২১০) যাঁহারা কামনার দাস, কর্ম্মজালে জড়ীভূত ও কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত হে প্রিয়ে! তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। (২১১) যিনি সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মে সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই যে প্রকৃত কৌল ও জীবন্মুক্ত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভগবতী অপর্ণা বর্ণাশ্রমভেদে শিবোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) দেবী কহিলেন—হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে লোকব্যবহারোপযোগী বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। (২) কলির মনুষ্যগণ কামক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ, দুর্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সতত ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী হইবে। (৩) হে ঈশান! সেই সকল দুর্বুদ্ধি লোকে আপনার উক্ত পথের অনুবর্ত্তী হইবে না সুতরাং ইহাদের দশা কি হইবে, আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। (৪) সদাশিব কহিলেনঃ দেবি! তুমি লোকের হিতকারিণী জন্ম ও সংসার ক্লেশ মোচনী; তুমি জগতের জননী, দুর্গা; তুমি আমাকে সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। (৫) তুমি জগতের আদ্যা, ধাত্রী, পালয়িত্রী, পরাৎপরা; হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছ। (৬) তুমি পৃথিবী, বারি, বায়ু ও হুতাশন, তুমি আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বরূপিণী। (৭) তুমি এই জীবলোকে জীব, তুমি বিদ্যা ও পরম দেবতা, তুমি সমুদায় ইন্দ্রিয়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি জগতের গতি ও স্থিতিরূপিণী। (৮)

ত্বমেব দেবাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বংহি সংহিতাঃ। নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্ম্মহানীলসরস্বতী। মহোদরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১০
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞানময়ী নাস্তবেদ্যস্তবাস্তিকে। তথাপি পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীতয়ে কথয়ামি তে ॥ ১১
সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্। জানন্তোঽপি হিতং মর্ত্তাঃ পাপেয়াশুসুখপ্রদেঃ ॥ ১২
নাচরিষ্যন্তি সদ্ধর্ম্ম হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ। তেষাং নিশ্রেয়সার্থায় কর্ত্তব্যং যত্তদুচ্যতে ॥ ১৪
অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ। নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশাশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪
স্বানিষ্টমন্ত্রেজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ। তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫
পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ। অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬
প্রায়শ্চিত্ত্যাথবা দণ্ডৈর্ন পূতা যে কৃতাংহসঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭
তত্রাদৌ কথয়ামাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্। যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮
ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাঽপ্রিয়ান্। শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯
স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ। উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০
বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ। ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১
গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু। ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুং বিপর্যয়ে ॥ ২২
তস্মিন্ যৎশাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ। পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ ॥ ২৩

তুমিই বেদ, প্রণব, স্মৃতি সংহিতা; তুমি নিগম, আগম ও তন্ত্র, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী ভগবতী। তুমি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহানীলসরস্বতী, তুমি মহোদরী, মহামায়া, মহারৌদ্রী ও মহেশ্বরী। (১০) তুমি সর্ব্বজ্ঞা, জ্ঞানময়ী, সুতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, হে প্রাজ্ঞে! তুমি সকল বিষয় জানিয়াও যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন আমি তোমার প্রীতির জন্য বলিতেছি। (১১) হে দেবি! কলির জীবের চেষ্টাসম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থই বলিয়াছ, তাহারা আপনাদের হিতকর বিষয় অবগত হইয়াও আশু সুখদায়ক পাপে লিপ্ত হইবে। (১২) তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সৎপথে বিচরণ করিবে না, তাহাদের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি। (১৩) নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বৈধকর্ম্ম ত্যাগ, এই উভয় ব্যাপারে মনুষ্যের পাপসজ্ঘটন হয়, পাপে ক্লেশ পীড়া প্রকাশ পায়। (১৪) হে কুলনায়িকে! আপনার অনিষ্ট ও অন্যের অপকার নিবন্ধন পাপ দ্বিবিধ আকারে প্রাদুর্ভূত হয়। (১৪) রাজশাসন হইতে পরের অনিষ্ট নিবারিত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্ত নিরোধ দ্বারা অন্য প্রকাশিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। (১৬) যে সকল পাপী রাজশাসন ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাঁহারা ইহ লোকে নিন্দনীয় ও নরকগামী হইয়া থাকে। (১৭) হে আদ্যে! রাজশাসনের কথা অগ্রে বলিতেছি; হে মহেশ্বরি! রাজা যদি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। (১৮) রাজা, শাসন ও দণ্ডপ্রদানকালে ভৃত্য, পুত্র, উদাসীন, প্রিয় ও অপ্রিয় জনকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। (১৯) রাজা যদি নিজে পাপকার্য্যে রত হন, কিংবা নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি দণ্ড ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দান করিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। (১০) যদি তিনি বধার্হ পাপে লিপ্ত হন, তাহা হইলে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন ও তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহাকে আপনার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। (২১) বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরু দোষে লঘু এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড প্রদান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; বিশেষ কারণ ঘটিলে এই নিয়মেরও ব্যভিচার ঘটিতে পারে। (২২) যাহার গুরুতর শাসন না করিলে অনেক কুপথগামী হয় এবং যাহার গুরুতর দণ্ডবিধি দেখিলে অনেকের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ স্থলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডই প্রশস্ত। (২৩) একবার পাপ

সকৃৎকৃতাপরাধেন সন্তপে বহুমানিনি। পাপাভীরৌ প্রশস্তঃ স্যাদ্ গুরুপাপে লঘুর্দ্দমঃ॥ ২৪
স্বল্পাপরাধী কৌলশ্চেৎ ব্রাহ্মণো লঘুপাপকৃৎ। বহুমান্যোঽপি দণ্ড্যঃ স্যাদ্বচোভিরবনীভৃতা॥ ২৫
ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ। যো ন কুর্য্যান্মহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ২৬
ন ত্যজেৎ পিতরৌ পুত্রো ন ত্যজেয়ুর্নৃপং প্রজাঃ। ন ত্যজেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনতানতিপাপিনঃ॥
রাজ্যং ধনং জীবনং চ ধার্ম্মিকস্য মহীপতেঃ। সংরক্ষেয়ু প্রজা যত্নৈরন্যথা যাত্যধোগতিম্॥ ২৮
মাতরং ভগিনীঞ্চাপি তথা দুহিতরং শিবে। গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিঘাতকাঃ॥ ২৯
কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ। বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥ ৩০
মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ। তাসামপি সকামানাং তদেবাবিহিতং শিবে॥ ৩১
মাতাপিতৃস্বসৃস্তল্লং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুস্ত্রিয়ম্। পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ॥ ৩২

পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জায়াং ভ্রাতুঃপত্নীং সুতামপি।
ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্॥ ৩৩

গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে। গৃহান্নির্য্যাপণং চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে॥ ৩৪
সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি। সর্ব্বস্বহরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ॥ ৩৫
স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানাদ্ভবেৎ পরিণয়ো যদি। ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ॥৩৬
সবর্ণদারান্ যো গচ্ছেৎ অনুলোমপরস্ত্রিয়ম্। দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্॥ ৩৭

করিয়া যে ব্যক্তি লজ্জিত ও মানী এবং যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠানে ভীত হয়, এরূপ ব্যক্তির গুরুতর অপরাধ হইলেও লঘুদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। (২৩) যদি বহুসম্মানপাত্র, কৌল, বা তাদৃক্ ব্রাহ্মণ লঘু দণ্ডের কার্য্য করেন, তাহা হইলে কেবল বাগ্‌দণ্ড করাই রাজার কর্ত্তব্য। (২৫) অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যে রাজা ন্যায়মতে দোষীর দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তাঁহাকে মহাপাতকে মগ্ন হইতে হয়। (২৬) পুত্র পিতামহকে, প্রজালোক রাজাকে এবং বনিতা ভার্য্যা ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু যদি ইহাঁরা মহাপাতকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধা নাই। (২৭) রাজা ধার্ম্মিক হইলে তাঁহার রাজ্য, ধন ও জীবন রক্ষা করা প্রজার কর্ত্তব্য; অন্যথায় নিরয়গামী হইতে হয়। (২৮) হে শিবে! যাহারা জ্ঞানতঃ মাতৃ, ভগিনী ও কন্যাভিগমন করে, যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক মহাগুরু নিপাত করে, যাহারা কুলধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে জলাঞ্জলি দেয়, যাহারা লোকের নিকটে বিশ্বাসঘাতক, তাহারা অতিপাতকী বলিয়া গণ্য। (২৯।৩০) হে শিবে! যে ব্যক্তি মাতৃ, ভগিনী, বা কন্যাতে অভিগমন করে, তাহাকে নিধন করাই শ্রেয়; যদি কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া মাতা, ভগিনী, বা কন্যা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ দণ্ডদান করিতে হইবে। (৩১) যে ব্যক্তি বিমাতা, পিতৃস্বসা, পুত্রবধূ শ্বশ্রূ, গুরুপত্নী পিতামহী, মাতামহী, পিতৃব্যকন্যা মাতুলপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়ী, প্রভুর কন্যা ও কুমারী কন্যাতে উপগত হয়, সেই পাপীর লিঙ্গচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীগণ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। (৩২।৩৩।৩৪) যে ব্যক্তি কোনও সপিণ্ডের পত্নী বা কন্যাতে আসক্ত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। (২৫) যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্ত নারীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত ব্রাহ্ম, বা শৈব কোনও প্রকার বিবাহ হয়, তাহা হইলে জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩৬) যদি কোনও ব্যক্তি সজাতীয় পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অথবা অপেক্ষাকৃত হীন রমণীর সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে যথা সম্ভব অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে একমাস কাল কণভোজন করান রাজার কর্ত্তব্য। (৩৭) হে বরাননে! যদি

রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে। ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানাল্লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণীঃ বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ। বীরস্ত্রীগামিনাং তাসামেবমেষ দমো বিধিঃ ॥ ৩৯
দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া। দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্ ॥ ৪০
সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বদ্বিধীয়তে। বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥ ৪১
ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ। সর্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥
গচ্ছতাং বারনারীষু গবাদিপশুযোনিষু। শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩
গতচ্ছাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্। বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪
বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি চাণ্ডালযোষিতম্। বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫
পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্ব্বা শৈববর্ত্মভিঃ। তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃপরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬
কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্। পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্ দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭
কুর্ব্বন্ত্যেবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা। উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮
ব্রুবন্নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ। হসন্ গুরুতরং মর্ত্ত্যঃ শুদ্ধেদ্ দ্বিরুপবাসতঃ ॥ ৪৯
দর্শয়ন্নগ্নমাত্মানং কুর্ব্বন্নগ্নং তথাপরম্। ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০
পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ। নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্যাৎ শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৫১

কোনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বা সামান্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণীতে উপগত হয়, তাহা হইলে, তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। (৩৮) ব্রাহ্মণীর পক্ষে কোনও প্রকার অঙ্গচ্ছেদ বা মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা বিকৃত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই বিধি; যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বীরপত্নীতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে বীর নারীদিগকে ঐরূপ দণ্ড দিতে হইবে। (৩৯) যে দুরাত্মা প্রতিলোম স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে তিনমাস কণভোজন করাইয়া রাখিতে হইবে। (৪০) ঐ সকল নারী সকামা হইলে, তাহাদিগেরও ঐরূপ দণ্ডদান করিতে হয়, হে শিবে! যদি কেহ স্ত্রীর প্রতি বলাৎকার করে, তাহা হইলে ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভরণপোষণের উপায় করিতে হইবে। (৪১) ভার্য্যা শৈবী, বা ব্রাহ্মী হউক, তাহার ইচ্ছা হউক, বা না হউক, এক বার মাত্র পরপুরুষসংসর্গ ঘটিলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (৪২) হে দেবেশি! যে ব্যক্তি বেশ্যা, গো ও ছাগী, প্রভৃতি পশু যোনিতে উপগত হয়, ত্রিরাত্র কণভোজন করাইয়া পাপমুক্ত হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। (৪৩) যদি কোনও কামুকী, স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে গমন করে, তাহা হইলে শিবের শাসনক্রমে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। (৪৪) যদি কেহ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক চণ্ডাল কন্যাতে আসক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বধ করা কর্ত্তব্য, বলাৎকারে চণ্ডালকন্যা বলিয়া ক্ষমা করিতে নাই। (৪৫) ব্রাহ্ম, বা শৈব বিবাহে যাহারা বিবাহিত হইয়াছে, সেই সকল স্ত্রীই ভার্য্যা, এতদ্ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রী পরস্ত্রী বলিয়া গণ্য। (৪৬) যে ব্যক্তি কামভাবে পরস্ত্রী দর্শন করে, একদিন মাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, যে ব্যক্তি সকাম হইয়া নির্জ্জনে পরনারীর সহিত আলাপ করে, তাহার পক্ষে দুই দিন, যে পরস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহার চারিদিন, যে উহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার অষ্টাহ উপবাসে শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। (৪৭) যে কুলস্ত্রী কামানুসারে পরপুরুষ দর্শন, তাহার সহিত কথোপকথন তাহাকে স্পর্শ, অথবা আলিঙ্গন করে, সেই স্ত্রী উক্ত প্রকারে এক, দুই, চারি ও আটদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। (৪৮) স্ত্রীলোককে দেখিয়া যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, হাস্য পরিহাস ও তাহার গুপ্তস্থান দর্শন করে, দুইদিন মাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। (৪৯) যে ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাতে নগ্নমূর্ত্তি হয়, বা, কাহাকে উলঙ্গ করে, ত্রিরাত্র উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। (৫০) পত্নীর পরপুরুষ সংসর্গ যদি সুপ্রমাণ হয়,

প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্যাৎ দয়িতোপপতেঃ পতিঃ
ত্যক্তা তাং পোষয়েদ্‌গ্রাসৈস্তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে ॥ ৫২
রমমাণামুপপতৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা। নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩
ভর্ত্তু নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে। প্রয়াণাদ্ভাষণাত্তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪
মৃতে পতৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা। অভাবে পিতৃবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তি দায়মর্হতি ॥ ৫৫
দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্। পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈর্গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ। দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ৫৭
ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতামহঃ। নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮
মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতৃভ্রাতুঃ সুতাস্তথা। মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতৃভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০
পত্যুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ৬১
পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথাস্ত্রিয়ৈ। অযোগ্যসূনবে পুত্রহীনমাতামহায় চ ॥ ৬২
মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্য এভ্যো বাসস্তথাশনম্। দাপয়েন্নৃপতিঃ পুংসা যথাবিভবমম্বিকে ॥ ৬৩
দুর্ব্বাচ্য কথয়ন্ পত্নীমেকাহমশনং ত্যজেৎ। ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্তবাসরান্ ॥ ৬৪
ক্রোধান্ধো মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্। বদন্নুপোষ্য সপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ ॥ ৬৫

তাহা হইলে রাজা শাস্ত্রানুসারে সেই স্ত্রী এবং তাহার উপপাতকে শাসন করিয়া থাকেন। (৫১) যদি স্ত্রীর ব্যভিচার সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, যদি স্ত্রী আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে স্বামি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। (৫২) যদি স্বামী আপনার স্ত্রীকে উপপতির সহিত রতিক্রীড়ায় রত দেখে, এবং যদি সে সময়ে পত্নী ও তাহার উপপতিতে পতি বিনষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধ, বা অন্য দণ্ড করিবেন না। (৫৩) স্বামির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যদি স্ত্রী কোনও স্থানে গমন, বা কাহারও সহিত আলাপ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। (৫৪) স্বামির অবর্ত্তমানে বিধবা পত্নী যদি স্বামির বন্ধুগণের বশতাপন্ন হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে, কিংবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃগৃহে বাস করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী স্বামির সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। (৫৫) দ্বিভোজন পরান্নভোজন, আমিষভোজন, মৈথুন, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান এ সমস্ত পরিত্যাগ করা বিধবার কর্ত্তব্য। সুগন্ধি তৈল, সুগন্ধি দ্রব্য ও গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করা বিধবার কর্ত্তব্য; বৈধব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবপূজা ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করা তাহার কর্ত্তব্য। (৫৭) যে শিশুর পিতামাতা বা পিতামহ নাই মাতৃকুলে লালনপালন তাহার পক্ষে প্রশস্ত। (৫৮) মাতামহী, মাতুল মাতৃপুত্র এবং মাতামহসহোদর ইহারাই মাতৃবন্ধু। (৫৯) পিতামহী, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃপুত্র, পিতৃষশ্রেয় ও পিতামহসহোদর ইঁহারা পিতৃবন্ধু। (৬০) স্বামির মাতা, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতৃশ্বশুর, দেবরপুত্র ভর্ত্তার ভাগিনেয় ও শ্বশুরসহোদর পতিবান্ধব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (৬১) পিতা মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য সন্তান, পুত্রহীন মাতামহ, অপুত্রক মাতামহী ইঁহারা যদি দরিদ্র হন, হে অম্বিকে! তাহা হইলে বিষয় বিবেচনায় রাজা তাঁহাদের অন্নবস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। (৬২।৬৩) পত্নীকে কটূক্তি করিলে এক দিন উপবাস করা পতির কর্ত্তব্য, প্রহার করিলে ত্রিরাত্রি এবং নিদারুণ আঘাতে রক্তপাত করিলে স্বামির সপ্তরাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা। (৬৪) যদি কোনও ব্যক্তি ক্রোধ, বা মোহপ্রযুক্ত স্ত্রীকে জননী

ষণ্ডেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ। জ্ঞানন্নুদ্বাহয়েৎ ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥
পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ। সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৬৭
উদ্বাহাদ্ দ্বাদশে পক্ষে পত্যন্তাদ্ গতহায়নে। প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ॥ ৬৮
আগর্ভাৎ পঞ্চমাসান্তগর্ভং যা স্রাবয়েদ্ধিয়া। তদুপায়কৃতং তাঞ্চ ঘাতয়েত্তীব্রতাড়নৈঃ॥ ৬৯
পঞ্চাৎ পরতো মাসাৎ যা স্ত্রীভ্রূণং প্রপাতয়েৎ। তৎপ্রযোক্তুশ্চ তস্যাশ্চ পাতকং স্যাদ্বধোদ্ভবম্॥ ৭০
যো হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যঃ মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ। বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্ব্বথা ধরণীভৃতা॥ ৭১
প্রমাদাদ্ ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্ ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ। দ্রবিণাদানতস্তীব্রতাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ॥ ৭২
স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ। অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ॥ ৭৩
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারমাততায়িনগামতম্। নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ॥ ৭৪
অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্। প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুষুঃ॥ ৭৫
বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্ যো দুরাসদঃ। ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ॥ ৭৬
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্য ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ। প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্ বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ॥ ৭৭
রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষুন্ পরবৈরিণাম্। রহো হিতৈষিণোভৃত্যান্ ভেদকান্ নৃপসৈন্যয়োঃ॥ ৭৮
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্। হত্বা নরপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ ভবেৎ॥৭৯

সম্বোধন করে, ভগিনী বা কন্যা বলে, তাহা হইলে শিবের শাসন ক্রমে সপ্তরাত্রি উপবাস করা-স্বামির কর্ত্তব্য। (৬৫) শিব বিধিতে প্রকাশ যে, যদি কোনও কন্যার নপুংসকের সহিত বিবাহ ঘটে এবং বহুকালের পর তাহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাজা সেই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে পারেন। (৬৬) বিবাহিত কন্যা যদি স্বামি সহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। (৬৭) বিবাহের পর ছয় মাসে অথবা পতিবিয়োগের পর এক বৎসরান্তে যে স্ত্রী, যোগ্য পুত্র প্রসব করে সে পত্নী,বা পুত্র পুত্রপদ বাচ্য হইতে পারে না। (৬৮) গর্ভাধান অবধি পঞ্চমমাসের মধ্যে যে স্ত্রী জ্ঞানতঃ গর্ভস্রাব করে এবং তাহাকে যে ব্যক্তি গর্ভস্রাবের উপায় নির্দ্দেশ করে, তাহাকে কঠিন দণ্ড দ্বারা তাড়না করা রাজার কর্ত্তব্য। (৬৯) পঞ্চম মাস গর্ভের পর যে স্ত্রী গর্ভপাত করে, বা যে ব্যক্তি গর্ভস্রাবের উপায় নির্দ্দেশ করে, তাহাদের উভয়ই নরহত্যাজনিত পাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। (৭০) যদি কোনও ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা জ্ঞানত নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। (৭১) প্রমাদ, ভ্রম, বা অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি কেহ নরহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড ও কঠিন প্রহার দ্বারা শাসন করা রাজার কর্ত্তব্য। (৭২) যদিও কোনও ব্যক্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা আপনার বা অন্যের বধোপায় করে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত নরহত্যার যে দণ্ড বিহিত, সেই পাপাত্মারও তদনুরূপ দণ্ডভোগ হইবে। (৭৩) হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থে এবং আততায়ীভাবে উপস্থিত, তাহার জীবনবিনাশে কোনও পাপ নাই। (৭৪) পাপানুষ্ঠানরত লোকে যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদন করে তাহা হইলে রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিবেন, যদি কোনও পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও প্রহার করিবেন। (৭৫) যে দুরাচার, ব্রাহ্মণ বা গুরুকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন কিংবা প্রহার করে, রাজা তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিবেন। (৭৬) যদি শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত শরীর হইয়া ঐ ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হয়; তাহা হইলে প্রহারকের দণ্ড হইবে বটে, কিন্তু তা বলিয়া সে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে না। (৭৭) যাহারা রাজদ্রোহী, রাজ্যহরণাভিলাষী, যাহারা গোপনে বিপক্ষ রাজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা রাজার সহিত সৈন্যগণের ভেদ ঘটাইয়া দেয়, যাহারা সশস্ত্রে পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, ইহাদিগকে বিনাশে রাজার কোনও পাপ স্পর্শিতে পারে না। (৭৮।৭৯) যে ব্যক্তি প্রভুর

যো হন্যান্মানবং ভর্ত্তু রাজ্ঞয়াঽপরিহার্য্যয়া। ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া॥ ৮০
অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্ব্বা ম্রিয়তে নরঃ। ধনদণ্ডেন বা কায়দমেনাস্য বিশোধনম্॥ ৮১
বহির্ম্মুখান্ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ। দূষকান্ কুলকর্ম্মাণাং শাস্যাদ্রাজা বিগর্হিতান্॥ ৮২
স্থাপ্যাহারিণং ক্রূরঞ্চ বঞ্চকং ভেদকারিণম্। বিবাদয়ন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ॥ ৮৩
শুল্কেন কন্যাং দাতৃংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ। দেশান্নির্য্যাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ॥ ৮৪
মিথ্যাপবাদব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ। যথাপরাধং তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা॥ ৮৫
যো যৎ পরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্। নৃপতির্দাপয়েত্তেন জনায়ানিষ্টভাগিনে॥ ৮৬
মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধাতূনাং স্তেয়কারিণঃ। করস্য বাহ্বোশ্ছেদং বা কুর্য্যাৎ মূল্যং বিচারয়ন্॥ ৮৭
মহিষাশ্বগবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ। বলেনাপহৃতাং নৃণাং স্তেয়িবদ্বিহিতো দমঃ॥ ৮৮
অন্নানামল্পমূল্যস্য বস্তুনস্তেয়িনং নৃপঃ। বিশোধয়েত্তং অক্কৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণম্॥ ৮৯
বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে। যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃপ্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ॥ ৯০
যে কূটসাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ। শাস্যাস্তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ॥ ৯১
ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুশ্চত্বারস্ত্রয় এব বা। অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ॥ ৯২
দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে। পরস্পরময়ুক্তঞ্চেদগ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ॥ ৯৩
অন্ধানাং বাক্ প্রমাণং স্যাদ্বধিরাণাংতথা প্রিয়ে। মূকানামেড়মূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ॥ ৯৫

অপরিহার্য্য আজ্ঞায় কোনও লোকের প্রাণহত্যা করে, তাহার নরহত্যার পাপ ঘটিবে না, প্রত্যুত যাহার আজ্ঞায় নরহত্যা ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপভাগী, ইহা শিবের শাসন। (৪০) যদি কাহারও অনবধানতা বশতঃ অস্ত্র বা পশুর দ্বারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর্থিক বা কায়িকদণ্ড বিধানে তাহার পাপক্ষালন হইয়া থাকে। (৮) যাহারা রাজার আদেশপালনে বিমুখ, যাহারা রাজার সমক্ষে ধৃষ্টতা প্রদর্শনে তৎপর, যাহারা কুলধর্ম্মের দ্বেষ্টা, সেই সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে রাজা শাসন করিবেন। (৮২) যে ব্যক্তি ন্যস্তধনাপহারী, ক্রূর, বঞ্চক, যে ব্যক্তি লোক-দিগের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য ও বিবাদ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দেশ হইতে বির্ব্বা-সিত করা রাজার কর্ত্তব্য। (৮৩) যাহারা পণ লইয়া পুত্র বা কন্যা দান করে, কিংবা ষণ্ডের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে, রাজা সেই দুষ্ক্রিয়ান্বিত পতিতদিগকে দেশচ্যুত করিবেন। (৮৪) যাহারা মিথ্যাপবাদ প্রচার পূর্ব্বক অন্যের অনিষ্ট সাধনে তৎপর, অপবাদ বিবেচনায় তাহাদের দণ্ড বিধান করা ধার্ম্মিক নৃপতির কর্ত্তব্য। (৮৫) যে যে পরিমাণে অনিষ্টকারী, তাহার তদনুরূপ অর্থদণ্ড করিয়া অনিষ্টভাগীকে তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। (৮৬) যাহারা মণি, মুক্তা, বা সুবর্ণাদি ধাতু অপহরণ করে, মূল্য বিচার পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত বা বাহুচ্ছেদ করা রাজার কর্ত্তব্য। (৮৬) যাহারা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক মহিষ, অশ্ব ও ধেনু প্রভৃতি পশু, সুবর্ণাদি ধাতুদ্রব্য, বা শিশুসন্তান অপহরণ করিবে, চৌর্য্যবৎ তাহাদের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। (৮৮) যে ব্যক্তি অন্ন বা অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করে, রাজা একপক্ষ বা সপ্তাহকালে কণভোজন করাইয়া তাহার শোধন করিবেন। (৮৯) হে দেববন্দিতে! বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা দান, বা প্রায়শ্চিত্ত করুক কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি নাই। (৯০) যাহারা কূটসাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষ-পাতী হয়, তীব্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। (৯১) হে শিবে! ছয়, চারি, অথবা তিনজন সাক্ষী প্রমাণে গণ্য হইয়া থাকে, তিনজনের অভাব হইলে দুই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকের সাক্ষ্যও সপ্রমাণ হইতে পারে। (৯২) সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি তাহারা দেশ, কাল ও বিষয় বিশেষের বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। (৯৩) যাহারা অন্ধ ও বধির, হে প্রিয়ে! তাহাদের কথা প্রমাণ স্থলে গ্রাহ্য

লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে। বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ॥ ৯৫
স্বীয়ার্থমপরার্থঞ্চেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্। দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিপাদ্যং কূটসাক্ষিণঃ॥ ৯৬
অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ। স্বীয়ার্থে তৎপ্রমাণং স্যাদ্বচসো বহুসাক্ষিণাম্॥ ৯৭
যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি। তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি॥ ৯৮
অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ। তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া॥ ৯৯
সত্যং ব্রবীমি সংকল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্। গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্॥১০০
দেবি নির্ম্মাল্যমথবা কথনং শপথো ভবেৎ। তত্রানৃতং বদন্মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ॥ ১০১
অপাপজনিকার্য্যানাং ত্যাগে চ গ্রহণেঽপি বা। তৎকার্য্যং সর্ব্বথামর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ॥ ১০২
স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ। ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ॥ ১০৩
কুলধর্ম্মোঽপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ। মোক্ষায় শ্রেয়সে ন স্যাৎ কৌলে পাপায় কেবলম্॥
সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাং॥ ১০৫
দাহিনী পাপসংগানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী॥ ১০৬
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ। সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈরাদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে॥১০৭
সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা। পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ॥ ১০৮

হইবে, যাহারা মূক এবং এড়মূক—অর্থাৎ কালা, বোবা, শিরসঞ্চালনে স্বীকার করা জানিতে পারিলে লিপিপ্রমাণে তাহা বলবৎ হইবে। (৯৪) সর্ব্বত্র সকলের পক্ষে লিপিপ্রমাণই প্রশস্ত, বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রশস্ত, কারণ বহুকালেও ইহার বিনাশ নাই। (৯৫) যে ব্যক্তি আপনার, বা পরের নিমিত্ত কল্পিত লিপি প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তির, মিথ্যাসাক্ষীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। (৯৬) যে লোক ভ্রম ও প্রমাদশূন্য, যদি সে ব্যক্তি নিজের বিষয় এক বার মাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে বহুসাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা তদ্বাক্য প্রবলতর প্রমাণ হইবে। (৯৭) যেরূপ সত্যকে আশ্রয় করিয়া পুণ্যের অবস্থিতি, সেইরূপ একমাত্র মিথ্যার আশ্রয়ে নিখিল পাতকের অবস্থিতি। (৯৮) যে ব্যক্তি সত্যবিহীন, সে সকল প্রকার পাপের আশ্রয়স্থলস্বরূপ; এরূপ পাপাত্মার তাড়ন ও শাসন করিলে রাজার কোনও পাপ স্পর্শে না, ইহা শিবের আজ্ঞা। (৯৯) আমি সত্য বলিব, এই সঙ্কল্প করিয়া কৌলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত ও দেবনির্ম্মাল্য এই সমুদায় স্পর্শ করত যাহা বলা হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া গণ্য; যে ব্যক্তি শপথ করিয়া মিথ্যা কথা কহে, তাঁহার এক কল্প কাল নরকবাস হইয়া থাকে। (১০০) (১০১) শপথ পূর্ব্বক যে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতে হইবে। যদি তাহা তাদৃশ পাপ-জনক হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান এই বিষয়ে অঙ্গীকার রূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (১০২) অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া যে ব্যক্তি পরে তাহা লঙ্ঘন করে, তাহার পক্ষে একপক্ষ অনাহারের ব্যবস্থা, কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি দ্বাদশদিন কণভোজনে শুদ্ধ হইয়া থাকে। (১০৩) যে ব্যক্তি সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কুলধর্ম্মের সেবা করে, তাহার কুল-ধর্ম্মে মোক্ষলাভ ঘটে না, প্রত্যুত, সে পাপভাগী হইয়া থাকে। (১০৪) সুরা দ্রবময়ী সাক্ষাৎ জীবনিস্তারকারিণী তারাস্বরূপ, ইহা ভোগ ও মোক্ষের জননী এবং রোগ ও বিপদ্ সমূহের নাশকারিণী। (১০৫) হে প্রিয়ে! ইহা দ্বারা পাপ সমূহ দগ্ধ হয় এবং ইহার প্রভাবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা এই সমস্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (১০৬) হে আদ্যে! (অন্য কথা কি,) মুক্ত, মুমুর্ষু, সিদ্ধ, সাধক, নৃপতি ও দেবগণ পর্য্যন্ত আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইহার সেবা করিয়া থাকেন। (১০৭) যাঁহারা সুসমাহিতচিত্তে যথাবিধি মদিরা পান করেন, তাঁহারা মনুষ্য হইলেও ভূতলবাসী দেবতা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (১০৮) যদি কেহ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে

প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাদ্বিধিনা স্যাচ্ছিবো নরঃ। ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ॥১০৯
ইয়ঞ্চেৎ বারুণী দেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা। নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশো ধনম্॥ ১২০
অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্বর্গ প্রসাধনী। বুদ্ধির্ব্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥ ১১১
বিভ্রান্তবুদ্ধের্ম্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। স্বানিষ্টং চ পরানিষ্টঃ জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥ ১১২
অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু। অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ॥ ১১৩
সুরাভেদাদ্ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা। দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্॥ ১১৪
অতএব সুরামানাদতিপানঃ ন লক্ষ্যতে। স্খলদ্বাক্পাণিপাদদৃক্‌ভিরতিপানং বিচারয়েৎ॥ ১১৫
নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ। দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ॥ ১১৬
নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ। দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ॥ ১১৬
বিচলৎপাদবাক্‌পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্। তমুগ্রং ঘাতয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ॥ ১১৮
অপবাগ্বাদিনং মত্তং লজ্জাভয়াবিবর্জ্জিতম্। ধনাদানেন স তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরোনৃপঃ॥ ১১৯
শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি! পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১২০
পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ১২১
ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ। শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ১২২

এক তত্ত্বও যথাবিধি সেবন করেন, তিনি যে সাক্ষাৎ শিব, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, (যাহা হউক) পঞ্চতত্ত্ব সেবনে যে কি ফল ঘটে তাহা বলিবার নহে। (১০৯) যদি বিধিপূর্ব্ব বারুণী দেবীর সেবা করা না হয়, তাহা হইলে লোকের বুদ্ধি আয়ু, যশ ও ধন সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায় (১১০) তাহারা ঘোরতর সুরাপায়ী, তাহারা মত্ত ও উদ্ভ্রান্তহৃদয় হইয়া, চতুর্ব্বর্গের সাধনস্বরূপ বুদ্ধিকে কলুষিত ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে। (১১) বিভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকে না, সুতরাং তাহাতে পদে পদে আপনাদের ও অন্যের অনিষ্ট সঙ্ঘটন হয়। (১১২) (অতএব) যাহারা মদ্য বা মাদক বস্তুতে সাতিশয় আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেশ্বর শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন। (১১৩) সুরা, অধিক বা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হউক, উহা ব্যক্তিভেদে দেশভেদে ও কালভেদে লোকের বুদ্ধিভ্রংশকর হইয়া থাকে। (১১৩) স্খলিত বাক্য, স্খলিত পদ, স্খলিত হস্ত ও স্খলিত দৃষ্টি দেখিলেই অতিরিক্ত পান বলিয়া জানিতে পারিবে, যদি পরিমাণ স্থির থাকে, তাহা হইলে উহার অতিপানদোষ লক্ষিত হয় না। (১১৫) ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত নহে, যে ব্যক্তি মদ্য পানে বিহ্বলচিত্ত, মত্ততাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি দেবতা ও গুরুজনের মর্য্যাদাতিক্রম করে, যাহার মত্ততাবস্থা দর্শনে ভয়সঞ্চার হয়, যে ব্যক্তি নানাবিধ অনর্থের মূল, সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপাত্মা ও শিবঘাতী, তাহার অর্থ-হরণ তাড়ন ও জিহ্বা দাহন করা রাজার কর্ত্তব্য। (১১১) যাহার বাক্ পাণি ও পদ বিচলিত, যে ব্যক্তি ভ্রান্ত, উন্মত্ত ও উদ্ধত, রাজা সেই উগ্রব্যক্তিকে দণ্ড করিবেন এবং তদীয় সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন। (১১৮) যে ব্যক্তি মত্ততাবস্থায় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে, রাজভয় শূন্য হয়, প্রজারঞ্জক রাজা তাহার ধন গ্রহণ পূর্ব্বক শাসন করিবেন। (১১৯) হে কুলেশ্বরি! শতাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তি ও যদি অতিপানদোষে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইয়া পশুমধ্যে গণ্য হইবেন। (১২০) যে ব্যক্তি শোধিত বা অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করে, সে ব্যক্তি কৌলগণের ত্যাজ্য ও রাজার নিকটে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। (১২১) যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মী ভার্য্যাকে মদ্য পানে প্রবৃত্ত করে, তাহা হইলে ভার্য্যার সহিত তাহাকে কণভোজনে শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। (১২২) কোন ব্যক্তি যদি অশোধিত সুরা পান করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অশোধিত মাংস সেবা করিলে

অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুধ্যেদুপবাসংত্র্যহম্। ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসমুপবাসদ্বয়ং চরেৎ॥ ১২৩
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ। অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি॥ ১২৪
ভুক্ত্বানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে। উপোষ্য পক্ষংশুদ্ধঃস্যাৎপ্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্॥১২৫
নরাকৃতিপশোর্ম্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ। অত্ত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাদুপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে॥ ১২৭
ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাং চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্। খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ॥ ১২৬
উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি। শুধ্যেন্মাসোপবাসেনাজ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ॥ ১২৮
অনুলোমেন বর্ণানামন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে। দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞয়া॥ ১২৯
পশুশ্বপচম্লেচ্ছানামন্নং চক্রার্পিতং যদি। বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্নন্নৈব পাপভাক্॥ ১৩০
অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে। নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী॥ ১৩১
করিপৃষ্ঠে তথানেকোদ্বাহ্য পাষাণদারুষু। অলক্ষিতেঽপি দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে॥ ১৩২
পশূন্ভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে। ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ॥ ১৩৩
কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্ গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে। অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ॥ ১৩৪
ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা। ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ॥ ১৩৫
উপবাসৈর্নয়েৎ মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ। মাসং ভৈক্ষ্যান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে॥ ১৩৬

তাহাকে দুইদিন উপবাসী থাকিতে হইবে। (১২৩) কেহ অসংস্কৃত মৎস্য, বা মুদ্রা ভক্ষণ করিলে তাহাকে এক দিবস উপবাস করিতে হইবে, যদি কেহ বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বের সেবা করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে পাপ মোচনের জন্য দণ্ডদান করিবেন। (১২৪) হে শিবে! যদি কোনও ব্যক্তি জ্ঞানতঃ গো, বা নরমাংস ভক্ষণ করে, তবে একপক্ষ উপবাস দ্বারা সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (১২৫) হে প্রিয়ে। যে লোক নরাকার পশুমাংস বা মাংসাশী জীবের মাংস ভোজন করে, তিন দিন উপবাসে তাহার শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। (১২৬) যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডাল অথবা কুলধর্ম্মদ্বেষী, পশুর অন্ন ভোজন করিলে সে ব্যক্তি একপক্ষ উপবাসী থাকিলে তাহার পাপ মুক্তি ঘটিবে। (১২৭) হে কুলেশ্বরি! অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি কোনও ব্যক্তি ইহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে, সেই পাপ ক্ষয়ের জন্য তাহাকে এক পক্ষ উপবাসী থাকিতে হইবে, যদি জ্ঞানতঃ উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়, তাহা হইলে, এক মাস উপবাসে শুদ্ধি হইতে হইবে। (১২৮) হে প্রিয়ে! যদি একবারমাত্র কোনও ব্যক্তি নীচজাতির অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, ইহা আমার আজ্ঞা। (১২৯) যদি পশু, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের অন্ন চক্রের উপরি সমর্পিত হয় এবং বীর ব্যক্তি যদি তাহা প্রদান করেন, তবে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপী হইবেক না। (১৩০) যে সময় অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, বিপৎকাল, (এমন কি) প্রাণসঙ্কট সমুপস্থিত হইবে, যদি তৎকালে কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজনে প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে, তাহার পাপ ঘটিবে না। (১৩১) পাষাণ বা যে কাষ্ঠ একের বহনীয় নহে, তাদৃশ বৃহৎ কাষ্ঠ ও পাষাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠ যেখানে দুষ্য সংসর্গ দৃষ্ট হয় না, সেখানে ভোজন করিলে স্পর্শদোষ ঘটে না। (১৩২) হে প্রিয়ে! যে সকল পশুমাংস অভক্ষ্য, যে সকল জীব রুগ্ন, দেবোদ্দেশে এরূপ পশু বলি দিতে নাই, যদি কেহ এরূপ কার্য্যে কোনও পশুর প্রাণবধ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাতকগ্রস্ত হইবে। (১৩৩) বুদ্ধি পূর্ব্বক যদি কেহ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে, যদি অজ্ঞান প্রযুক্ত গোহত্যা ঘটে, তাহা হইলে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবে, ইহা শিবের শাসন। (১৩৪) যতক্ষণ ঐ ব্রত অনুষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেশবন্ধন, নখচ্ছেদন, বা বস্ত্র ধৌত করণ করিতে নাই। (১৩৫) হে শিবে! এক মাস উপবাস, একমাস কণ ভোজন ও একমাস ভিক্ষান্ন ভোজনে দিন

ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্। ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাদ্‌জ্ঞানগোবধপাতকাৎ॥
অপালনবধাদ্দোষাচ্চ শুধ্যেদষ্টোপবাসতঃ। বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেয়ুঃ পাদন্যূনক্রমাৎ শিবে॥ ১৩৮
গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ। উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেন্মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ॥ ১৩৯
মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নন্ পবসেদহঃ। ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ॥ ১৪০
নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিরামিষম্। নরাস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি॥ ১৪১
পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ। ন পাপার্হো ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৪২
দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ। কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে॥
সংকল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ দেবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনে। অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ॥ ১৪৪
মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ। নিন্দয়েত্তান্ বদন্ক্রূরং শুধ্যেৎপঞ্চোপবাসতঃ॥ ১৪৫
এবমন্যান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্‌গর্হন্নপি প্রিয়ে। সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ॥১৪৬
বিত্তার্থী মানবো দেশানখিলান্ গন্তুমর্হতি। নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ॥ ১৪৭
গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি। কুলধর্ম্মাৎ পতেত্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ। ১৪৮
তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তো বিধীয়তে॥ ১৪৯
পিবংস্তোয়াঞ্জলিঞ্চৈকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্। মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ॥ ১৫০

পাতের নাম কৃচ্ছ্রব্রত। (১৩৬) ব্রত সমাপনের পর মস্তক মুণ্ডন, কৌল, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে ভোজন করাইলে জ্ঞানকৃত গোহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিতে পারিবে। (১৩৭) শিবে! অপালনকৃত গোবধজনিত পাপ ঘটিলে আট দিন উপবাসে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছয়, বৈশ্যের চারি ও শূদ্রের দুই দিন মাত্র উপবাসে পূর্ব্বোক্ত পাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। (৩৮) হে কুলনায়িকে! হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্বদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিলে মনুষ্যের পাতক ঘটিলে, ঐ পাপ তিন দিন উপবাসে মুক্তি হইয়া থাকে। (১৩৯) যদি কোনও ব্যক্তি মৃগ, মেষ, ছাগ ও মার্জ্জারের প্রাণহিংসা করে, কিংবা ময়ূর, শুক, বা হংসের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। (১৪০) যদি অস্থিশালী জীবের প্রাণ-হত্যা ঘটে, তাহা হইলে এক রাত্রি নিরামিষ ভোজনে শুদ্ধি ঘটে, অস্থিহীনের পক্ষে অনুতাপ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়। (১৪১) হে দেবি! মৃগয়াকালে যদি রাজা কোনও পশু, মীন, বা অণ্ডজ জীবের প্রাণ হিংসা করে, তাহা হইলে তাঁহার পাপ ঘটিবেক না; কারণ ইহাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। (১৪২) হে ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে কুত্রাপি হিংসা করিতে নাই, যদি কেহ দেবোদ্দেশে, মৃগয়া বা সংগ্রামে বৈধ হিংসা করে তাহা হইলে তাহার পাতক ঘটিবেক না। (১৪৩) যদি কাহারও সংকল্পিত ব্রত সমাপ্তি না ঘটে যদি কেহ দেবতার নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অশৌচাবস্থায় দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ করা তাহার কর্ত্তব্য। (১৪৪) মাতা, পিতা ও ব্রহ্মদাতা ইহাঁরা মহাগুরু, যে ব্যক্তি ইহাঁদের নিন্দা বা ইহাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি পঞ্চ দিন উপবাসে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (১৪৫) হে প্রিয়ে! যে এইরূপ অন্য কোনও গুরু, কৌলব্যক্তি, বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, সার্দ্ধদ্বয় উপবাসে তাহার পাপ মুক্তি ঘটিবে। (১৪৬) ধনোপার্জ্জনের জন্য লোকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে, কেবল যে দেশ বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। (১৪৭) যদি কেহ নিষিদ্ধ কুলপথে স্বেচ্ছাক্রমে গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে কুলধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক-ব্যতিরেকে তাহার শুদ্ধি ঘটিবেক না। (১৪৮) যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসী থাকিতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে। (১৪৯) প্রাণধারণের জন্য এক অঞ্জলি জল পান

উপবাসসমর্থশ্চেদ্রুজা বা জরসাপি বা। তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্॥ ১৫১
পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যসনাযুক্তভাষণং। অযুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি॥ ১৫২
অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি। নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ কৌলভোজনাৎ॥১৫২
সামান্যনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ডেষু যোজয়েৎ। যোষিতান্তু বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ॥১৫৪
মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ। স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুর্দ্দৈবেপৈত্র্যেঽধিকারিণঃ॥ ১৫৫
অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা। গৃহংবিশোধয়েদ্ধোমৈর্ব্যাহৃত্যাশতসংখ্যকৈঃ ১৫৬
বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্যং শবনিরীক্ষণাৎ। উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যস্ততস্তান্ পরিশোধয়েৎ॥ ১৫৭
পূর্ণাভিষেকমনুভির্ম্মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ। পূর্ণৈস্ত্রিসপ্তকুম্ভৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্॥ ১৫৮
যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধিদূষিতাঃ। সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বমুদ্ধৃত্যাপ্লাবয়েত্তু তান্॥ ১৫৯
সন্তি ভূরীণি তোয়াণি গজদঘ্নানি তেষু চেৎ। শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরভিষেকেণ শোধয়েৎ॥ ১৬০
যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুর্মৃতস্পৃষ্টজলাশয়াঃ। অপেয়সলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচয়েৎ॥ ১৬১
স্নানমেষু জলৈরেষাং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম বৃথা ভবেৎ। দিনমেকং নিরাহারঃ শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ॥ ১৬২
যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধপরাঙ্মুখম্। দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্॥ ১৬৩
মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতঃ বুধম্। পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥ ১৬৪

বা বায়ু ভক্ষণ করিলে, উপবাস ভ্রষ্ট হইবে না। (১৫০) যদি কেহ বার্দ্ধক্য, বা পীড়া বশতঃ উপবাসে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উপবাসের অনুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। (১৫১) যদি কেহ পরকুৎসা ও নিজের প্রশংসা করে, কিংবা অনুচিত অনুষ্ঠান ও অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অনুতাপ দ্বারা তাহার শুদ্ধি ঘটিতে পারিবে। (১৫২) এতদ্ব্যতীত আর যে সকল পাপ আছে, তাহা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অনুষ্ঠিত হইলে, গায়ত্রী, জপ ও কৌল ভোজনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১৫৩) যে সমুদায় সাধারণ বিধির উল্লেখ করা গেল, তাহা স্ত্রীজাতি ও নপুংসকদিগের প্রতি বর্ত্তিবে; বিশেষের মধ্যে এই স্ত্রীজাতীর ভর্ত্তাই পরম গুরু। (১৫৪) যাহারা মহা ব্যাধি-গ্রস্ত, যাহারা চিররুগ্ন, সুবর্ণ দান করিয়া দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে তাহারা অধিকারী হইতে পারিবে। (১৫৫) যদি কোনও গৃহ সর্পাঘাত, উদ্বন্ধন, বা বিদ্যুৎপতনে দূষিত হয়, তাহা হইলে শতসংখ্যক ব্যাহৃতি হোম দ্বারা ঐ গৃহের শোধন করা কর্ত্তব্য। (১৫৬) যদি কোনও বাপী, কূপ, বা তড়াগমধ্যে অস্থিবিশিষ্ট নরদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত জলাশয়াদির শোধন করিতে হইবে। (১৫৭) একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐজলাশয়ে নিক্ষেপ করার নাম জল-শোধন-বিধি। (১৫৯) যদি উক্ত জলাশয় স্বল্পসলিল এবং শবের দুর্গন্ধে দূষিত হয়, তাহা হইলে পঙ্ক সহিত সমুদায় জল উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাভিষেকমন্ত্রে এক বিংশতি কুম্ভ শুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। (১৫৯) যদি গজপরিমাণ অধিক জল উক্ত জলাশয়ে থাকে, তাহা হইলে শতকুম্ভ জল উদ্ধার করিয়া অভিষেক মন্ত্রে শোধন করিয়া লইবে। (১৬০) যদি এরূপে শবসংযুক্ত জলাশয় শোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জলপান এবং ঐ জলাশয়েরও প্রতিষ্ঠা করা বিধেয় নহে। (১৬১) যদি কেহ এই জলাশয়ে স্নান, বা ইহার জলে কোনও কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়, এই জলে স্নান, বা কোনও কার্য্য করিলে এক দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত ভোজনে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। (১৬২) যদি ধনী হইয়া কেহ যাচুঞা করে, যদি কেহ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, কেহ যদি কুলধর্ম্মের দ্বেষ করে, যদি কোনও কুলবতী নারী সুরাপান করে, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়া পাপকার্য্য করে, তাহা হইলে যে তাহাকে দর্শন করে, বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সূর্য্য দর্শনানন্তর স্নান করিয়া সে পাপমুক্ত হইতে পারিবে। (১৬৩,১৬৪) যে সকল দ্বিজাতি

খরকুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ। নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেয়ুস্ত্রিদিনব্রতাৎ॥ ১৬৫
দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ। অপরস্তু নরেদন্তিস্ত্রিদিনব্রতমম্বিকে॥ ১৬৬
গৃহেঽমুদ্ঘাটিতদ্বারেঽনাহূতঃ প্রবিশন্নরঃ। বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ॥ ১৬৭
আগচ্ছতো গুরূন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্যো মদান্বিতঃ। তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ১৬৮
এতস্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে। কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্॥ ১৬৯
ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্। ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্মং পাবনং হিতকারকম্॥ ১৭০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে স্বপরানিষ্টজনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নাম একাদশোল্লাসঃ।

দ্বাদশোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণুষ্ব কথয়ামাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্। যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ॥১
নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ। মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ॥ ২
ব্যতিঘ্নন্তি তদা দেবি সার্থিনো বিত্তহেতবে। পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া॥ ৩

গর্দ্দভ, কুক্কুট, অথবা শূকর বিক্রয় করে, কিংবা অন্য কোনও নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিবে। (১৬৫) হে অম্বিকে! এইরূপে তিন দিন ব্রত করিতে হয়; প্রথম দিনে অনাহার, দ্বিতীয় দিন কণভোজন এবং শেষ দিন জলপান করিয়া থাকিবার নিয়ম। (১৬৬) যে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত নাই, যদি আহ্বান না করিলে কেহ তাহাতে প্রবেশ করে, কিংবা কোনও নিষিদ্ধ কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চ দিন উপবাসী থাকিয়া পাপক্ষয় করিতে হইবে। (১৬৭) যে ব্যক্তি মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া গুরুজনকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে, অথবা কুলশাস্ত্রকে আনিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্মান না করে, তাহার পাপক্ষয়ের জন্য এক দিন উপবাস করিতে হইবে। (১৬৮) শিবোক্ত এই শাস্ত্রে সকলই ব্যক্ত আছে, যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার কূটার্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। (১৬৯) হে দেবি! তোমার নিকটে আমি যাহা বলিলাম, তাহা পরাৎপর ও সারাৎসার ধর্ম্ম, ইহা যেরূপ পবিত্র ও হিতকারক, সেইরূপ ইহ ও পরকালে সুখদায়ক। (১৭০)

সদাশিব কহিলেন;—হে আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকটে সনাতনব্যবহারের কথা বলিতেছি; রাজা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজাগণকে পালন করিতে পারেন। (১) রাজা যদি নিয়মানুসারে না চলেন, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ধনলোভী হইয়া গুরু, স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (২) হে দেবি! রাজনিয়মের অভাবে লোকে ধনাশায় পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং হিংসানিবন্ধন তাহারা ধনহরণে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার পাপ-

অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ। নিযোজ্যন্তে যমাশ্রিত্য ন ভ্রশ্যেয়ুঃ শুভাশয়াঃ॥ ৪
দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে। তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ॥ ৫
সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মতস্তথা। তত্রৌদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো বলবত্তরঃ॥ ৬
দায়ে তূর্দ্ধতনাজ্জ্যায়ান্ সম্বন্ধেঽধস্তনঃ শিবে। অধউর্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ॥ ৬
তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি। অনেন বিধিনা ধীরা বিভজেয়ুঃ ক্রমাদ্ধনম্॥ ৮
মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে। ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হ পুত্র এব ন চাপরঃ॥ ৯
বহবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ। জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতঃ॥ ১০
ঋণংযৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্দ্ধনৈঃ। তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু॥
বিভজ্য যদি গৃহ্ণীয়ুর্ব্বিভবং পৈতৃকং নরাঃ। তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৄণাং দাপয়েন্নৃপঃ॥ ১২
যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যান্তি মানবাঃ। ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ॥ ১৩
সাধারণং ধনং যচ্চ স্থাবরং স্থাবরেতরম্। অংশিনঃ প্রাপ্নুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ॥ ১৪
অংশিনাং সম্মতাবেব বিভাগঃ পরিসিধ্যতি॥ তেষামসম্মতৌ রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ॥ ৫
স্থাবরস্য চরস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ। মূল্যং বা তদুপস্বত্বমংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ॥ ১৬
বিভক্তেঽপি ধনে যস্তু স্বীয়াংশং প্রতিপাদয়েৎ। পুনর্ব্বিভজ্য তদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ॥ ১৭
কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণামংশিনাং সম্মতৌ শিবে। পুনর্ব্বিবাদেয়ংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ॥ ১৮

কার্য্য করিতে থাকিবে। (৩) আমি এই কারণে লোকের হিতসাধনের জন্য ধর্ম্মানুগত রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ করিতেছি, এই নিয়মের অনুসরণ করিলে মনুষ্যকে কখনও অমঙ্গলের মুখ দেখিতে হইবে না। (৪) পাপনিবারণের জন্য রাজা যেরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, সেইরূপ লোকের সম্বন্ধ-ভেদে দায়াদির বিভাগ ও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন॥ (৫) সম্বন্ধ দুই প্রকার, বিবাহ ও জন্মানুসারে তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে, (বিবেচনা করিয়া দেখিলে) বিবাহসম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধ সমধিক বলবান্ (৬) হে শিবে! ধনাধিকারে উর্দ্ধতন পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এইরূপে অধ উর্দ্ধক্রমে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষই শ্রেষ্ঠ। (৭) যে ব্যক্তির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ব্যক্তিই দায়াধিকারী হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা এই নিয়মে ধন বিভাগ করিয়া থাকেন। (৮) মৃতের পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিতা ও ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রই ধনাধিকারী, অন্যে ধনাধিকারী হইতে পারিবে না। (৯) লোকের অনেকগুলি পুত্র থাকিলে, সকলে তুল্যাংশভাগী; কথা এই, পৈতৃকঋণ থাকিতে উক্ত ধন বিভক্ত হইতে পারিবেক না। (১০) পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ ঘটিবে, পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক ধনের বিভাগ ঘটিবেক না। (১১) পৈতৃক ঋণ থাকিতে যদি উক্ত সম্পত্তি বিভাগ করা হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের নিকট হইতে উক্ত ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন, ঋণ পরিশোধের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা পুত্রদের বটিবে। (১২) লোকে যেরূপ আত্মকৃত পাপানুষ্ঠানে আপনিই নরকগামী হয়, সেইরূপ সকলেই আত্মকৃত ঋণে আবদ্ধ, অন্যে তাহাতে আবদ্ধ হইবে না। (১৩) স্থাবর ও অস্থাবর যাহা কিছু সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, অংশীগণ বিভাগমত তাহা হইতে আপনাপন অংশ গ্রহণ করিবে। (১৪) সে স্থলে সমান বা অসমান অংশ বিভাগ করা সকল অংশীর অভি-প্রায়, সে স্থলে তাহাই সিদ্ধ হইবে, অংশীগণের অসম্মতি থাকিলে রাজা সকলের তুল্যাংশের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। (১৫) যদি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তুর বিভাগ করা না ঘটে, তাহা হইলে রাজা তাহার মূল্য অথবা উপস্বত্ব, অংশীগণকে বিভাগ করিয়া দিবেন; (১৬) ধনবিভাগ করি-বার পর যদি ঐ ধনে অন্যের অংশ আছে ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে রাজা পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া ঐ অপ্রাপ্ত অংশীকে ও যাহারা অংশ পাইয়াছিল, তাহাদিগকে দিবেন। (১৭) হে শিবে!

স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি। পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাদধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ॥ ১৯
অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে। জন্মতঃসন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ॥ ২০
বিদ্যমানাসু কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে! মৃতস্য পৌত্রো ধনভাগ্ যতো মুখ্যতরঃ পুমান্॥ ২১
ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ। অতোঽত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা॥২২
ঔদ্বাহিকেঽপিসম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা গরীয়সী। অপুত্রস্য হরেদৃক্‌থং পত্যুর্দ্দেহার্দ্ধহারিণী॥ ২৩
পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্। নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা॥ ২৪
পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্ব্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসম্মতম্। স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৫
তস্যাং মৃতায়াং ঋক্‌থং তৎপুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ। তদাসন্নতরো রিক্‌থমধ ঊর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ॥ ২৬
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা। তদভাবে পিতৃবন্ধোস্তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি॥ ২৭
শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দ্দায়ভাগিনী। লভতে জীবনং মাত্র ভর্ত্তুর্ব্বিভবহারিণঃ॥ ২৮
বহ্বশ্চেদ্বনিতাস্তস্য স্বর্যাতুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ। ভজেরন্ স্বামিনো বিত্তং ন মাংসেন শুচিস্মিতে॥ ২৯
পত্যুধনহরায়াশ্চ মৃতৌ ভর্ত্তৃসুতাস্থিতৌ। পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং ব্রজেৎ॥ ৩০
এবং স্থিতায়াং কন্যায়ামৃক্‌থং পুত্রবধূগতম্। তন্মৃতৌ স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাত্তৎসুতামিয়াৎ॥ ৩১
তথা পিতামহে সত্ত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে! তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্তা শ্বশুরগং ভবেৎ॥ ৩২

সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে স্থলে সম্পত্তির বিভাগ ঘটিয়াছে, যদি পরে তদ্বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন। (১৮) মৃত ব্যক্তির পৌত্র ভার্য্যা, ও পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে, কারণ জন্মনিবন্ধন পৌত্রেরই গৌরব অধিকতর। অপুত্র মৃত ব্যক্তির পিতা, সহোদর ও পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে জন্মানুসারে সন্নিকর্ষ নিবন্ধন পিতাই ধনাধিকারী হইবে। (২০) হে প্রিয়ে! আসন্নবর্ত্তিনী কন্যার বিদ্যমানতায় পৌত্র ধনাধিকারী হইবে, স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২১) অগ্রে পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে ধনীর সেই পিতামহ ধনে পৌত্রের অধিকার; এই কারণে পিতা, পুত্র-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (২২) বিবাহসম্বন্ধে ব্রাহ্মবিধানুসারে বিবাহিতা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠ; ধনী অপুত্রক অবস্থায় মরিলে ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী ব্রাহ্মীপত্নীই ধনাধিকারিণী (৩) যদি পতি পুত্রহীন পত্নী, পতি ধনে বঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীধন ব্যতীত ঐ ভর্ত্তৃধন দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। (২৫) পিতৃদত্ত, শ্বশুরদত্ত, ও পরিশ্রম-লব্ধ অর্থের নামই স্ত্রী ধন। (২৫) যে স্ত্রী স্বামীধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে ঐ ধন পুনর্ব্বার স্বামিধন-স্বরূপ হইবে এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা ঊর্দ্ধতন আসন্নবর্ত্তী উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে। (২৬) স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পতিবন্ধুগণের বশবর্ত্তিনী হইবে; তদ-ভাবে পিতৃবন্ধুদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অন্যথায় ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না। (২৭) যাহার প্রতি ব্যভিচারে আশঙ্কা, সেই স্ত্রী স্বামিধন প্রাপ্ত হইবে না, সে কেবল পতির বিভবা-নুসারে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে। (২৮) হে সুন্দরি! স্বর্গগামী ব্যক্তির যদি অনেক গুলি স্ত্রী থাকে এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলে তুল্যাংশ করিয়া উক্ত ধন বিভাগ করিয়া লইবে। (২৯) যদি স্বামিধনভাগিনী এই সকল স্ত্রীর পরলোক ঘটে ও যদি তাহাদের কন্যা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্পত্তি স্বামিধনস্থানীয় হইয়া দুহিতৃগামী হইয়া থাকে। (৩০) কন্যা বর্ত্তমানে যদি পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে ঐ ধন মৃত পুত্রবধূ ভর্ত্তৃধন স্বরূপ হইয়া পিতৃকন্যা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধূর ভর্ত্তার ভগিনীর অধিকার দাঁড়াইবে। (৩১) হে শিবে! পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে যদি এই ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর উহা পুত্রধনস্থানীয় হইয়া পিতৃসম্বন্ধে পিতামহগামী হইবে। (৩২) যে রূপ, মৃতের

মৃতস্যোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা। জননাপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদ্‌যদি ॥ ৩৩
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ। মৃতে জনন্যাস্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্‌ ॥ ৩৪
অধস্তনানাং বিরহাদ্যথা রিকৃথং ন যাত্যধঃ। যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫
অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্য ধনং স্বস্যগতঞ্চ যৎ। পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬
উর্দ্ধাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে। অতঃ সত্যাং সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭
স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ। বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ ॥ ৩৮
মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে। ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯
কন্যায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্‌। যত্র যদ্বাধিতং বিত্তং তন্মৃতাবপরং ব্রজেৎ ॥ ৪০
বিভজেয়ুর্দুহিতরং পুত্রাভাবে পিতুর্বসু। উদ্বাহয়েস্ত্যোঽনূঢ়াস্তু পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১
অসন্তত্যা মৃতায়াশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ। অন্যত্তু দ্রবিণং যস্মাদাপ্তং তৎ পদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২
প্রেতলব্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্‌। পুণ্যন্তু তদুপস্বত্বৈর্ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩
পিতামহস্নুষায়াঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি। পিতামহগতং রিকৃথং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪
পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি। অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ ভবেৎ ॥৪৫
পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেঽত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ। ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রয়াতুর্ভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥ ৩৬
স্থিতেঽপ্যপত্যে দুহিতঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে। দুহিত্রপত্যং ধনভাগ্‌ ধনং যস্মাদধোমুখম্‌ ॥ ৪৬

উর্দ্ধগত ধনে পিতার অধিকার, পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৩) মাতার বিদ্যমানে বিমাতার ধনাধিকার ঘটিবেক না, যদি মাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধে বিমাতারও ধনাধিকার ঘটিবে। (৩৪) অধস্তন উত্তরাধিকারী না থাকিলে, ধন অধোগামী হয় না, যে নিয়মে অধোগামী হইবার কথা, সেই নিয়মেও উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। (৩৫) পিতৃব্য বর্ত্তমানে যদি কন্যা ধনাধিকারিণী হয়, এবং পুত্র প্রসব করিয়া ঐ কন্যা পতিবিদ্যমানে মৃত হয়, তাহা হইলে ঐ ধনে পিতৃব্যেরই অধিকার দাঁড়াইবে। (৩৬) উর্দ্ধগামী হইয়া যখন ধন অধোগামী হয়, তখন উহা প্রথমে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এই কারণে সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিকারী হইয়া থাকে। (৩৭) সহোদরা ভগিনী ও বিমাতৃপুত্র বিদ্যমান থাকিতেও বৈমাত্রের ভ্রাতৃগত সম্পত্তিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবংশীয়েরা অধিকারী হইবে। (৩৮) হে শিবে! যদি মৃতের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ ধন পিতৃগত হইয়া পিতৃসম্বন্ধে সম্বন্ধী সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে। (৩৯) কন্যা জীবিত থাকিতে তদ্গর্ভজ পুত্র ধনাধিকারী হইবে না, কারণ, এস্থলে কন্যাই তৎপ্রতিবন্ধক, এই বাধক স্বরূপ কন্যার মৃত্যুতে ঐ ধন তদ্গর্ভজ পুত্রই প্রাপ্ত হইবে। (৪০) পুত্র না থাকিলে কন্যাগণ পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু অগ্রে ঐ সাধারণ ধনে অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। (৪১) পুত্রহীনা নারীর মৃত্যু হইলে তদীয় স্বামী স্ত্রীধন প্রাপ্ত হইবে, স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য যে ধন যাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা সেই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইবে। (৪২) উত্তরাধিকারী ক্রমে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আপনার ভরণপোষণ চলিবে এবং উপসত্বদ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে, কিন্তু উহাতে দান বিক্রয়ের কোনও স্বত্ব থাকিবেক না। (৪৩) যেখানে পিতৃব্য পত্নী ও পিতৃবিমাতা বর্ত্তমান, যদি সে স্থলে ধন পিতামহগামী হইয়া, পরে পিতৃব্য গামী হয়, তাহা হইলে সেই ধনে পিতৃব্যপত্নীরই অধিকার। (৪৪) যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। (৪৫) পিতৃব্য নৈকট্য সম্বন্ধ নিবন্ধন ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান আসন্নবর্ত্তী, এরূপ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন, পিতৃস্থানীয় হইয়া মাতৃগামী হইবে। (৪৬) মৃতের দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান

স্বপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে। পুংসো মুখ্যতরত্বেন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥৪৮
স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে। প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯
অধস্তাদগমনাভাবে ধনমূর্দ্ধভবং গতম্। তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদিতং পিতৃকুলং শিবে।
অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনং ॥ ৫০
অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি। পিতামহস্য দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্দায়মর্হতি ॥ ৫১
ভ্রাতৃহীনাং তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী। পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চ মৃতমাতৃকা ॥ ৫২

সত্যাং পৌত্র্যাং পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি।
বিত্তে পিতৃগতে দেবি! পৌত্রী তত্রাধিকারিণী ॥ ৫৩

অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ। উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ৫৪
অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে। প্রেতস্যবিভবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা॥৫৫
যদা পিতৃকুলে ন স্যান্মৃতস্য ধনভাজনম্। পূর্ব্বোক্তবিধিনা রিক্থং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬
মাতামহগতং বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ! অধ ঊর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৮
ব্রাহ্মোদ্বহে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সপিণ্ডনে স্থিতে। মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতুর্দায়ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫৮
শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ। গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে! স্বঃ প্রয়াতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯
শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তং শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ। সৌম্যাঞ্চেন্নাধিকারোঽস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥৬০
অতঃসৎকুলজ্যং কন্যাং শৈবৈরুদ্বাহয়ন্ পিতা। ক্রোধাদ্বা লোভনো বাপি সভবেল্লোকগর্হিতঃ ॥ ৬১

থাকিলে দৌহিত্রেরই ধনাধিকার কারণ, ধন স্বাভাবিক অধোগামী। (৪৭) হে কালিকে! যদি মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মুখ্যত্ব প্রযুক্ত পিতাই ধনাধিকারী। (৪৮) মৃত ব্যক্তির পিতৃ সপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকিলে পিতৃসম্বন্ধের গৌরবনিবন্ধন পিতৃসপিণ্ডই ধনাধিকারী হইবে। (৪৯) হে শিবে! যেখানে ধন(অধোগামী না হয়; যেখানে তৎপরিবর্ত্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পুরুষের প্রধান্য হেতু ধন অগ্রে পিতৃকুলে গমন করে; কারণ, এস্থলে মাতুল আসন্নবর্ত্তী হইলেও ধনভাগী হয় না। (৫০) হে পার্ব্বতি! মৃত পৈতৃক পৌত্র ও পুত্র উভয়ে বর্ত্তমান থাকিলে মৃত পৈতৃক পৌত্র পিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে। (৫১) যদি ভ্রাতৃহীনা পিতৃমাতৃ হীনা পৌত্রী স্বধর্ম্মানুসরণ করে, তাহা হইলে পিতামহ সম্পত্তিতে পিতৃব্যের সহিত তুল্যাংশ প্রাপ্ত হইবে। (৫২) হে দেবি! যদি পিতামহী ও পিতৃস্বসা জীবিত থাকে তাহা হইলে, পিতৃগত ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী। (৫৩) ধন অধোগামী হইল অধস্তন এবং ঊর্দ্ধগামী হইলে ঊর্দ্ধতন পুরুষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। (৫৪) হে প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ পৌত্রী ও দুহিতার জীবিতাবস্থায় মৃতব্যক্তির ধনে পিতার অধিকার ঘটিবেক না। (৫৫) যদি মৃতের পিতৃকুলে কেহ ধনাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে ঐ ধন মাতামহ কুলে আশ্রয় করিবে। (৫৬) ধন মাতামহকুলে যাইলে মাতুল ও মাতুল পুত্রাদি তাহা প্রাপ্ত হইবে এস্থলেও অধ ও ঊর্দ্ধক্রমে স্ত্রী পুরুষের অধিকার দাঁড়াইবে। (৫৭) ব্রাহ্মী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং মাতৃ সপিণ্ড ও পিতৃ সপিণ্ড বর্ত্তমান থাকিতে শৈব বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ধনভাগী হইতে পারিবে না। (৫৮) হে ভদ্রে! শৈব বিবাহিত পত্নী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রগণ উত্তরাধিকারী না হইলেও বিত্তবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবে। (৫৯) প্রিয়ে! শৈব বিবাহিত ভার্য্যার পালনভার শৈবভর্ত্তার উপর নির্ভর, যদি ঐ নারী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পালন করিবে না, এই ভার্য্যার পিত্রাদির ধনে অধিকার ঘটিবেক না। (৬০) এই কারণে ক্রোধ, বা লোভ হেতু যদি পিতা সদ্বংশজা কন্যার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লোকসমাজে নিন্দিত হইতে হইবে। (৬১) শিবের শাসন এই প্রকার যে শৈব পত্নী, বা তদ্গর্ভজ পুত্র

শৈবী-তদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ। হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য শিবশাসনাৎ॥ ৬২
পিণ্ডদাঃ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে। সোদক দশমান্তাঃ স্যুস্ততঃ কেবলগোত্রজাঃ॥ ৬৩
বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ। অবিভক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ॥ ৬৪
অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃগ্বিভাগিতা। মৃতেঽপি তস্য দায়াদাস্তাদৃগ্বিভবভাগিনঃ॥ ৬৫
যে যস্য ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুর্জীবনাবধি। দদ্যুঃ পিণ্ডং তএবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা॥ ৬৬
লোকেঽস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাদ্‌যথাশৌচং বিধীয়তে। ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা॥ ৬৭
পূর্ণেঽশৌচেঽথবাপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে। শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈর্ব্বিশুধ্যেয়ুর্দ্বিজাদয়ঃ॥ ৬৮
কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে। পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্॥
বর্ষাতীতেঽপি চেন্মাতুঃ পিতুর্ব্বা মরণশ্রুতৌ। ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রস্তথা ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥ ৭০
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্নশৌচান্তরমাপতেৎ। গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে॥ ৭১
অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ। ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়োব্যাপকং স্মৃতম্॥ ৭২
যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরসূতকম্। পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদাদ্যবৃদ্ধা দিনদ্বয়ম্॥ ৭৩
তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবন্নোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ। জাতে পরিণায় পিত্রোর্মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতং॥ ৭৪
বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী। তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ দত্তপুত্রস্য গোত্রিতা॥ ৭৫

না থাকিলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও নৃপতি মৃতের ধন গ্রহণ করিবেন। (৬২) হে প্রিয়ে! পিণ্ডদাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড বলিয়া গণ্য, অষ্টম হইতে দশমের নাম সমানোদক, যাহারা দশম পুরুষের বহির্ভূত, তাহারা সগোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। (৬৩) যদি একবার বিভাগ করিয়া ঐ ধন পুনর্ব্বার স্বেচ্ছাক্রমে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে উহা অবিভক্ত ধন হইয়া থাকে, ধন-বিভাগীয় বিধিক্রমে ঐ অবিভক্ত ধন পুনর্ব্বার বিভক্ত হইতে পারিবে। (৬৪) বিভক্ত, বা অবিভক্ত ধনে যাহার যেরূপ অংশ অবধারিত আছে, সে ব্যক্তির পরলোক ঘটিলে তদুত্তরাধিকারী ঐ অংশের অধিকারী হইবে। (৬৫) মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, তাহাকে তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হইবে, কিন্তু তা বলিয়া শৈব ভার্য্যার গর্ভজ পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না। (৬৬) জন্ম-সম্বন্ধে যেরূপ অশৌচের ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারিত্বক্রমেও সেইরূপ ত্রিরাত্রি অশৌচ বিহিত। (৬৭) যদি অশৌচ পূর্ণ, বা খণ্ড হয়, এবং যদি নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কালের মধ্যে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কয় দিন অশৌচের অবশিষ্ট থাকিবে, দ্বিজগণ সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইতে পারিবে। (৬৮) যদি অশৌচ কাল গত হইলে সম্বৎসর কাল মধ্যে খণ্ডাশৌচ শ্রবণ করা যায়, তাঁহা হইলে অশৌচ হয় না, এইরূপে সম্বৎসর মধ্যে পূর্ণাশৌচ শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। (৬৯) এক বৎসর গতহইলে যদি পুত্রে পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, অথবা পতিব্রতা পত্নী পতির মরণসংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। (৭০) যদি এক অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচ হয়, তাহা হইলে গুরু অশৌচ দ্বারা লোক শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (৭১) দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অশৌচের নাম গুরু অশৌচ, এবং অল্পকালস্থায়ী অশৌচের নাম লঘু;ব্যাপী ও ব্যাপক অশৌচের মধ্যে ব্যাপকেরই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। (৭২) যদি অশৌচান্ত দিবসে অপর কোনও অশৌচ ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা সেই অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, যদি পূর্ণাশৌচ হয়, তবে এক দিন মাত্র অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে। (৭৩) যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে, বিবাহিত হইলে কেবল পিতামাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে মাত্র। (৭৪) বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে, দত্তকপুত্রও এইরূপ দত্ত গৃহীতার গোত্রাধিকারী হইবে

সুতমাদায় সম্মত্যা জনন্যা জনকস্য চ। স্বগোত্রনামাম্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৭৫
ঔরসেঽপি যথা পিত্রোর্ধনে পিণ্ডেঽধিকারিতা। আদাত্রোর্দ্দত্তকে তদ্বদ্যতোঽস্যপিতরৌ হিতৌ ৭৬
আপঞ্চাব্দঃ শিশুং গৃহ্নন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ। পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৭
ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তশ্চেদ্ গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা। উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু কালিকে॥৭৮
যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ। সংরক্ষেন্নিয়মান্ তস্য তদ্বন্ধূন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৭৯
কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে। নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥৮০
লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনম্। মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥৮১
নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনান্যপি। পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রাজা যাবদ্দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮২
দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ। ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যোঃ প্রেতত্বং পরিমোচয়েৎ ৮৩
ততস্তৎ পরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্। বিভজ্য নৃপতির্দ্দদ্যাদন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৪
ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ। তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজা-প্রভুঃ ॥ ৮৫
যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে। তস্যৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্যৈব নান্যথা ॥ ৮৬
ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুঃ পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ। স্বজনায়াথবান্যস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা ॥ ৮৭
যত্তু স্বোপার্জ্জিতং রিক্থং স্থাবরং স্থাবরেতরম্। অস্থাবরং পৈতৃকং চ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৮
স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা। জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাতর্য্যেবং স্বসর্য্যপি ॥৮৯

(৭৫) জননী ও জনকের সম্মতিক্রমে দত্তক গ্রহণ করা হইলে, গৃহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্বজনগণের সমভিব্যাহারে উহার সংস্কার করিবে। (৭৬) ঔরস পুত্র যেরূপ পিতা মাতার ধনাধিকারী ও পিণ্ডাধিকারী, দত্তকপুত্রও সেইরূপ দত্তকগৃহীতার ধন ও পিণ্ডাধিকারী, কারণ, তাহারাই দত্তকের পিতামাতা। (৭৭) সবর্ণ হইতে পঞ্চম, অথবা তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে দত্তক লইয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক দত্তক-গ্রহণ পক্ষে প্রশস্ত নহে। (৭৮) হে কালিকে! যদি ভ্রাতৃপুত্র দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগৃহীতা দত্তকের পিতা হইবে, এবং পিতা, সকল কার্য্যে পিতৃব্যস্বরূপ হইবে। (৭৯) যে যাহার ধনাধিকারী, ধনস্বামির ধর্ম্ম ও নিয়ম রক্ষা করা এবং সম্যক্ প্রকারে ধনস্বামির বন্ধুগণকে তুষ্ট করা তাহার কর্ত্তব্য। (৮০) যাহারা কানীন, গোলক ও অতিপাতকী, এরূপ পুত্রগণের মরণে অশৌচ হইবে না এবং তাহারাও ধনাধিকারী হইতে পারিবে না। (৮১) যাহাদের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা রাজদণ্ডে যাহাদের নাসিকাচ্ছেদন ঘটিয়াছে, কিম্বা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকে লিপ্ত, তাহাদের মৃত্যুতে অশৌচ ঘটিবে না। (৮২) যাহারা অনুদ্দিষ্ট, তাহাদের পরিবার ও অর্থাদি দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত রাজা রক্ষা করিবেন। (৮৩) দ্বাদশবৎসরাবসানে অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুশ-নির্ম্মিত দেহ দগ্ধ করাইতে হইবে, তাহার পুত্র ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতত্ব মোচন করিবে। (৮৪) যদি রাজা অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন যথাযথ অংশ করিয়া পুত্রাদিক্রমে পরিজনগণকে না দেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পাতকী হইতে পারে। (৮৫) যাহার রক্ষক নাই, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন, তাহাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য ; কারণ রাজাই প্রজাগণের প্রভু। (৮৬) হে কালিকে! যদি অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিভাগের পর আগমন করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন সমুদায় প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা ঘটিবে না। (৭) উত্তরাধিকারির অভিপ্রায়ানুসারে পুরুষজাতি পৈতৃক স্থাবর ধন, স্বজন বা অন্য কাহাকে দান করিতে পারিবে, অসম্মতিতে দান করিবার ক্ষমতা নাই। (৮৮) স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, বা পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে বাধা নাই। (৮৯) পুত্র, পত্নী, কন্যা দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা, বা ভগিনী জীবিত থাকিলে, স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর ধন

স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনমস্থাবরধনঞ্চ যৎ। অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ॥ ৯১
ধনমেবং বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎকৃতং। পুংসন্ন তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে॥ ৯২
ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিক্থং দাতা রক্ষিতুমর্হতি। ন প্রভুঃ পুনরাদাতুঃ ধর্ম্মোঽস্য যতঃ প্রভুঃ॥ ৯৩
মূলং বা তদুপস্বত্বং যথা সঙ্কল্পমম্বিকে। স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধির্ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ॥ ৯৪
স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদারাপি চেদ্ ধনী। দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥ ৯৫
যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধমেকস্মৈ ধনহারিণাম্। দদাত্যন্যৈশ্চ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে॥ ৯৫
একেন পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্তমুপার্জ্জিতম্। পিত্র্যে সমাংশা দায়াদা ন লাভার্হা বিনার্জকম্॥ ৯৬
পৈতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টেঽপ্যুদ্ধারয়েত্তু যঃ। দায়াদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি॥ ৯৮
পুণ্যং বিত্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্। শরীরস্তু পিতুর্যস্মাৎ কিন্ন স্যাৎ পৈতৃকং বসু॥ ৯৯
পৃথগন্নৈঃ পৃথগ্বিত্তৈর্যদ্ভুজৈর্যদুপার্জ্জিতম্। সর্ব্বং তৎপিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ॥ ১০০
অতো মহেশি স্বায়াসৈর্যেন যদ্ ধনমর্জ্জিতং। স্বোপার্জ্জিতং তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ॥ ১০১
মাতরং পিতরং দেবি! গুরুং চৈব পিতামহান্। মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নৈব দায়ভাক্॥ ১০২
নিঘ্নন্নন্যানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ। হতানামন্যদায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ॥ ১০৪
নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমম্বিকে। যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ॥ ১০৪
সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র কুত্রচিৎ। নৃপস্তৎ স্বামিনে প্রাপ্য দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্॥ ১০৫

এবং পৈতৃক অবস্থাবর সম্পত্তি দান করিবে। (৯০।৯১) যদি লোকে এই প্রকার ঐধন দান, বা ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে, তাহার পুত্র পৌত্রাদির তদন্যথা করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। (৯২) ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত ধনে ধনদাতারই রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, কিন্তু তা বলিয়া, তিনি উহা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন না; কারণ ধর্ম্মই সেই ধনের অধিকারী। (৯৩) হে অম্বিকে! লোকে নিজে, বা প্রতিনিধিক্রমে ইচ্ছানুসারে মূল, বা তাহার উপস্বত্ব ধন ধর্ম্ম-কার্য্যে নিয়োজিত করিবে। (৯৪) যদি স্নেহ প্রযুক্ত অর্থস্বামী কোনও উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অপরে তাহার বাধা দিতে পারিবে না। (৯৫) যদি কেহ স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, তাহা হইলে, অন্য উত্তরাধিকারী তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না। (৯৬) যদি কোনও ভ্রাতা পৈতৃক ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে সকল ভ্রাতা ঐ পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে; উপার্জ্জক ব্যতীত ঐ ধন দ্বারা অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। (৯৭) এক ভ্রাতা পৈতৃক নষ্ট বস্তুর উদ্ধার করিলে, ঐ ধনে উদ্ধারকর্ত্তার দুই অংশ ও অন্য ভ্রাতার এক অংশ অধিকার ঘটিবে। অশরীরী লোককে পুণ্য, ধন ও বিদ্যা এ সকল আশ্রয় করে না, যখন এই শরীর পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তখন কোন্ ধন পৈতৃক না হইবে? (৯৯) লোকে অন্ন পৃথক্ ও ধন পৃথক্ হইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, সে সকলই পিতৃসম্বন্ধীয়, অতএব, স্বোপার্জ্জিত ধনের স্থল কোথায়? (১০০) হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি আপনার পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা তাহারই স্বোপার্জ্জিত; তাহাতে অন্যের অধিকার নাই। (১০১) হে দেবি! যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু, পিতামহ ও মাতামহকে কর দ্বারাও প্রহার করে, তাহার ধনাধিকার ঘটে না। (১০২) উত্তরাধিকারীক্রমে ধন প্রাপ্ত হইয়াও যদি কেহ লোভ প্রযুক্ত কোনও ব্যক্তির প্রাণ-বিনাশ করে, তাহা হইলে সে বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর উত্তরাধিকারী ঐ ধনের অধিকারী হইবে। (১০৩) হে অম্বিকে! যাহারা পঙ্গু ও ক্লীব, তাহারা ধনভাগী হইতে পারিবে না, কেবল যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। (১০৪) পথিমধ্যে বা অন্যস্থানে কোনও ব্যক্তির অন্যের ধন প্রাপ্তি ঘটিলে, রাজা সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক তাহা ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। (১০৫) যদি

অস্বামিকানাংজীবানামস্বামিকধনস্য চ। প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ ॥ ১০৬
স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি। যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ ॥ ১০৭
সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮
নির্ণীতমূল্যেঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে। তন্মূল্যংচেৎ সমীপস্থো রাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥ ১০৯
মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি যঃ। সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে ॥ ১১০
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ। শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা। মূল্যং দত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ ॥ ১.২
করহীনা প্রতিহতা বন্যারণ্যাতিদুর্গমা। অনাদিষ্টোঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৩
বহু প্রয়াসসাধ্যায়াস্তস্যা ভূমের্ম্মহীভৃতে। দত্বা দশাংশং ভুঞ্জীয়াৎ ভূমিস্বামি যতো নৃপঃ ॥ ১১৪
বাপীকূপতড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্। পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১১৫
দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে। পানাধিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬
যত্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জ্জলকাতরাঃ। ন সিঞ্চেয়ুর্জ্জলং তস্মাদপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ ॥ ১১৭
ধানানামবিভক্তানামংশিনাং সম্মতিং বিনা। তথা নির্ণীতবিত্তানামসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ ॥ ১:৮
স্থাপ্যানং বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্য যত্নতঃ। তন্মূল্যং দাপয়েত্তেন স্বামিনে সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯

অস্বামিক ধন, বা জীব প্রাপ্তি ঘটে, যদিও যে পাইবে সেই তাহার অধিকারী, কিন্তু রাজা তাহার দশমাংশ গ্রহণ করিবেন। (১০৬) জন্ম বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিকটবর্ত্তী উপযুক্ত ক্রেতা ক্রয় করিতে চাহিলে স্থাবরস্বামী অন্যকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ১০৭ ক্রেতাগণের মধ্যে যথাক্রমে সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র ও সজাতীয় ব্যক্তিই স্থাবর ক্রয়ের অধিকারী; যদি উহারা অসমর্থ হয়, তবে সুহৃদ্‌গণ ক্রয় করিবে, বিক্রেতার, সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিক্রয় করিবার পক্ষে বাধা নাই। ১০৮ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্য স্থির হইলে, যদি নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তি ঐ মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উহা পাইতে পারিবে। ১০৯ সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য দিতে অসমর্থ হইলে বা অন্যকে বিক্রয় করিবার সম্মতি দিলে, গৃহী অন্য ব্যক্তিকে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে। ১১০ হে দেবি! যদি নিকট সম্বন্ধী ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতে কেহ ঐ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে. তাহা হইলে জানিবামাত্র মূল্য দিয়া নিকটসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে। ১১১ সন্নিহিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া কোনও ব্যক্তি তাহাতে গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত, বা ভগ্ন করিলে মূল্য প্রদান করিলেও সন্নিকট সম্বন্ধীয় লোকে তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ১১২ যে স্থান করহীন অনুর্ব্বর, অরণ্যময় জঙ্গলাকীর্ণ ও অতিশয় দুর্গম, রাজাজ্ঞা না পাইলেও এরূপ স্থান কর্ষণোপযোগী করিতে পারিবে। (১১৩ যদি ঐ ভূমি বিস্তর ক্লেশসাধ্য, তথাপি উহাতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিতে হইবে, কারণ, রাজাই সমস্ত ভূমির অধিপতি। (১১৪) যেখানে অন্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা, এস্থলে বাপী, কূপ ও তড়াগ খনন, বা বৃক্ষরোপণ করিতে নাই এবং সে স্থলে গৃহ নির্ম্মাণও অবিধেয়। ১১৫ সে সমস্ত জলাশয় ও কূপাদি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট, তাহার এবং নদীর জল পান করিতে সকলের অধিকার আছে এবং তত্তীরে বাস করিয়া সকলেই ঐ জল ব্যবহার করিতে পারে। ১১৬ যাহার জল সেবনে লোকের জল কষ্টের সম্ভাবনা, নিকটবর্ত্তী লোককেও তাহার জল সেবন করিতে নাই। (১১৭) যদি স্থাবর ও অস্থাবর ধন-বিভাগ না ঘটে, অংশীদিগের সম্মতি ভিন্ন তাহা কেহ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; যাহার অধিকারিতায় সন্দেহ; অথবা যে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই, তাহার বিক্রয় ও বন্ধক সিদ্ধ হইবেক না। (১১৮) স্থাপ্য বা বন্ধকী সম্পত্তি জ্ঞান পূর্ব্বক বা অযত্নবশতঃ নষ্ট

অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিস্তস্তবস্তুনাম্। ব্যবহারে কৃতে তত্র ধর্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্॥ ১২০
লাভে নিযোজয়েদ্যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ। নিয়মেন বিনা কাললাভয়োরন্যথা ভবেৎ॥ ১২১
সাধারণানি বস্তূনি লাভার্থং নৈব যোজয়েৎ। মৃতে পিতরি সর্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা॥ ১২২
ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি। নৃপস্তদন্যথা কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্ব্বতি॥ ১২৩
জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ। দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ॥ ১২৪
নৈক পুত্রঃ সুতং দদ্যান্নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্। নৈককন্যঃ সুতাং শৈবোদ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্॥১২৫
দৈবে পৈত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ। যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তন্নিয়োক্তঃ কৃতির্ভবেৎ॥ ১২৬
ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতোঽপি সুব্রতে। নিয়োক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ১২৭
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু। যদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈস্তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্॥ ১২৮
অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ। তৎপাতৄন্ পাতি বিশ্বেশস্তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ॥১২৯

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে সনাতনব্যবহারকথনং নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

হইলে রাজা তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অধমর্ণকে দিবেন। (১১৯) কাহারও নিকটে পশু প্রভৃতি জীবগণকে গচ্ছিত রাখিলে যদি ন্যাস কর্ত্তার সম্মতিতে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যাহার নিকটে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পশু প্রভৃতির আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। (১২০) যদি লোকে লাভ প্রত্যাশায় স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে এবং যদি সময় ও লাভের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে। (১২১) পিতার মৃত্যু হইলে সকল অংশীর সম্মতি ভিন্ন সাধারণ সম্পত্তি কেহ লাভার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। (১২২) হে পার্ব্বতি! যদি মূল্যবান্ বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্প মূল্য বস্তু বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন। (১২৩) যেরূপ জন্ম ও মৃত্যু এক বারের অধিক হয় না, সেইরূপ দান ও কন্যার বিবাহ এক বারের অধিক হইতে পারে না। (১২৪) যাহার একটী পুত্র, সে পুত্র দান করিতে পারিবে না, যাহার একটী মাত্র স্ত্রী, সে তাহা দান করিতে পারিবে না; যিনি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার একটী মাত্র কন্যা থাকিলে উহার শৈববিবাহ দিতে পারিবেন না। (১২৫) দৈব ও পৈত্র্য কার্য্য, বাণিজ্য,—বিশেষতঃ রাজদ্বারে যিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যাহা করিবেন, তাহা নিয়োগকর্ত্তারই করা হইবে। (১২৬) হে সুব্রতে! ইহা চিরন্তর নিয়ম যে, নিয়োগকর্ত্তা কোনও দোষে দোষী হইলে তদ্দোষে প্রতিনিধি দণ্ডার্হ হইতে পারেন না। (১২৭) ঋণগ্রহণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ অঙ্গীকার করিবে, ধর্ম্মসম্মত হইলে তদনুরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। (১২৮) জগদীশ্বর এই জগতের রক্ষা-কর্ত্তা, যাহারা ইহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ং নষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা ঈশ্বররক্ষিত জগতের রক্ষা কার্য্যে ব্রতী, জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করেন, অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য। (১২৯)

ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

ইতি নিগদিতবন্তং দেবদেবং মহেশং নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্!
কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা। ত্রিভুবনজনমাতা, পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

মহদ্যোনেরাদিশক্তের্ম্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্॥ ২
রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা। এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি॥ ৩

শ্রীসদাশিব উবাচ।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে। গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥ ৪
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে। প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥ ৫
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ। হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণোনিরূপিতঃ॥ ৬
নিত্যায়াঃ কলরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ॥ অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশি চিহ্নং নিরূপিতম্॥ ৭
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকাং জগৎ। সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥ ৮
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদণ্ডেন চর্ব্বণাৎ। তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশা বাসোরূপেণ ভাষিতম্॥ ৯
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে। প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥ ১০
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি। অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥ ১১
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্। পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥ ১২
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ ১৩

দেবদেব মহাদেব নিখিল নিগমের সার এবং স্বর্গমোক্ষের বীজস্বরূপ এই কথা কহিলে কলিমল-কলুষিত জীবদিগের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া ত্রিভুবনজননী পার্ব্বতী ভক্তি-ভরে এই কথা কহিলেন। (১) দেবী কহিলেন,—যিনি মহদ্যোনি, অনাদিশক্তি, মহাদ্যুতি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপিণী, কিরূপে সেই মহাকালীর রূপ নিরূপণ হইতে পারে? (২) হে দেব প্রাকৃতিক কার্য্যেরই রূপ আছে, কিন্তু মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা (যাহা হউক) আমরা এ বিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন (৩) সদাশিব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! আমি তোমার নিকটে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। (৪) হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণ-বর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদায়-পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে। (৫) এই জন্য যাঁহারা যোগী, তাঁহারা সেই নির্গুণ, নিরাকার, বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তিকে কৃষ্ণবর্ণে কল্পিত করিয়া-ছেন। (৬) তিনি কালরূপিণী, নিত্যা, অবয্যা ও কল্যাণময়ী, অমৃতত্বপ্রযুক্ত ইহাঁর ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। (৭) সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত এই জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে বলিয়া, যোগীগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন। (৮) সর্ব্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কাল দন্তে চর্ব্বণ করেন বলিয়া, জীবের রুধিরসন্ততি, সেই মহাকালীর রক্তবস্ত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। (৯) হে শিবে! তিনি বিপদ্ হইতে সময়ে সময়ে জীবগণকে রক্ষা ও স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন বলিয়া, তাঁহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইয়া থাকে; (১০) হে ভদ্রে! তিনি রাজো-গুণজাত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাঁহার রক্তপদ্মে অধিষ্ঠান কথিত হইয়া থাকে। (১১) মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালিকা জগৎ ভক্ষণ পূর্ব্বক কাল ক্রীড়া করিতেছেন, চিন্ময়ী সর্ব্বসাক্ষি স্বরূপিণী দেবী হই৷ দর্শন করিয়া থাকেন। (১২) সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের হিতসাধনোদ্দেশে

রোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা॥ মন্ত্রান্তরং। তারং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ হূং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রান্তরং। বিয়ৎসূত্রযুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ পরং। একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যবশ কারিণী। হূং॥ তন্ত্রান্তরে-ঠঠন্তৈষামহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহকারিণী। তারাদ্যন্তা ভবত্যেষা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। হূং স্বাহা। ওঁ। হূং ওঁ॥ মন্ত্রান্তরং। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কূর্চ্চযুগ্মং সফট্ ঠ ঠঃ। তারাদ্যৈষা মহাবিদ্যা সর্ব্বতেজোপহারিণী। ওঁ বজ্রবৈরেচেনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। পূর্ব্বোক্তা ষোড়শী শ্রীবীজাদিকং হ্রীং বীজাদিকা ঐং বীজাদিকা যদি ভবতি তদা তু সপ্তদশাক্ষরী॥ প্রমাণমাহ লক্ষ্মীবীজাদিকা শৈব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী। লজ্জাদ্যা স্বর্গভূভাগযোষিদার্কর্ষণী পরা॥ কূর্চ্চাদ্যা সর্ব্বজন্তূনাং মহাপাতকনাশিনী। বাগ্‌ভবাদ্যা যদা দেবী বাগীশত্বপ্রদায়িনী। সৈব ষোড়শজীবপুটিতা হ্রীং বীজপুটিতা ঐং বীজপুটিতা যদি ভবতি তদাপি সপ্তদশাক্ষরী। প্রমাণ মাহ। শ্রীবীজপুটিতা সা তু লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরী সদা। লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী ভবেৎ। কূর্চ্চেন পুটিতা সর্ব্বপাপিনাং পাপহারিণী। বাগ্বীজপুটিতা চৈষা বাগীশত্বপ্রদায়িনী॥ প্রণবাদ্যাপি। তারাদ্যা ষোড়শী চান্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী। মন্ত্রান্তরং। কমলা ভুবনেশানী কূর্চ্চবীজং সরস্বতী। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা। শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হূং শ্রীং ফট স্বাহা ইয়ং প্রণবাদ্যোনবিংশত্যক্ষরী। প্রমাণমাহ। তারাদ্যেকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী। এবমিয়মষ্টাদশাক্ষরী। শ্রীবীজপুটতা হুংবীজপুটিতা হ্রীং বীজপুটিতা ঐং বীজপুটিতা যদি ভবতি চতুর্ধা উনবিংশত্যক্ষরী। লক্ষ্যাদিপুটিতা পূর্ব্বারক্ষ্ চন্দ্রাক্ষরীপরা। চতুর্দ্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। প্রণবাদ্যা ইয়মপি চতুর্ব্বিধা। প্রমাণমাহ॥ প্রণবাদ্যা যদা চৈষা ভোগমোক্ষকরী সদা। মন্ত্রান্তরং। হৃল্লেখা কূর্চ্চবাগ্বীজ বজ্রবৈরোচনীয়ে। হূং অস্ত্রং স্বাহা॥ মহাবিদ্যা চতুর্দ্দশাক্ষরী পরা। হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রান্তরং॥ ভুবনেশীতি ত্রিতত্বঞ্চ বাগ্‌বীজং প্রণবস্ততঃ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথাপি বা॥ হ্রীং হূং ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা। মন্ত্রান্তরং। বাণীকামস্তথালজ্জা বাগ ভবং বজ্র বৈ পরং। রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বমন্ত্রং স্বাহাসমন্বিতং। ঐং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। ইতিচ্ছিন্নমস্তাপ্রকরণং॥ অথ শ্যামামন্ত্রাঃ॥ কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দুসমন্বিতং। কূর্চ্চাযুগ্মং তথা লজ্জাযুগ্মঞ্চ তদনন্তরং॥ দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাৎ বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥ ২২॥ ১॥ বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুবিভূষিতং। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ক্রীং॥ ২॥ ত্রিমূলা তু বিশেষণ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং॥ ৩॥ মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমেন্দ্রাস্তং মাদনত্রয়ং। মায়াবিন্দীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদং। সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ। একবিংশাক্ষরোজ্ঞেয়স্তারাদ্যঃ কালিকামনুঃ। ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ৪। অয়ং স্বাহান্ত শ্চেত্রয়ো। বিংশত্যক্ষরঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ও দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥ স্বাহা-প্রণব রহিতশ্চেদ্বিংশত্যক্ষরঃ। হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং। ৬। কালীবীজদ্বয়ং দেবি দীর্ঘহূংকারমেব চ। ত্র্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা॥ ক্রীং ক্রীং হূং॥ ৭॥ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা বীজমুদ্ধরেৎ। রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পপঞ্চমভগান্বিতং। ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। রতিবীজং নিজবীজং ব্যাখ্যাতত্বাৎ॥ ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা॥ ৮॥ মূলবীজং ততঃ কূর্চ্চং লজ্জাবীজং ততঃ পরং। মহাবিদ্যা মহাকালী

মহাকালেন ভাবিতা। ক্রীং হুং হ্রীং ॥ ৯ ॥ প্রজাপতিং সমুদ্ধৃত্য বহ্ন্যারূঢ়ং ততঃ প্রিয়ে। চতুর্থ স্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং। বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা ১০। বীজত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য অস্ত্রমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিজায়াবধি প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা। ১১। বীজত্রয়ং কূর্চ্চং মায়া মায়া তানি পুনঃ ক্রমাৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা॥ ১২ ॥ বাগ্‌ভবং হৃদয়ং পশ্চাদ্বহ্ন্যারূঢ়ং প্রজাপতিং। চতুর্থস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতং। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঙেন্তকং কালিকাপদং। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে একাদশাক্ষরী। ঐং নমঃ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা ॥ ১৩ ॥ মূলবীজং ততো মায়াং লজ্জাবীজং ততঃ পরং। দক্ষিণে কালিকে চেতি আস্ত্রান্তা সমুদীরিতা। ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্ তদন্তে বহ্নিসুন্দরি। ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। ১৪। কবচং মূলবিদ্যাদ্যং তদন্তে ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণে কালিকে চেতি আস্ত্রান্তা সমুদীরিতা। ক্রীং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্ ।১৫। মূলবীজদ্বয়ং ক্রয়াত্ততঃ কূর্চ্চদ্বয়ং বদেৎ। লজ্জাযুগ্মং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তং পদদ্বয়ং পূর্ব্ববৎ ষট্ তথা বীজাদন্তে চ বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ১৬। নিজবীজং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে বহ্নিসুন্দরী॥ ক্রীং স্বাহা। ১৭। নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগন্ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা কালী সর্ব্বসম্পৎকরী মাতা। ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ১৮। নিজং কূর্চ্চং তথা লজ্জাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং হুঁ হ্রীং স্বাহা। ১৯। নিজবীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগন্ততঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী মতা। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ২০। মূলবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তং পদদ্বয়ং। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বশত্রুক্ষয়করী। ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। ২১। নিজবীজং ততঃ কূর্চ্চং ততোমায়াং সমুদ্ধরেৎ। পুনস্তানি সমুদ্ধৃত্য স্বাহান্তা মোক্ষদায়িনী। ক্রীং হুঁ হ্রীং ক্রীং হুঁ হ্রীং স্বাহা।২২। মূলদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাদ্বয়ং ততঃ। পুনস্তান্যেব বীজানি তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মত্রয়ং সমুদ্ধৃত্য রতিবহ্নিবিভূষিতং। নাদবিন্দুসমাক্রান্তং লজ্জাকূর্চ্চদ্বয়ং পুনঃ। পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ধৃত্য বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুঁ হুঁ ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুঁ হুঁ স্বাহা ॥ ২৪ ॥ হৃদয়ং বাগ্‌ভবং দেবি নিজবীজযুগন্ততঃ। কালিকায়ৈ পদঞ্চোক্ত্বা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। ২৫ ॥ নমঃ পাশাঙ্কুশৌ দ্বিধা ফট্ স্বাহা চৈব কালিকে। দীর্ঘতনুচ্ছদং কালীমনুঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ। নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহাকালিকে হূং ॥ ২৬ ॥ অথ গুহ্যকালিমন্ত্রাঃ। ইন্দ্রাদিরূঢ়ং বর্গাদ্যং রতিবিন্দুসমন্বিতং। ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং বিন্দুনাদকলান্বিতং। দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশদ্বয়ং সমুদ্ধরেৎ। বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতং। তদা গুহ্যে কালিকে প্রোক্ত্বা চাথবা দক্ষিণে বদেৎ। সপ্তবীজং ততঃ পূর্ব্বক্রমেণ যোজয়েত্ততঃ। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥ ১॥ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ২। কামবীজং ততঃ কূর্চ্চং তদন্তে ভুবনেশ্বরী গুহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। অস্যার্থঃ। আদৌ নিজবীজং ততঃ কূর্চ্চং মায়াং সম্বোধনপদদ্বয়ং। ততো নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহ্নিবল্লভা। ক্রীং হুঁ হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ৩। কামবীজদ্বয়ং হিত্বা ভবেদ্বিদ্যা চতুর্দ্দশী। ক্রীং হুং হ্রীং গুহ্যে কালিকে হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ৪। সপ্তবীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যেন্তে কালিকা পুনঃ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে স্বাহা। দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাক্ষরী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে স্বাহা ।৬। কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা ষোড়শাক্ষরীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ৭ কামবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ং। পুনঃ কামং তদন্তে চ দদ্যাদ্বহ্নেশ্চ সুন্দরী। ক্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং স্বাহা। ৮। দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেদ্বিদ্যা দশাক্ষরী। ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। ৯। সুন্দরী। ক্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং স্বাহা ॥ ৮ ॥ দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেদ্বিদ্যা দশাক্ষরী। ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহা ॥ ৯ ॥ অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ॥ কামবীজাদিকং বীজং সর্ব্বং পূর্ব্বাপরে যজেৎ। ভদ্রকালীং তথা ঙেন্তাং বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশবর্ণাত্মিকা পরা। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূং হূং হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ। সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালি বৈ তথা। পুনর্বীজক্রমেণৈব স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্মশানকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। অথ মহাকালীমন্ত্রাঃ। বীজাদি চোচ্চরেৎ পূর্ব্বং মহাকালি পদন্ততঃ। তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীং মহাকালি ক্রীং ক্রীঁ ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। কালীমন্ত্রদীপনী। তুম্বুরুর্মাংসবহ্নিস্থো মায়াস্বরসমন্বিতঃ। নাদবিন্দুসমাযুক্তঃ কালীবিদ্যাসু দীপনী। ক্রীঁ ক্রীঁ। ইতি বীজদ্বয়ং জপারম্ভে সপ্তবারং জপ্ত্বা অন্তে চ সপ্তবারং জপেৎ। ইতি দীপনী। অথ তারামন্ত্রঃ। লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজং তথাহি ফট্। এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতপ্রকাশিনী। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ॥ ১ ॥ অমৃত্তরং সমুদ্ধৃত্য মায়োত্তরমতঃ পরম্। পপঞ্চমসমারূঢ়ং পঞ্চরশ্মিপ্রকীর্ত্তিতম্। জীবনীমধ্যগা পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্। উগ্রদর্পং ততোদদ্যাদস্ত্রং দেবীপ্রকাশিতম্। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূঁ ফট্ স্বাহা ॥ ২ পঞ্চাক্ষরীমধিকৃত্য নীলতন্ত্রেশ্রীবীজাদ্যা যদা দেবী তদা সা সর্ব্বতোমুখী। এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াদ্যা সকলেষ্টদা। বাগ্ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী। বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তিকরী সদা। তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী। কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। শ্রীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্॥ ৩॥ ঐঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ ॥ ৪ ॥ হ্রীঁ স্ত্রীঁ শ্রীঁ হূঁ ফট্ ॥ ৫ ॥ নিরুক্তমাহ। পঞ্চবীজা চৈকজটা তারাভাবে মহেশ্বরি। তারাদ্যা তু ভবেদ্দেবি শ্রীমন্নীলসরস্বতী। উগ্রতারা ত্র্যক্ষরী চ মহানীলসরস্বতী। কুল্লুকা চ। অন্যাসাং বিদ্যানাং একজটেব দেবতা প্রকৃতিত্বাৎ। অথ মন্ত্রভেদাঃ। লিখেৎ থং কূর্চ্চসংযুক্তং রৌদ্রং ত্রৈগুণ্যমেব চ। বিধিবিষ্ণুমহেশানাং থশক্ত্যাক্রমযোগতঃ। থঁ হূং হৌং ওঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ॥ ৭॥ প্রণবং ভুবনেশ্বরীং হ্রাং কূর্চ্চবীজং নমস্তারায়ৈ চ সমুচ্চরেৎ। সকলদুস্তরং তারয় তারয়েতি পুনঃ পুনঃ। তারযুগ্মং বহ্নিজায়া মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। ওঁ হ্রীঁ হ্রীং হূং নমস্তারায়ৈ সকলদুস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ স্বাহা ।৮। অথ তারিণীমন্ত্রাঃ তারা চোগ্রা-মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী। কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা। অথ তারা। উষ্মবর্ণগতো জীবো নিগমস্বরসংযুতঃ। নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্বরশ্মিসমন্বিতঃ। কপিস্থো বামকর্ণাঢ্যো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ। পার্শ্বান্তঞ্চ তথাক্রান্তং শরার্ণং পরিকীর্ত্তিতং। হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। উগ্রতারা। মধ্যাদিমায়া কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুদ্ধৃতং। হ্রীং স্ত্রীং ফট্। অথ মহোগ্রা। বিপরীতং ত্রিধা জ্ঞেয়ং হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্। অথ বজ্রা। কূর্চ্চাদ্যঞ্চ তুরীয়কং। হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। অথ নীলা॥ মায়াদিকবচান্তঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতং। হ্রীং স্ত্রীং ফট্ হূং। অথ সরস্বতী। মায়া মধ্যগতং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ হূং। অথ কামেশ্বরী দ্বিতীয়ান্তঞ্চ সপ্তমং। হ্রীং হূং স্ত্রীং ফট। অথ ভদ্রকালী। অষ্টমং কবচং মধ্যং স্যাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ। স্ত্রীং হূং হ্রীং ফট্। অথাসাং ত্র্যক্ষরাণি। ত্র্যক্ষরস্ত বিশেষোঽয়ং ফটৌ যত্র ন তত্র বৈ। প্রজপেত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং ন্যাসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তারা। হ্রীং স্ত্রীং হূং। উগ্রা। স্ত্রীং হ্রীং হূং। মহোগ্রা। হূং স্ত্রীং হ্রীং। বজ্রা। হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং। নীলা। হ্রীং স্ত্রীং হূং। সরস্বতী। স্ত্রীং হ্রীং হূং। কামেশ্বরী।

হ্রীং হুং স্ত্রীং। ভদ্রকালী। স্ত্রীং হুং হ্রীং। প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তারে তথা। তত্তাস্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং দশাক্ষর উদাহৃত। ওঁ তারে তারে তত্তারে স্বাহা। বাগ্‌ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্‌ভবং তথা। হৃল্লেখা চাস্ত্রমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ। ঐং হ্রীং ওঁ ফট্ স্বাহা। প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মে যুগ্মং অথৈব চ। মহাপদ্মে পদং ব্রূয়াৎ পদ্মাবতীপদন্ততঃ। মায়ে স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ॥ ওঁ পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতী মায়ে স্বাহা। শিববীজং মহেশানি শক্তিবীজং ততঃ পরং। বিন্দুসর্গসমাযুক্তং বেদাদ্যং তদধঃ ক্রমাৎ। মায়া স্ত্রীং বর্ম্মবীজান্তে হংসবীজমুদাহৃতং। হংসঃ ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং হংসঃ॥ পঞ্চাক্ষরী চ যা বিদ্যা হংসাদ্যন্তা মহোদয়া। কেবলং স্বং প্রযত্নেন তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতা। হংসঃ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ হংসঃ লজ্জাযুগ্মং বধূবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদং। সারস্বতঃ পরোমন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ। তদন্তে যদি ফট্‌কারো মনুঃ পঞ্চাক্ষরে ভবেৎ। হ্রীং হ্রীং স্ত্রীং হুং হ্রীং স্ত্রীং স্ত্রীং হুং ফট্। তারশক্তির্বধূবীজান্যন্তে দীর্ঘতনুচ্ছদং। অস্ত্রমগ্নিবধূরন্তে মনুঃ সপ্তাক্ষরো ভবেৎ। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রমাত্রে স্বয়ং প্রোক্তস্তথা দীর্ঘেণ বর্ম্মণা। পুটিতঞ্চ বধূবীজং অপরোঽসৌ গুণাঽরঃ। হুং স্ত্রীং হুং। অথ চণ্ডোগ্রশূলপাণিমন্ত্রঃ। প্রণবঞ্চ ততোমায়াং কূর্চ্চবীজং সমুচ্চরেৎ। শিবায়েতি ফড়ন্তশ্চ চণ্ডোগ্রোঽয়ং মহামনুঃ। ওঁ হ্রীং হুঃ শিবায় ফট্। অথ মাতঙ্গীমন্ত্রঃ। প্রণবঞ্চ ততোমায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকং। মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রং বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ। ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী মন্ত্রঃ। উক্তা উচ্ছিষ্টশব্দন্তু তথা চাণ্ডালিনীতি চ। সুমুখীতি ততো দেবীং কীর্ত্তয়েত্তদনন্তরং। মহাপিশাচিনীং পশ্চাল্লজ্জাবীজং ততঃ পরং। নাদবিন্দুসমাযুক্তং ঠকারত্রিতয়ং ততঃ। সবিসর্গং মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখী দেবি মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠং ঠং ঠং। অথবোচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি পদমীরয়েৎ। ততঃ সর্ব্বশঙ্করি ঙদন্তে বহ্নিবল্লভা। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ব্বশঙ্করি নমঃ স্বাহা। বাগ্‌ভবং মায়া কামঃ সৌঃ বাগ্‌ভবং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নামাসি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ত্রৈলোক্যশঙ্করী স্বাহা। ঐং হ্রীং ক্লীং সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নামাসি উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ত্রৈলোক্যশঙ্করি স্বাহা। অত্রাদৌ যদি হুং বীজং দীয়তে তদা মন্ত্রান্তরং। ইমাং বিদ্যাং মহেশানি চাপরাংহং সমাশ্রিতাং। অথ ধূমাবতীমন্ত্রঃ। দান্তাবর্ঘীশবিন্দন্তৌ হুতো ধূমাবতীদ্বিঠঃ। ধূমাবতী মনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ। ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা। অথ ভদ্রকালীমন্ত্রঃ। প্রসাদবীজমুদ্ধৃত্য কালীতিপদমুদ্ধরেৎ। মহাকালি পদঞ্চোক্ত্বা কিলিযুগ্মমতঃ পরং॥ অস্ত্রমগ্নিজায়ান্তোঽয়ং ভদ্রকালীমহামনুঃ। হৌং কালি মহাকালি কিলিকিলি ফট্ স্বাহা। ইতি ভদ্রকালীমন্ত্রঃ। অথ উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্রঃ। হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচীতি ততঃ পরং। দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কান্তমীশস্বরাদিতং। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রস্তারাদ্যঃ সর্ব্বকামদঃ॥ ওঁ হস্তি পিশাচিনি থে স্বাহা। অথ ধনদামন্ত্রঃ। ভতুর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ॥ রমাবীজং ততোদেবি সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রশ্চোত্তমোত্তমঃ। বং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা॥ অথ শ্মশানকালীমন্ত্রঃ। বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরং। কালিকে সম্পুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ। ঐঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐঁ। কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ সমালিখেৎ। নমোঽন্তেন চ দেবেশি সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ। ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ॥ অথ বগলামুখীমন্ত্রঃ। প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখী। তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততো বাচং মুখন্ততঃ। স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ং। বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং ততো লিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ। স্থিরমায়াং হ্লীং। তথার্চ মন্ত্রঃ। ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। বহ্নিদ্বিনেত্র মায়াযুক্ বগলামুখি সর্ব্ব-

শ্রীদেব্যুবাচ।

ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে। তস্যাঃ স্বরূপতো মূর্ত্তিঃ মৃণ্ময়ীং বা শিলাময়ীম্॥ ১৩
দারুধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ। বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং॥ ১৫
স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে। প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো!
কর্ত্তব্যা তদ্দশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্॥ ১৬
বাপীকূপগৃহারামদেবপ্রতিকৃতেস্তথা। প্রতিষ্ঠা সূচিতা পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ॥ ১৭
তদ্বিধানমপি শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ। কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে॥ ১৮

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি। কলয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু॥ ১৯
সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ। অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥ ২০
যো যদ্দেব প্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে! স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্॥ ২২
মৃণ্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি। দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্॥ ২২
তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংযুতম্। মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সংস্কুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যং নিশাময়॥ ২৩
তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি! বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি॥ ২৬৪
ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্। তত্তোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ॥ ২৫
সেতুসংক্রমদাতাদ্যে! যমলোকং ন পশ্যতি। সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ॥ ২৬

উক্ত গুণানুসারে সেই ভগবতীর নানাপ্রকার রূপ কল্পনা। (১৩) দেবি কহিলেন, জীবের নিস্তার হেতু আপনি আদ্যাদেবীর যে ধ্যানের কথা কহিয়াছেন, যদি সাধক তদনুরূপ মূর্ত্তি মৃত্তিকা, শিলা, কাষ্ঠ, বা ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত করে, এবং বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে মহেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল ঘটিবে? হে প্রভো! কোন্ বিধিক্রমে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, দয়া করিয়া তাহা আমাকে সবিশেষ জানাইয়া দিউন। (১৪।১৫।১৬) যদিও আপনি বাপী, কূপ, গৃহ, আরাম ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সবিস্তার বলেন নাই। (১৭) হে মহেশ্বর! এক্ষণে আমি আপনার মুখকমল হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিধান শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি, যদি অভিপ্রায় হয় কৃপা করিয়া বলুন। (১৮) সদাশিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বরি! তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাহা অতিশয় গুহ্য, তোমার প্রতি আমার অটল স্নেহ বলিয়া আমি বলিতেছি, তুমি স্থিরমনে শ্রবণ কর। (১৯) এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে, ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী, কামীর যেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বলিতেছি। (২০) হে প্রিয়ে! যে, যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে, সেই দেবলোকে গমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে। (২) মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার দশসহস্রকল্প স্বর্গবাস ঘটে, দারু ও পাষাণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রমশঃ দশগুণ ফল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (২২) যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতি অথবা অন্যকামনায় ধ্বজ ও বাহনসহিত তৃণরচিত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ বা উহার সংস্কার করে, তাহার পুণ্যের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২৩) হে পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি তৃণাদিনির্ম্মিত গৃহ দান করে, তাহার সহস্র কোটি বৎসর দেবলোকে অবস্থিতি ঘটে। (২৪) এইরূপ ইষ্টক ও শিলাগৃহ দানে যথাক্রমে শত ও দশসহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। (২৫) হে আদ্যে! যে ব্যক্তি সেতু নির্ম্মাণ করে, তাহাকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না, সে পরমসুখে অমরগণের সহিত অমরালয়ে বাস করিয়া থাকে। (২৬)

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্। কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি।
ভুঙ্ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসোযানভীপ্সিতান্॥ ২৭
প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্। বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানস্তসাং প্রতিশীকরং॥ ২৮
যো দদ্যাদ্বহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্। স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্॥ ২৯
মৃণ্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি। দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকং॥ ৩০
রিত্তিকাকাংস্যতাম্রাদিনির্ম্মিতে দেববাহনে। দত্তে ফলমাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকং॥ ৩১
দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে। গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩২
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ। চতুরঙ্ঘ্রির্ব্বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩
শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ চতুষ্পাদঃসিতক্ষুরঃ। বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪
গরুড় পক্ষিজঙ্ঘস্ত নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ। পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৫
পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ। ধ্বজদণ্ডস্ত কর্ত্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ॥ ৩৬
সুদৃঢ়শ্ছিদ্ররহিতঃ সরলঃ শুভদর্শনঃ। বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ॥ ৩৭
পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা। প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা।
শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৮
বাসোভূষণপর্য্যঙ্কযানসিংহাসনানি চ। পানপ্রাশনতাম্বূলভোজনানি পতদ্গ্রহম্॥ ৩৯

যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠাতা, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পবৃক্ষবিশোভিত দিব্য গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক যথাভিলষিত মনোহর ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকে। (২৭) সকল জীবের তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া অমল ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে; প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে যতগুলি জলকণা, তাহার তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস ঘটিয়া থাকে। (২৮) হে দেবি! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতিকারক কোনও বাহন প্রদান করে,সে ঐ বাহন দ্বারা রক্ষিত হইয়া দেবলোকে অনন্তকাল অবস্থিতি করে।(২৯) এই পৃথিবীতে মৃণ্ময় পাত্র দানে যে ফল, কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাত্র দান করিলে যথাক্রমে তাহার দশগুণ করিয়া ফল লাভ হয়। (৩০) পিত্তল, কাংস, তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা বাহন প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে দান করিলে যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। (৩১) পরম সাধকের পক্ষে ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ ও বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। (৩২) যাহার দন্ত তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল ভীষণ, কন্ধর কেশরে সুশোভিত, নখ বজ্রতুল্য, এরূপ চতুষ্পদ জন্তুই মহাসিংহ নামে পরিচিত। (৩৩) যাহার শরীর শ্বেতবর্ণ, মস্তক শৃঙ্গবিশিষ্ট, খুর শুভ্রবর্ণ, পৃষ্ঠ ককুদে বিশোভিত, এতাদৃশ চতুষ্পদ জন্তু বৃষভ নামে পরিচিত। (৩৪) যাহার জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, মুখ মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকা সুদীর্ঘ, চরণ সঙ্কোচবিশিষ্ট, যাহার শরীরে পক্ষ বিরাজিত, যে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট, তাহাই গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি। (৩৫) ধ্বজপতাকা দান করিলে, দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হইয়া থাকে, ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। (৩৬) উহাকে ছিদ্রশূন্য, সরল, সুদৃঢ় ও রক্তবসনে বেষ্টিত করিতে হইবে। উহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য। (৩৭) উহাতে পতাকা সংযোজিত করিবার নিয়ম এই;—পতাকার মূলদেশ প্রশস্ত, অগ্র সূক্ষ্ম হইবে, রমণীয় বস্ত্রে উহা সুশোভিত হইবে, ধ্বজাগ্রে পতাকা বিন্যস্ত করা চাই। (৩৮) যিনি বসন, ভূষণ, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, তাম্বূলপাত্র, ভোজনপাত্র, মণি, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অন্যান্য প্রিয়বস্তু শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দেবোদ্দেশে দান করেন, তিনি সেই দেব-

মণিমুক্তাপ্রবালাদিরত্নান্যন্যপ্রিয়ঞ্চ যৎ। যো দদ্যাদ্দেয়মুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎকোটিগুণং লভেৎ॥ ৪০
কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ। নিষ্কামাণাস্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥ ৪১
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাম্। দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ॥ ৪২
অনর্চ্চয়িত্বা যে বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ। বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ॥ ৪৩
কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ। কোটরাক্ষঃ লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ॥ ৪৪
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠো বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ। এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৪৫
মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ॥ ৪৬
বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তাদ্ভিরুপলেপিতে। বায়ীশকোণয়োর্ম্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ।
সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ৪৭
ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তম্ পরং রচয়েত্তথা। আগ্নেয়ান্নৈঋতং যাবৎ নৈঋতাদ্বায়বাবধি॥ ৪৮
দত্ত্বা রেখা চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ৪৯
কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেত্তু তৎ। যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্॥ ৫০
ততো ভিত্বা পুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি। কৌবেরাদ্ যাম্যপর্য্যন্তং দদ্যাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ॥ ৫১
ততশ্চতুর্ষু কোণেষু কোণরেখান্বিতেষ্বপি। কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ ন্যস্যেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্॥ ৫২
এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্। পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্যন্ত্রমুত্তমম্॥ ৫৩
চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যান্মনোহরম্। চতুর্দ্দলং পীতরক্তকর্ণিকং রক্তকেশরম্॥ ৫৪
দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ। যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্মসন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ॥ ৫৫

লোকে গমন করিয়া দত্ত বস্তুর কোটি গুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। (৩৯।৪০) স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের ন্যায় কামীদিগের ফল নিতান্ত ক্ষয়শীল, যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। (৪১) জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুদেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। (৪২) বাস্তুদেবতার পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিলে, বাস্তুদেব সপরিবারে তাঁহার কর্ম্মে বাধা দিয়া থাকেন। (৪৩) কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘ-জঙ্ঘা, মহোদর, অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু ও ব্রতান্তক ইঁহারা বাস্তুদেবতার পরিবার, যত্নপূর্ব্বক ইঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। (৪৪।৪৫) যে মণ্ডলে বাস্তুদেবতার পূজা করা বিধি, তাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৪৬) বেদী বা কোনও সমতল প্রদেশে প্রশস্ত জল দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করত ঈশান কোণ পর্য্যন্ত এক হস্ত পরিমাণ একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। (৪৭) অনন্তর ঈশান হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আকারের একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে অগ্নি হইতে নৈঋত এবং নৈঋত হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত রেখা আঁকিয়া একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিতে হইবে। (৪৮।৪৯) হে দেবি! ঐ মণ্ডলের এককোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা টানিয়া এরূপ করা চাই যাহাতে চারিটী পুচ্ছাকার মৎস্য প্রাদুর্ভূত হয়। (৫০) তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিবে (৫১) পরে কোণরেখাসমন্বিত চারিটী কোণে কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগে চারিটী রেখা কল্পনা করিবে। (৫২) এইরূপে সঙ্কেত বিধিক্রমে মণ্ডলে ষোলটী কোষ্ঠ লিখিবে, অনন্তর পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা উত্তম রূপে যন্ত্র রচনা করিবে। (৫৩) অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের উপরিভাগে একটী চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে, উহার কর্ণিকা পীত ও রক্তবর্ণ এবং কেশর সকল রক্তবর্ণ হইবে। (৫৪) পদ্মের দল সকল শুক্ল বা পীতবর্ণ হইবে, উহার সন্ধিস্থল যথাভিলষিত বর্ণে পরিপূর্ণ করা হইবে। (৫৫)

শাস্তবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ। শ্বেতকৃষ্ণপীতরক্তৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥ ৫৬
দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে। বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ ॥ ৫৭
পদ্মে সমুচ্চয়েদ্বাস্তুদৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে। ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্যাদিদানবান্ ॥ ৫৮
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্নলসংস্কৃতিম্। যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা। যাং সাধয়ন্নরঃ কাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ॥ ৬০

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোর্ব্বিধনিমপি পূজনে। ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানং বচ্মি মহেশানি! শ্রূয়তাং বাস্তুরক্ষসঃ। যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যতি সকলাপদঃ ॥
চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্। ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতম্ ॥ ৬৩
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্। গদাত্রিশূলপরশুখট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ ॥ ৬৪
অসিচর্ম্মধরৈর্ব্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্বৃতম্। শত্রূণামন্তকং সাক্ষাদুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৬৫
ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতম্। মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা ॥ ৬৬
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েঽপি চ। ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্ ॥ ৬৭
তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ। যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মসু সুব্রতে! ॥ ৬৮
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্‌পতিভির্যুতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী ॥ ৬৯
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা। পিতরো যদ্যতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বেতেষু কালিকে ॥ ৭০

পরে ঈশান কোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ যথাক্রমে কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত ও রক্ত বর্ণে পূর্ণ করিবে। (৫৬) হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সকল কোষ্ঠ পূরণ করা কর্ত্তব্য, পরে তাহাতে বামাবর্ত্তে দেবগণের পূজা করিতে হইবে। (৫৭) অগ্রে বিঘ্নবিনাশের জন্য পদ্মমধ্যে বাস্তু দৈত্যের পূজা করা কর্ত্তব্য, পরে ঈশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্যাদি দানবগণের পূজা করিতে হইবে। (৫৮) অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধান-ক্রমে অগ্নি-সংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করা চাই। (৫৯) দেবি! তোমাকে এই শুভদায়িনী বাস্তু পূজা বলিলাম, যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। (৬০) দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি বাস্তুদেবের মণ্ডল ও পূজা-বিধি বলিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানের কথা বলেন নাই, অতএব, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। (৬১) সদাশিব কহিলেন, হে মহেশ্বরি! বাস্তু রাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা অনু-শীলন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ দূরীভূত হয় (৬২) যিনি চতুর্ভুজ ও মহাকায়, যাঁহার শিরে জটাসমূহ শোভমান, যাঁহার তিনটী চক্ষু, বদন করাল, যিনি হার ও কুণ্ডলে সুশোভিত, যিনি দীর্ঘকর্ণ ও লম্বোদর, যাঁহার শরীর রোমে আচ্ছন্ন, যাঁহার পীত বস্ত্র পরিধান, যিনি চতুর্ভুজে গদা ত্রিশূল, পরশু ও খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া আছেন, কপিলাস্য প্রভৃতি বীরগণ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, যিনি শত্রুসংহারক, যিনি উদয় কালের সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি কূর্ম্মোপরি পদ্মাসনে আসীন আছেন, সেই বাস্তুদেবতাকে ধ্যান করি। (৬৩।৬৪।৬৫।৬৬) মারী-ভয়, রোগভয়, ডাকিনী প্রভৃতির ভয়, সন্তানের দোষ, ঔৎপাতিক ভয়, হিংস্রজন্তুর ভয় ও রাক্ষস ভয় উপস্থিত হইলে সপরিবারে বাস্তুদেবতার পূজা করিবে। (৬৭) তিল, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিষয়ে শান্তি লাভ করিতে পারিবে, হে সুব্রতে! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্যে যেরূপ বাস্তুদেবতা পূজনীয়, সেইরূপ নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শঙ্করী, মাতৃগণ, গণেশ, বসুগণ ও পিতৃগণের পূজা করিবে; হে কালিকে! পূর্ব্বোক্ত

সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নশ্চাপি পদে পদে। অতো মহেশি! যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু॥ ৭১
পিতৃণাং তৃপ্তয়েঽত্রাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কং॥ ৭২.
যত্র সম্পূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্। ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ॥ ৭৩
বিদধ্যাদ্বৃত্তলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ। চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাৎ ভূপুরং সুমনোহরম্॥ ৭৪
বাসবেশানয়োর্ম্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে। রক্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্॥ ৭৫
রক্ষোবারুণয়োর্ম্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা॥ ৭৬
নবগ্রহাণাং বর্ণেন নবকোণানি পূরয়েৎ। মধ্যত্রিকোণদ্বৌ পার্শ্বৌ সব্যদক্ষিণভেদতঃ॥ ৭৭
শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ। অষ্টদিক্পতিবর্ণেন পূর্ণান্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ॥ ৭৮
সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ। পুরো বহিঃস্থে দ্বে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে॥ ৭৯
উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ। সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ॥ ৮০
যৎকোষ্ঠে যোগ্রহঃ পূজ্যো যৎ পত্রে যশ্চদিক্পতিঃ। বর্য্যেঽবস্থিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্॥৮১
মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োররুণং শিখাম্। পশ্চাৎ প্রদণ্ডয়োর্দ্দণ্ডৌ পূজয়েদংশুমালিনঃ॥ ৮২
ভানূর্দ্ধকোণে পূর্ব্বস্যামর্চ্চয়েদ্রজনীকরম্। আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈর্ঋতকোণকে॥ ৮৩
বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ। শনৈশ্চরন্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ।
রাহুং কেতুং যজেৎ চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্॥ ৮৪
সূরো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোঽরুণবিগ্রহঃ। বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ॥৮৫
রাহুকেতু বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ॥ ৮৬

সমুদায় কার্য্যে ইহাদের তৃপ্তি না ঘটিলে কর্ম্মকর্ত্তার সকল কার্য্য ব্যর্থ ও পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; অতএব হে মহেশ্বরি! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্যে পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। (৬৮।৬৯।৭০।৭১) এক্ষণে তোমার নিকটে সর্ব্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত্রের কথা বলিতেছি। (৭২) ইহাতে দেবগণ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিলে ইষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৭৩) তিনটী ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিবে, তদ্বহির্ভাগে তৎসংলগ্ন অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে, তাহার বাহিরে মনোহর ভূপুর রচনা করিবে। (৭৪) উহার বহির্ভাগে পূর্ব্ব ও ঈশান কোণে অর্দ্ধহস্তপরিমিত একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। (৭৫) অনন্তর পশ্চিম দিক্ ও নৈঋত কোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটী মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। (৭৬) পরে নবগ্রহের বর্ণ দ্বারা যন্ত্রের নবকোণ পূর্ণ করিবে। (৭৭) মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্বে শ্বেত ও পীতবর্ণ প্রদান করিবে, পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণে বিভূষিত করিতে হইবে, অনন্তর অষ্টদল অষ্টদিক্পালের বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। (৭৮) শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর সুরঞ্জিত করিবে, হে দেবি! ভূপুরের বহিঃস্থিত অর্দ্ধহস্তপরিমিত দুই বৃত্তের উপরি ও অধোভাগ রক্ত ও শ্বেত বর্ণময় করিয়া সন্ধিস্থান সমুদায় অভীষ্ট বর্ণ দ্বারা পূরণ করা সাধকের কর্ত্তব্য। (৭৯।৮০) যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহ পূজ্য, ও যে যে দিক্পাল অর্চ্চনীয়, এবং যে যে দ্বারে যে যে দেবতার অবস্থিতি, তাহার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর। (৮১) মধ্যকোণে সূর্য্যের পূজা করিবে, তৎপার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে, অনন্তর সূর্য্যের পশ্চাতে প্রচণ্ড ও উদ্দণ্ডের অর্চ্চনা করিবে। (৮২) সূর্য্যের ঊর্দ্ধকোণে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে, অনন্তর অগ্নিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণে বুধের, নৈঋত কোণে বৃহস্পতির, বরুণকোণে শুক্রের, বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে রাহুর ও ঈশানকোণে কেতুর পূজা করিয়া চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে তারাগণের পূজা করিবে। (৮৩।৮৪) সূর্য্যের বর্ণ রক্ত, চন্দ্রের শ্বেত, মঙ্গলের অরুণ, বুধের পাণ্ডু, বৃহস্পতির পীত, শুক্রের শ্বেত, শনির কৃষ্ণ এবং রাহু ও কেতুর বিচিত্র বর্ণ। সূর্য্যের ধ্যান করিতে হইলে চতুর্ভুজ

চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রাঽমৃতকরাম্বুজম্। কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিৎকুণ্ডলম্॥ ৮৭
যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্। এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরং॥ ৮৮
রাহুকেতু শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ। স্বৈঃ স্বৈর্ধ্যানৈর্গ্রহানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতিম্॥৮৯
দলেম্বষ্টসু পূর্ব্বাদিক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ। সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্॥ ৯০
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি। রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনম্॥ ৯১
ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্। নির্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্॥ ৯২
বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্। ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্॥ ৯৩
কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্। স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্॥ ৯৪
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্॥ ৯৫
ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্টা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ। ঊর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্যা দ্বারদেবতাঃ॥৯৬
উগ্রভীমঃ প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিরাঃ।
যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ॥ ৯৭
ত্রিশিরাঃ পুরজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ। উত্তরদ্বারপার্শ্বেচতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৯৮
শ্রূয়তাং ব্রহ্মণো ধ্যানমনন্তস্যাপি সুব্রতে। রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৯৯
হংসারূঢ়ো বরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ॥ ১০০

ধ্যান করিবে, তাঁহার দুই হস্তে দুইটী পদ্ম, এক হস্তে বর ও অন্যহস্তে অভয়। (৮৫।৮৬) চন্দ্রকে ধ্যান করিতে হইলে তাঁহার এক হস্তে অমৃত ও অপর হস্তে মুদ্রা; মঙ্গলের ধ্যান, তিনি ঈষৎ কুব্জদেহ, তাঁহার হস্তে দণ্ড; বুধের ধ্যান, তিনি বালক, তাঁহার ললাটে লোলিতকুণ্ডল। (৮৭) বৃহস্পতির ধ্যান, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও অন্য হস্তে অক্ষমালা, শুক্রের ধ্যান, তিনি এক চক্ষুহীন; শনির ধ্যান, তিনি খঞ্জ। (৮৮) রাহুর ধ্যান; তিনি দেহ ও মস্তক-হীন; কেতুর ধ্যান, তিনি মস্তকহীন, ইহাঁরা উভয়েই ক্রূরকর্ম্মা ও বিকৃতাকার; এইরূপে গ্রহগণের ধ্যান করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে। (৮৯) অনন্তর সাধকের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদল পদ্মের প্রত্যেক দলে এক এক দিক্পালের পূজা করিবে, অগ্রে ইন্দ্রের পূজা করিতে হইবে; তিনি পীতবর্ণ, পরিধান কৌষেয় বস্ত্র। (৯০) তাঁহার হস্তে বজ্র, শরীর পীতবর্ণ, ঐরাবতের উপরিভাগে তিনি সমাসীন; অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ; তিনি ছাগবাহনে উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে শক্তি। (৯১) যমের মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার হস্তে দণ্ড এবং বাহন মহিষ, নির্ঋতি শ্যামবর্ণ, তাঁহার হস্তে খড়্গ, বাহন অশ্ব। (৯২) বরুণ মকরবাহনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, হস্তে পাশ, বায়ুর হস্তে অঙ্কুশ তাঁহার বর্ণকৃষ্ণ, বাহন মৃগ। (৯৩) কুবেরের দেহ সুবর্ণ বর্ণ, তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, বায়ুর হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ যক্ষেরা চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তব কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত। (৯৪) বৃষভে আরোহণ পূর্ব্বক ঈশান ত্রিশূল হস্তে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র তুল্য, পরিধান ব্যাঘ্রকৃত্তি। (৯৫) ক্রমে দিক্পালগণের ধ্যান ও পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধস্থিত মণ্ডপে ব্রহ্মা ও অধঃস্থিত মণ্ডলে অনন্তের পূজা করিবে, অনন্তর দ্বারদেবতাগণের পূজা। (৯৬) উগ্রভীম প্রচণ্ড ও ঈশ ইহারা পূর্ব্বদ্বারের অধিপতি; দক্ষিণদ্বারের জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিরা অধিনায়ক; বৃকাশ্ব, আনন্দ ও দুর্জ্জয় ইহাঁরা পশ্চিম দ্বারের অধিদেবতা। (৯৭) উত্তর দ্বারের ত্রিশিরা, পুরজিৎ, ভীমনাদ ও মহোদর ইহাঁরা অধিপতি, সকলেই সশস্ত্র। (৯৮) হে সুব্রতে! ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ব্রহ্মার চারি হস্ত ও চারি মুখ, শরীর রক্ত পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ। (৯৯) তিনি হংস-বাহনে আসীন, তাঁহার চারি হস্তে

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ। ১০১
ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে। বাস্ত্বাদিক্রমতো হেষাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে॥ ১০২
ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতঃ। ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ১০৩
তারং মায়াং তীগ্মরশ্মে ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ। বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ১০৪
কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকরোতি চ। অমৃতং প্লাবয় দ্বন্দ্বঃ স্বাহা সোমমনুর্ম্মতঃ॥ ১০৫
ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্বণদাদ্দুষ্টান্নাশয় নাশয়। স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১০৬
হ্রীং শ্রীং সৌমাপ্রদঞ্চোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামাংস্ততো বদেৎ। পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তামেষ সোমাত্মজে মনুঃ॥ ১০৭
তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরো পদম্। অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহামন্ত্রো বৃহস্পতেঃ॥ ১০৮
শাং শীং শূং শৈং ততঃ শৌং শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ॥ ১০৯
হ্রাং হ্রীং হ্রীং হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় পদদ্বয়ম্। মার্ত্তণ্ডসুনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে॥ ১১০
রাং হ্রৌং ভ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় দ্বয়ম্। রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্ম্মনুরুদাহৃতং ১১১
ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা কেতোর্ম্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১২
লংরংমৃংস্ত্রূং বং যমিতিক্ষং হোংব্রীমমিতি ক্রমাৎ। ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্‌পালাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতা॥১১৩
অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ১১৪
নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েদ্ বুধঃ। স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহ্নিবল্লভাম্॥ ১১৫
গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসঞ্চ ভূষণম্। তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ॥ ১১৬

যথাক্রমে পুস্তক, মাল্য, বর ও অভয়। (১০০) অনন্তের বর্ণ হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত, তাঁহার চক্ষু সহস্র, চরণ সহস্র; দেবদানবগণ এইরূপে সহস্রপাণি সহস্রপদ অনন্তদেবের ধ্যান করিয়া থাকেন। (১০১) হে প্রিয়ে! বাস্তু দেবতা প্রভৃতির ধ্যান, পূজা ও যন্ত্রাদির কথা বলিলাম, এক্ষণে উহঁাদের মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১০২) ক্ষকার অগ্নির উপরিভাগে থাকিবেন, তাহাতে ছয়টী দীর্ঘস্বর সংযুক্ত হইবে, উহা নাদ বিন্দুতে বিভূষিত হইলেই ষড়ক্ষর বাস্তুমন্ত্র হইবে (১০৩) প্রণব ও মায়া এই দুই পদ উচ্চারণ করিয়া তীগ্মরশ্মে এই পদ উচ্চারণ করিবে, পরে আরোগ্যদায় এই পদের অগ্রে স্বাহা পদ উচ্চারণ করিবে, ইহারই নাম সূর্য্যমন্ত্রের উদ্ধার। (১০৪) কাম, মায়া, বাণী, অমৃতকর; অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা; একটী হোমের মন্ত্র। (১০৫) ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্ব পদের পর, দুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা, এই পদ উচ্চারণ করিয়াপূরয় স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলেই মঙ্গলের মন্ত্র। (১০৬) হ্রীং শ্রীং সৌম্য এই পদ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বান্ কামান্ এই পদোচ্চারণের পর, পূরয় স্বাহা উহা উচ্চারণ করিলে বুধের মন্ত্র। (১০৭) অগ্রে তার পুটিতা বাণী, তাহার পর সুরগুরো, পশ্চাৎ অভীষ্টং যচ্ছ সর্ব্ব পশ্চাৎ স্বাহা উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র। (১০৮) শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ ইহা শুক্রের মন্ত্র। (১০৯) হ্রাং হ্রৌং ভ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বসয়রাহবে নমঃ একটী রাহুর মন্ত্র। (১১১) ক্রূং, হ্রীং ক্রৈং কেতবে স্বাহা কেতুর মন্ত্র॥ (১২) ইন্দ্রের মন্ত্র লং, অগ্নির রং, যমের মৃং, নিঋতির স্ত্রূং, বরুণের রং, বায়ুর রং, কুবেরের ক্ষং, ঈশানের হোং, ব্রহ্মার ব্রীং অনন্তের অং এই দশদিক্‌পালের মন্ত্র। (১১৩) অন্যান্য অঙ্গ দেবতাগণের অথবা যে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, তাঁহাদের নামই মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ হইবে, সদাশিবের এই ব্যবস্থা। (১১৪) হে দেবি! যে মন্ত্রের শেষে নমঃ এই পদ আছে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কালে পাদ্যাদি প্রদানে পুনর্ব্বার নমঃ কথার উল্লেখ অবিধেয়, স্বাহা পদ ব্যবহারসম্বন্ধে ও এইরূপ ব্যবস্থা। (১১৫) গ্রহাদির

কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ। পুষ্পৈরুচ্চাবচৈর্যদ্বা সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ॥ ১১৭
শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদে হব্যবাহনঃ। প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শক্রহা ক্রূরকর্ম্মণি ১১৮
শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি। গ্রহযোগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৯
যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চা পিতৃতর্পণম্। বাস্তোর্যাগে গ্রহাণাঞ্চ তথদেব বিধীয়তে॥ ১২০
যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ। যন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চা পিতৃশ্রাদ্ধাগ্নিসং ক্রিয়াঃ॥ ১২২
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনঃ। বাহনাসনযানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ॥ ১২২
পানাশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি। অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ ফলেপ্সবঃ॥ ১২৩
কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ। বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণ সুকৃতাপ্তয়ে॥ ২২৪
সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নমোচ্চারণপূর্ব্বকম্। সম্প্রদানাভিধাঞ্চোক্ত্বা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ ১২৬
জলাশয়গৃহাবামসেতুসংক্রমশাখিনাম্। কথান্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া॥ ১২৬
জীবানাধারজীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ। প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জলভূচরখেচরাঃ॥ ১২৭
তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসেয় ব্রহ্মণঃ প্রিয়। ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েনপ্রীতয়ে ভব সর্ব্বদা॥ ১২৮
ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বক্তব্যমিষ্টকাময়ে॥ ১২৯
ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈশ্ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ। যচ্ছন্তু মেঽখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থবারিভিঃ॥
সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধুনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ। ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব॥ ১৩১

অনুরূপ বর্ণে বস্ত্র ও ভূষণাদি প্রদান করিতে হইবে অন্যথাচরণ করিলে গ্রহদেবতার তৃপ্তি ঘটিবে না। (১১৬) কুশণ্ডিকাবিধিক্রমে বহ্নি স্থাপন করিয়া যথাবিহিত পুষ্প, বা সমাধি দ্বারা হোম করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (১১৭) শান্তি ও পুষ্টি কার্য্যে অগ্নির নাম বরদ; স্থাপনকালে ইহাঁর নাম লোহিতাক্ষ ও ক্রূর কর্ম্মের সময় শক্রহা নাম হইয়া থাকে। (১১৭) হে মহেশ্বরি! যিনি শান্তি পুষ্টি ও ক্রূরকার্য্যে গ্রহযোগ করেন, তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। (১১৯) প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সেরূপ দেবার্চ্চনা ও পিতৃ-তর্পণের প্রয়োজন, বাস্তু ও গ্রহযাগেও সেইরূপ দেবার্চ্চনা ও পিতৃ-তর্পণ বিহিত। (১২০) যদি এক দিবসে দুই বা তিন প্রতিষ্ঠা, বা যাগ-কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে একবার দেবার্চ্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নি-সংস্কার করিলেই আর করিতে হইবেক না। (১২১) জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন আসন, যান, বসন ও অলঙ্কার, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, অথবা অন্য কোনও বস্তু দান করিতে হইলে সংস্কার ব্যতিরেকে দান করা ফলকামীর কর্ত্তব্য নহে। (১২২। ২৩) জ্ঞানী লোকে সম্পূর্ণ সুকৃতি লাভের উদ্দেশে সকল কাম্য কর্ম্মেই যথাবিধি সংকল্প করিবেন। (১২৪) যাহা দান করিতে হইবে অগ্রে অর্চ্চনা ও সংস্কার করিয়া তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক যাহাকে দান করিতে হইবে তাহার নামোল্লেখে দান করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইতে পারে। (১২৫) জলাশয় গৃহ, আরাম সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ এ সকল প্রোক্ষিত করিতে হইলে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (১২৬) হে বরুণ! তুমি জীবগণের জীববিধায়ক, তুমি সকলের জীবনাধার আমার প্রোক্ষণে জলচর; স্থলচর ও খেচর সমুদায় জীব তৃপ্তিলাভ করুক। (১২৭) হে গৃহ তুমি তৃণকাষ্ঠে বিনির্ম্মিত তুমি উত্তম বাস-যোগ্য এবং ব্রহ্মার প্রিয় বস্তু আমি জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিতেছি তুমি সতত প্রীতিদায়ক হও। (১২৮) ইষ্টকাদি রচিত গৃহ প্রতিষ্ঠাকালে ইষ্টকাদি সমুদ্ভূত বলিয়া ইষ্ট কামনার জন্য বাক্যোল্লেখ করিবে (১২৯) বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কালে এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে, হে বৃক্ষ! তুমি ফল, পত্র, শাখা ও ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক, তীর্থ সলিলে প্রোক্ষিত হইয়া তোমরা আমার সকল বাসনা পূর্ণ কর। (১৩০) সেতু! তুমি পথিক জনের প্রিয় এবং সংসার-সমুদ্রের পারদায়ক আমার প্রোক্ষণে তুমি

সংক্রম ত্বাং প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা। দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্॥১৩২
আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এষ কথিতঃ প্রিয়ে। স এব শাখিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ॥ ১৩৩
প্রণবো বারুণঞ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে। সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ॥ ১৩৪
স্নাপনার্হং বাহনং চেৎ স্নাপয়েদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া। অস্ত্রত্রৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ॥ ১৩৫
প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া। পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে॥ ১৩৬
জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ। গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মারামে সেতৌ চ সংক্রমে।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ১৩৭

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু। ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ॥ ১৩৮
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি। ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্॥ ১৩৯

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যদুক্তং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি। নিশ্রেয়সস্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্॥ ১৪০
এতেষামুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্। বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্॥ ১৪১
পূর্ব্বেঽহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃ প্রাতঃ স্নানমাচরেৎ। কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ॥১৪২
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা। কৃতসংকল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৪৩
বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং। শঙ্খংচক্রংকৃপাণংবিমলসরসিজংহস্তপদ্মৈর্দধানম্

আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর। (১৩১) হে সংক্রম! তুমি লোকদিগকে যেরূপ পরপারে লইয়া যাও, সেইরূপ আমাকে সংসার-পার করিয়া স্বর্গে লইয়া যাও। (১৩২) হে প্রিয়ে! আমার প্রোক্ষণ বিষয়ে যে মন্ত্রের কথা বলিলাম, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতে পণ্ডিতগণ এই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন। (১৩৩) হে অম্বিকে! সর্ব্ব সাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার কালে প্রণব, বরুণ বীজ ও অস্ত্র এই তিনটী বীজের ব্যবহার করিবে। (১৪৩) যাহাকে স্নান করান যাইতে পারে, সেইরূপ বাহন প্রভৃতিকে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে, স্নানের অযোগ্য বস্তুকে কুশাগ্র-জলে শোধন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। (১৩৫) কোনও দেবতার বাহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সেই বাহনের নাম করিয়া অর্চ্চনা করত তাহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে, পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা। (১৩৬) জলাশয়-প্রতিষ্ঠা-সময়ে জলজন্তুদিগের অধিপতি বরুণের অর্চ্চনা করিতে হইবে, (এইরূপ) গৃহপ্রতিষ্ঠাকালে প্রজাপতি এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রমপ্রতিষ্ঠাকালে সর্ব্বাত্মা জগৎপাতা সর্ব্বদৃক্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। (১৩৭) দেবী কহিলেন;—আপনি উৎকৃষ্ট কার্য্য সমুদায়ের নানাপ্রকার বিধির কথা বলিলেন, কিন্তু যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীব কর্ম্ম সাধন করিবে, আপনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। (১৩৮) যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা বহুতর শ্রম ও যত্নে যে সকল কার্য্য করে, যদি তাহাতে ক্রমের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে ফল প্রাপ্তির আশা থাকে না। (১৩৯) সদাশিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বরি! তুমি জননীর ন্যায় জগতের জীবের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা ফলাসক্ত লোক-দিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলকর। (১৪০) হে দেবি! আমি তোমাকে যে সকল কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্; এক্ষণে বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একমনে শ্রবণ কর। (১৪১) বাস্তুযাগ কালে পূর্ব্বদিনে সংযমী থাকিয়া পর দিন প্রাতে স্নান করিবে, পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া গুরু ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। (১৪২) পশ্চাৎ কামানুসারে যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। (১৪৩) গণেশের ধ্যান এই প্রকার;—তাঁহার আভা বন্ধুক পুষ্পতুল্য, তিনটী চক্ষু

উদ্যাদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং ।
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৪

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৫
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ। ঘৃতধারাস্বপি বসূনিষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৬
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরাক্ষসঃ। নির্ম্মায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ ॥ ১৪৭
ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ। ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ ॥ ১৪৮
যথাশক্ত্যা হুতীস্তস্মৈ পরি ারগণায় চ। তথা পুজিতদেবেভ্যো দত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪৯
বাস্তুযোগে পৃথক্‌কার্য্যে এষ তে কথিতঃ ক্রমঃ। অনেনৈবগ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০
গ্রহাণামিত্রমুখ্যত্বান্নাঙ্গত্বেন প্রপূজনম্। সংকল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্ত্বর্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১
গণেশাদ্যর্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ। গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ। অথ প্রস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে কূপসংক্রিয়া ॥ ৫৩
সংকল্প বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ। মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতিং ॥ ১৫৪
ততঃ পূজ্যো গণপতির্ব্রহ্মা বাণী হরীরমা। শিবোদুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ১৫৫
মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া। প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ॥ ৫৬
নানোপহারৈর্ব্বরুণমর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ। বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৭
পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্। পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৮

মুখ হস্তীর ন্যায়, নাগ তাঁহার যজ্ঞোপবীত, শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ ও সুচারু পদ্ম, শিরোভূষণ সমুদিত শশধর কলার ন্যায়, বসন ও অঙ্গকান্তি দিনকরকিরণবৎ, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার, রক্তপদ্মে উপবেশন, এইরূপ গণপতিকে ধ্যান কর। (৪৪) এইরূপে গণেশের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে, অনন্তর ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে। (১৪৫) তৎপরে শিব দুর্গা, গ্রহগণ, ও ষোড়শ মাতৃকার পূজা পূর্ব্বক ঘৃত ধারা প্রদানে বসুগণের পূজা সমাপনান্তে পিতৃকৃত্য করিবে। (১৪৬) পরে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে বাস্তু রাক্ষসের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে সপরিবার বাস্তু দৈত্যগণের পূজা করিবে। (১৪৭) অনন্তর স্থণ্ডিল রচনা করিয়া পূর্ব্ববৎ বহ্নি সংস্কার করত ধারা হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধার পর বাস্তু হোম করিবে। (১৪৮) অনন্তর বাস্তু রাক্ষস ও তাহার পরিবার দিগের উদ্দেশে যথাশক্তি হোম করিয়া পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক কর্ম্ম শেষ করিবে। (৪৯) হে প্রিয়ে! পৃথক্‌ভাবে বাস্তুযাগ করিতে হইলে, এই ক্রমই বিধেয়; এই ক্রমানুসারে গ্রহযজ্ঞ হইয়া থাকে। (১৫০) এরূপ স্থলে গ্রহগণের প্রাধান্য নিবন্ধন পূজা করিতে হইবেক না, কিন্তু সংকল্পের পরেই বাস্তু দেবতার পূজা করিতে হইবে। (১৫১) যে ব্যক্তি বাস্তুযাগবিধি অবগত আছেন, তিনি গণেশাদি সমুদায় দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবেন; গ্রহদিগের যন্ত্র, মন্ত্র ও ধ্যানপ্রসঙ্গক্রমে গ্রহ ও বাস্তুযাগ ক্রম বর্ণিত হইল, এক্ষণে প্রস্তুত কার্য্যের মধ্যে কূপসংস্কারের কথা বলিতেছি। (১৫৩) অগ্রে যথাবিধি সংকল্প করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মণ্ডলে, কলসে, বা শালগ্রামে বাস্তু দেবের পূজা করিবে। (১৫৪) অনন্তর গণেশ, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা গ্রহণ ও দিক্‌পালক্ ইহাঁদের পূজা করত মাতৃগণ ও অষ্টবসুর অর্চ্চনা করিবে, তাহার পর পিতৃকৃত্য; কূপসংস্কার কার্য্যে বরুণ দেবতারই প্রাধান্য বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। (১৫৫)। (১৫৬) অনন্তর নানা উপচারে যথাশক্তি বরুণের অর্চ্চনা করিয়া সংস্কৃত অগ্নিমধ্যে যথাবিধি বরুণের উদ্দেশে হোম করিবে। (১৫৭) অনন্তর পূজিত দেবতাদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমকার্য্য শেষ করিবে। (১৫৮) পরে উক্ত প্রোক্ষণ মন্ত্রে, ধ্বজ, পতাকা, মাল্য,

স্ততো ধ্বজপতাকাপ্রবৃগন্ধসিন্দূরচর্চ্চিতম্। উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুত্তমম্॥ ১৫৯
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ। সর্ব্বভূতপ্রীণনায়োৎসৃজেৎ কূপজলাশয়ম্॥ ১৬০
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ। সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ॥ ১৬১
উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্। তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥ ১৬২
সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্। যে চ কেচদ্বিপদ্যন্তু স্ব স্ব কর্ম্মবিপাকতঃ॥১৬৩
তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়াঃ। ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ॥১৬৪
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্। জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সর্ব্বত্রৈব ক্রমঃ শিবে॥১৬৫
তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তম্ভজলেচরাঃ॥ ১৬৬
মীনমণ্ডূকমকরকূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ। কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ॥ ১৬৭
মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যাৎ মণ্ডূকাবপি হেমজৌ। রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্মমিথুনং তাম্ররিত্তিকম্॥ ১৬৮
এতৈর্জ্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্। সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য প্রার্থয়েন্নাগমর্চ্চয়েৎ॥ ১৬৯
অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে॥ ১৭০
ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে। স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ১৭১
চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ।তত্রোত্তিষ্ঠতি যোনাগস্তং কুর্য্যাত্তোয়রক্ষকম্॥১৭২
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্। সরলং দারুজং তৈলৈরক্ষিতঞ্চ হরিদ্রয়া॥ ১৭৩
স্নাপয়েত্তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেণ চ। তত্র হ্রীংশ্রীংক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ॥ ১৭৪
নাগ! ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণং। স্তম্ভমেনমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ্ব মে॥ ১৭৫

চন্দন ও সিন্দূর দ্বারা সুশোভিত সুন্দর কূপকে প্রোক্ষিত করিবে। (১৫৯) অনন্তর লোকে আপনার বা দেবতার উদ্দেশে সর্ব্বভূতের তৃপ্তির জন্য কূপ, বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে। (১৬০) তদনন্তর সাধকবর কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে যে খেচর,জলচর ও স্থলচর জীবমাত্রই পরিতৃপ্ত হউক। (১৬১) সকল প্রাণীই স্নান, পান ও অবগাহন দ্বারা তৃপ্ত হউক, আমি সকলেরই জন্য এই উৎকৃষ্ট জল উৎসর্গ করিলাম। (১৬২) আমি সমানভাবে সর্ব্ব জীবকে এই জল প্রদান করিলাম; যাহারা আপনাদের কর্ম্ম ফল-প্রভাবে এই জলে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাদের বধপাপ আমাতে স্পর্শ হইবেক না, আমার ক্রিয়া সিদ্ধ হউক; পরে শান্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে দক্ষিণান্ত। (১৬৪) তৎপরে কৌল, ব্রাহ্মণ, ও ক্ষুধিত লোকদিগকে ভোজন করাইবে, জলাশয় প্রতিষ্ঠাতে সকল স্থলেই এইরূপ ক্রম। (১৬৫) বিশেষতঃ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাস্থলে তাহাতে নাগ, স্তম্ভ ও জলচর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। (১৬৬) কর্ম্মকর্ত্তার বিভবমত মৎস্য, মণ্ডূক মকর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তু ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। (১৬৭)মৎস্য ও মণ্ডূকদ্বয় স্বর্ণময়, মকরদ্বয় রজতময় তাম্র ও বঙ্গ দ্বারা কূর্ম্মময় প্রস্তুত করাইবে। (১৬৮)এই সমুদায় তড়াগ ও দীর্ঘিকা জলচর জন্তুগণের সহিত উৎসর্গ করত. প্রার্থনা দ্বারা নাগের অর্চ্চনা করিবে। (১৬৯) বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ ইহারা জলের রক্ষাকর্ত্তা। (১৭০) অশ্বত্থপল্লবে এই অষ্টনাগের নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। (১৭১) অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বত্থ পত্র বিলোড়ন করত তন্মধ্যে একটী পত্র উত্তোলন করিবে, তাহাতে যে নাগের নাম উত্থিত হইবে, সেই জলরক্ষক হইবে। (১৭২) অনন্তর বিংশতিহস্তপরিমিত সুন্দর-সরল কাষ্ঠময় একটী স্তম্ভ আনয়ন করত তাহা তৈল ও হরিদ্রাময় করিবে। (১৭৩) পরে তীর্থজল দ্বারা প্রণব ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ করত স্তম্ভকে স্নান করাইবে, উহাতে হ্রীং শ্রীং ক্ষমা ও শান্তির সহিত নাগের পূজা করিবে। (১৭৪) অনন্তর এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে যে, হে নাগ! তুমি শিবের ভূষণ ও বিষ্ণুর শয্যা, অতএব তুমি এই স্তম্ভে অধিষ্ঠান হইয়া

ইতি প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যে জলাশয়ম্‌। সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্‌॥১৭৬
যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদানাগং ঘটেঽর্চ্চয়ন্‌। তজ্জলং তত্র নিক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥১৭৭
এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসংকল্পকো বুধঃ। বাস্ত্বাদিবসুপূজান্তং পিত্র্যং কর্ম্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৮
বিধায়াত্র বিশেষেণ যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্‌। প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৯
গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়ন্‌। ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮০
প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ। অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব ॥ ১৮১
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদমাচরেৎ। বিপ্রান্‌ কুলীনান্‌ দীনাংশ্চ ভোজয়েদাত্মশক্তিতঃ ॥১৮২
অন্যার্থন্তু প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়াত্র যো জপেৎ। দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮৩
ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ। দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৪
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ। আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে! ॥ ১৮৫
ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ। উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ ॥ ১৮৬
ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য ভবনোপরি। রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকাং ধ্বজং সুধীঃ ॥ ১৮৭
চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্‌চূতপল্লবৈঃ। শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্‌ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা ॥ ১৮৮
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ। স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈস্তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু ॥ ১৮৯
ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্‌। দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয় ॥ ১৯০

আমার জল রক্ষা কর। (১৭৫) এইরূপ প্রার্থনা করিয়া জলাশয় মধ্যে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তড়াগ প্রদক্ষিণ করিবে। (১৭৬) পূর্ব্বে কূপ প্রোথিত হইলে ঘটের উপরিভাগে নাগের পূজা করিবে অনন্তর ঘটের জল জলাশয়ে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। (১৭৭) এইরূপ গৃহ প্রতিষ্ঠা স্থলে জ্ঞানী ব্যক্তি সংকল্প করিয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তু পূজা আরম্ভ করতঃ বসু পূজা পর্য্যন্ত শেষ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাধা করিবে। (১৭৮) অনন্তর সাধকবর দেব প্রজাপতির সবিশেষ পূজা করিবে, পরে প্রাজাপত্য হোমানুষ্ঠান বিধেয়। (১৭৯) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, পরে ঈশানাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে। (১৮০) হে গৃহ! প্রজাপতি তোমার অধিষ্ঠাতা, তুমি পুষ্পমাল্যাদিতে অলঙ্কৃত হইয়াছ অতএব আমাদের শুভবাসের জন্য তুমি সুখ বিধান কর। (১৮১) অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, পরে কৌলব্রাহ্মণ ও দীনদরিদ্রগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। (১৮২) অন্যের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হে শৈলনন্দিনি! আমি দেবোদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৮৩) পূর্ব্ববৎ গৃহসংস্কার করিয়া শঙ্খ ও তূর্য্যাদি নিনাদ করতঃ দেবতাসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (১৮৪) হে দেবদেবেশ! তুমি উত্থিত হও; তুমি ভক্তগণের অভীষ্ট ফলবিধায়ক, হে দয়ানিধে! তুমি নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমার জন্ম সার্থক কর। (১৮৫) এইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া সাধক গৃহসমীপে দেবতাকে আনয়ন করতঃ গৃহদ্বারে স্থাপন পূর্ব্বক সম্মুখে বাহনকে রক্ষা করিবে। (১৮৬) দেবগৃহের উপরিভাগে চক্র, বা ত্রিশূল স্থাপন করিয়া সাধক ঐ গৃহের ঈশানকোণে পতাকাসমন্বিত ধ্বজারোপণ করিবে। (১৮৭) অনন্তর চন্দ্রাতপ, কিঙ্কিণী, পুষ্পমাল্য ও চূতপল্লব দ্বারা মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসনে আচ্ছাদিত করিবে। (১৮৮) তদনন্তর উত্তরাস্যে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধিক্রমে বিহিত দ্রব্যে দেবতাকে স্নান করাইবে, স্নানবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। (১৮৯) প্রথমে ঐং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রের শেষে মূল মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয় এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৯০) পরে পূর্ব্ববৎ ঐং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রের পর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অহং ত্বাং স্নাপ-

প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথা মূলং নিযোজয়ন্। দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব ॥ ১৯১
পুনর্বীজত্রয়ং মূলং সর্ব্বানন্দকরেতি চ। মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১৯২
প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্। দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃ শুক্রেণ তেজসা।
স্নানং তে কল্পয়ামীশ মমারোগ্যং সদা কুরু ॥ ১৯৩
তদ্বন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্। দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৯৪
তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্। বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দ্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।
নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯৫
গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েদিক্ষুজৈরসৈঃ ॥ ১৯৬
কামবীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্। কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ।
সুস্নাতো ভবসুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ১৯৭
ইত্যষ্টকলসৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্। গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১৯৮
স্নাপনার্হা ন চেদর্চ্চা তদ্যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ। শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯
অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধপায়সাম্। অষ্টভিঃ কলসৈর্যদ্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা ॥ ২০০
ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে। সর্ব্বাত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০১
ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ। তত্রোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে ॥ ২০২
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥ ২০৩
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা। দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৪
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা। গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ২০৫

ম্যদ্য ভবতাপহরো ভব এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। (১৯১) পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত তিনটী বীজ পাঠ করতঃ সর্ব্বানন্দ পাঠ করিয়া বলিবে, মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু। (১৯২) অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় বীজত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও প্রণব স্মরণ করতঃ দেব প্রিয়েণ হইতে আরম্ভ করিয়া মামরোগ্যং সদা কুরু এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। (১৯৩) পরে পূর্ব্ববৎ বীজত্রয় পাঠ করত মূল, গায়ত্রী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিবে, হে দেবেশ! শর্করা তোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতং। (১৯৪) এইরূপ পূর্ব্বোক্ত মূল, গায়ত্রী ও বরুণ বীজ পাঠ করতঃ বলিবে যে, বিধাতৃ-রচিত স্নিগ্ধ দিব্য অলৌকিক নারিকেল জলে তোমাকে স্নান করাইতেছি, তোমাকে নমস্কার। (১৯৫ অনন্তর গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ইক্ষুরসে স্নান করাইতে হইবে। (১৯৬) পরে ক্লীং ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিবে, তখন কর্পূর, অগুরু, কাশ্মীর, কস্তূরী ও চন্দনোদকে সুন্দররূপে স্নাত হইয়া তুমি সুপ্রীত হও এবং আমাকে ভোগ-মোক্ষ প্রদান কর, বলিবে। (১৯৭) জগৎপতিকে এইরূপে অষ্ট কলসে স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আসনোপরি স্থাপন করিবে। (১৯৮) দেবমূর্ত্তি স্নান করাইবার উপযুক্ত না হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে, বা শালগ্রাম শিলাতে স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। (১৯৯) অসক্ত হইলে মূল মন্ত্রোচ্চারণে অষ্ট, সপ্ত, অভাবে পঞ্চকলস শুদ্ধ জলে স্নান করাইবে। (২০০ চক্র পূজা-স্থলে যে ঘটের প্রমাণ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঘটই তন্ত্রোক্ত সমুদায় কার্য্যেই বিহিত। (২০১) অনন্তর স্ব স্ব পূজাবিধিক্রমে মহাদেবের পূজা করিবে, হে পরাৎপর দেবি! উক্ত দেবার্চ্চনস্থলে উপচারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২০২) আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই ষোড়শোপচার দেবার্চ্চনা বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট। (২০৩।২০৪) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নাম দশোপচার। (২০৫) হে কালিকে। দেবপূজাস্থলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে। পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে ॥ ২০৬
অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ॥২০৭
বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃতা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্। সচতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮
নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তুষু। অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্দিবৌকসে ॥২০৯
আদ্যার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাদ্যার্ঘ্যাদিনিবেদনম্। অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২১০
অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে। আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১১
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনন্তে নমো নমঃ ॥ ২১২
উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩
দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতঞ্চ তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৪
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ। স্বাগতং যত্ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫
দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে। বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬
যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্। তৎপাদাব্জপ্রক্ষালনার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥২১৭
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তস্মৈ সর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৮
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্জলং কেবলমেব বা। প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ২১৯
যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ। তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচম্যং কল্পয়ামি তে ॥ ২২০
মধুপর্কং সমাদায় ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১

দীপ ও নৈবেদ্য ইহার নাম পঞ্চোপচার। (২০৬) ফট্ মন্ত্র পাঠে অর্ঘ্য জল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করতঃ ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নামোল্লেখ করিবে। (২০৭) অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মূল ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম করতঃ ত্যাগার্থ বচন— অর্থাৎ নমঃ মন্ত্র পাঠ করিবে। (২০৮) দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদনক্রম বলিলাম, বিদ্বান্ লোকে এই বিধানানুসারে দেবোদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করিবেন। (২০৯) আদ্যা কালিকার পূজাবিধিবর্ণনস্থলে পূর্ব্বে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদি অর্পণের কথা বলিয়াছি। (২১০) হে প্রিয়ে। সে থানে যে সকল মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আসন ইত্যাদি উপচার প্রদানকালে এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (২১১) তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি কর, তুমি জীবগণের অন্তরাত্মা, তোমার উপবেশনের জন্য আসনকল্পনা করিতেছি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার। (২১২) হে দেবেশি! উক্ত মন্ত্রে উত্তম আসন প্রদানের পর কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রার্থনা করিবে। (২১৩) আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতারা যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমার জন্য তোমার স্বাগত সুস্বাগত নিবেদিত হইল। (২১৪) যখন অদ্য তোমার শুভাগমন ঘটিয়াছে, তখন আমার জন্ম, জীবন ও ক্রিয়া সার্থক হইল, আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম। (২১৫) হে অম্বিকে! এইরূপ স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা দেবতার আমন্ত্রণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক বিহিত পাদ্য গ্রহণ করতঃ এই মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। (২১৬) যাঁহার পাদোদকস্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারই পাদপ্রক্ষালনার্থে এই পাদ্য প্রদান করিলাম। (২১৭) যাঁহার প্রসন্নতায় পরমানন্দ সমূহ সমুদ্ভূত হয়, আমি সেই পরমাত্মার জন্য এই আনন্দার্ঘ্য সমর্পণ করিলাম। (২১৮) এইরূপে জাতী, লবঙ্গ ও কক্কোল দ্বারা সুবাসিত জল, অথবা শুদ্ধ জল অর্ঘ্যোদকে প্রোক্ষিত ও অর্পিত করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত সমর্পণ করিবে। (২১৯) যাঁহার উচ্ছিষ্টে অপবিত্র জগৎ পবিত্র হয়, আমি অদ্য তাঁহার মুখারবিন্দে আচমনীয় কল্পনা করিতেছি। (২২০) অনন্তর মধুপর্ক গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্রো-

তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২
অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২৩
স্নানার্থং জলমাদায় প্রাগ্বৎপ্রোক্ষিতমর্চ্চিতম্। নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪
যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৫
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্। অন্তদ্রব্য প্রদানান্তে দদ্যাত্তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২২৬
বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ব্ববর্ত্মনা। ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মনুং সুধীঃ ॥ ২২৭
সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২২৯
বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে। মায়াবিগ্রহভূষার্থ ভূষণানি সমর্পয়ে ॥ ২৩০
গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধপরা ধরা। তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩১
পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩২
বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপোঘ্রাণায় তে হর্পতে ॥ ২৩৩
সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যভ্যন্তরজ্যোতির্দ্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩৪
নৈবেদ্যং স্বাদুসযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুষাণ পরমেশ্বর ॥ ১২৫
পানার্থং সলিলং দেব কর্পূরাদিসুবাসিতম্। সর্ব্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩৬
ততঃ কর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্। তাম্বূলং পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭

আমি ত্রিতাপ-বিনাশ জন্য তোমাকে মপধুর্ক প্রদান করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও। (২২২) যৎ স্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রে অশুচি তৎক্ষণাৎ শুচি হয়, আমি তোমার সেই মুখকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি। (২২৩) অনন্তর স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া দেবতার সম্মুখে স্থাপন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২২৪) যাঁহারা তেজ জগদ্ব্যাপ্ত, যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি সেই জগতের আধার তোমার স্নানের জন্য এই জল সমর্পণ করিতেছি। (২২৫) স্নান, বস্ত্র এবং নৈবেদ্য উৎসর্গের পর আচমনীয় প্রদান করিবে, অন্য দ্রব্য প্রদানের পর এক একবার জল প্রদান করিতে হয়। (২২৬) জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখদেশে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে পরিশোধিত বস্ত্র আনয়ন করতঃ দুই হস্তে ধারণ ও উত্তোলন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২৭৭) তুমি সর্ব্বাবরণবিহীন, তোমার তেজ মায়া-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বস্ত্র কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার। (২২৮) অনন্তর স্বর্ণ ও রৌপ্যময় নানাবিধ অলঙ্কার গ্রহণ ও প্রেক্ষণ করিয়া অর্চ্চিত করতঃ এই মন্ত্র পাঠে দেবতাকে প্রদান করিবে। (২২৯) যিনি জগতের অলঙ্কারস্বরূপ, যিনি জগতের শোভার আকর, তাঁহার মায়িক দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য আমি এই সমুদায় অলঙ্কার প্রদান করিতেছি। (২৩০) যাহা হইতে গন্ধ তন্মাত্র দ্বারা গন্ধের আধারভূত পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমি তোমাকে দিব্য গন্ধ প্রদান করিতেছি। (৩৩১) এই পুষ্প সুরম্য, সুগন্ধ ও দেবনির্ম্মিত, আমি ভক্তিভরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। (২৩২) এই ধূপ বনস্পতিরসনির্ম্মিত সুরম্য, দিব্য ও সদগন্ধসম্পন্ন, ইহা সকলের আঘ্রেয়, আমি ইহা তোমার আঘ্রাণের জন্য সমর্পণ করিতেছি। (২৩৩) এই দীপ সুপ্রকাশ ও মহাদীপ্তিশালী, ইহার বাহিরে ও অন্তরে জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান, ইহা দ্বারা চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিনিষ্ট হইতেছে, তুমি এই দীপ গ্রহণ কর। (২৩৪) হে পরমেশ্বর! এই নৈবেদ্য নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ এবং সুস্বাদু, আমি ইহা ভক্তিভরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ভক্ষণ কর। (২৩৫) হে দেব! আমি কর্পূরাদি সুবাসিত সকলের তৃপ্তিকর সুনির্ম্মল পানার্থ জল প্রদান করিতেছি, তোমাকে নমস্কার। (২৩৬) অনন্তর কর্পূর, খদির, এলাচি

উপচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ। দদ্যাদ্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন্ ॥ ২৩৮
ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্। সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ ॥
গেহ! ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদ। দেবতা-স্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব ॥ ২৪০
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠস্ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ। যত্ত্বয়া বিধৃতো দেবস্তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪১
যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং বৈবিভর্ত্তি চরাচরম্। মায়াবিগ্রহদেবস্য তস্য মূর্ত্তের্ব্বিধারণাৎ ॥২৪২
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা। সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ২৪৩
ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্। আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ ॥২৪৪
বিশ্বাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্। অঙ্গীকুরু মহেশান! কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্ ॥ ২৪৫
ইত্যুক্তার্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ। শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপরি ॥ ২৪৬
স্পৃষ্টা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। স্থাংস্থীং স্থিরো ভবেত্যুক্ত্বা বাসস্তে কল্পিতোময়া।
ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭
গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব। উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮
দ্বিসপ্তাতীতপুরুষান্ দ্বিসপ্তানাগতানপি। মাং চ মে পরিবারাংশ্চেদ্দেবধাম্নি নিবাসয় ॥ ২৪৯
যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থনিষেবণাৎ। যৎ ফলং তৎফলং মেঽদ্য জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৫০
যাবদ্ বসুন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ। যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবন্মে বর্ত্ততাং কুলম্ ॥ ২৫১

ও লবঙ্গসমন্বিত তাম্বূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। (২৩৭) পাত্রসহিত উপচার দেওয়া হইলে তাহা আধার সহিত দ্রব্যের নামোল্লেখ করিয়া দিবে, অথবা আধার ও দ্রব্যের পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করিবে। (২৩৮) পরে এইরূপে পূজিত দেবতার নিকটে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আচ্ছাদন সহ গৃহকে প্রোক্ষণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (২৩৯) হে গৃহ! তুমি সর্ব্বলোকের পূজ্য এবং ও পুণ্য ও যশোদায়ক, তুমি দেবতাকে স্থান দান করিয়া সুমেরুতুল্য হও। (২৪০) তুমি কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মালয়, তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিয়া আছ, তখন তুমি দেবগণেরও পূজ্য। (২৪১) যাঁহার কুক্ষিতে চরাচর সহিত সমুদায় জগৎ স্থান পাইতেছে, তিনি মায়াময় শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, তুমি তাঁহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ। (২৪২) তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি দেবগণের মাতৃতুল্য এবং সর্ব্বতীর্থময়, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর এবং আমাকে শান্তিপথে প্রস্থাপিত কর, তোমাকে নমস্কার। (২৪৩) সাধক চক্রাদিসম্বলিত গৃহের এইরূপ অভ্যর্থনা করিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে, পরে আপনার কামনার উদ্দেশে উহা দেবতার জন্য উৎসর্গ করিবে। (২৪৪) তোমার মন্ত্র এই, হে মহেশ্বর! তুমি যদিও জগতের আবাস, তথাপি, তোমার বাসের জন্য এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম, তুমি ইহা দয়া করিয়া গ্রহণ কর এবং এই গৃহে অবস্থিতি কর। ২৪৫ এই বলিয়া দেবতাকে গৃহ উৎসর্গ করিয়া দিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ ও তূর্য্যধ্বনিসহকারে দেবতাকে বেদীর উপরিভাগে রক্ষা করিবে। ২৪৬ অনন্তর দেবতার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত স্থাং স্থীং স্থিরীভব এই মন্ত্রে আমি তোমার বাসভবন কল্পনা করিলাম বলিয়া, দেবতাকে স্থির করিয়া পুনরায় গৃহের নিকটে প্রার্থনা করিবে। ২৪৭ হে গৃহ! তুমি দেবতার বাসের জন্য সম্যক্ প্রকারে আমাকে প্রীতিদান কর, তুমি উৎসৃষ্ট হইলে আমার স্বর্গলোক নিরুপদ্রব হইবে। ২৪৮ আমার অতীত দ্বিসপ্ততি পুরুষ, অধস্তন দ্বিসপ্ততিপুরুষ এবং পরিবারসমন্বিত আমাকে দেবলোকবাসী কর। ২৪৯ নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠান ও সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ে যে ফললাভ হয়, তোমার প্রসাদে আমার সেই ফল প্রাপ্তি ঘটুক। (২৫০) যে কাল পর্য্যন্ত এই ধরাধর ও বসুন্ধরার অবস্থিতি, যতকাল চন্দ্রসূর্য্যের প্রাদুর্ভাব, আমার বংশ ততকাল স্থায়ী হউক। ২৫১ প্রাপ্ত

ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্দেবং সমর্চ্চয়ন্। দর্পণাদ্যন্তবস্তূনি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ ॥২৫২
ততো [illegible]নং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্। শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫৩
বৃষভ! ত্বং মহাকায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽরিঘাতকঃ। পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৪
ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি রোম্নি বেদাঃ সনাতনাঃ। নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫
ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ। বাসং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ৩৫৬
সিংহং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা। যথা স্তুয়ান্মহেশানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭
সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ। দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮
সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ। দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রুন্নমোঽস্তু তে ॥২৫৯
গরুড়াত্বম্ পক্ষিশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক। বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ।
নমোঽস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬০
যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ। তথা মামরিদর্পায় বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয় ॥২৬১
ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি। দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্দেবায় দক্ষিণাম্ ॥
তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৩
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহ বান্ধবৈঃ। বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ২৬৪
দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ। আরামসেতুসংক্রামশাখিনামীরিতোঽপি সঃ ॥ ২৬৫
বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ ॥ ২৬৬

ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পুনর্ব্বার দেবতার অর্চ্চনা করত দর্পণ ও ধ্বজাদি সমুদায় বস্তু নিবেদন করিবে। (৩৫২) পরে যে দেবতার যেরূপ বাহন বিহিত, তাহা দান করিবে, শিবের প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহাকে বৃষবাহন প্রদান করিয়া ঐ বাহনের নিকটে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া এই প্রার্থনা করিবে। (২৫৩) হে বৃষভ! তুমি মহাকায়, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুনিপাতক; তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে ধারণ কর বলিয়া, তুমি সমস্ত দেবগণের পূজ্য! (২৫৪) তোমার ক্ষুরে সর্ব্বতীর্থ, রোমাবলীতে সনাতন বেদ, এবং দশনাগ্রে নিগম, আগম, ও তন্ত্রাদি বিরাজিত আছে। (২৫৫) হে মহাভাগ! আমি তোমাকে দান করিলাম বলিয়া পার্ব্বতীপতি প্রীত হইয়া কৈলাস ধামে আমার বাসনির্দ্দেশ করুন, তুমি সতত আমাকে রক্ষা কর। (২৫৬) হে মহেশ্বরি! এই রূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া, যেরূপ স্তব করিতে হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। (২৫৭) হে সিংহ! তুমি সুরাসুরসংগ্রামে মহাশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমা হইতে দেবগণ জয়ী হইয়াছিলেন, তুমি দৈত্যদলনকারী ও অতিশয় ভীষণ। (২৫৮) তুমি সর্ব্বদা দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রিয়, আমি ভক্তিভরে তোমাকে দেবীর নিকটে অর্পণ করিলাম, তুমি আমার শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে নমস্কার। (২৫৯) হে গরুড়! তুমি পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীপতির প্রীতিদায়ক, তোমার চঞ্চু বজ্রতুল্য, নখ তীক্ষ্ণ এবং পক্ষ সুবর্ণময়; হে পক্ষিরাজ খগেন্দ্র! তোমাকে নমস্কার। (২৬০) হে অরিগর্ব্বখর্ব্বকারিন্ পতগরাজ! তুমি যেরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে বিষ্ণুর সন্নিধানে অবস্থিতি কর, সেইরূপ আমাকে বিষ্ণুরসম্মুখে ঐ ভাবে রাখিয়া দাও। (২৬১) তুমি প্রীত এবং রমাপতি প্রীত হইলে সিদ্ধি লাভ ঘটে; যে দেবতাকে যে দ্রব্য দান করিতে হয়, তাঁহাকে তাহার দক্ষিণা দিতে হয়। (২৬২) কার্য্য সমাধা করিয়া ভক্তি ভাবে কর্ম্মফল সেই দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে। (২৬৩) পরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবতাকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। (২৬৪) দেবপ্রতিষ্ঠাস্থলে যে বিধির উল্লেখ করা হইল, আরাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাস্থলেও এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে। (২৬৫) বিশেষতঃ এই স্থলেই সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর

অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাৎ গৃহাদিকম্। প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে॥ ২৬৮
অথ তত্র শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে। যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ২৬৮
তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ। সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্ত্বীশ্বরং ততঃ॥ ২৬৯
গ্রহদিক্পতিহেরম্বাদ্যর্চনং পিতৃকর্ম্ম চ। বিধায় সাধকৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্নিধিং ব্রজেৎ॥ ২৭০
প্রতিষ্ঠিতগৃহে যদ্বা কুত্রচিৎ শোভনস্থলে। আনীয়ার্চ্চামর্চ্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২৭১
ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া। বরাহদন্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাভিস্ততঃপরম্।
বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া॥ ২৭২
ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ। কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ॥ ২৭৩
বাট্যালবদরীজম্বুবকুলাঃ শাল্মলী তথা। এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চ ভূরুহাঃ॥ ২৭৪
করবীরং তথা জাতীচম্পকং সরসীরুহম্। পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৭৫
বর্ব্বরাতুলসীবিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্॥ ২৭৬
এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে। পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৭৭
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্। এতদ্দ্রব্যস্ত তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ॥ ২৭৮
ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ। কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ॥ ২৭৯
সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্। শালীতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরুক্ষয়েৎ॥ ২৮০
তীর্থাম্বুসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা। সংমার্জ্জিতাঙ্গাং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ॥ ২৮১

বিশেষ পূজা করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন পূজা, হোম ও অন্যান্য কার্য্য গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় করা কর্ত্তব্য। (২৬৬) (জানা কর্ত্তব্য যে,) অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ হইতে নাই, প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত দেবতার উদ্দেশে পূজা ও উৎসর্গাদির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। (২৬৭) এক্ষণে আমি আদ্যা কালিকার প্রতিষ্ঠা বিধি বলিতেছি, যদি নিয়মানুসারে দেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটে, তাহা হইলে তিনি অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। (২৬৮) সাধক প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুচিভাবে উত্তরাস্যে যথাবিধি সংকল্প করতঃ বাস্তুদেবতার পূজা করিবে। (২৬৯) অনন্তর সাধক, গ্রহগণ ও দশদিক্পালের সবিশেষ পূজা করিয়া পিতৃকার্য্য সমাধায় পর ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবপ্রতিমাসন্নিধানে গমন করিবে। (২৭০) প্রতিষ্ঠিত গৃহ, অথবা কোনও রম্যস্থলে দেবতাকে আনয়ন ও অর্চ্চনা করিয়া সাধকবর তাঁহার স্নান কার্য্য সমাধা করিবেন। (২৭২ প্রথমে ভস্ম, পরে বল্মীকমৃত্তিকা, অনন্তর বরাহদন্তোত্থমৃত্তিকা, পশ্চাৎ বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, পরে কামকূপ-জাত দ্রব্য বিশেষ দ্বারা স্নান করাইবেন। (২৭২) পরে পঞ্চকষায়, পঞ্চপুষ্প এবং ত্রিপত্র দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপশ্চাৎ সুগন্ধি তৈলে স্নান করাইবেন। (২৭৩) বাট্যাল, বদরী, জম্ব, বকুল ও শাল্মলী এই পাঁচটী বৃক্ষের কাথের নাম পঞ্চকষায়। (২৭৪) করবী, জাতী, চম্পক, পদ্ম, ও পাটলী এই কয়কটী পঞ্চ পুষ্প বলিয়া কীর্ত্তিত। (২৭৫) বর্ব্বরা-পত্র, তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র ইহারা ত্রিপত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। (২৭৬) এই সকল দ্রব্যের সহিত জল মিশ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু পঞ্চামৃত বা সুগন্ধি তৈলের সহিত জল সংযোগ করিতে নাই। (২৭৭) প্রণবের সহিত ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতদ্ দ্রব্যস্ত তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ এই কথা বলিতে হইবে। (২৭৮) অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে দুগ্ধ প্রভৃতি অষ্ট ঘট এবং ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা দেবীর স্নান-কার্য্য সমাধা করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (২৭৯) তদনন্তর সিত গোধূমচূর্ণ, তিলকল্ক ও শালী-তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া রুক্ষ করিবে। (২৮০) পরে অষ্ট ঘট তীর্থজল দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজাস্থানে স্থাপন করিবে। (২৮১) অসক্ত হইলে সাধকবর ভক্তিভাবে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ঘটস্থ বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা

অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ। কলসৈঃ স্নাপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮২
[illegible] মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥ ২৮৩
ততো নিবেশ্য প্রতিমামাসনে সুপরিষ্কৃতে। পাদ্যার্ঘ্যাদৈরর্চ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৪
নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে। নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে! নমঃ ॥ ২৮৫
ত্বয়ি সংপূজয়াম্যাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্। শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরুতে নমঃ ॥ ২৮৬
ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্‌যতঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥২৮৭
ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্। ষড়্‌দীর্ঘভাজা মূলেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮
তারমায়ারমাদ্যৈশ্চ নমোঽন্তৈর্ব্বিন্দুসংযুতৈঃ। অষ্টবর্গৈর্দ্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯
মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেৎ বুধঃ। চবর্গমুদরে দক্ষবাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৯০
তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্ময়োঃ। পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ২৯১
বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯২
পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোয়তত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে। তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হৃদম্বুজে ॥ ২৯৩
আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষোরূপতত্ত্বকম্। ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে ॥ ২৯৪
জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চ স্পর্শতত্ত্বং চ বিন্যসেৎ। মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫
শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথোরসি। জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ২৯৬
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারতত্ত্বং সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৬
তারমায়ারমাদ্যেন ঙে-নমোঽন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭
সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং মূলমুচ্চরন্। নমোঽন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৮

প্রতিমাকে স্নান করাইবেন। (২৮২) প্রত্যেক স্নানাবসানে যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। (২৮৩) অনন্তর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (২৮৪) হে প্রতিমে! তোমাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার; তুমি দেবতার আবাস, তোমাকে নমস্কার; তুমি ভক্তজনকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। (২৮৫) তোমাতে আমি আদ্যা পরাৎপরা পরমেশ্বরী কালিকার পূজা করিতেছি; যদি শিল্প-দোষে মূর্ত্তির অঙ্গ বৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ণ কর। (২৮৬) অনন্তর দেবমূর্ত্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিবে, পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিতে হইবে। (২৮৭) প্রতিমার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস ও মাতৃকা-ন্যাস করিবে, ন্যাসের সময় ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে। (২৮৮) পরে প্রণব, মায়া ও রমা বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্গের অক্ষর পাঠ করিয়া পশ্চাৎ নম শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবাঙ্গে বর্ণ ন্যাস করিবে। (২৮৯) জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে স্বরবর্ণ, কণ্ঠে কবর্গ, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ হস্তে টবর্গ, বাম হস্তে তবর্গ, দক্ষিণ উরুতে পবর্গ, বাম উরুতে যবর্গ, মস্তকে শবর্গ ন্যাস করিবে। (২৯০।২৯১) বর্ণ ন্যাসের পর তত্ত্বন্যাস। (২৯২) দেবতার পদদ্বয়ে পৃথিবী তত্ত্ব, লিঙ্গে তোয়তত্ত্ব, নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব, হৃদয়-কমলে বায়ুতত্ত্ব, মুখে আকাশতত্ত্ব, দ্বিনেত্রে রূপতত্ত্ব, নাসিকাদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, কর্ণদ্বয়ে শব্দতত্ত্ব, রসনাতে রসতত্ত্ব ও স্পর্শতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে মনস্তত্ত্ব ললাটস্থ সহস্রদলকমলে শিবতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব হৃদয়ে জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব ন্যাস করিবে, অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশরীরে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের ন্যাস করিবে। (২৯৩। ২৯৪।২৯৫।২৯৬) এই ন্যাস করিবার সময় প্রণব, মায়া ও রমাবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত তত্ত্বপদ পাঠ পূর্ব্বক শেষে নমঃ এই পদ উচ্চারণ করিবে। (২৯৭) অনন্তর বিন্দুযুক্ত মাতৃকা-বর্ণপুটিত মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া, নমঃ এই পদ উচ্চারণ করিয়া, মাতৃকাস্থানে মন্ত্র ন্যাস করিবে। (২৯৮)

সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ। ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তিরত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্॥ ২৯৮
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্॥ ২৯৯
দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ। তত্রবাত্র প্রযোক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে॥ ৩০১
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নাবর্চ্চিতেভ্যোঽর্চ্চিতাহুতিঃ। আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥৩০২
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নপ্রাশনমেব চ। চূড়োপনয়নং চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ॥ ৩০৩
প্রণবং ব্যাহৃতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্। সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্ম্মাদি নাম চ॥ ৩০৪
সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ। পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কারকর্ম্মণি॥ ৩০৬
দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্। দেব্যৈ দত্ত্বাহুতেরংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিঃক্ষিপেৎ॥ ৩০৬
প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্মসম্পাদয়ন্ সুধীঃ। ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ
উক্তকর্ম্মস্বশক্তশ্চেৎ পাথসাং সপ্তভির্ঘটৈঃ। স্নাপয়িত্বার্চ্চয়ন্ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্॥ ৩০৮
ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে। এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্॥ ৩০৯
চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াময়ং বিধিঃ। প্রযোক্তব্যো বিধানজ্ঞৈর্ম্মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্॥ ৩১০

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসম্বাদে আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে বাস্তুগ্রহযাগজলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদানাদিসর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

(২৯৮) (তদনন্তর দেবীর নিকটে এই প্রার্থনা করিবে যে,) হে দেবি! যদিও তোমার তেজ সর্ব্বযজ্ঞময় ও শরীর সর্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিলাম, তোমাকে এখানে স্থাপন করিতেছি। (২৯৯) অনন্তর পূজার বিধানক্রমে ধ্যান, আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্পাদন করিয়া পরম দেবতার পূজা করিবে। (৩০০) দেব ও গৃহপ্রতিষ্ঠার সময়ে যে যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রযোজ্য, কেবলমাত্র পূজাস্থানে মন্ত্র ও লিঙ্গের ভিন্নতা থাকিবে। (৩০১) পরে যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করিয়া তাহাতে অর্চ্চিত দেবগণের উদ্দেশে অর্চ্চিত আহুতি প্রদান করিয়া পরে আবাহনান্তে দেবীর অর্চ্চনা করতঃ জাতকর্ম্ম করিবে। (৩০২) জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন এই ছয়টী সংস্কারের কথা শিবমুখে ব্যক্ত হইয়াছে। (৩০৩) (কোন্ মন্ত্রে উক্ত সংস্কার সকল সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে) প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র, সম্বোধনান্তে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম করিবে। (৩০৪) পরে বিধানবিৎ ব্যক্তি সম্পাদয়ামি স্বাহা এই পদ পাঠ করত প্রত্যেক সংস্কারে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। (৩০৫) অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দত্ত নাম পাঠ পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে শতাহুতি প্রদান করিবে, আহুতি সমাপ্ত হইলে উহার শেষ দেবীর শিরে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। (৩০৬) সুধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শেষ কর্ম্ম সম্পন্ন করত সাধক বিপ্র, দীন এবং অনাথগণকে ভোজন দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। (৩০৭) এই সকল কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে কেবল মাত্রসপ্ত কলস জলে দেবতার স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা করত নাম শ্রবণ করাইবে। (৩০৮) হে প্রিয়ে! আমি তোমার নিকটে আদ্যা দেবীর প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব বর্ণন করিলাম, এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও যে শিব লিঙ্গ স্থানান্তরিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তির মোহবর্জ্জিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত এই বিধির অনুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। (৩০৯।৩১০)।

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

আদ্যাশক্তেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয়া ভূরিসাধনম্। কথিতং মে কৃপানাথ তৃপ্তাস্মি তব ভাবতঃ॥ ১
সচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ। অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ॥ ২
কথ্যতাং জগতাঃ নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্। ইদং হি পরমং তত্ত্বং দ্রষ্টুং বদ বৃণোমি কিম্॥ ৩
ত্বত্তঃ কো ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিদ্বিভুঃ। আশুতোষো দীনানাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥৪

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে। যৎস্থাপনান্মহাপাপৈর্মুক্তো যাতি পরং পদম্॥ ৫
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাদ্বাজিমেধাযুতার্জ্জনাৎ। নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ॥ ৬
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্। শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥৭
লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে। তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ॥ ৮
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ। পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ॥ ৯
লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ। শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০
ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা॥ ১১
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেদ্ভাবতৎপরঃ। স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্॥ ১২
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্প বা বহুলং তথা। প্রভাবাদ্ধূর্জ্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৩

দেবী কহিলেন হে নাথ! আপনি আদ্যা কালিকার অর্চ্চনাবিধিপ্রসঙ্গে কৃপা করিয়া অনেক প্রকার সাধনের কথা বলিয়াছেন, (বলিতে কি) আপনার ভাব দর্শনে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। (১) আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠার ফল-বিধির বিষয় নির্দ্দেশ করেন নাই, হে জগন্নাথ! এক্ষণে তাহা সবিশেষ ব্যক্ত করুন, এই পরমতত্ত্ব আর কাহারও নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—বলুন? (২।৩) আপনার অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ, দয়ালু ও সর্ব্ববিৎ আর কে আছেন? বিশেষতঃ আপনি আশুতোষ দীননাথ ও আমার আনন্দবর্দ্ধক। (৪) সদাশিব কহিলেন,—দেবি! শিবলিঙ্গ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমাকে আর কি বলিব? ইহা স্থাপন করিলে লোকে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৫) সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান, দশসহস্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান, নির্জ্জল স্থলে জলদান, দীন ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিতোষে লোকে যে ফললাভ করে, তাহার কোটী গুণ ফল শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় ঘটিয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (৬।৭) হে কালিকে! যেখানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। (৮) (অন্য কথা কি,) সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থ এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র সকল, শিবসান্নিধ্যে অবস্থিতি করে। (৯) লিঙ্গরূপী শিবের সকল দিকে শতহস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র বলিয়া কথিত। (১০) শিবক্ষেত্র মহাপুণ্যস্থান এবং সার্দ্ধত্রিকোটী তীর্থ অপেক্ষা প্রধানতম, এখানে সমুদায় দেবতা ও নিখিল তীর্থ সকল বিরাজমান থাকেন। (১১) যে ব্যক্তি শিবভক্তপরায়ণ হইয়া ক্ষণকালও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া চরমে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। (১২) এই স্থানে অল্প, বা অধিক পরিমাণে যে

যত্র তত্র কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ। শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে॥ ১৪
পুরশ্চর্য্যা জপং দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ। যৎকরোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে॥ ১৫
পুরশ্চর্য্যাশতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ। যৎফলং তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্তা শিবান্তিকে।
গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদোনরঃ। যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ॥ ১৭
অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে। শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥ ১৮
লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গায়া সহ। যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ১৯
স্থাপিতেশস্য মাহাত্ম্য কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্‌। অনাদিভূতভূতেশমহিমা বাগগোচরঃ॥ ২০
মহাপীঠে তবার্চ্চায়ামস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্‌। বিদ্যতে সুব্রতে নৈতল্লিঙ্গরূপধরে হরে॥ ২১
যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে। শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে॥২২
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে। অভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥ ২৩
অযুক্ত বেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা। সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে॥ ২৪
প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্ণে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ। সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ॥ ২৫
মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বাং পুষ্পং ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনাঃ॥ ২৬
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপঞ্চ দর্পণম্‌। অধিবাসবিধৌ বিংশৎ দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ॥২৭
প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া। অনেনামুষ্যপদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্‌॥ ২৮

পাপ, বা পুণ্য করা যায়, শিবপ্রভাবে তাহা কোটি গুণ হইয়া থাকে। (১৩) হে প্রিয়ে! লোকে যেখানে সেখানে পাপ কর্ম্ম করুক না, শিবের নিকটে আসিলে তাহার পাপ-মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শিব-সাক্ষাতে পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা বজ্র-লেপবৎ হইয়া থাকে। (১৪) পুরশ্চরণ, জপ, দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি যে কোনও কার্য্য শিবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল অনন্ত হইয়া থাকে। (১৫) চন্দ্র, বা সূর্য্যগ্রহণকালে শতপুরশ্চরণে যে ফলপ্রাপ্তি, একবারমাত্র শিবসন্নিধানে জপ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। (১৭) গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগ তীর্থে কোটি পিণ্ড প্রদানে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড দান করিলে সেই ফলই পাওয়া যায়। (১৭) অতিপাতকী, বা মহাপাতকী ব্যক্তি যদি এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (১৮) লিঙ্গরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর দেবী দুর্গার সহিত যেখানে অবস্থিতি করেন, তথায় চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থিতি। (১৯) তোমার নিকটে স্থাপিত মহাদেবের মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, (জানিও) যে মহাদেব আদি লিঙ্গ, সেই ভূতপতির মহিমা বাক্যেরও অগোচর। (২০) হে সুব্রতে! মহাপীঠ-স্থানে তোমার প্রতিমা অস্পৃশ্য জনের স্পর্শ ঘটিলে দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবে ঐ দোষ ঘটিতে পারে না। (২১) হে দেবি কালিকে! চক্র পূজায় যেরূপ স্পর্শ দোষের আশঙ্কা নাই, সেইরূপ মহাতীর্থ শিবক্ষেত্রে অস্পৃশ্য স্পর্শ দোষ বর্ত্তিতে পারে না। (২২) তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্যস্বরূপে বলিতেছি, শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য আমি নিজে বলিতেও সমর্থ নই॥ (২৩) শিবলিঙ্গে গৌরিপট্ট থাকুক, বা না থাকুক, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভক্তিভাবে পূজা করা সাধকের কর্ত্তব্য। (২৪) দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে যে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতার অধিবাস করেন, তাঁহার অযুত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (২৫) মহী, গন্ধ শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, অধিবাসকালে এই বিংশতি প্রকার দ্রব্যের আয়োজন! (২৬।২৭) উক্ত দ্রব্য সকলের মধ্যে এক একটি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মায়া ও গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শেষে বলিবে যে, এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার অধিবাসনমস্তু। (২৮) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া

ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহাদৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ। ততঃ প্রশস্তপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ ॥
অনেন বিধিনা দেবমধিবাস্য বিধানবিৎ। গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েত্ততঃ ॥ ৩০
সম্মার্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি। পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩১
প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ। ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩২
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্। বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩৩
ধূম্রপীতারুণশ্বেতরক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ। যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজূটধরং বিভুম্ ॥ ৩৪
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্। কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥ ৩৫
বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্। বরঞ্চ বিভ্রতঃ সর্ব্বৈর্দেবৈর্ম্মুনিবরৈঃ স্তুতম্ ॥ ৩৬
পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্। হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্ ॥ ৩৭
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্। গীয়মানমুমাকান্তমেকান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ। সংপূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবিৎ ॥ ৩৯
আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ। মূলমন্ত্রমনুং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
মায়া তারঃ শব্দবীজং সন্ধ্যার্ণান্তাক্ষরান্বিতম্। অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্। নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪২
দেব্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীমেবমেব বিধানতঃ। মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৩
উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাম্ ॥ মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্ ॥
হস্তাব্জৈরভয়ং বরঞ্চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে ॥৪৪

মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দেবতার ললাটে স্পর্শ করিবে, পরে প্রশস্ত পাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। (২৯) বিধানবিৎ ব্যক্তি এই প্রকার বিধানানুসারে দেবতার অধিবাস সমাপন করিয়া, গৃহ প্রতিষ্ঠার বিধানক্রমে দুগ্ধাদি দ্বারা দেবতার স্নান করাইবে। (৩০) পরে বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জিত করিয়া লিঙ্গকে আসনে স্থাপন পূর্ব্বক, পূজা বিধানানুসারে গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। (৩১) প্রণব দ্বারা করাঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের ধ্যান করিবে; তিনি শান্ত, কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভান্বিত, তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলদেশে নাগ যজ্ঞোপবীত, শরীর বিভূতিবিভূষিত ও নাগ-ভূষণে সুশোভিত, তিনি ধূম, পীত, অরুণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ পঞ্চমুখে সুশোভিত, তাঁহার তিনটী চক্ষু, তিনি জটাজূটধারী, গঙ্গাধর ও দশভুজ তাঁহার মস্তকে চন্দ্র বিরাজিত; তিনি বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ ও শর শোভা পাইতেছে, সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। (৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬) তাঁহার কুটিল নেত্র পরমানন্দ সন্দোহে সমুদ্ভাসিত, তাঁহার অঙ্গকান্তি হিম, কুন্দ ও চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ, তিনি বৃষভারোহণে সুশোভিত। (৩৭) সিদ্ধ ও অপ্সরগণ সতত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, তিনি শরণাগতের একান্ত প্রিয় ও ধ্যেয়। (৩৮) মহেশ্বরের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করতঃ লিঙ্গে আবাহন করিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে। (৩৯) আমি পূর্ব্বে আসন প্রভৃতি উপচার দানের মন্ত্র-বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে মহাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। (৪০) মায়া, প্রণব শব্দ বীজ, র, ঔ, চন্দ্রবিন্দু—অর্থাৎ হ্রাং ওঁ হৌঁ ইহাই শিববীজ। (৪২) অনন্তর সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা শিবশরীর আবৃত করিয়া, দিব্য শয্যায় শয়ন করাইয়া গৌরীপট্ট শোধন করিবে। (৪২) উহাতে এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিবে, প্রথমে মায়া বীজ পাঠপূর্ব্বক করন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। (৪৩) (অনন্তর এইরূপে দেবীর ধ্যান করিতে হইবে,) যাঁহার কান্তি উদয়-কালীন সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, যাঁহার চক্ষু অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য, যাঁহার সহাস্য বদনকমল মুক্তা-

ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ। ততস্তু দশদিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৫
ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী॥ ৪৬
মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সাস্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্। বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজয়েদ্বহ্নিবল্লভাম্॥ ৪৭
পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ। দধিযুক্তমাষভক্তং শর্করাদি সমন্বিতম্॥ ৪৮
ঐশান্যাং বলিমাদায় বারুণেন বিশোধয়েৎ। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ॥ ৪৯
সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসা। পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা॥ ৫০
ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্নন্তু সংযতাঃ। পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি॥ ৫১
ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেতং যথেপ্সিতম্। গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভির্বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্॥ ৫২
অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেঽহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ। সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ॥ ৫৩
মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্। মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেৎ ভক্ত্যা সমাহিতঃ॥ ৫৪
নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনায়কঃ। দ্বারপালঃ শিবস্যৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৫৫
ততো লিঙ্গং সমানীয় দেবীরূপাং চ তারিণীম্। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনে॥ ৫৬
অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেণ চ। স্নাপয়িত্বার্চয়েৎ ভক্ত্যা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ॥ ৫৭
দেবীং চ মূলমন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্থাপ্য পূজয়ন্। কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থয়েৎ শঙ্করং শিবম্॥ ৫৮
আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বদেবনমস্কৃত। পিণাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥ ৫৯
আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক। ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ॥ ৬০

বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভাসম্পন্ন, যাঁহার করকমলে চক্র, বর ও অভয় শোভা পাইতেছে, যাঁহার পয়োধরযুগল পীন ও উন্নত, যিনি ভয়হারিণী ও পীতবসনা, আমি সেই ভগবতীকে চিন্তা করি। (৪৪) এইরূপ ধ্যান করিয়া শক্তি-অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে, পরে দশদিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা। (৪৫) যে মন্ত্রে জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। (৪৬) মায়া, লক্ষ্মী, ষষ্ঠ স্বরযুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া যোগ করিবে, ইহাতে হ্রীং শ্রীং হূং স্বাহা এই মন্ত্র হইবে। (৪৭) অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় দেবীকে স্থাপিত করিয়া সকল দেবতার উদ্দেশে শর্করাদিসংযুক্ত দধিমিশ্রিত মাষভক্ত বলিপ্রদান করিবে। (৪৮) ঐ বলি ঈশান কোণে স্থাপন করিয়া বরুণ বীজে শোধন করিবে, পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ উৎসর্গ করিবে। (৪৯) সকল দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস পিশাচ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযতভাবে এই বলি গ্রহণ করুন, এবং সকলে মহাদেব ও মহাদেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করুন। (৫০।৫১) অনন্তর মহাদেবীর মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে, পরে উত্তম গীতবাদ্য দ্বারা মঙ্গল ক্রিয়া সমাধা করিবে। (৫২) এইরূপে অধিবাস সমাধা করিয়া, পরদিন নিত্য ক্রিয়াবসানে যথাবিধি সংকল্প করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। (৫৩) অনন্তর মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, ভক্তিভাবে নন্দী প্রভৃতি মহাদেবের ও দ্বারপালগণের পূজা করিবে। (৫৪) নন্দী, মহাবল, কীশবদন ও গণনায়ক ইহাঁরা শিবের দ্বারপাল, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রধারী। (৫৫) অনন্তর বেদীরূপিণী তারিণী ও শিবলিঙ্গ আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা সুন্দর আসনে স্থাপন করিবে। (৫৬) পরে হ্রীং ওঁ হ্রৌং এবং ত্র্যম্বকং যজামহে এই মন্ত্র দ্বারা অষ্ট কলস জলে মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (৫৭) অনন্তর হ্রীং শ্রীং হূং স্বাহা এই মন্ত্রে বেদী স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে লিঙ্গ রক্ষা করিয়া পূজা করিবে, পরে কৃতাঞ্জলি-পুটে সাধক এই প্রার্থনা করিবে। (৫৮) হে ভগবন্ শম্ভো! তুমি সকল দেবতার নমস্য, হে পিনাকপাণে! হে মহাদেব! তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। (৫৯) হে ভক্তানুগ্রাহক

মাতর্দ্দেবি মহামায়ে সর্ব্বকল্যাণকারিণি। প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে॥ ৬১
আয়াহি বরদে দেবি ভবনেঽস্মিন্ বরপ্রদে। প্রীতা ভব মহেশানি সর্ব্বসম্পৎকরী ভব॥ ৬২
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ। সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ॥ ৬৩
ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বকম্। প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ॥ ৬৪
পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকারচিতেঽপি বা। অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্য রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্॥ ৬৫
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ। তাবদত্র মহাদেবী স্থিরোভব নমোঽস্তু তে॥ ৬৬
মন্ত্রোণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্। উত্তরাগ্রাং তত্র দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭
স্থিরাভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যকারিণি। যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব॥ ৬৮
অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্টা পঠেদিমম্॥ ৬৯
ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ। যক্ষা নাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপালা মহর্ষয়ঃ॥ ৭০
মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। যস্য সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা॥ ৭১
আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশানমব্যয়ম্। আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে॥ ৭২
ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ। ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা স্নাপয়ন্ শিবম্॥ ৭৩
প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে। বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্চ্য গণদেবতাঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ॥ ৭৪
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তির্য্যা দিসান্তাঃ সবিন্দুকা। হৌং হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রণান্ নিবেশয়েৎ।
চন্দনৈগুরুকাশ্মীরৈর্ব্বিলিপ্য গিরিজাপতিম্ ৭৫

দেব! আমার মন্দিরে আগমন কর, তুমি ভগবতীর সহিত এখানে আগমন কর, তোমাকে বারংবার নমস্কার। (৬০) হে সর্ব্ব কল্যাণ কারিণি! হে হরি প্রিয়ে মহামায়ে! তুমি মহেশ্বরের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার। (৬১) হে বরদে দেবি! তুমি এই ভবনে আগমন কর, হে বরপ্রদে মহেশ্বরি! তুমি আমাকে সর্ব্ব সম্পত্তি প্রদান কর। (৬২) হে দেবদেবেশি! তুমি আপনার পরিবারবর্গের সহিত উত্থিত হও, তোমরা ভক্তবৎসল, অতএব এই গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও। (৬৩) শিব ও শিবানীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মঙ্গল ধ্বনি করত তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করাইবে। (৬৪) অনন্তর মূল মন্ত্র পাঠ করত পাষাণ-খনিত বা ইষ্টকরচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের অধোদেশের তিনভাগ প্রোথিত করিবে। (৬৫) যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র বর্ত্তমান থাকিবে, হে মহাদেব! তুমি তত কাল এই স্থানে স্থিরভাবে থাক, তোমাকে নমস্কার। (৬৬) এই মন্ত্রে সদা শিবকে সুদৃঢ় করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত তদুপরি উত্তরাগ্রে দেবী প্রবেশিত করিবে। (৬৭) (অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবে,) হে সৃষ্টি স্থিতিলয়কারিণি জগদ্ধাত্রি! তুমি সুস্থিরা হও, যতকাল চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি, ততকাল এখানে স্থিরভাবে থাক। (৬৮) এই মন্ত্র পাঠে সুদৃঢ় করিয়া লিঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। (৬৯) ব্যাঘ্র, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, নাগ, বেতাল, লোকপাল, মহর্ষিগণ মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ, খেচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতি যাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত, আমি সেই ত্রিনেত্র মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি, হে ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্ম নির্ম্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠিত হও,। (৭০।৭১।৭২) তুমি সকলের মঙ্গল ও শুভ বিধান কর, অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠা-বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে। (৭৩) হে প্রিয়ে! পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে, অনন্তর বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক গণদেবতাগণের পূজান্তে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প স্থাপন করিবে। (৭৪) পাশ ও অঙ্কুশপুটিত মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত এই কয়েকটী অক্ষরে অনুস্বরে যোগ করত পরে হৌং হংস, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক লিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা

যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ। জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ॥
সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবৎ বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্। অভ্যর্চ্চ তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ॥ ৭৭
শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টো ভবো জলমুদাহৃতা। রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাৎভীম আকাশ শব্দিতা॥ ৭৮
পশোঃপতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধাকরঃ। ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭৯
প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বানপূর্ব্বকম্। পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তমষ্টমূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্‌যজেৎ॥ ৮০
ইন্দ্রাদিদিক্‌প তানিষ্ট্বা ব্রহ্মাদ্যাশ্চাষ্ট মাতৃকা। বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ॥ ৮১
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্॥ ৮২
গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো। প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণং॥৮৩
যাবৎসসাগরা পৃথ্বী যাবৎ শশিদিবাকরৌ। তাবদস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর॥ ৮৪
গৃহেঽস্মিন্ যস্য কস্যাপি জীবস্য মরণং ভবেৎ। ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাত্তব ধূর্জটে॥ ৮৫
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহ ব্রজেৎ। প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়েচ্চন্দ্রশেখরম্॥ ৮৬
শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ। ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ৮৭
সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েৎ ভক্তিভাবতঃ॥ ৮৮
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্। সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদাদুমাপতে॥ ৮৯
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ। তাবন্মে কীর্ত্তিরতুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা॥ ৯০
নমস্ত্র্যক্ষায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে। বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ

করিবে; পশ্চাৎ চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা শিবের অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে ষোড়শোপপচারে অর্চ্চনা করিবে, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদক করিয়া যথাবিধি দেবী মহেশ্বরী ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া তাহাতেশিবের অষ্টমূর্ত্তিরপূজা করিবে৭৫ ৭৫ ৭৭) শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে, রুদ্রায়, অগ্নিমূর্ত্তয়ে, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে, ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নম বলিয়া শিবের অষ্ট মূর্ত্তিতে পূজা করিতে হইবে। (৭৮।৭৯) আদিতে প্রণব এবং অন্তে নম শব্দ যোগ করিয়া প্রত্যেকমূর্ত্তির আবাহন করত পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অষ্টমূর্ত্তি শিবের পূজা করিবে। (৮০) অনন্তর ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও ব্রহ্মী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকার অর্চ্চনা করিয়া বৃষ বিতান ও গৃহ, প্রভৃতি শিবের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। (৮১) পরে সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে এই প্রার্থনা করিবে। (৮২) হে করুণাসিন্ধো প্রভো! আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম, হে ভগবন্! সকল কারণের কারণ, শম্ভো! প্রসন্ন হন। (৮৩) যতকাল সসগরা পৃথিবী, যতকাল চন্দ্রসূর্য্য, তুমি ততকাল এই গৃহে অবস্থিতি কর, হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। (৮৪) ধূর্জটে যদি ঘটনাবশে ইহাতে কোনও জীবের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই পাপ আমাকে যেন স্পর্শ না করে। (৮৫) অনন্তর প্রদক্ষিণ ও নমস্কার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে, পরদিন প্রভাতে আগমন করিয়া শিবকে স্নান করাইবে। (৮৬) প্রথমে শুদ্ধ পঞ্চামৃত, পরে শত কলস সুগন্ধি সলিলে স্নান করাইবে। (৮৭) তদনন্তর যথাশক্তি ভক্তিভাবে পূজা করিয়া এই প্রার্থনা করিবে। (৮৮) হে উমাপতে! আমার এই পূজা যদি কোনওরূপ বিধিহীন, ক্রিয়াহীন, বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, যেন তোমার প্রসাদে তাহা পূর্ণ হয়। (৮৯) যত কাল চন্দ্র সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল যেন আমার কীর্ত্তি লোকে অতুলনীয় হয়। (৯০) যিনি ত্রিনেত্র, রুদ্র, পিণাক ও বরধারী, যাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণে পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরকে বারংবার নমস্কার করি। (৯১) অনন্তর দক্ষিণা দিয়া কৌলিক ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা পরে দরিদ্রগণকে অন্ন টাকা পেয় দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি

ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্। ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চবাসোভির্দ্দরিদ্রান্ পরিতোষয়েৎ
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং যথাবিভবমাত্মনঃ। স্থাবরং শিবলিঙ্গন্তু ন কদাপি বিচালয়েৎ॥ ৯৩
অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে। সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা॥ ৯৪

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো। বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈস্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ॥ ৯৫
অপূজনীয়া কৈর্দোষৈর্ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ। ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্॥ ৯৬

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ। দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে॥ ৯৭
ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ। তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ॥ ৯৮
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্‌সংস্কারবিধানতঃ। পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ৯৯
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্ বুধঃ॥১০০
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ॥ ১০১
মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে। সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে॥ ১০২
যদ্যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্। নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০৩
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ। অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥ ১০৪
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা। জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ॥ ১০৫
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্। প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥ ১০৬

দান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। (৯২) আপনার শক্তি অনুসারে প্রত্যহই পার্ব্বতীপতির পূজা করিবে, কিন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ চালিত করিবে না। (৯৩) হে পরমেশ্বরি! আমি সকল আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিলাম। (৯৪) দেবী কহিলেন, হে বিভো! যদি ঘটনাক্রমে কোনও দিন দেবপূজার বাধা ঘটে, তাহা হইলে ভক্তের পক্ষে কর্ত্তব্য কি, আমাকে বলুন। (৯৫) কোন্ দোষে দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে হয় না, ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও আমাকে জানাইয়া দিউন। (৯৬) সদাশিব কহিলেন, এক দিবস পূজা বন্ধ হইলে, পরদিনে দ্বিগুণ পূজা কর্ত্তব্য, এইরূপ দুই দিবসে চতুর্গুণ এবং তিন দিন পূজা বন্ধ হইলে দ্বিগুণ পূজা করিতে হইবে। (৯৭) কোনও কারণে ছয় মাস পূজা বন্ধ থাকিলে, অষ্ট কলস জলে দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। (৯৮) যদি ইহার অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার-বিধানানুসারে সুসংস্কৃত করিয়া, সাধক-সত্তম পূজা করিবে। (৯৯) খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন ও দূষিত স্থান-নিপতিত দেবমূর্ত্তিকে জলশায়ী করিবে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এরূপ দেবতার পূজা করিবেন না। (১০০) যে মূর্ত্তি অঙ্গহীন, ছিদ্রবিশিষ্ট অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করিবে, স্পর্শ-দোষ দূষিত হইলে পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করা যাইতে পারে। (১০১) মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গ সর্ব্ব-দোষ-বিবর্জ্জিত, সুতরাং সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাতে আপনাপন অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে। (১০২) হে মহামায়ে! কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদায় সবিস্তার বলিলাম। (১০৩) দেহীগণ কর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্দ্ধ অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহাদের কর্ম্মবাসনা না থাকিলেও তাহাদিগকে কর্ম্মবায়ু আকর্ষণ করে। (১০৪) কর্ম্ম-প্রভাবে জীব, সুখ ও দুঃখ ভোগ করে; কর্ম্ম বশতঃ জীবের উৎপত্তি ও লয় ঘটিয়া থাকে। (১০৫) আমি এই কারণে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সাধনসমন্বিত বহুবিধ কর্ম্মের কথা বলিলাম। (১০৬) শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকার কর্ম্ম,

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ। অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্॥ ১০৭
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ। প্রযান্ত্যাযান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ॥ ১০৮
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বা শুভমেব বা। তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ ১০৯
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি। তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥১১০
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি। তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবদ্ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১১১
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা। জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥ ১১২
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ১১৪
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমামুপবাসশতৈরপি। ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ১১৫
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৭
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥ ১১৮
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥ ১১৯
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥ ১২০
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ। সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ১২১
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥ ১২২

তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। (১০৭) হে দেবি, ফল-বাসনায় যাহারা শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও পরলোকে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে। (১০৮) যতকাল পর্য্যন্ত জীবের শুভ, বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত জন্মেও মুক্তিলাভ ঘটে না। (১০৯) পশু যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব শুভ, বা অশুভ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া থাকে। (১১০) যত কাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সতত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে না। (১১১) যাঁহারা নির্ম্মল স্বভাব ও জ্ঞানবান্, তত্ত্ববিচার বা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটে। (১১২) ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। (১১৩) যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। (১১৪) জপ, হোম ও শত শত উপবাসেও মুক্তি হয় না, কিন্তু দেহীর আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। (১১৫) আত্মা সাক্ষী স্বরূপ, বিভু, পূর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পরাৎপর, যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। (১১৬) রূপ ও নামাদি কল্পনা, বালকের ক্রীড়ার ন্যায়; যিনি বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভের অধিকারী। (১১৭) যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বর্গলব্ধ রাজ্য লাভেও লোকে রাজা হইতে পারে। (১১৮) মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, ও কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জ্ঞানে যাহারা আরাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে; কারণ জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। (১১৯) লোক আহার সংযমে ক্লিষ্ট দেহ বা আহার গ্রহণে পূর্ণোদর হউন, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। (১২০) বায়ু, পর্ণ, কণা, বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী জলচর জন্তু সকলের মুক্তি হইতে পারিত। (১২১) ব্রহ্ম সত্য এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, ধ্যানতা

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে। কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ১২৪
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ। স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা॥ ১২৫
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ। নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥১২৬
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু। কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ১২৭
স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি। স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ॥ ১২৮
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্। তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥ ১২৯
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ। সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥ ১৩০
জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩১
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা। তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥ ১৩২
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ। তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ১৩৩
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্। নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ১৩৪
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্। জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৩৫
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা। আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১৩৬
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽন্যপরং প্রিয়ম্। লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে

মধ্যম, স্তব ও জপ অধম, এবং বাহ্যপূজা অধম অপেক্ষাও অধম। (১২২) জীব ও আত্মার একীকরণের নাম যোগ, সেবক ঈশ্বরের ঐক্যই পূজা কিন্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ, বা পূজার প্রয়োজন নাই। (১২৩) যাঁহার অন্তরে প্রধান জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত; তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। (১২৪) যিনি সর্ব্বস্থলে নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া তাঁহার পূজা ও ধ্যানধারণার আবশ্যক নাই। (১২৫) সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যেয় বস্তু, ও ধ্যাতার প্রয়োজন করে না। (১২৬) এই আত্মা সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে নির্লিপ্ত এই জ্ঞান জন্মিলে, তাঁহার বন্ধন, বা মুক্তি কোথায় এবং কি জন্যই বা দুর্ব্বোধ লোকে কামনা করে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। (১২৭) মায়া-প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা দেবগণেরও অসাধ্য, পরম ব্রহ্ম ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত আছেন। (১২৮) যেরূপ সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষীস্বরূপ এই আত্মাই সর্ব্বত্র অবভাসিত রহিয়াছেন। (১২৯) আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্ময় ও বিকারশূন্য। (১৩০) দেহীর দেহেই জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। (১৩১) যেরূপ বহু শরাবস্থ সলিলে বহুতর সূর্য্য সংলক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মা মায়া-প্রভাবে বহু শরীরে বহুভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। (১৩২) যেরূপ জল চঞ্চল বলিয়া প্রতিবিম্বিত চন্দ্র ও চঞ্চল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার ন্যায় অজ্ঞানী লোকে বুদ্ধির চাঞ্চল্যে আত্মদর্শন করিয়া থাকে। (১৩৩) ঘট ভগ্ন হইলে তৎস্থিত আকাশ যেরূপ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকে। (১৩৪) হে দেবি! আত্মজ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন ইহা জানিতে পারিলে, জীব সত্য সত্যই মুক্ত হইয়া থাকে। (১৩৫) লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাদন এবং ধন ব্যয়ে মুক্ত হয় না, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে মুক্ত হইয়া থাকে। (১৩৬) আত্মাই সকলের প্রেমাস্পদ, ইহা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর নাই, হে শিবে! অপর লোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই প্রিয় হইয়া

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥১৩৮
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ। বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥১৩৯
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্। চতুর্ব্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা। কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রমবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪১
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো। চতুর্ব্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪২

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ। গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩
পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ। শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥ ১৪৪
ব্রাহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ। বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা ॥ ১৪৫
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈত্তে তথা চক্রার্পিতং বিনা। নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্নীয়ুঃ কদাচন ॥ ১৪৬
ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাম্। প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥ ১৪৭
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্। সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥ ১৪৮
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ। পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাদ্ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥ ১৫০
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ। সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ১৫১
ওঁ তৎসন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোহমস্মীতি চিন্তয়ন্। কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥ ১৫২

থাকে। (১৩৭) মায়া-প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটী প্রতিভাত হইতেছে, এই তিনটির বিষয় সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। (১৩৮) চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, যাঁহার ইহা বোধ হইয়াছে, তিনিই আত্মবিৎ। (১৩৯) আমি তোমার নিকটে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের হেতুভূত জ্ঞানতত্ত্ব বলিলাম, চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন। (১৪০) দেবী কহিলেন,—আপনি গৃহী ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু কি চমৎকার, এক্ষণে চতুর্ব্বিধ অবধূতাশ্রমের কথা শুনিতেছি। (১৪১) হে প্রভো! চতুর্ব্বিধ অবধূতের লক্ষণ সবিশেষ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য আমি অভিলাষিণী হইয়াছি। (১৪২) সদাশিব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও তাঁহারা যতী বলিয়া গণ্য। (১৪৩) হে কুলার্চ্চিতে! যাঁহারা পূর্ণাভিষেকবিধিতে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত, তাঁহারা সকলের পূজ্য। (১৪৪) ব্রাহ্ম ও শৈবাবধূতগণ আপনাদের আশ্রমে আচারের অনুগত থাকিয়া, মদুক্ত পথানুসারে সমুদায় কর্ম্ম সমাধা করেন। (১৪৫) হে সুন্দরি! আমি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মাবধূত ও কৌলগণের আচার ও ধর্ম্মাদির কথা বলিয়াছি। (১৪৬) শৈব ও ব্রাহ্মাবধূতগণ স্নান, সন্ধ্যা, ভোজন, পান, দান ও দাররক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আগমমতে করিয়া থাকেন। (১৪৭) উক্ত শৈব ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; পূর্ণ শৈব ও ব্রাহ্মাবধূতে পরমহংস বলে, অপূর্ণ শৈব ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরিব্রাট্। (১৪৮) যদি উক্ত অবধূত ব্যক্তি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হন, তাহা হইলে লোকালয়ে অবস্থিতি করিয়া তিনি আত্ম-শোধন করিবেন। (১৪৯) তিনি স্বজাতি চিহ্ন ধারণ এবং কৌলবৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবেন, সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া উত্তম জ্ঞান সাধন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। (১৫০) তিনি সর্ব্বদা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, এবং আপনার উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। (১৫১) তিনি

কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ। যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥ ১৫৩
ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। গৃহস্থোবাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ ভবেৎ ॥ ১৫৪
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ। ওঁ তৎ সন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ১৫৫
কিমন্যৈর্ব্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ। ব্রাহ্মেণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫৬
সুখসাধনবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্। নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাদুপায়ান্তরমম্বিকে ॥ ১৫৭
পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্। গেহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৮
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ। ওঁ তৎসদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্ ॥ ১৫৯
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্বা তালুশিরঃশিখাঃ। প্রাদুর্ভূতোঽয়মোংতৎসৎসর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৬০
চতুর্ব্বিধানামন্নানামন্যেষামপি বস্তুনাম্। মন্ত্রান্তৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্চেদেতেন শোধিতম্ ॥ ১৬১
পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎসন্মহামনুম্। স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্ ॥ ১৬২
জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ। সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্ ॥ ১৬৩
ত্রিপাদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্। সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৪
যুগ্মং যুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা। জপ্তেু তস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৬৫
শৈবাবধূতসংস্কারবিধূতাখিলকর্ম্মণঃ। নাপি দৈবে ন বা পৈত্রে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা ॥ ১৬৬
চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে। ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ ॥ ১৬৭
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্। প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৮

নলিনী-দলস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার করত আপনাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইবেন। (১৫৩) গৃহী, বা উদাসীন, যিনি হউন না, ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র দ্বারা যিনি কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার ইষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। (১৫৪) জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সংস্কারকার্য্য ওঁ তৎসৎ মন্ত্রে নিষ্পাদিত হইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হইবে। (১৫৫ অন্যান্য বহুতর মন্ত্র বা নানাবিধ সাধনারইবা প্রয়োজন কি? ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বারা সমুদায় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। (১৫৬) এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ও সম্পূর্ণ ফলবিধায়ক, ইহার বহুলতা দৃষ্ট হয় না, হে অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ভিন্ন জীবের আর উপায়ান্তর নাই। (১৫৭) যিনি গৃহের কোনও অংশে বা শরীরে এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ এবং দেহপুণ্যময় হইয়া থাকে। (১৫৮) এই মন্ত্র যে নিগম, আগম ও তন্ত্রসমূহের সার, হে দেবেশি! এ কথা আমি সত্য করিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি। (১৫৯) এই মহামন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের জানু, মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অতএব ইহা সর্ব্ব মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম। (১৬০) যদি এই মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ অন্ন, বা অন্য কোনও বস্তু শোধিত হয়, তাহা হইলে অন্য মন্ত্রে শোধন করিতে হয় না। (১৬১) যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করেন, যিনি এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাঁহার আচার ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ, সেই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি সংসারে কৌলশ্রেষ্ঠ। (১৬২) এই মন্ত্র জপে লোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ চিন্তায় মুক্তি লাভ ঘটে, যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি মানব হইলেও সাক্ষাৎ ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন। (১৬৩) এই ত্রিপাদ মহামন্ত্র সর্ব্ব কারণের কারণ, ইহা সাধনে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায়। (১৬৪) হে মহেশ্বরি! এই মন্ত্রের দুই দুইটী পদ, অথবা এক একটী পদ জপ করিলে সাধক সিদ্ধ হইয়া থাকে। (১৬৫) যাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাম্য কর্ম্ম, দৈবকর্ম্ম, ঋষিকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিতে হয় না। (১৬৬) চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতের নাম হংস, অন্য ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগে রত, কিন্তু সকলই মুক্তপুরুষ এবং শিবতুল্য। (১৬৭) হংসের স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতু পরিগ্রহ করিতে নাই, বিধি-

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্। তুরীয়োবিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ১৬৯
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ। নির্ম্মিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কোনিরুপদ্রবঃ॥ ১৭০
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণাং। মুক্তোঽবিরক্তোনির্দ্বন্দ্বোহংসাচারপরোযতিঃ॥১৭১
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্। লক্ষণং সবিশেষেণ সাধুনাং মৎস্বরূপিণাম্॥ ১৭২
এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ। সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্॥ ১৭৩
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ। কুলসংন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে॥১৭৪
যে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ। যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈর্ম্মানবৈঃ কুলসাধবঃ॥ ১৭৫
অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ। অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥ ১৭৬
কিরাতঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ। শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ॥
কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে॥১৭৮
কৌলধর্ম্মাৎ পরোধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে। অন্ত্যজোঽপিযমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ॥১৭৯
করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা। কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে॥ ১৮০
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্ ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্॥ ১৮১
গঙ্গায়াং পতিতাম্ভাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা। কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্॥১৮২
যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্ভাবমাপ্নুয়াৎ। তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জ্জনাঃ পৃথক্॥ ১৮৩

নিষেধ বিরহিত হইয়া তাহাকে প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিতে হইবে। (১৬৮) এই তুরীয় হংস স্বজাতি-চিহ্ন ও গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, এবং নিঃসঙ্কল্প ও নিরুদ্যম হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবেন। (১৬৯) তিনি শোক ও মোহ-বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা আত্মভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তিনি তিতিক্ষাশালী, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন, তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক না। (১৭০) তিনি ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থ কাহাকে দিবেন না, তাঁহার ধ্যান, ধারণা নাই, তিনি মুক্ত, বৈরাগ্যশালী, দ্বন্দ্বভাববর্জ্জিত, হংসাচারপরায়ণ ও যতী হইবেন। (১৭১) হে দেবি! আমি তোমার নিকটে যে চারি প্রকার কুলযোগীর লক্ষণ বলিলাম, ইহাঁরা সকলেই সাধু ও মৎস্বরূপ। (১৭) ইহাঁদিগকে দর্শন, স্পর্শ, বা আলাপে সন্তুষ্ট করিলে লোকের সর্ব্ব-তীর্থ-দর্শন ফললাভ হইয়া থাকে। (১৭৩) হে প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র বিরাজিত আছে, তৎসমুদায়ই কুলসন্ন্যাসীগণের দেহে বর্ত্তমান থাকে। (১৭৪) যাঁহারা কুলদ্রব্য দ্বারা কুল সাধুদিগকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ধন্য, কৃতার্থ ও পবিত্র হন এবং তাঁহারা সকল যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। (১৭৫) তাঁহাদের স্পর্শমাত্রে অশুচি শুচি, অস্পৃশ্য স্পর্শযোগ্য, এবং অভক্ষ্য ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। (১৭৬) যাঁহাদের স্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ, যবন ও খল ব্যক্তি শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকে অর্চ্চনা করিবে? (১৭৭) যাঁহারা কুলযোগী ও কৌলগণকে কুলতত্ত্ব ও কুলদ্রব্য দ্বারা একবার মাত্র ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে পূজ্য হইয়া থাকেন। (১৭৮) হে কমলাননে! কৌলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহার আশ্রয়ে অতি ঘৃণ্য অন্ত্যজও পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৭৯) হে প্রিয়ে! যেরূপ সকল জীবের পদচিহ্ন হস্তিপদে লীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদায় ধর্ম্ম কুলধর্ম্মে লীন হইয়া থাকে। (১৮০) হে প্রিয়ে! সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ কৌলগণ কি পবিত্রতম! ইহারা আত্মসম্বন্ধে ম্লেচ্ছ, শ্বপচ ও পামরগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। (১৮১) কূপজল গঙ্গায় পতিত হইলে সে যেরূপ গঙ্গারূপে পবিত্র হয়, তাহার ন্যায় কুলাচারপথাশ্রিত সর্ব্বজাতীয় লোকই কৌল হইয়া থাকে। (১৮২) যেরূপ সমুদ্রগত সলিলের পার্থক্য থাকে না, তাহার ন্যায় কুলার্ণবমগ্ন

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্ত দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে। তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥ ১৮৪
আহূতাঃ কুলধর্ম্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ। সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৮৫
প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ। তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ ১৮৬
চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া। কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমোষাত্যধোগতিম্ ১৮৭
শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যমেকস্মিন্ কৌলিকে কৃতে১৮৮
যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ। কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈর্মুক্তা যান্তি পরং পদম্॥১৮৯
শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ। স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেমণা পূজ্যাঃ মান্যাঃ পরস্পরম্১৯০
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে। ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ॥ ১৯১
ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ। দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ॥১৯২
সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহূয় মানবান্। পারয়ন্তি কুলাচারৈস্তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোত্তমাঃ॥ ১৯৩
ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বকর্ম্মবিনির্ণয়ম্। মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং লোকপাবনম্॥ ১৯৪
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সোঽন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯৫
সর্ব্বাগমাণাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারাং পরাৎপরম্। তন্ত্ররাজমিমং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥ ১৯৬
কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জ্জপসাধনৈঃ। জানন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মপাশৈর্ব্বিমুচ্যতে॥ ১৯৭
স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ। স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্য এতদ্বেত্তি কালিকে॥ ১৯৮

ব্যক্তি পৃথক্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (১৮৩) এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যে সকল দ্বিপদ অবস্থিতি করে, সকলেই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারে। (১৮৪) কুলধর্ম্মে আহূত হইয়া যাহারা তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়, তাঁহাদের সকল ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয় এবং তাহারা অধম লোকে গতি করিয়া থাকে। (১৮৫) যে সকল লোক কুলাচারের প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে কৌলের রৌরব নরকে বাস ঘটিয়া থাকে। (১৮৬) যে কৌল, চণ্ডাল, যবন, নীচ ও স্ত্রীলোককে অবজ্ঞা করিয়া কৌলধর্ম্মে দীক্ষিত না করে, সে কৌলাধম, এবং তাহার নিকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। (১৮৭) শতাভিষেকে যে পুণ্য সঞ্চয়, শত পুরশ্চরণে যে ফল প্রাপ্তি, একজনকে কৌল করিলে তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। (১৮৮) সংসারে যত প্রকার বর্ণ ও ধর্ম্মাবলম্বী আছে, তন্মধ্যে, যিনি কৌল তিনি পাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভের অধিকারী। (১৮৯) শৈব ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ তীর্থ ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ; অতএব স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রেমদানে পরস্পরে পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। (১৯০) তোমাকে অধিক কি বলিব, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, কুল কর্ম্মই সংসার সমুদ্র তরণের পক্ষে সেতুস্বরূপ, এতদ্ভিন্ন উদ্ধারের অন্যোপায় নাই। (১৯১) কুলধর্ম্মাশ্রয়ে সকল সংশয় দূরীভূত, সমুদায় পাপ নিবারিত ও সকল কর্ম্ম অদৃশ্য হইয়া থাকে। (১৯২) যাঁহারা সত্যব্রত, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা কৃপা করিয়া কুলাচার দ্বারা মনুষ্যগণকে আহ্বান করতঃ পবিত্র করিয়া থাকেন; ইহাঁরাই কৌলিকশ্রেষ্ঠ। ১৯৩ হে দেবি! সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়-কর লোকপাবন মহা-নির্ব্বাণ-তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। (১৯৪) যে ব্যক্তি ইহা নিত্য-কাল শ্রবণ করিবেন, বা অন্যকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ-মুক্ত হইয়া চরমে মোক্ষপদ অধিকার করিবেন,। (১৯৫) এই তন্ত্ররাজ সকল প্রকার আগম ও তন্ত্রের সারাৎসার ও পরাৎপর, ইহা জানিতে পারিলে লোকে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইতে পারে। (১৯৬) যিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণ, যজ্ঞসাধন ও জপাদিতে প্রয়োজন কি? তিনি কর্ম্ম-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। (১৯৭) হে কালিকে! যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, জ্ঞানী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন। (১৯৮) যিনি এই

অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ। কিমন্যৈর্ব্বহুভিস্তন্ত্রৈ র্জ্ঞাত্বেদং সর্ব্ববিদ্ভবেৎ॥ ১৯৯
আসীদ্‌ গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমং। তব প্রশ্নেন তন্ত্রেঽস্মিংস্তৎসর্ব্বং সুপ্রকাশিতম্‌॥ ২০০
যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তির্ম্মম প্রাণাধিকা পরা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে॥ ২০১
যথা নগেষু হিমবান্‌ তারকাসু যথা শশী। ভাস্বাংস্তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিমং তথা॥ ২০২
সর্ব্বধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্‌। পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ॥ ২০৩
বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্‌। ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ॥ ২০৪
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োঽপি বা। শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ২০৫
এতত্তন্ত্রস্য পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা। বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্‌॥ ২০৬
উক্তং বহুবিধং তন্ত্রমেকৈকাখ্যানসংযুতম্‌। সর্ব্বধর্ম্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃ পরতরং কচিৎ॥ ২০৭
পাতালচক্রভূচক্রজ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্‌। পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥ ২০৮
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থমেনং জানন্নরো ভবেৎ। ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ॥ ২০৯
সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম॥ ২১০
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যদং কিং ব্রবীমি তে। বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ২১১

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে পূর্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপনচতুর্ব্বিধাবধূতবিবরণকথনং নাম চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

সমাপ্তমিদং গ্রন্থং।

তন্ত্র জানিয়া সর্ব্ববিৎ হইয়াছেন, তাঁহার বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা ও অন্যান্য বহুবিধ তন্ত্র জানিবার প্রয়োজন কি? (১৯৯) যে সকল সাধন ও দিব্য জ্ঞান অতিশয় গুহ্যতম ছিল, তোমার প্রশ্নানুযায়ী তৎসমুদায়ই এই মহাতন্ত্রে প্রকাশ করিলাম। (২০০) হে সুব্রতে! তুমি যেরূপ ব্রহ্মশক্তি ও আমার প্রাণাধিকা, তন্ত্রও সেইরূপ জানিবে। (২০১) যেরূপ পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, তারা দল মধ্যে তারাপতি এবং তেজঃ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ। (২০২) এই তন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মময় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, বা করাইবেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবেন। (২০৩) হে দেবেশি! সকল তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্ররাজ যাঁহার গৃহে বিদ্যমান থাকিবে, তদ্বংশে কেহ কখনও পশুরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেক না। (০৪) যিনি অজ্ঞানস্বভাবে অন্ধ, মূর্খ কর্ম্মজড়, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ করিলে, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন থাকে না। (২০৫) হে পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্র পাঠ, শ্রবণ, অর্চ্চনা, ও বন্দনায় লোকে কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে! (২০৬) আমি এক একটী করিয়া, তোমাকে অনেক তন্ত্রের কথা বলিয়াছি এবং তাহাতে সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, কিন্তু এ তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তন্ত্র আর নাই। (২০৭) এই তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতাল, ভূতল ও জ্যোতিশ্চক্রের কথা আছে, যিনি তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সর্ব্বজ্ঞ। (২০৮) যিনি পরার্দ্ধ সহিত এই তন্ত্র জানিতে পারেন, তিনি ত্রিকাল-বার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য বৃত্তান্ত বলিতে পারেন। (২০৯) তন্ত্র ও শাস্ত্র অনেক প্রকার আছে, কিন্তু কেহই ইহার ষোড়শ অংশের একাংশের তুল্য হইতে পারে না। (২১০) আমি তোমার নিকটে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য কথা আর কি বলিব, (তবে এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে) যে এই তন্ত্র জানিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২১১)

সমাপ্ত।

মন্ত্রকোষঃ।

ওঁ নমঃ পরদেবতায়ৈ।

প্রথমনং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ—নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্॥ হ্রীং॥ ১॥বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমাবীজত্রয়াত্মকং। ঐঁ হ্রীং শ্রীঁ॥ ২॥ বাগ্বীজপুটিতা মায়া বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা॥ ঐঁ হ্রীং ঐঁ॥ ৩॥ অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়াব্রহ্মাগ্নিতারবান্। আং হ্রীং ক্রোং॥ ৪॥ অথান্নপূর্ণামন্ত্রাঃ।—মায়াহৃদ্ভগবত্যন্তং মাহেশ্বরিপদন্ততঃ। অন্নপূর্ণেঠযুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ। হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ১॥ ইয়মেব প্রণবাদ্যা॥ ২॥ শ্রীবীজাদ্যা॥ ৩॥ বাগ্বীজাদ্যা। ৪। কামাদ্যা। ৫। তারমায়াদ্যা॥ ৬॥ মায়া শ্রীযুগ্মাদ্যা। ৭। শ্রীমায়াযুগ্মাদ্যা ১। যথা—ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ।২। শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৩। ঐঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৪। ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৫। ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৬। হ্রীং শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ৭। হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ৮॥ অথ ত্রিপুটামন্ত্রাঃ—শ্রীমায়ামদনৈঃ প্রোক্তা মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ। শ্রীঁ হ্রীং ক্লীং। ১। পরাদির্ব্বা ভবেদ্দেবি কামাদির্ব্বা ভবেদিয়ং। হ্রীং শ্রীং ক্লীং। ২। ক্লীং শ্রীঁ হ্রীং। ৩। অথ ত্বরিতামন্ত্রাঃ।—তারো মায়াবর্ম্মবীজং খড়্গিরীশস্বরান্বিতং। কূর্ম্মস্তদন্ত্যো ভগবান্ ক্ষস্ত্রীদীর্ঘতনুচ্ছদং। সম্বর্ত্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ। ওঁ হ্রীং হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রী হূং ক্ষে হ্রীং ফট্। ।১। অথ নিত্যামন্ত্রঃ—বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ নিত্যক্লিন্নে মদঃ পুনঃ। দ্রবে বহ্নিবধূর্ম্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোয়মীরিতঃ। ঐঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা। ১। অথ বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্রঃ।—বাগ্মায়ানন্তরং নিত্যক্লিন্নে ভূয়ো মদদ্রবে। স্বাহান্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বশ্যপ্রদায়কঃ। ঐঁ হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা। ১। অথ দুর্গামন্ত্রাঃ। মায়াদ্রিঃ কর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ। পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ। তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ অথ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রাঃ।—ভান্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ং। অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী॥ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা॥ প্রণবাদ্যা জপেদ্বিদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজাদিকং বাপি কবচাদ্যাং জপেত্তথা॥ সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র কামাদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেত্তাস্তু দেবীং বাক্যবিশুদ্ধয়ে॥ এতে নবাক্ষরাঃ। বিনা বীজৈর্মহাবিদ্যা নির্ব্বীর্য্যা পরিকীর্ত্তিতা। পুটিতা বীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মঞ্চ দেশিকৈঃ। দশাক্ষরা সমানাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনেশ্বরী। প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ। কামং প্রণবমিত্যুক্তাং ভবেদ্বিদ্যা পুনর্দ্দশ। যথা।—ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ।২। হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৩। স্ত্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৪। হুঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৫। ক্লীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৬। ঐঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৭। ইতি নবাক্ষরাঃ। অথ দশাক্ষরাঃ। ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা হ্রীং। ৮। ওঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ৯। ক্লীঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা। ১০। ক্লীং ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা॥ ১১॥ অথ জয়দুর্গামন্ত্রঃ।—তারো দুর্গে যুগং রক্ষমন্ত্যে টান্তং সুলোচনং। দ্বিঠান্তো জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী॥ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা॥ ১॥ অথ শূলিনীমন্ত্রাঃ॥ জ্বল জ্বলপদস্যান্তে শূলি

নীতি পদস্ততঃ। দুষ্টগ্রহহমন্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্মনুঃ। জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা। ১। অথ সরস্বতীমন্ত্রাঃ।—বদ বদ বাগ্বাদিনি বহ্নিবল্লভেতি দশাক্ষরা। বদ বদ বগ্বাদিনি স্বাহা। ১। ভুবনেশীসম্পুটোঽয়ং, মহাসারস্বতপ্রদঃ। হ্রীং বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা হ্রীং। ২। হৃদয়ান্তে ভগবতি বদশব্দদ্বয়স্ততঃ। বাগ্‌দেগবি বহ্নিজায়ান্তং বাগ্‌ভবাদ্যং সমুদ্ধরেৎ॥ ঐং নমো ভগবতি বদ বদ বাগ্দেবি স্বাহা ॥ ৩॥ তারো মায়া ধরো বিন্দুঃ শক্তিস্তারঃ সরস্বতী। ঙেন্তো নমোঽন্তকো মন্ত্রঃ প্রোক্ত একাদশাক্ষরঃ। ওঁ হ্রীঁ ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ৪। বাচস্পতেঽমৃতে ভুয়ঃ প্লবল্লুরিতে কীর্ত্তয়েৎ। বাগাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাঽয়োঽপরঃ। ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লবল্লুঃ। ৫। তোয়স্থং শয়নং শয়নং বিষ্ণোঃ স কেবলচতুর্মুখং। অর্দ্ধ শেন্দুযুতো বহ্নিবিন্দু সত্যাম্বুবান্ ভৃগুঃ। উক্তানি ত্রীণি বীজানি সদ্ভিঃ সারস্বতার্থিনাং॥ ঐং ক্লং স্বোং॥ ৬॥ অথপারিজাতসরস্বতীমন্ত্রাঃ॥—প্রণবহৃল্লেখাসম্পুটিতহকার সকারৌকারযুক্তসরস্বতী ঙেন্তনতিঃ। ওঁ হ্রীং হেসৌঃ হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ ১॥ অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রঃ॥—সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যা বাগ্‌ভবং বীজমুদ্ধরেৎ। তারেণ পরয়া দেবী সম্পুটীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। সরস্বত্যৈ হৃদন্তোঽয়ং রুদ্রার্ণোঽয়মুদীরিতঃ। ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ ১॥ অথ লক্ষ্মীমন্ত্রঃ। বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দুসংযুতং। বীজমেতৎ শ্রিয়াঃ প্রোক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদং। শ্রীং। বাগ্‌ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়া মকরকেতনঃ। চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং॥ ২॥ দীর্ঘাযাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা ভান্বর্ব্বসন্ধরা। বান্তেসিন্ধৈ প্রিয়া বহ্নের্মনুঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ। নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা॥ ৩॥ অথ মহালক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।—বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকরেতনঃ। তার্তীয়ঞ্চ জগৎপার্শ্বো বহ্নিবীজসমুজ্জ্বলঃ। অর্থীশাদ্যো ভৃগুঃ তৈাহৃৎ মন্ত্রোঽয়ং, দ্বাদশাক্ষরঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং হেসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। শম্ভুপত্নী প্রিয়া রুদ্ধা কলৌ ভগবতী মহী। ব্রহ্মাদিত্যে ধরা দীর্ঘা লক্ষ্যাদি ভগবান্ মরুৎ। প্রসীদ যুগলং ভূয়ঃ শ্রীরুদ্ধা ভুবনেশ্বরী। মহালক্ষ্মীনমোঽন্তঃ স্যাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ॥ ২॥ অথ গণেশমন্ত্রাঃ। পঞ্চান্তকং শশিযুক্তং বীজং গণপতের্ব্বিদুঃ। গং। ১। শ্রীশক্তিস্মরভূবিম্ববীজানি প্রথমং বদেৎ। ঙেঽন্তং গণপতিং পশ্চাৎ বরান্তে বরদম্পদং। উক্তা সর্ব্বজনং মেঽন্তে বশমানয়ঠদ্বয়ং। অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ। ভূবীজমাহ। স্মৃতিস্থং মাংসমৌবিন্দুঃ ভূয়ো বীজ সমীরিতং। ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। ২। অথ মহাগণেশমন্ত্রাঃ। শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ। ঙেঽন্তমগ্নি বধূঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ। হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা। ১। শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং মহাগণপতিং বদেৎ। ঙেঽন্তমগ্নিবধূঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ! হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা। ১। শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং বশমানয় ঠদ্বয়ং। তারাদ্যো মনুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাক্ষরান্বিতঃ। ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা॥ ২॥ অথ হেরম্বমন্ত্রাঃ। পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ। তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ। চতুর্ব্বর্ণাত্মকো নৃণাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং। ওঁ গূং নমঃ। ১। সম্বর্ত্তকো নেত্রযুক্তঃ পার্শ্বো বহ্ন্যাসনোত্থিতঃ। প্রসাদায় চ হৃন্মন্ত্রঃ সবীজো দ্বাদশাক্ষরঃ॥ গং ক্ষিপ্রসাদায় নমঃ। ২। অথহরিদ্রাগণেশমন্ত্রাঃ। পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ গ্লং॥ ১॥ মন্ত্রোদ্ধারমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। ইন্দ্রবীজং সমুদ্ধৃত্য নিজবীজং সমুদ্ধরেৎ। চতুর্দ্দশস্বরেণাঢ্যং বিন্দুভূষিতমস্তকং। একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতং পদ্মযোনিনা॥ গ্লৌং ২॥ লক্ষ্ম্যাদ্যাং বাক্ কূর্চ্চাদ্যাং মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। কামাদ্যাং বধূবীজং বা বাগাদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। কামাদ্যাং বা মহাবিদ্যাং নিজবীজাদিকস্তথা। দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাত্রসংযুতা।

চতুর্ব্বর্গাত্মিকা বিদ্যা বহ্নিজায়াবধি প্রিয়ে। শ্রীং গ্লৌং॥৩॥ হূং গ্লৌং। ৪ হ্রীং গ্লৌং। ৫ ক্লীং গ্লৌং। ৬। স্ত্রীং গ্লৌং। ৭। ঐং গ্লৌং। ৮। ওঁ গ্লৌং। ৯। গং গ্লৌং। ১০। শ্রীং গ্লৌং ফট্। ১১। হূং গ্লৌং ফট্। ১২। হ্রীং গ্লৌং। ১৩। ক্লীং গ্লৌং ফট্। ১৪। স্ত্রীং গ্লৌং ফট্। ১৫। ঐঁ গ্লৌং ফট্॥ ১৬॥ ওঁ গ্লৌং ফট্॥ ১৭॥ গং গ্লৌং ফট্॥ ১৮॥ শ্রীং গ্লৌং স্বাহা॥ ১৯॥ হূং গ্লৌং স্বাহা॥ ২০॥ হ্রীং গ্লৌং স্বাহা॥ ২১॥ ক্লী গ্লৌং স্বাহা॥ ২২॥ স্ত্রীং গ্লৌং স্বাহা॥ ২৩॥ ঐঁ গ্লৌং স্বাহা॥ ২৪॥ ওঁ গ্লৌং স্বাহা॥ ২৫॥ গং গ্লৌং স্বাহা॥ ২৬॥ অথসূর্য্যমন্ত্রাঃ॥ তারোঘৃণিভৃ্গুঃ পশ্চাদ্বামকর্ণবিভূষিতঃ। বহ্ন্যাসনোমরুৎশেষঃ সনেত্রোঽত্রি-স্বপশ্চিমঃ। অষ্টাক্ষরোমন্ত্রঃ প্রোক্তো ভানোরমিততেজসঃ ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য॥ ১॥ আকাশমগ্নিদীর্ঘেন্দুসংযুতং ভুবনেশ্বরী। সর্গান্বিতো ভৃগুর্ভানো স্ত্র্যক্ষরোঽয়মুদাহৃতঃ। হ্রীং সঃ॥ ২॥ আকাশমগ্নিং পবনং সত্যান্তোঽধীশ বিন্দুমৎ। মার্ত্তণ্ডভৈরবং নাম বীজমেতদুদাহৃতং॥ পুটিতঃ বিশ্ববীজেন সর্ব্বকামফলপ্রদং। বিশ্ববীজং যথা। টান্তং দহননেত্রেন্দুসহিতং তদুদাহৃতং। ঠ্রেং হবরওং ডং ঠ্রেং॥ ৩॥ বিয়দর্দ্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ। অজপাখ্যো মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ। হংসঃ॥ ৪॥ অথ বিষ্ণুমন্ত্রঃ। তারং নমঃ পদং ব্রূয়ান্নরৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ। পধনোণায়মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ॥ ওঁনমো নারায়ণায়॥ ২॥ অথ শ্রীরামমন্ত্রাঃ॥ অমস্তোগ্ন্যাসনঃ বেন্দুবীজং রামায় হৃন্মনুঃ। ষড়ক্ষরো মন্ত্রাদিষ্টো ভজতাং কামদো মনুঃ॥ রাং রামায় নমঃ॥ ১॥ স্বকামশক্তিবাগ্‌লক্ষ্মীতারাদ্যঃ পঞ্চবর্ণকঃ। ষড়ক্ষর ষড়্‌বিধঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। ক্লীং রামায় নমঃ॥ ২॥ হ্রীং রামায় নমঃ॥ ৩॥ ঐং রামায় নমঃ॥ ৪॥ শ্রীং রামায় নমঃ॥ ৫॥ ওঁ রামায় নমঃ॥ ৬॥ জানকীবল্লভং ঙেঽন্তং বহ্নির্জায়া হুমাদিকং। দশাক্ষরোঽয়ংরামস্য মন্ত্রেঽস্মিন্ স্যাদৃষির্ব্বিরাট্। হূঁং জানকীবল্লভায় স্বাহা॥ ৭॥ বহ্নিনারায়ণেনাঢ্যো জঠরঃ কেবলস্তথা। দ্ব্যক্ষর-মন্ত্র রাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। রাম॥ ৮॥ তারোমায়ারমানঙ্গবাক্ স্ববীজস্ত ষড়্‌বিধঃ। ত্র্যক্ষর মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। ওঁ রাম॥ ৯ হ্রীং রাম॥ ১০ শ্রীং রাম॥ ১১ ক্লীং রাম॥ ১২ ঐং রাম॥ ১৩ রাং রাম॥ ১৪ শ্রীমায়ামন্মথৈকৈক বীজাদ্যন্তগতোমনুঃ। চতুর্ব্বর্ণ সএব স্যাৎ ষড়্‌বর্ণো বাঞ্ছিতপ্রদঃ। স্বাহান্তোহুং ফড়ন্তো বা নমোঽন্তোবা ভবেন্মনুঃ। শ্রীং রাম শ্রীং॥ ১৫ হ্রীং রাম হ্রীং॥ ১৬ ক্লীং রাম ক্লীং॥ ১৭ শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা॥ ১৮ শ্রীং রাম শ্রীং হুং ফট্॥ ১৯ শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ॥ ২০ হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা॥ ২১ হ্রীং রাম হ্রীং হুং ফট্॥ ২২ হ্রীং রাম হ্রীং নমঃ॥ ২৩ ক্লীং রাম ক্লীং স্বাহা॥ ২৪ ক্লীং রাম ক্লীং হুং ফট্॥ ২৫ ক্লীং রাম ক্লীং নমঃ॥ ২৬ দ্ব্যক্ষরশ্চন্দ্রভদ্রান্তো মন্ত্রোঽয়ং চতুরক্ষরঃ। রামচন্দ্র॥ ২৭ রামভদ্র॥ ২৮ রামায় হৃন্মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ॥ রামায় নমঃ॥ ২৯ পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ-প্রত্যেক-পূর্ব্বকোমনুঃ। লক্ষ্মীবাগ্মন্মথাদিশ্চ তারাদিঃ স্যাদনেকধা; তেন অং রামায় নমঃ॥ ৩০ আং রামায় নমঃ॥ ৩১ এতে মন্ত্রা শ্রীবীজাদয়শ্চেৎ সপ্তাক্ষরাঃ॥ যথা শ্রীং অং রামায় নমঃ। ঐং অং রামায় নমঃ। এবং জ্ঞেয়াঃ। বহ্নিস্থং শয়নং বিষ্ণোরর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং। একাক্ষরোঽয়ং সংপ্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। রাং। অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ।—গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায়েতি ঠদ্বয়ং। অয়ং দশাক্ষরোমন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ১ ত্রয়োদশাক্ষরো যথা। শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বশ্চ শক্তি-শ্রীমারপূর্ব্বকঃ। কামশক্তিরমাপূর্ব্বা দশার্ণামনবস্ত্রয়ঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ২ ক্লীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ৩ ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায়দ্বিঠো বিধি। কামবীজাদিরাখ্যাতো মন্ত্রষ্টাদশাক্ষরঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ৪ কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃপরং। গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় স্বাহা॥ ১॥ শক্তিশ্রীপূর্ব্বোঽষ্টাদশাক্ষরঃ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ৭ বাগ্‌ভবং মায়াবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী। গোবিন্দায় রমা গোপীজনবল্লভান্তং শিরঃ। চতুর্দ্দশস্বরে পেতো ভৃগু সর্গী তদূর্দ্ধতঃ।

দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদায়কঃ। ঔং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহাসৌঃ॥ ৭ বাগ্‌ভবং মার বীজঞ্চ মায়ালক্ষ্মীমনন্তকং। দশার্ণো গোপীজন বল্লভায় ততো দ্বিঠঃ। স্মৃতঃ শক্রাক্ষরোমনুঃ॥ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ ৮ বাগ্‌ভবং ভুবনেশানীং শ্রীং বীজং কামবীজকং। দশার্ণোমন্ত্ররাজশ্চ ভবেৎ শক্রাক্ষরঃ পরঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা॥ ৯ কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতং। ত্রৈলোক্যমোহিনী বিষ্ণোঃ কথিতস্তবল্লভাবতঃ। ক্লীং॥ ১০ হৃষীকেশপদং ঙেহন্তঃ নমোহন্তঃ কামপূর্ব্বকঃ। অষ্টাক্ষরোমনুঃ প্রোক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ। ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ॥ ১১ লক্ষ্মীমায়া কামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণ-পদন্ততঃ। স্বাহেতি মন্ত্ররাজোহয়ং ভজতাং সুরপাদপঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা॥ ১২ শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা॥ ১৩ তারো হৃদ্ভগবান্ ঙেহন্তো রুক্মিণীবল্লভায়স্তথা। শিরোহন্তঃ ষোড়শার্ণোয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ ওঁনমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা। শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বোহঙ্গজন্মশক্তিরমান্তকঃ। দশাক্ষরঃ স এবাসাবাদৌ শক্তিসম-ন্বিতঃ মন্ত্রেবিকৃতিরব্যর্ণো আচক্রাদ্যঙ্ককারিণৌ। হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং॥১৫ হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥১৬ প্রণবং নমসাযুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌ তথা। শ্রীপূর্ব্বৌ ঙেন্তাবুচ্চার্য্য হুং ফট্ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ। ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় হুং ফট্ স্বাহা॥ ১৭ অথ বালগোপাল মন্ত্রাঃ—চক্রী বহ্নিস্বরযুতঃ সর্গোকার্ণো মনুর্ম্মতঃ। কৃং॥ ১॥ কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এবচ। স এবচ চতুর্ব্বর্ণঃ স্যাৎ ঙেন্তোহন্যশ্চতুরক্ষরঃ। বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি। সএব কামপূর্ব্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমনুঃ স্মৃতঃ। কৃষ্ণায়েতি স্বরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চা-ক্ষরোহপরঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেহন্তৌ সপ্তার্ণো মনুরীরিতঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকো ঙেহন্তৌ কামাদ্যা বষ্টবর্ণকঃ। আদ্যন্তে কামবীজঞ্চেন্নবাক্ষর উদাহৃতঃ। দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্তোহবর্ণকঃ। সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নম ইত্যপরোহষ্টকঃ। কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুচ্চরেৎ। শ্যামলাঙ্গ-পদং ঙেহন্তং নমোহন্তোয়ং দশাক্ষরঃ। শিরোন্তৌ বালবপুষে কৃষ্ণায়ান্তো মনুর্ম্মতঃ। শ্রীশক্তিমার-কৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরো মনুঃ। শিরোহন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ॥ কৃষ্ণ॥ ২ ক্লীং কৃষ্ণ॥ ৩॥ ক্লীং কৃষ্ণায়॥ ৪॥ কৃষ্ণায় নমঃ॥ ৫॥ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥ ৬॥ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং॥ ৭॥ গোপালায় স্বাহা॥ ৮॥ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা॥ ৯॥ কৃষ্ণায় গোবিন্দায়॥ ১০॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়॥ ১১॥ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং॥ ১২॥ দধিভক্ষণায় স্বাহা॥ ১৩॥ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ॥ ১৪॥ ক্লীং গ্লৌং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ॥ ১৫॥ বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা॥ ১৬॥ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং॥ ১৭॥ বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা॥ ১৮॥ ঊর্দ্ধ দন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্। মাংসনাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোহষ্টবর্ণকঃ। গোকুলনাথায় নমঃ॥ ১৯॥ সদ্যঃফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেহন্যং চতুরক্ষরং। সম্প্রোক্তো মারযুগ্মান্তঃ সহকৃষ্ণপদেন তু। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ক্লীং কৃষ্ণং ক্লীং মারয়োরন্ত মাংসাধোরক্তশ্চেদপরো মনুঃ। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং॥ ২১॥ অথ বাসুদেব-মন্ত্রাঃ—প্রণবো হৃদ্ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ ১॥ হৃল্লে-খাবীজযুগলং রমাবীজদ্বয়ন্তথা। লক্ষ্ম্যন্তবাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ। চতুর্দ্দশাক্ষরঃ প্রোক্তো মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ। ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ॥ ২॥ অথ দধিবামনমন্ত্রঃ।—তারোহৃদ্বিষ্ণবে পশ্চাৎ ঙেন্তং সুরপতির্ভবেৎ। মহাবলায় ঠদ্বন্দ্বং মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা॥ ১॥ অথ হয়গ্রীবমন্ত্রঃ॥—উদ্গিরৎ পদমাভাষ্য প্রণবো-দ্গীথশব্দিতঃ। সর্ব্ববাগীশ্বরেত্যন্তে প্রবদেদীশ্বরেত্যথ। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্যশব্দান্তে সর্ব্বমুচ্চরেৎ। বোধয়দ্বিতয়ান্তোহয়ং তারাদির্ম্মনুরীরিতঃ। ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেত্যথ। সর্ব্ববেদ-ময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়॥ ১॥ বিয়দ্ভৃগুস্থ-মর্ঘীশ-বিন্দুমদ্বীজমীরিতঃ। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ হস্ৌং॥ ২॥ হয়শিরঃ পদং ঙেহন্তং হৃদয়ান্তং সমুদ্ধরেৎ। স্ববীজাদিরয়ং

মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ। হস্ৎং হয়শিরসে নমঃ ।৩। উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ববেদ-ময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বীজঃ প্রণবসম্পুটঃ হস্ৎং ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গাথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর। সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হস্ৎং ॥৪॥ বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপায় চিন্ময়াচিন্ত্যরূপিণে তুভ্যং নমো হয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো হংসেন সংপুটীকৃতঃ। হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপায় চিন্ময়াচিন্ত্যরূপিণে। তুভ্যং নমো হয়গ্রীব-বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে। স্বাহা হংস ॥ ৫ ॥ অথ নৃসিংহমন্ত্রঃ। উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরং। জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতোমুখমীরয়েৎ। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্র মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ। নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং ॥ ১ ॥ হৃল্লোখাসম্পুটশ্চেত্তু সর্ব্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ হ্রীং ॥ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং হ্রীং ॥২॥ পাশঃ শক্তির্নরহরেরঙ্কুশো বর্ম্ম ফট্ মনুঃ। ষড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ। আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রৌং হুং ফট্ ॥৩ ॥ ক্ষকারো বহ্নিমারূঢ়ো মনুবিন্দুসমন্বিতঃ ॥ একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ক্ষ্রৌং ॥ ৪ জয়দ্বয়ং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বো নৃসিংহ ইত্যপি। অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মনুঃ ॥ জয় জয় শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ৫ ॥ অথ হরিহরমন্ত্রাঃ—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ ॥ওঁ হ্রীং হ্রৌং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌংহ্রীং ওঁ ॥ ১ ॥ অথ বরাহমন্ত্রঃ। তারো নমো ভগবতে বরাহপদমীরয়েৎ। রূপায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্যাৎ পতয়ে তদনন্তরং। ভূপতিত্বং মে তদন্তে দেহান্তে চ দদাপয়। বহ্নিজায়াবধির্ম্মন্ত্রঃ স্যাত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ। ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা ॥ ১ ॥ অথ শিব-মন্ত্রাঃ—শান্তমোকারসংযুক্তং বিন্দুভূষিতমস্তকং। প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ ॥ হৌং ॥১॥ ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশ্বরী ॥ হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং ॥ ২ ॥ ষড়ক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরোঽপরঃ। ইতি কচিৎ পাঠঃ॥ তারোমায়াবিয়দ্বিন্দুত্মনুস্বারসমন্বিতঃ। ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ অথমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রাঃ।—তারঃ স্থিরাসকর্ণেন্দুঃ ভৃগুঃ সর্গসমন্বিতঃ। ত্র্যক্ষরাত্মা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ ॥ ওঁ জুংসঃ ॥ ১ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পালয়দ্বিতয়ং বদেৎ। মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চার্য্য পুনরেব বিলোমতঃ। দ্বাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ মৃত্যুঞ্জয়াভিধোঽপরঃ ওঁ জুং সঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ ॥ ২ ॥ প্রথমং হৃদয়ং পশ্চাত্ততো ভগবতে পদং। ঙেন্তাঞ্চ দক্ষিণামূর্ত্তি মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ। প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ান্তোঽয়ং দ্বাবিংশত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা ॥ ৩ ॥ অগ্নিসম্বর্ত্তকাদিত্যবালিসৌষষ্টবিন্দুমৎ। চিন্তামণি-রিতি খ্যাতং বীজং সর্ব্বসমৃদ্ধিদং। রক্ষমবয় ওঁ উং ॥ ৪ ॥ অথ নীলকণ্ঠমন্ত্রাঃ।—পার্শ্বো বহ্নিসমারূঢ়স্তারবানাদ্যবীজকং। ধান্তো বহ্নিসমারূঢ়স্তুর্য্যস্বরসমন্বিতঃ। বিন্দুমাংস্তদ্বিতীয়ঃ স্যাৎ টান্তঃ সর্গী তৃতীয়কং। নীলকণ্ঠাত্মকো মন্ত্রো বিষজ্বরহরঃ পরঃ ॥ প্রোং নৃং ঠঃ ॥ ১ ॥ হৃদয়ং বরদঃ সাক্ষিলান্তোঽনন্তান্বিতো মরুৎ। পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ। নমঃ শিবায় ২ ওঁ নমঃ শিবায় ॥৩ তারো হৃন্নীলকণ্ঠায় মন্ত্রশ্চাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ॥৪ অথ চণ্ডোগ্র-শূলপাণিমন্ত্রাঃ।—অর্ঘীশো বহ্নিশিখরো নান্তস্থো দস্ত ঈরিতঃ। ফঁড়স্তশ্চণ্ডমন্ত্রোঽয়ং ত্রিবর্ণাত্মা সমীরিতঃ। ঊর্দ্ধফট্ ॥ ১ অথ ক্ষেত্রপালমন্ত্রঃ। ক্ষ্রৌমিতি বীজাদিক্ষেত্রপালায়েত্যুপেতনমোঽন্তঃ। ক্ষ্রৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ প্রণবাদির্যথা। বর্ণান্ত্যমৌবিন্দুযুতং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ। তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য ঈরিতঃ ॥ ওঁ ক্ষ্রৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ ১ অথ বটুকমন্ত্রাঃ। উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেন্তমাপদুদ্ধরণন্তথা। কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ। একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ। হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ॥ ১ ॥ এবং প্রণব পূর্ব্বক মিতি যথা। ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ॥ ২ অথত্রিপুরাভৈরবী

মন্ত্রঃ। হ স রৈঁ হ ন ল ক রোঁ হ স রোঁ॥ ১ এতৎ সর্ব্বং পরস্পরসংযুক্তং উচ্চরণার্থং এতাদৃশী রীতিঃ। অথ কৌলেশভৈরবীমন্ত্রঃ। হ স রৈঁ হ স ক ল রৌঁ এতদপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ যুক্তং। সকল-সিদ্ধিদাভৈরবীমন্ত্রঃ। স হৈঁ স হ ক ল রীঁ স হৌঁ॥ কামেশ্বরভৈরবীমন্ত্রঃ৭ স হৈঁ স ক ল হ্রীং স হ-রৌঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে॥ অথ সম্পৎপ্রদ ভৈরবীমন্ত্রঃ। হ স রৈঁ হ স ক ল রীঁ হ স রৌঁ। এতদপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীমন্ত্রঃ। হ সৈঁ হ স ক রীঁ হ॥ স রৌঃ। ৪ এতদপি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। অথ চৈতন্যভৈরবীমন্ত্রঃ। সৈঁ হ স ক ল রীঁ। স হ রৌং। ষট্কূটাভৈরবী-মন্ত্রঃ।—ড র ল ক স হৈঁ ড র ল ক স হীঁ ড র ল ক সহৌঁ। নিত্যাভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ স ক ল ড্রেং হ হ স ক ল র হ্রীং হ স ক ল র ড্রৌঁ॥ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—হৈস্ঁ হ স ক ল রীং হসৌঁঃ॥ ত্রিপুরাবালাভৈরবীমন্ত্রঃ। ঐং ক্লীং সৌঁঃ ইয়মভিশপ্তা। শাপোদ্ধারে কৃতে চেৎ হৈংসঃ হংসং ক্লীং হেসৌ ইতি চতুর্দ্দশাক্ষরং। আং স হ রৈং রীং স হ ক ল রীং ক্রোং ক্রোং স হ স্রৌং অয়ং ভয়বিধ্বংসিন্যা কূটঘটিতঃ॥ রুদ্রভৈরবীমন্ত্রঃ।—হ স খ ফ্রেং হ স ক ল রীং হ সৌঃ॥ সকলেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—স হে স হ ক ল হ্রীং স সৌ ইতি মন্ত্রোভবতি। অস্যাঃ পঞ্চাক্ষরং। ঐং ক্লীং ষোঃ সৌঃ ক্লীং। হং সঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হং সঃ॥ অস্যাঃ ষোড়শাক্ষরং আং স হ রৈং রীং স হ ক ল রীং ক্রোং স রৌং সং হঃ। অথ নবকূটাভৈরবীমন্ত্রঃ। ঐং হ সেং ক্লীং হ স ক ল রীঁ সৌঃ হ সৌ হ হ হ॥ অস্যা মন্ত্রান্তরম্। হেঁ স হ র ক ল রীঁ হৌঁ স॥ অথ ভৈরবীমন্ত্রঃ।—ঐঁ ক্লীং। সৌঃ। কেষাং মতেঽয়ং ঐং কঁ ওঁ॥ মন্ত্রান্তরম্।—সৈং হ হ স ক ল রীঁ হৌঁ স। স হ রেঁ স হ ক ল রীং স হ রৌঁ॥ অর্থ ভৈরবীমন্ত্রাণাং দীপনী।—বরদ বরদ বাগ্বাদিনি ইত্যুচ্চার্য্য প্রথমং কূটমুচ্চরেৎ ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহাত্মা ক্ষং কুরু কুরু ইত্যুচ্চার্য্য দ্বিতীয়কূটমুদ্ধরেৎ ও মহামোক্ষং কুরু ইত্যুচ্চার্য্য তৃতীয়কূটমুচ্চরেৎ। জপস্যাদৌ সপ্ত অন্তে চ সপ্তধা জপেৎ শ্রীবিদ্যাদৌতথাদর্শনাৎ। কেন চিন্মতং দীপন্যা জপস্যাদাবন্তে চ সপ্তবারং জপেৎ। এষা দীপনী যথা,—বরদ বরদ বাগ্বাদিনি ঐং ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহামোক্ষং হেসৌঃ॥ অথত্রিপুরায়া মন্ত্রোদ্ধারঃ।—হ স রং বিয়দ্ভৃগুহুতাশস্থা ভৌতিবিন্দুঃসশেখরঃ। হ স ক ল রং বিয়ত্তদা দিগেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ। আকাশভৃগু-বহ্নিস্থো মন্ত্রঃ সর্গেন্দু খণ্ডবান্। পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বিদ্যা ত্রিপুরভৈরবী। প্রথমং বাগ্ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামবীজকম্। তৃতীয়ং কামকূটাখ্যং ত্রিভির্বীজৈরুদাহৃতম্। অস্যার্থঃ। শিবচন্দ্রবহ্নিবাগ্-ভবং। শিবচন্দ্র-কাম-পৃথিবী-বহ্নিচতুর্থস্বরবিন্দুমৎ। শিবচন্দ্ররেফচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুবিসর্গাঃ॥ অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রঃ।—শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্ভবং তদনন্তরং। কামবীজং তথা দেবি শিব-চন্দ্রান্বিতং ততঃ। পৃথ্বীবীজাদ্যবহ্ন্যাঢ্যং তার্ত্তীয়ং শৃণু বল্লভে। শক্তিবীজে মহেশানি শিববহ্নি নিযো-জয়েৎ। কুমার্য্যাঃ পরমেশানি হিত্বা সর্গন্ত বৈন্দবং। ত্রিপুরাভৈরবী দেবী মহাসম্পৎপ্রদা প্রিয়ে অস্যার্থঃ। ত্রিপুরাভৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভবতি। অথ কৌলেশভৈরবীমন্ত্রং। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবৎ বিদ্ধি কৌলেশভৈরবীং। হসাদ্যা সৈব দেবেশি ত্রিষু বীজেষু পার্ব্বতি ইয়ন্ত সহরাদ্যা স্যাৎ ধ্যানপূজাদিকস্তথা। অস্যার্থঃ। ত্রিকূটে সকারাদিশ্চেৎ তদা কৌলেশ ভৈরবী। অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীমন্ত্রঃ।—সম্পৎপ্রদাভৈরবী আদ্যন্তরেফবর্জ্জিতা চেৎ ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবী। ভবতি দক্ষিণমূর্ত্তো তথা দর্শনাৎ॥ অথ সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী মন্ত্রঃ।—এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতে। তদেয়ং পরমেশানি নাম্না সকলসিদ্ধিদা। অস্যার্থঃ। কৌলেশ ভৈরবী আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতা চেত্তদা সকলসিদ্ধিদা ভবতি। অথ চৈতন্যভৈরবী।—বাগ্ভবং বীজমুচ্চার্য্য জীবপ্রাণসমন্বিতং। সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতং। জীবং প্রাণং বহ্নিসংস্থং শক্রদ্বয়সমন্বিতং। বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা। অস্যার্থঃ। চন্দ্রশিবদশস্বরযুক্তং বিন্দুনাদাঢ্যং। চন্দ্রকাম-পৃথিবী-মহামায়া-চন্দ্রশেখর-বহ্নিবীজং চতুর্দ্দশস্বরযুক্তং বিসর্গাঢ্যঞ্চ॥ অথ কামেশ্বরীভৈরবী।—কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা পূর্ব্বসিংহাসনে স্থিতা। এতস্যা এব বিদ্যায়া

বীজদ্বয়মুদাহৃতং তদন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে। এতস্যা এব তার্ত্তীয়ং রুদ্রার্ণা পরমেশ্বরি॥ ষট্ কূটাভৈরবীমন্ত্রঃ।—ডাকিনী রাকিনী বীজে লাকিনী কাকিনীযুগং। শাকিনী-হাকিনী-রাকিণী বীজে ক্রমাদাহৃত্য সুন্দরি। আদ্যমৈকারসংযুক্ত-মন্তদীকারমণ্ডিতং। শক্রস্বরান্বিতং দেবি তার্ত্তীয়ং বীজমালিখেৎ। বিন্দুনাদকলাক্রান্তঃ তৃতীয়ং শৈলসম্ভবে। তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিত্যপি। তন্ত্রান্তরে। ডরোক্ষা মাদনং বীজং শিবমন্ত্র ত্রিধা লিখেৎ। অর্কেণ মায়াশুক্রাভ্যাং ক্রমত্তাং মণ্ডিতং কুরু। বিন্দুনাদান্বিতঞ্চাদ্যং স্বরম-স্ত্যবিসর্গবৎ॥ অথ নিত্যাভৈরবীমন্ত্রঃ। এতস্যাএব বিদ্যায়াঃ ষড়বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্। বিপরীতান্ বদ প্রৌঢ়ে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা॥ অথ রুদ্রাভৈরবীমন্ত্রঃ। শিবচন্দ্রৌ মাদনান্তং পান্তং বহ্নিসমন্বিতং। শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদকলাঢ্যং বাগ্ভবং প্রিয়ে। সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামবীজং তদেব হি। সদাশিবস্য চ বীজস্য মহাসিংহাসনস্য চ এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। অস্যার্থঃ। শিবচন্দ্র-চন্দ্রকান্ত-পান্তবহ্নিসংযুক্তমেকাদশস্বরবিশিষ্টং বিন্দুনাদকলাক্রান্তং বাগ্ভবং বীজং। শিবচন্দ্রকামপৃথিবীবহ্নিচতুর্থস্বরবিশিষ্টং নাদবিন্দুকলান্বিতং কামবীজং। প্রেতবীজং শক্তিকূটং তৃতীয়ম্॥ অথ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ। হংসাদ্যং বাগ্ভবং চাদ্য হসকান্তে সুরেশ্বরি। ভূবীজং ভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্। শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ভুবনেশী চ ভৈরবী। অস্যার্থঃ। শিবচন্দ্রৌ বাগ্ভবমিতি প্রথমং বীজম্। শিবচন্দ্র-ককার-পৃথিবী-মহামায়া ইতি দ্বিতীয়ং বীজম্। শিবচন্দ্র ইতি চতুর্দ্দশস্বরসবিসর্গস্তৃতীয়ং বীজম্॥ অথ সকলেশ্বরভৈরবীমন্ত্রঃ। ভুবনেশ্বরী ভৈরব্যাশ্চ ভেদান্তরমিহোচ্যতে। হসাদ্যা সৈব দেবেশি তদা সা সকলেশ্বরী। ইয়ং হসাদ্যা চেৎ তদা সকলেশ্বরী॥ অথ ত্রিপুরাবালামন্ত্রঃ। অধরো বিন্দুমানন্ত্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থশশিযুতঃ। দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাঢ্যো মনুস্তার্ত্তী সমীরিতঃ॥ অস্যার্থঃ। বাগ্ভববীজং সবিসর্গ চতুর্দ্দশস্বরযুক্তম্॥ মন্ত্রান্তরং। সূর্য্যস্বরং সমুচ্চার্য্য বিন্দুনাদকলান্বিতম্। স্বরান্তপৃথিবীসংস্থং তুর্য্যস্বরসমন্বিতম্। বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ। অব্যয়ো বিন্দুঃ। ইয়মভিশপ্তা। শাপোদ্ধারমাহ মুণ্ডমালাতন্ত্রে। কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্। মায়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যাতারাচন্দ্র-স্বরূপিণী। হকারসকারৌ বাগ্ভবে কামবীজে চ তৃতীয়বীজে তু হকারঃ এতস্যাঃ পঞ্চাক্ষরী। বাগ্ভবং ক্লেদিনীবীজং ঈকারান্তং ততঃপরম্। শক্তি মৌকারসংযুক্তং বিসর্গং তদধঃ ক্রমাৎ। নাদবিন্দুশিখাক্রান্তং বীজং পরমদুর্ল্লভম্। এতদ্বীজ-ত্রয়ং দেবি সৌঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্। ইয়ং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্ল্লভা। মতা-ন্তরম্।—রাজবীজত্রয়ং দেবি হংসাদ্যং বা জপেৎ প্রিয়ে। হংসান্তং বা মহাভাগে শপ্তাদিদোষ-শান্তয়ে। মতান্তরং পাশবীজং মহেশানি শক্তিঃ শৈবং সবহ্নিমম্। দ্বাদশস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দু-বিভূষিতং। কামবীজং প্রবক্ষ্যামি হ্রীংকারং শক্তিশৈবকং। মাদনঞ্চেন্দ্রবীজঞ্চ বহ্নিবামাক্ষিবিন্দুমৎ। শক্তিকূটং মহাদেবি ক্রোঙ্কারং শক্তিশৈবকং। বহ্নিবীজং মনোযুক্তং নাদবিন্দুবিসর্গকং। চতুর্দ্দশাক্ষরীং বিদ্যাং ষোড়শীং শৃণু পার্ব্বতি। হংসবীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী কথিতা ময়া। অথ নবকূটবালামন্ত্রঃ। বাল বীজত্রয়ং দেবি কূটত্রয়ং নবাক্ষরী। বিষৎকূটত্রয়ং দেবি ভৈরব্যা নবকূটকং। মতান্তরং। শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্বীজ নাদবিন্দুকলান্বিতং। বাগ্ভবং কথিতং বীজং কামবীজং শৃণু প্রিয়ে। শিবশক্তিমাদনেন্দ্রবহ্নিমায়াসমন্বিতং। নাদবিন্দুকলাতীতং কূটং পরমদুর্ল্লভং। শিবশ্চন্দ্রশ্চ মন্বন্তঃ সর্গবিন্দুকলান্বিতঃ। এষা নবাক্ষরী বালা সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা। অস্যার্থঃ শিবচন্দ্রবাগ্ভবং প্রথমং। শিবচন্দ্রকামভূবহ্নিসূর্য্যস্বরবিন্দুযুক্তং দ্বিতীয়ং। শিবচন্দ্রচতুর্দ্দশস্বরবিন্দুবিসর্গসংযুক্তং তৃতীয়ং। অপরা চন্দ্রাদিঃ। ভৈরবীয়মুদিতাকুলপূর্ব্বা দেশিকো যদি ভবেৎ মূলপূর্ব্বঃ। সৈবশীঘ্রফলদা ভুক্তিদ্যেত্যুচ্যতে পশুজনেষতিগোপ্যা। শিবাষ্টমং কেবলমাদিবীজং ভগস্য পূর্ব্বাষ্টমবীজমন্তৎ। পরং শিবান্তং কথিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেতবিদ্যা গুরু

বক্তুগম্যা। মন্ত্রান্তরং শক্তিঃ শিবো বহ্নিবীজং দ্বাদশস্বরবিন্দুকং। শক্তির্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রো ইন্দ্রো বহ্নীন্দুমায়য়া। শক্তিঃ শিবশ্চ বহ্নিশ্চ মনুস্বরবিসর্গকঃ। নাদ-বিন্দুকলাযুক্তং বাগ্ভবমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং। এতাসাং দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে। বদযুগ্মং মহেশানি বাগ্বাদিনি ততঃ পরং। এষা ত্বষ্টাক্ষরী বিদ্যা বাগদ্ভবাদ্যে নিয়োজয়েৎ। ক্লিন্নে ক্লেদিনি দেবেশি মহামোক্ষং ততঃ কুরু। কামবীজং সমুচ্চার্য্য প্রণবং তদনন্তরং। মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং ততোচ্চরেৎ। জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ॥ অথান্ন-পূর্ণেশ্বরী ভৈরবীমন্ত্রঃ। তারস্তু ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকং। হৃদন্তে ভগবত্যন্তে মহেশ্বরি পদস্ততঃ। অন্নপূর্ণে ঠ যুগলং বিদ্যেযং বিংশদক্ষরী৭ কামবীজং বিনা দেবি ত্রিবী-জপূর্ব্বিকা যদা। ঊনবিংশাক্ষরী দেবি ধনধান্যসমৃদ্ধিদা। অথান্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ১ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা॥ ২ ইতি শ্রীভৈরবীপ্রকরণং সমাপ্তং॥ * ॥ * ॥

অথ শ্রীবিদ্যা মন্ত্রাঃ।—মেরুর্যথা—ল স হ ঈ এ ব ক ঙং এতৈঃ সর্ব্ববিদ্যা। কলদ্রীং। ইদং কামেশীবীজং।—অন্ত্যে সকলা বিদ্যা॥ কামবীজাদ্যা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ১ অগস্ত্যোপাসিতা লোপামুদ্রা—হ স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ॥ ২—মনু-পূজিতা—ক হ এ ঈ ল হ্রীং হ ক এ ঈ ল হ্রীং স ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৩ চন্দ্রারাধিতা—হ স ক এ ঈ ল হ্রীং॥ স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীং স হ ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৪ কুবেরপূজিতা—হ স ক, এ ঈ ল হ্রীং হ স ক্ষ হ এ ঈ ল হ্রীং হ স ক এ ঈ ল হ্রীং॥ ৫ দ্বিতীয়ালোপামুদ্রা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং॥ ৬ নন্দিপূজিতা—স এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ৭ ইন্দ্রপূজিতা—ক এ ঈ ল হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং স ল ক হ্রীং॥ ৮ সূর্য্যপূজিতা—ক এ ই ল হ্রীং স ক হ ল হ্রীং স হ ক স ল হ্রীং॥ ৬ শঙ্করোপাসিতা—ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স হ ক ল হ্রীং ক, এ ঈ ল হ স ক ল স হ স ক ল হ্রীং॥ ১০ ষট্কুটবৈষ্ণবীমন্ত্রঃ—ক, এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ স ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং স এ ঈ ল হ্রীং স হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং॥ ১১ দুর্ব্বাসঃপূজিতা—ক এ ঈ ল হ রীং হ স ক হ ল হ রীং স ক ল হ রীং॥ ১২ হ্রীং শ্রীং ইতিকূটদ্বয়পূর্ব্বিকাঃ সকলাঃ স্ত্রীকূটাঃ পঞ্চকূটা ভবন্তি। হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বিকাষট্কূটাবৈষ্ণবী অষ্টকূটা ভবন্তি॥ এবং ওঁ হ্রীং শ্রীং কূটত্রয়পূর্ব্বিকাঃ সর্ব্বাস্ত্রিকূটাঃ ষট্কূটা ভবন্তি। ওঁ হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বা চতুষ্টয়কূটা সপ্তকূটা ভবতি। ওঁ হ্রীং শ্রীংপূর্ব্বা ষট্ কূটাবৈষ্ণবী নবকূটা ভবতি। হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বিকা চতুষ্কূট ষট্কূটা ভবতি এবং সর্ব্বা বিদ্যাঃ পারিভাষিকষোড়শ্যো ভবন্তি॥ অথ মহা-ষোড়শী মন্ত্রঃ।—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌং মধ্যে ষট্ কূটা বৈষ্ণবী সৌং হ্রীং ক্লীং ঐং শ্রীং॥১ এবং ওঁ হ্রীং শ্রীং ইতি কূটত্রয়পূর্ব্বক সকলত্রিকুটারূপষট্কূটা অপি ষোড়শ্যোভবন্তি। যথা—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং॥ ১ অথ সপ্তদশাক্ষরী—শ্রীং ওঁ ক্লীং শ্রীং মধ্যেশঙ্করোপাসিতা চতুষ্কূটা সৌং ঐং ক্লীং শ্রীং। অথোনবিংশত্যক্ষরী—শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং সৌঃ ও হ্রীং শ্রীং মধ্যে ষট্-কূটা বৈষ্ণবী সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ইতি ষোড়শী প্রকরণং। অন্যা একাক্ষরী ক্লীং। অথ দীপনী এতাসাং। ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ইত্যুক্তা কামবীজমুচ্চরেৎ। ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং হ স ক ল হ হ্রীং হ ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং ওঁ ঐং ক্লীং শ্রীং হ্রীং ক হ ল স হ্রীং ক হ ল হ্রীং ক হ স ল হ্রীং ওঁ হং সঃ ইত্যুক্তা শক্তিকূটমুচ্চরেৎ। এবং ক্রমেণ জপাদৌ সপ্তধা জপান্তে সপ্তধা জপেৎ॥ অথ শ্রীবিদ্যায়া মন্ত্রোদ্ধারঃ॥—ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবোমারাশক্তিস্তৃষ্ণাধ্বমাদনৌ। অর্দ্ধ-চন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে। মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মন্ত্রাত্মকসমুদ্ভবাঃ। সকলা ভুবনেশানি কামেশীবীজমুদ্ধৃতং। অনেন সকলাং বিদ্যাং কথয়ামি বরাননে। শক্ত্যন্তে তূর্য্যবর্ণোঽয়ং কলামধ্যে

ঋলোচনে! বাগ্ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামবীজমথোচ্যতে। মাদনং শিবচন্দ্রাদ্যং শিবান্তং মীনলোচনে॥ কামবীজমিদং প্রোক্তং ষড়্বর্ণং সর্ব্বমোহনং। শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাদ্যং সর্ব্বমোহনং। অস্যার্থঃ॥ শক্তিরেকারঃ তুর্য্য ঈকারঃ তেন ককার একার ঈকার লকার মহামায়া কামরাজকূটং। চন্দ্রঃ সকারস্তেন সকারককারলকারমহামায়া ইতি শাক্তকূটং। ইতি কামরাজবিদ্যাকূটত্রয়েণ॥ অথ লোপমুদ্রা॥—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্য্যঞ্চ সুন্দরি। হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা। অস্যার্থঃ। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবে একারমীকারঞ্চ ত্যক্ত্বা হকারং সকারঞ্চ দদ্যাৎ। অন্যৎ সমানং ইয়মগস্ত্যোপাসিতা॥ মনুপূজিতা। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবেন বরাননে। বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদিমমধ্যগং। শিবং কুর্য্যাৎ বাগ্ভবে তু শিবাদ্যং বাগ্ভবে তু শিবাদ্যং কামরাজকং। চন্দ্রাদ্যস্তু তৃতীয়া স্যাদ্বিদ্যেয়ং মনুপূজিতা। অস্যার্থঃ। কামস্ততঃ শিবস্তদনন্তরমেকারস্তত ঈকারাদিত্রয়ং॥ চন্দ্রারাধিতা॥—সহাদ্যং বাগ্ভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগং॥ মাদনং কামরাজে তু শক্তিকূটং সহাসনং। অস্যার্থঃ। সকারহকারাদিকামরাজবিদ্যা বাগ্ভবকূটমস্যাবাগ্ভবং। সকারস্ততো হকারস্ততঃ কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্ততঃ ঈকারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটং। অস্য বাগ্ভবং কূটমেব শক্তিকূটং॥ কুবের পূজিতা॥—হয়াননং বাগ্ভবস্তু শিবাদ্যং সহমধ্যগং। মাদনং কামরাজে তু তার্ত্তীয়ং শৃণু পার্ব্বতি। হসাদ্যং শক্তিবীজন্তু কুবেরেণ প্রপূজিতা। অস্যার্থঃ। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ ভবং হসাদ্যঞ্চেৎ তদস্যা বাগ্ভবং। শিবচন্দ্রৌ তথা কামস্ততঃ শিবস্তত একারস্তত ঈকারস্ততো লকারস্ততো মহামায়া ইতি কামরাজকূটং॥ দ্বিতীয়ং লোপামুদ্রা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্তার্ত্তীয়ং সুরসুন্দরি। যদ্বাদ্যং শক্তিবীজং স্যাদ্বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা। অস্যার্থঃ। কামরাজাখ্য—বিদ্যায়া যদেব বাগ্ভবকূটং কামরাজঞ্চাপি তদেব। শক্তিবীজং সহাদ্যমতি বিশেষঃ॥ নন্দি পূজিতা। কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবে মাদনং ত্যজ। চন্দ্রম্ তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরং। হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্য্যাৎ বিদ্যেয়ং নন্দিপূজিতা। অস্যার্থঃ। কামরাজবিদ্যায়া বাগ্ভবে কামং ত্যক্ত্বা চন্দ্রং দদ্যাৎ কামরাজে পুনঃ শিবান্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা চন্দ্রাদ্যং কুর্য্যাৎ। অন্যৎ সমানং॥ ইন্দ্রোপাসিতা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়া হিত্বা ভূমিং তৃতীয়কে। শক্তিবীজে স্থিতাং দেবি চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ॥ তেন শক্তিকূটং চন্দ্রেন্দ্রকামমহামায়াত্মকং বিদ্যেয়মিন্দ্রোপাসিতা॥ সূর্য্যপূজিতা।—লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরি। কামরাজে ভৃগুং হিত্বা তার্ত্তীয়ে স ক গ শিবঃ॥ অস্যার্থঃ॥ দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে সকারং ত্যজেৎ॥ তৃতীয়কূটেঽস্যসকারোপরি ককারং দদ্যাৎ শঙ্করোপাসিতা।—লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়াস্তু বিলিখ্য সুরসুন্দরি। পুনর্ব্বিলিখ্যতামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাং। হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ। চতুষ্কূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা। অস্যার্থঃ। দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং বিলিখ্য পুনরপি তামেব বিলিখ্য চতুর্থকূটে পঞ্চমকূটে চ স্থিতাং ভুবনেশানীং ত্যক্ত্বা একোচ্চারেণোচ্চরেৎ। উচ্চারণস্তু পূর্ব্বং ত্রিকূটমুচ্চার্য্য কাম একারস্তুর্য্যস্তু শশাঙ্ক কন্দর্পশিবেন্দ্র-চন্দ্রশিবকন্দর্পেন্দ্রমহামায়া উচ্চরেৎ। ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী। লোপামুদ্রাং পুনর্দ্বে বিলিখেত্তদনন্তরং॥ নন্দিকেশ্বরবিদ্যা চ ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী ভবেৎ॥ অস্যার্থঃ॥ পুনঃ শব্দস্বরসাৎ দ্বিতীয়লোপামুদ্রা-মিত্যর্থঃ॥ দুর্ব্বাসঃপূজিতা।—কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে। যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিবিধা সা মহেশ্বরি। বিন্দুহীনা নাদহীনা দুর্ব্বাসঃপূজিতা ভবেৎ। ত্রিকূটাস্তু ভুবনেশ্বরীং দ্বিধা বিভজ্য নাদবিন্দুহীনাং কৃত্বা উচ্চরেৎ॥ পারিভাষিকী ষোড়শী।—চন্দ্রান্তং বরুণান্তঞ্চ শক্রাদিসহিতং পৃথক্। বামাক্ষিবিন্দুনাদাঢ্যং ত্রিমাতৃককলাত্মকং। বিদ্যাদৌ যোজয়েদ্দেবি সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী। ত্রিকূটা সকলাভেদা পঞ্চকূটা ভবন্তি হি। বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্‌কূটা শাঙ্করী ভবেৎ॥ অস্যার্থঃ॥ চন্দ্রান্তং হকারঃ বরুণান্তং শকারঃ শক্রাদি রেফঃ॥

বামাক্ষি ঈকারঃ বিদ্যাদৌ পূর্ব্ববিদ্যাদৌ। বিদ্যাদিমণ্ডিতা দেবি শিবশক্তিময়ী সদা। তদা ভেদাস্তু সকলাঃ ষট্‌কূটা পরমেশ্বরি। বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্তকূটা চ শাঙ্করী। অস্যার্থঃ॥ পূর্ব্বোক্তবীজদ্বয়বতী বেদাদিপ্রণবঃ প্রণবমণ্ডিতা আদৌ ভূষিতা॥ অথ মহাষোড়শী। আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি। বিলিখ্য পরমেশানি ততোঽন্যানি সমুদ্ধরেৎ। অন্তর্ম্মুখী বরারোহে কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী। এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাতৈর্বীজৈঃ সম্পুটিতাং যজেৎ। ষট্‌কূটং পরমেশানি বিদ্যেয়ং ষোড়শাক্ষরী। ত্রিকূটা সকলা ভদ্রে ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি। বৈষ্ণব্যেকোনবিংশর্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী। অস্যার্থঃ। আদ্যবীজদ্বয়ং মায়ারমাত্মকং তস্য বিপরীতক্রমঃ। আদৌ রমা পশ্চান্মায়া। অন্তর্মধ্যে স্থিতং কামবীজং মুখে আদৌ যস্যাঃ কুমার্য্যাঃ এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাতৈর্বীজৈঃ ষট্‌কূটাং সপ্তকূটাং নবকূটাম্বা সম্পুটিতাং সম্পুটবৎকৃতাং তেন অনুলোমবিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থং। অস্যাপকর্ষং লিখ্যতে। রুদ্রযামলে। শ্রীমায়ামাদনো বাণী পরতারং শিবপ্রিয়া। হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ। মায়ালক্ষ্মী মহাবিদ্যা শ্রীবীজযোড়শাপরা। একাক্ষরীমাহ অস্যাঃ। তাং বিদ্যাং শৃণু দেবিশি কামবিন্দুবিভূষিতং॥ নাদবিন্দুকলাভেদা তুরীয়ঃ স্বরসংযুক্তং। মহাশ্রীসুন্দরীবিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ককারে সর্ব্বমুৎপন্নং কামকৈবল্যদায়কং। লকারে সকলৈশ্বর্য্যমীকারে সর্ব্বসৌখ্যদং। এবং বীজত্রয়ং ভদ্রে বিদ্যানাং সারসংগ্রহঃ॥ অতঃ পরং গ্রন্থগৌরবায় লিখ্যতে॥ অথ শ্রীবিদ্যানাং দীপনী।—তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাগ্বীজং মাদনং ভুবনেশ্বরীং। এতজ্জপ্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ বাগ্‌ভবাদ্যং সমুচ্চরেৎ। প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্‌ভবং। কামবীজং ততো জপ্ত্বা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারকং॥ ওঙ্কারং চৈব বাগ্বীজং রমাং মন্মথমায়য়া। স্বপ্নাবতীং মহাদেবি জপেত্তত্র সমাহিতঃ। প্রণবং চাধরং কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরী। মধুমতীং ততোজপ্ত্বা মায়াং শ্রীকূর্চ্চবীজকং। প্রণবাদ্যঞ্চ দেবেশি হংসবীজপুটীকৃতং। এতদ্বীজং সমুচ্চার্য্য শক্তিকূটং ততো জপেৎ। এষা তু দীপনী প্রোক্তা অজপা প্রাণরূপিণী। জপনিয়মস্তু।—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্ত বারমনুক্রমাৎ॥ অথ স্বপ্নাবতী।—শিবোমাদনশক্তে চ শক্তিস্তু ভুবনেশ্বরী। মহেশঃ ব্রহ্মা হংসস্তু চন্দ্রোঽপি পরমেশ্বরি। মহেশং শক্তিকামশ্চ পুরন্দরো বিজয়স্তথা। অগ্নিমারকলাযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং। হংসো হকারঃ মায়া। কলা ঈকারঃ॥ এষা স্বপ্নবতী পঞ্চদশাত্মিকা॥ অথ মধুমতী।—ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ পক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী। ব্রহ্মা বিয়ন্মরুচ্ছক্রস্তৎপরা ভুবনেশ্বরী। মাদনং সোমচন্দ্রৌ চ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী। মরুৎ যকারঃ এষা মধুমতী। অস্যা যন্ত্রং। বিন্দুমৎ ব্যস্তং অষ্টকোণং এতত্রয়ং সংহারচক্রং। দ্বিদশাক্ষরং চতুর্দ্দশাক্ষরং স্থিতিচক্রমেতত্রয়ঃ অষ্টপত্রে ষোড়শদলং বৃত্তত্রয়ং চতুর্দ্দারসমাযুক্তমেতৎ সৃষ্ট্যাত্মকং। তদুক্তং যামলে। বিন্দুত্রিকোণ-বসুকোণ-দশারযুগ্মমন্বস্রনাগদল-সঙ্গত ষোড়শারং। বিত্তত্রয়ঞ্চ ধরণীং চ মদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ॥ অত্র কৈশ্যং নাস্তি। অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রাঃ। লক্ষ্মীং লজ্জাং ততেমোয়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি। বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতং। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা॥ ১ কামাদ্যাং বাগ্‌ভবাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্বান্ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাং॥ ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা॥ ২ ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা॥ ৩ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা॥ ৪ মুনিমতে তু মন্ত্রান্তরং। শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা॥ ১ অয়ং মন্ত্রঃ ক্লীং বীজাদিঃ হুং বীজাদিঃ ঐংবীজাদিশ্চেতি। মন্ত্রান্তরং। হৃল্লেখা মাদনং লক্ষ্মীর্ব্বাগ্‌ভবং কূর্চ্চমেব চ। অস্ত্রান্তাচ্ছিন্নমস্তা চ মহাবিদ্যা প্রকাশিতা। হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং ফট্ স্বাহা॥ মন্ত্রান্তরং॥ ভুবনেশী কূর্চ্চবীজঞ্চ বাগ্‌ভবঞ্চ তদন রুরং বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হুং ফট স্বাহা ততঃ পরং। হ্রীং ক্লীং হুং ঐং হ্রীং বজ্রবৈ-

দুষ্টানাং বাচং ইত্যুক্ত্বা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ। জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় পদং বদেৎ॥ পুনর্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়াবধির্ভবেৎ। তারাদিকা চতুস্ত্রিংশদক্ষরী বগলামুখী ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা॥ অথ কর্ণপিশাচিমন্ত্রঃ। ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীঁ স্বাহা। অথ মঞ্জুঘোষমন্ত্রং। মাতৃকাদিং সমুদ্ধৃত্য বহ্নি-বীজং সমুদ্ধরেৎ। বামাংশং কূর্চ্চসংজ্ঞঞ্চ ততোঽনেন সমুদ্ধরেৎ। মীনেশঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্। অরবচধীং। ইয়ং দীপনী। মন্ত্রস্তু উচ্যতে। অঙ্কুশং শক্তিবীজঞ্চ রমাবীজং ততঃ পরম্। বীজত্রয়াত্মকো মন্ত্রো জাড্যৌঘধ্বান্তনাশকঃ। ক্রোঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে। শ্রীঁ ক্লীঁ। হকারো বহ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রবিভূষিতঃ হ্রীঁ। অথ তারিণীমন্ত্রঃ। বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং বামাক্ষিপরিভূষিতম্। নাদবিন্দুসমাযুক্তঃ বহুসিদ্ধি-প্রদায়কম্। পুনশ্চতুর্মুখং দেবি নকারেণ বিভূষিতম্। স্বরেণৈব চতুর্থেন চন্দ্রখণ্ডেন চ প্রিয়ে। লাঞ্ছিতং বৈ মহাবীজং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্। ততঃ কৃষ্ণপদঞ্চোক্ত্বা ততো দেবিপদং স্মৃতম্। হ্রীং কারঞ্চ ততো দদ্যাৎ খপূর্ব্বমুদ্ধরেত্ততঃ। ঈকারেণ চ রেফেণ মকারেণ বিভূষিতম্। ততো বাগ্‌ভবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমেনং সমুদ্ধরেৎ॥ ৯ ক্রীং স্ত্রীঁ কৃষ্ণদেবি হ্রীং ক্রোঁ ঐঁ॥ অথ সারস্বতকল্প। অনন্তং বিন্দুনা যুক্তং বামগণ্ডান্তভূষিতম্। জপেদ্দ্বাদশলক্ষস্তু মূঢ়োঽপি বাক্‌পতির্ভবেৎ। ঐঁ। অথ কামকল্পঃ। আদৌ শৃণু মহামন্ত্রং বাগ্‌ভবাদিনমোঽন্তকম্। বহ্ন্যাসনং শিবং শান্তং বিন্দুশান্ত-বিভূষিতম্। ঠকারং বিন্দুনা যুক্তং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্। ঙেন্তাচ চণ্ডিকা চৈব মন্ত্রঃ প্রোক্তো-দশাক্ষরঃ॥ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঠৈঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য রমাবীজং ততঃ পরম্। কাত্যায়নী পদং ঙেন্তং বহ্নের্ভার্য্যা ততঃ পরম্। হ্রীঁ শ্রীঁ কাত্যায়ন্যৈ স্বাহা॥ অথ জগদ্ধাত্রী দুর্গামন্ত্রাঃ॥ থান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণবিভূষিতম্। ইন্দুরিন্দুসমাযুক্তং বীজং পরমদুর্ল্লভম্। দুং॥ ১ বিবিধা সা মহাবিদ্যা তচ্ছৃণুষ্ব গণেশ্বরি। কূর্চ্চাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নি সুন্দরীম্। লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজযুতাং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে। বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেদ্বিদ্যাং প্রণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ॥ কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ॥ হুং দুং স্বাহা॥ ২ হ্রীং দুং ফট্॥ ৩ স্ত্রীং দুং স্বাহা। ৪ শ্রীং দুং ফট্॥ ৫ ঐং দুং ফট্॥ ৬ ওঁ দুং ফট্॥ ৭॥ ক্লীং দুং ফট্॥ ৮ অথ বিশালাক্ষীমন্ত্রঃ ধ্রুবমাদ্যং সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ। বিশালাক্ষীপদং ঙেন্তং হৃদন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ। ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ॥ অথ গৌরীমন্ত্রঃ॥ হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি সবর্ম্ম ফট্। দ্বিঠান্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সড়্‌ভিরুদীরিতঃ। হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্ স্বাহা॥ অথ ব্রহ্মশ্রীমন্ত্রঃ॥ হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি মৃত্যুর্ঘোররাবে হ্রীং স্বাহা। অথ ইন্দ্রমন্ত্রঃ। ইং ইন্দ্রায় নমঃ॥ অথার্দ্রপটী॥ ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা। আর্দ্ররক্তপটেনাবৃতঃ সমুদ্রগামিনীনদীতীরে উষরভূমৌ দক্ষিণামুখ উর্দ্ধ-বাহুর্জপেৎ। যাবৎ পটঃ শুষ্যতি তাবৎ প্রাণাঃ শুষ্যন্তি শত্রোঃ॥ অথ শ্মশানভৈরবী মন্ত্রঃ॥ শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষিণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় পূরয় হুং ফট্ স্বাহা॥ শ্মশানভৈরবীমন্ত্রেণ যাবৎ ক্রূরকর্ম্মণি প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ॥ অথ জ্বালামালিনী॥ ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা॥ অথ মহাকালী॥ ফ্রেং ফ্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা॥ ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ॥ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনা মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥ অথ মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্রঃ॥ ওঁ হৌঁ ওঁ জূং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ ত্র্যম্বক-মিত্যাদি। ওঁ হৌঁ ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥ আকর্ষণী॥ ওঁ তৎ। শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। প্রথমং প্রণবং দত্বা ত্রিপুরাপদমন্ততঃ॥ অমুকীং দেবতারূপং চিন্তনং

পরমেশ্বরি। মন্ত্রার্থকস্ত দেহস্থ মন্ত্রবাচ্যেন দেবতা। অমুকীতি পদদ্বন্দ্বমাকর্ষয় দ্বিধা পদম্। স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্ধৃত্য জপেদ্দশসহস্রকম্। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ওঁ ত্রিপুরাদেবি অমুকীমাকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা॥ অথ বিদ্বেষমন্ত্রঃ॥ ওঁ মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকয়োর্ব্বিদ্বেষণং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা॥ অথোচ্চাটনমন্ত্রঃ। ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট্॥ অথ সুখপ্রসবমন্ত্রঃ॥ওঁ মন্মথ মন্মথ ক্রাহি ক্রাহি ক্রাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভ এহ্যেহি মারীষ মারীষ স্বাহা॥ এতদন্যতরেণাষ্ট-বারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ং। ততঃ সুখপ্রসবো ভবতি। অথাদর্শনং। ওঁ হূং ফট্ কালি কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষে হূং ফট্ স্বাহা। অথ সর্ব্বাসাং নিত্য-পূজাবিধিঃ সংক্ষেপতো লিখ্যতে। আদাবৃষ্যাদিকোন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃপরং। অঙ্গুলীব্যপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এব বা। তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়মস্ততঃ পরং। ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সর্ব্বমন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ। পূজা তু মূলদেবতায়াঃ। এবঞ্চ মাতৃকান্যাসোহপ্যাবশ্যকঃ। তথা চ জপার্থং সর্ব্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপের্ব্বিনা। কৃতঞ্চ নিষ্ফলং বিদ্যাত্তস্মাদাদৌ লিপিং ন্যসেৎ॥

ইতি মন্ত্রকোষঃ সমাপ্তঃ।